একাত্তরের কানাগলি

BanglaBook.org

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রথম স্পাই-থ্রীলার

আসিফ সিদ্দিকী দীপ্র

একাত্তরের কানাগলি

আসিফ সিদ্দিকী দীপ্র

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কোরক

একাত্তরের কানাগলি
আসিফ সিদ্দিকী দীপ্র

© লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৭

রোদেলা ৪৫৩

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রকমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড
(বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
অনীক মোস্তফা আনোয়ার

অনলাইন পরিবেশক
http: //rokomari.com/rodela

বর্ণবিন্যাস
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে
আল-কাদের প্রিন্টিং প্রেস
৫৭, ঋষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৩২০·০০ টাকা মাত্র

Ekattorer Kanagoli By Asif Siddiquee Deepro
First Published *Ekushe Boimela 2017*
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69, Paridas Road (Banglabazar), Dhaka-1100.
E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web: www.rodela prokashani.com

Price : Tk. 320.00 Only US $ 10.00
ISBN : 978-984-92381-8-8 Code: 453

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

উ ৎ স র্গ

সালমা সিদ্দিকী

শাহীন সিদ্দিকী

ফাহমিদা পারভীন

দিলর ুবা পারভীন

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

অনীক মোস্তফা আনোয়ার

এত স্বল্প সময়ের মধ্যে এমন অমানুষিক পরিশ্রম করে সুন্দর একটি প্রচ্ছদ করে দেয়ার জন্য; আর সেটাও বইয়ের মাত্র কয়েক লাইন পড়ে একেবারে নিজের থেকে।

অশেষ কৃতজ্ঞতা :

নসীব পঞ্চম জিহাদী

আপনি ছাড়া হতো না ভাই। কোনভাবে না। সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো আপনার কাছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ডিসক্লেইমার

বইয়ে ব্যবহৃত অনেক চরিত্র, তথ্য, ঘটনা এবং কথোপকথনের বাস্ড়বে অস্ড়িত্ব থাকলেও যে প্রেক্ষাপটে এগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য গল্পটি লেখা হয় নি এবং গল্পের আলোকে বইয়ে উলে- খিত কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তিকে বিচার করা হবে অযৌক্তিক।

মুখবন্ধ

অসহ্য গরম একটা রাত। ঘরে কুলার আছে, কিন্তু লাভ হচ্ছে না। মুখের ভিতরটা কেমন যেন শুষ্ক, সারাক্ষণ একটা অস্বস্তিকর তৃষ্ণার ভাব লেগেই রয়েছে। বিছানার পাশেই একটা বেড সাইড টেবিল। আধশোয়া অবস্থাতেই টেবিলের উপর থেকে হুইস্কির ভারী গ-াসটা তুলে নিলো সে। শীতল গ-াসের স্পর্শ বেশ ভালোই লাগল। গ-াসের ভিতরে এখনো কয়েক টুকরো বরফ রয়েছে, ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে।

ঠা-া গ-াসটা সে নিজের ফর্সা গালের সাথে চেপে ধরল। আহ, অসাধারণ। আরামদায়ক অনুভূতিটা তাকে মনে করিয়ে দিল তার ছোট্ট জেল সেলটার কথা। সেলের ভিতর যে নোংরা মেঝেটার উপর ঘুমাতে হত সেটাও ঠিক এরকম ঠা-াই ছিল। আজকাল এই আরাম আয়েশের জীবনে সেইসব দুর্বিষহ কষ্টের দিনগুলোর কথা প্রায়ই মনে পড়ে তার। এখন সেরকম মাত্র একটা ঘণ্টা কাটানোও অসম্ভব মনে হয়। মানুষ কত অদ্ভুত! কত তাড়াতাড়িই না অভ্যস্ড় হয়ে পড়ে। হয়ত এখন তার কাছে সেরকম একটা দিন কাটানোও অসম্ভব মনে হচ্ছে কিন্তু আসলেই কি তাই? সে নিশ্চিত তাকে যদি ঠিক এই মুহূর্তেই সেরকম একটি পরিস্থিতির ভিতর পড়তে হয় সে আবারো অভ্যস্ড় হয়ে পড়বে, কিছুক্ষণের মধ্যেই। কারণ তাছাড়া আর কি-ইবা করার থাকবে।

যা'হোক সেই দিনগুলো এখন অনেক পিছনে। আর তাছাড়া সে কিন্তু ওই পরিস্থিতিতে কেবল অভ্যস্ড় হয়েই বসে থাকে নি, সে পরিস্থিতিকে বদলাবার চেষ্টা করেছে এবং পেরেছিলও। পর পর দু দুটো ব্যর্থ চেষ্টার পর তৃতীয়বার সে পালাতে পেরেছিল সেই দোযখ থেকে। মুক্তির সেই মুহূর্তের অনুভূতিটা মনে করার চেষ্টা করল লোকটা, প্রায়ই করে। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি।

হয়তো অন্য সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন সে; একটু উন্নত, আর সেজন্যই হয়তো সে অন্যদের থেকে একটু ভালো কিছু পাবার যোগ্য।

ভাবতে ভাবতেই সে পাশের টেবিলে হুইস্কির বোতলটার দিকে চোখ দিল। এক দিনের জন্য যথেষ্ট খেয়েছে আজকে। অবশ্য তাতে কার কি, কার-ই বা ক্ষমতা আছে বাধা দেবার। কিন্তু লোকটা চাচ্ছিল না একেবারে মাতাল হয়ে পড়তে, কিছুটা হুশ জ্ঞান অবশিষ্ট থাকা দরকার।

ঘরের অন্য পাশে একটা টেলিভিশন, তার উপরে একটা দেয়াল ঘড়ি। *দশটা তেত্রিশ। উফ এত দেরি কিসের!* টিভিতে কি একটা বিরক্তিকর নাটক দেখাচ্ছে। আবারো বোতলটার দিকে তাকাল। এখনো অর্ধেকটা রয়েছে। মদ! পৃথিবীর সেরা জিনিস। নাহ, মেয়ে মানুষ। মেয়ে মানুষই সবচেয়ে ভালো। কি যায় আসে, তার যেটা খুশি সে সেটাই পেতে পারে। অবশ্য খুব বেশি ধনী লোক সে নয়। কিন্তু ক্ষমতাবান, অসম্ভব ক্ষমতাবান। লোকটা কখনো এটা

BanglaBook.org

বুঝতে পারেনা যে কেন মানুষ খালি টাকার পিছনে ছোটে, ক্ষমতাটাই যেখানে আসল।

দশটা চৌত্রিশ। মুখের শুষ্ক ভাবটা বেড়েই চলেছে। গ-াসটা অর্ধেক ভরে নিলো সে, কখনো পুরোটা ভরে না। দেখতে ভালো লাগে না, আর তাছাড়া পুরোটা ভরলে সবসময় একটা ভয়ে থাকতে হয় যেন উপচে না পড়ে। অল্প ভরলে দেখতেও ভালো লাগে আর নিয়ন্ত্রণ করাও সহজ। একটা বড় ঢোক নিয়ে অনেক খানিকটা তরল গলা দিয়ে ঢেলে দিল সে। আর ঠিক তখনই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল।

"কাম ইন," চিৎকার করে বলল লোকটা।

একজন ইউনিফর্ম পরা সৈন্য কাঠের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। হাতে একটা ভিডিও ক্যাসেট। সে বিশাল একটা সালাম ঠুকতে যাচ্ছিল কিন্তু খাটে শোয়া তার সিনিয়র অফিসার হাত উঁচু তাকে করে থামাল।

"অন করে বের হও," বিরক্ত কণ্ঠে বলল সে।

নার্ভাস সৈন্যটা ভিসিআরের কাছে ছুটে গিয়ে ক্যাসেটটা ঢোকাল। সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে চাচ্ছিল, দেখার জন্য যে ক্যাসেটটা ঠিক মত চলছে কিনা।

"গেট আউট," অফিসার আবারো খেকিয়ে উঠল।

অগুরুত্বপূর্ণ লোকটা একেবারে সাথে সাথেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ভিডিওটা শুরু হয়েছে। সে গ-াস থেকে আরেকটু হুইস্কি খেল। এরপর তাড়াতাড়ি করে বেড সুইচটা অফ করে মাথার উপর জ্বলতে থাকা টিউব লাইটটা বন্ধ করে দিল। পুরো ঘরে টিভির আলো ছাড়া আর কোনো আলো নেই।

এক বছরেরও বেশি সময় ক্লাসিফায়েড থাকার পর গতকালই ভিডিওটা রিলিজ করা হয়েছে।

উত্তেজনার বশে টিভি থেকে চোখ না সরিয়েই আরেকবার গ-াসে চুমুক দিল লোকটা। লক্ষ্য করে নি গ-াস খালি হয়ে গেছে। টিভির দিকে তাকিয়েই কাঁপা কাঁপা হাতে বোতল থেকে হুইস্কি নিয়ে গ-াসে ঢালল সে, পুরোটা।

ভিডিওটা খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু যতক্ষণ সেটা চলল মন্ত্রমুগ্ধের মত সে স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে থাকল। এই সামান্য কয়েক মিনিটেই সেটা লোকটার মনে যে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হল তার ফলাফল যে কেবল আজকের মাতাল রাতটা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকছে না, সেটা হয়ত লোকটা নিজেও জানে না। স্ক্রিনটা কালো হয়ে গেলে অন্ধকার ঘরে হুইস্কিতে টইটুম্বুর করতে থাকা গ-াসটা হাতে নিয়ে নিশ্চল হয়ে বসে রইল সে পরের কয়েকটা মুহূর্ত। এরপর গ-াস থেকে চুমুক দেবার চেষ্টা করল। খেয়াল করে নি পুরোটাই ভরা ছিল, বেশ খানিকটা তরল গড়িয়ে তার সাদা শার্টের উপর পড়ল।

ডেপুটি চিফ অফ জেনারেল স্টাফ অফ পাকিস্তান আর্মি, আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের মুখ আর শুষ্ক ছিল না, কিন্তু সে তৃষ্ণার্ত ছিল। তার মধ্যে ছিল অবর্ণনীয়-দুর্দমনীয় তৃষ্ণা, ক্ষমতার তৃষ্ণা।

BanglaBook.org

কয়েকটি ঘটনা

ঘ ট না- ০১

ডাইনিং টেবিলটা অন্য দিনের তুলনায় একটু বেশিই হাসি খুশি ছিল সে রাতে। ঠিক কি জন্য সেটা অবশ্য কেউ জানে না। কিন্তু টেবিলে বসে খেতে থাকা পাঁচজন অকারণেই আজ একে অপরকে নিয়ে অনেক ঠাট্টা তামাশা করছিল। শেষ কবে ওরা এমন একটা সময় পার করতে পেরেছিল কারও মনে নেই।

"আজকের খাবারটা অন্য দিনের থেকে অনেক টেস্টি লাগছে, এটা কি খিদের কার..." বলতে বলতেই থেমে গেল লোকটা, মুহূর্তের মধ্যেই হাসি সরে গিয়ে সারা মুখ আতংকে ফ্যাকাশে হয়ে গেল, "ওই তুহিন, তোর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে!"

সবাই খাওয়া থামিয়ে তুহিন নামের ছেলেটার দিকে তাকাল। কিন্তু তুহিনের মধ্যে কোনো ভ্রুক্ষেপ দেখা গেল না।

"আমি অনেক ব্রিলিয়ান্ট তো সেজন্যই রক্ত পড়ছে ভাই," তুহিন নামের ছেলেটা জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "একটু অপেক্ষা করেন আপনার নাক থেকেও পড়বে।"

বলেই অপ্রকৃতস্থের মত হাসতে শুরু করল ছেলেটা।

"কি করেছিস তুই?" চিৎকার করে উঠল তার সামনে বসা লোকটা। পাশে বসা অন্য তিনজন কি করবে বুঝতে না পেরে এদিক ওদিক দেখতে লাগল প্রথম কয়েকটা সেকেন্ড। তুহিনের ঠিক পাশেই বসা অন্য একজন একটা রুমাল বের করে তুহিনের নাকের সাথে চেপে ধরতে গেলে তুহিন বা হাত দিয়ে আস্তে করে সরিয়ে দিল। রক্তের ধারা আরো ঘন হয়ে উঠছে। চিৎকার করে কাউকে ডাকল একজন। ডাক শুনে রুমের অন্য মাথা থেকে দৌড়ে ওদের দিকে আসতে শুরু করল দুজন লোক।

"আমাকে মাফ করে দিয়েন ভাই," তুহিন বলল তার সামনের লোকটার দিকে তাকিয়ে। দৌড়ে আসা লোক দুজন টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দেখছে। কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। কয়েক মুহূর্ত মুখ চাওয়া চাওয়ি করে দুজন চিৎকার চেঁচামেচি করে তৃতীয় একজনকে ডাকতে শুরু করল। শুধু ডাকায় কাজ না হওয়ায় বাইরের দিকে ছুট দিল একজন। অন্যজন বোকার মত এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে তুহিন নামের ছেলেটাকে নিয়ে টানাটানি শুরু করল। তাকে টেনে মনে হয় মেঝেতে শোয়ানোর চেষ্টা করছিল সে। টেবিলের অন্য দুজন লোক যোগ দিল তার সাথে।

BanglaBook.org

তবে তুহিনের সামনের লোকটা সেসব কিছুই না করে খাওয়া বাদ দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রইল। তার বোঝা হয়ে গেছে। নিজের নাকেও তরল অনুভব করল সে।

"সবাইকে?" নিজের নাক মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল সে।

"নাহ, সবাই কি আর আমাদের মত ব্রিলিয়ান্ট নাকি?" হাসল তুহিন। ইতোমধ্যে শুইয়ে ফেলা হয়েছে তাকে, সেখান থেকেই গলা উঁচিয়ে বলল। তার মুখেও রক্ত জমে উঠতে শুরু করেছে ততক্ষণে।

"যাহ তোকে মাফ করে দিলাম," বলল লোকটা।

কাশতে শুরু করল তুহিন নামের ছেলেটা। "আমি জানতাম আপনি মাফ করে দেবেন...আপ...আপনিও আমার ম..মতই," কাশতে কাশতেই বলল সে। আরও কিছু লোক হন্ড়দন্ড় হয়ে প্রবেশ করল রুমের ভিতর।

কিন্তু তাতে কোনো লাভ হল না। ব্রিলিয়ান্ট দুজনকে বাঁচানো গেল না। অপেক্ষাকৃত কম ব্রিলিয়ান্ট লোকগুলো অশ্রু ভরা চোখে তাকিয়ে রইল দুজনের বিকৃত হয়ে যাওয়া মুখের দিকে।

ঘ ট না- ০২

অন্ধকার রাত। সারাদিনের বৃষ্টির কারণে বেশ একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। সেজন্যই মনে হয় লোকটার ঘুম একটু বেশিই গাঢ় হয়ে গিয়েছিল সে রাতে। আর তাই একেবারে সদর দরজায় বুটের লাথি পড়ার আগ পর্যন্ড় কানে কিছুই ঢোকেনি।

লাথির শব্দ শুনেই একেবারে ধড়ফড় করে উঠে বসল সে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। লোকগুলো ঢুকে পড়েছে ঘরের ভিতরে, সে শুনতে পেল ওদের পায়ের শব্দ, একদম কাছে। সবার পরনেই চকচকে খাকি ড্রেস, যেন মাত্র লন্ড্রি থেকে এসেছে। অবশ্য ড্রেসগুলো ঠিক তখনই দেখতে পায় নি সে। শব্দ শুনে ঘুম থেকে উঠেই দৌড়ে গেছে একটা আলমারির ভিতর লুকাতে। তাতে খুব বেশি লাভ হল না, লাভ যে হবে না সেটা তারও অজানা ছিল না। হয়ত দশ সেকেন্ড বেশি বেঁচে থাকতে পেরেছিল সে, এছাড়া আর কিছু নয়। আর ঐটুকু সময়েই রাজ্যের সমস্ড় হতাশা এসে জমা হয়েছিল তার মনে। হাজার প্রকারের অনুভূতি এক সাথে দলা পাকিয়ে উঠেছিল মনের গভীরে; যেসব অনূভুতি এর আগে কখনও তার আশেপাশেও আসে নি। পরকালে ঠিক কি ফলাফল সে পেতে পারে তার একটা আইডিয়া পাবার জন্য পুরো জীবনের একটা থরো ইভালুয়েশন করে ফেলেছিল সে মাত্র দশ সেকেন্ডেই, যার ফলাফল মোটেই খুশি করতে পারেনি তাকে।

অনুপ্রবেশকারীরা যখন ওকে আলমারি থেকে টেনে বের করছিল তখন প্রথমবারের মত তাদের পরনের খাকি ড্রেসগুলো তার চোখে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যেই মন থেকে সমস্ড় ভয় আর আতংক সরে গিয়ে সেখানে থেকে গেল কেবল অবিশ্বাস। অবাক দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে, কোনো রকম প্রতিরোধ ছাড়াই সে আলমারি থেকে বের হয়ে এলো। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলার জন্য মুখ খুলতে পারার আগেই শক্ত হাতে তার মুখ চেপে

BanglaBook.org

ধরে তাকে জোর করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হল বাসার ড্রয়িং রুমে। সেখানে পৌঁছে সে দেখতে পেল, সোফার সামনের টি টেবিলটার উপর দাঁড়িয়ে আরেকজন খাকি পোশাক পরা লোক একটা ফাঁসওয়ালা দড়ি ফ্যানের সাথে লাগাচ্ছে। নিজের চূড়ান্ত পরিণতি বুঝতে আর সময় লাগল না তার। কিন্তু কোনোভাবেই এই পরিণতির কোনো কারণ সে বের করতে পারল না। তার শরীরের কোষগুলো যদি কথা বলতে পারত তবে প্রত্যেকটা কোষই চিৎকার করে কেবল একটা প্রশ্নই করত তখন, কেন? কেন? কেন? কিন্তু কি আর করার, কোষগুলো কথা বলতে পারে না। ওদিকে মুখ চেপে ধরা লোকটা এক সেকেন্ডের জন্য নিজের হাতটা সরালে দ্বিতীয়বারের মত বুকে সামান্য যে আশাটুকু জমে উঠেছিল তাও টিকল না যখন কিছু বলার আগেই আরেকজন একটা রুমাল পুরে দিল তার মুখে। সর্বশক্তি দিয়ে সমস্ত শরীরটা মোচড়ালেও কোনো লাভ করতে পারেনি অসহায় লোকটা।

বড় বড় দুই চোখ ভরা আতংক আর মনের মধ্যে এক রাশ বিস্ময়, অবিশ্বাস, নিরাশা এবং পৃথিবীর উপর তীব্র ক্ষোভ নিয়েই তাকে সিলিং থেকে ঝুলে পড়তে হয়েছিল সেই হালকা শীতের রাতে।

বেঁচে থাকলে সে অনুভব করতে পারত কিভাবে একটা সাদা কাগজ পিন দিয়ে ফুটিয়ে দেয়া হচ্ছে তার কপালের সাথে।

যার উপর উর্দুতে লাল কালি দিয়ে বড় বড় করে লেখা,

'পাকিস্তান আর্মির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার ফল।'

বেঁচে থাকলে সে হয়তো জানতে পারত ঠিক তারই মত একই পরিণতি হয়েছে ঢাকা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করতে থাকা আরও চারজন হতভাগ্য মানুষের।

BanglaBook.org

ঘ ট না-০৩

ঠিক তিন ঘণ্টা সাতচলি-শ মিনিট পরে যে লোকটার মারা যাবার কথা, সে লোকটি যখন শ্রীলঙ্কার একটি ছোট্ট সী পোর্ট থেকে সাদা একটি স্পিড বোট নিয়ে প্রকাণ্ড বঙ্গোপসাগরের বুকে তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যাত্রাটি শুরু করল, অন্য একটি লোক তখন দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেল কাছের একটি পে ফোন বুথে। প্রথম লোকটির যাত্রা শুরুর ব্যাপারে রিপোর্ট করতে।

স্পিড বোটের উপর দাঁড়ানো লোকটির খুব ইচ্ছে করল একটা সিগারেট ধরাতে কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে ধরালো না সে। এমন নয় যে সমুদ্রের ঠাণ্ডা আদ্র বাতাসে লাইটার জ্বালাতে তার কোনো সমস্যা হবে, কিন্তু তারপরও সে কিছু না করে আকাশের দিকে তাকাল। পরিষ্কার আকাশ, ঝড়ের তেমন কোনো সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু যদি হঠাৎ করে একটা শুরু হয়েই যায়, তাহলেই হয়েছে কাজ। আরো কিছু মাছ ধরার নৌকা, আর মাঝেমাঝে কয়েকটি স্পিড বোট দেখা যাচ্ছিল আশপাশ দিয়ে ছুটে যেতে।

ত্রিশোর্ধ লম্বা চওড়া লোকটির পরনে ছিল কালো ডাইভিং স্যুট, প্রশস্ত কাঁধে ঝোলানো একটি ওয়াটার প্রুফ ব্যাগ। ফর্সা কৌণিক মুখ, চুল ছোট ছোট করে কাটা, আর শান্ত শীতল কিন্তু উজ্জ্বল চোখ দুটিকে ঢেকে রেখেছিল

একটি কালো সানগ-াস। ভাবলেশহীন মুখ আর চোখ দুটো দেখলে মনে হয় এই লোককে একশ দোজখখানার মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে গেলেও মুখের একটি পেশীও বদলাবে না। যাত্রা শুর"র ঠিক তিন ঘণ্টা চলি-শ মিনিট পর পকেট থেকে একটা ম্যাপ বের করল সে। সামনে কয়েকটা ছোট দ্বীপ থাকার কথা। সেগুলোর কোনোটাই অবশ্য তার গন্ড়ব্য নয়, এমনকি গন্ড়ব্যের কাছাকাছিও নয়।

ম্যাপ দেখে সেটা আবার পকেটে রেখে দিল লোকটা। সন্ধ্যার আলো মিলিয়ে গাঢ় অন্ধকার রাত নেমে আসছে শান্ড় সাগরের বুকে। আলো খুব কমই বাকি আছে; চোখেও খুব অল্পই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একটা বাতি জ্বালানো দরকার। কিন্তু বাতি জ্বালাতে গিয়েও থেমে গেল সে। দীর্ঘ দিন ধরে শানিয়ে রাখা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টি কেন যেন একটা খোঁচা দিল। পিছনে তাকালো সে। বেশ কাছাকাছিই আরেকটা স্পিড বোটের দিকে নজর গেল তার। উপরে তিন জন লোক। মুখ পরিস্কার দেখতে না পেলেও তাদের অবয়ব দেখতে পাচ্ছে সে। তিন জনই কাছাকাছি উচ্চতার। তার মতই। সে সোজাসুজি তাকাল লোকগুলোর দিকে।

তারা বুঝে ফেলেছে!

সে বুঝে ফেলেছে!

নিজের বোটের লাইন চেঞ্জ করে ফেলল সে সাথে সাথেই, আর নিজেও শুয়ে পড়ল ফ্লোরে। নিজের ছোট্ট উজি রাইফেলটা ইতোমধ্যেই হাতে চলে এসেছিল তার, কিন্তু তার প্রতিপক্ষরাই প্রথম গুলিটা ছুড়ল।

এক ঝাঁক বুলেট এসে লাগল বোটের রেলিঙে। বোটটা একটা ঝাঁকি খেলো কিন্তু থামল না। মাথার মধ্যে এক সাথে অনেকগুলো হিসাব নিকাশ করতে শুর" করে দিয়েছে সে। একটা প-্যান দরকার। ভালো একটা প-্যান। বোট বাঁচাতে হবে...নিজেকেও বাঁচতে হবে...সবকটাকে মারতেও হবে। কোনোটাই অপশনাল নয়। ইঞ্জিন বন্ধ করে বেপরোয়া ভাবে সে পানিতে ঝাপ দিল। অন্য বোটের তিনজনই তার শরীর লক্ষ্য করে অবিরত গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। বেপরোয়া দেহটিকে বঙ্গোপসাগরের শীতল লবণাক্ত পানি স্পর্শ করার আগেই দুটি গুলি হজম করতে হল।

ডুবে যাচ্ছিল জাহিদ আল-পাশা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ১

২৫ মে, ১৯৭১
সাব-স্টেশন, কোভার্ট অ্যাকশন ডিভিশন, ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স, করাচী, পাকিস্তান

বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। হঠাৎ করেই শুরু হয়েছে। শেষের কয়েকদিন ছিল প্রচন্ড গরম। এইটুকু বৃষ্টিতে কোনো লাভই হবে না উলটা গরম আরো বাড়বে। দশতলা বিল্ডিংয়ের চারতলায়, নিজের অফিস ডেস্কের রিভলভিং চেয়ারটাতে হেলান দিয়ে বসে পিছনের বড় সাইজের গ-াসের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ভাবল আকরাম সুরী।

একটু পরেই সূর্য তার হারান জৌলুশ ফিরে পেয়ে যাবে। তারপর আবার সেই অসহ্য গরম। তার অফিস রুমে অবশ্য এসি রয়েছে, কিন্তু সারাদিন তো আর জমিদারের মত চেয়ারের উপর আসন গেড়ে বসে থাকা যায়না। অন্তত এই চাকরিতে তো নয়-ই।

ডেস্কের অপজিটে ভিজিটরদের বসার জন্যও দুটো চেয়ার রয়েছে। অফিসের মালিকের চেয়ারটা বেশ আরামদায়ক ফোমওয়ালা চেয়ার হলেও অন্য দুটো সাধারণ কাঠের চেয়ার। যেন সবসময় ভিজিটরকে মনে করিয়ে দেয় যত তাড়াতাড়ি উঠবে, ততই ভালো।

আকরামের বয়স বত্রিশ। যথেষ্ট লম্বা। চুল ব্যাকব্রাশ করে পিছন দিকে আঁচড়ানো। ক্লিন শেভড চেহারা, গাঢ় কালো চোখের উপর পাতলা কালো রিমের চশমা। চুলগুলো দেখলে মনে হয় ভেজা। সবমিলিয়ে চেহারা দেখলে একজন ঠান্ডা মাথার মানুষের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

দরজায় নকের শব্দ শুনে চেয়ার ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাল সে। তার থেকে চার-পাঁচ বছরের ছোট একজন ছেলে রুমে উঁকি দিল, "ওরা আপনাকে ডাকছে, স্যার," বলল সে।

"আসছি," আকরাম বলল।

দরজার সামনে দাঁড়ানো শোয়েব আখমেদ বয়সে আকরামের থেকে ছোট হলেও হাইট তার থেকে দুই ইঞ্চি বেশি আর কাঁধ তার থেকেও চওড়া। *ছেলেটার চোখের ভিতর কেমন যেন একটা চোরা চোরা ভাব। কখনও ঠিক সোজাসুজি চোখের দিকে তাকায় না।* ব্যাপারটা খেয়াল করেছে আকরাম।

কয়েক মিনিট পরে কনফারেন্স রুমের মত দেখতে একটা রুমে ঢুকল সে। সেখানে দুজন লোক একটা টিভি স্ক্রীনের সামনে বসে ছিল।

BanglaBook.org

"কি পেয়েছ?" জিজ্ঞেস করল আকরাম।

মেজর ফিরোজ আল-শাহরিয়ার কায়েস আর মেজর সাঈদ খন্দকার জায়েদি দুজনের র‍্যাংকই আকরামের সমান, তবে আকরাম একটু সিনিয়র। খুবই সামান্য। ডিরেক্টর আকবর খানের ডান হাত কর্নেল সালমান আব্বাসী; তারই ডেপুটি সে। তবে ডেপুটি হিসেবে সে যে কর্নেল আব্বাসীর ফার্স্ট চয়েজ ছিল না এ তথ্য অজানা নয় তার। সে ছিল আকবর খানের চয়েজ। আর আব্বাসীর চয়েস ছিল কায়েস। আর সেটা কায়েসও জানত। তো এই দুজনের মধ্যে বেশ চোখে পড়ার মত একটা রেষারেষি রয়েছে।

তবে এটা আকরাম মানত যে এই লোক আই.এস.আই'র বেস্ট মাইক্রোএক্সপ্রেশন এনালিস্ট। ও আর জায়েদি। জায়েদিকে আবার পছন্দ করে আকরাম। জায়েদি অনেক কম কথা বলে কিন্তু তার চোখের মধ্যে একটা তীব্র আনুগত্যের ছাপ রয়েছে।

জায়েদি সামনের একটা ফাইল থেকে কতগুলো বড় সাইজের ছবি বের করে সামনে রাখল। ছবিগুলো ছিল একজন মানুষের জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন সময়ের বিভিন্ন এক্সপ্রেশনের ছবি। কোনো কোনোটা পুরো মুখের ছবি আবার কোনো কোনোটা মুখের বিভিন্ন অংশ, যেমন চোখ বা ঠোঁটের এনলার্জ করা ছবি।

"যতবারই তার সামনে ওয়াদুদ আখতারের নাম নেওয়া হয়েছে, ততবারই তার মুখে এই কমন এক্সপ্রেশনটা দেখা গেছে," জায়েদি শক্ত হয়ে চেপে রাখা ঠোঁটের একটা ছবি দেখিয়ে বলল। নিজের পয়েন্ট প্রমাণ করার জন্য সে আরও কয়েকটা দেখাল।

"তার মনের ভিতর ওয়াদুদ সম্পর্কে একটা ঘৃণার মনোভাব আছে," বলল কায়েস, "সেটা সে এমনিতে প্রকাশ করছে না, হয়তো সে নিজের কাছেই স্বীকার করতে চায় না যে সে ওয়াদুদকে ঘৃণা করে অথবা সেটা আমাদের কাছে প্রকাশ করতে চায় না, যেটাই হোক না কেন এদের মধ্যে কিছু একটা আছে।"

ওয়াদুদ আখতার একজন অস্ত্রের দালাল। গত সপ্তাহে তার একজন মিড লেভেল অপারেটিভকে পুলিশ অ্যারেষ্ট করে, আর তার কাছ থেকেই তথ্য নিয়ে ওয়াদুদের নাম্বার টু, একরাম হুদা, মানে যে লোকটাকে নিয়ে কথা হচ্ছে তাকে ধরা হয়। পুরো কেসটা হ্যান্ডেল করছে আকরাম নিজে। তবে গত দুই দিন ধরে টর্চার করে কোন ফল না করতে করে অবশেষে ইন্টারোগেশনের ফুটেজটা দেখানো হয় এদের দুজনকে। ওয়াদুদ আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বেলুচ বিদ্রোহীদের সাথে একটা বড় অস্ত্রের ডিল করতে যাচ্ছে বলে আকরাম জানায় ওদের। আসলে আকরাম জায়েদিকে ব্রিফ করেছিল, আর জায়েদি জানায় কায়েসকে।

"এই হারামজাদা গত দুই দিন ধরে গরুর মত মার খেয়ে যাচ্ছে, আর মুখ দিয়ে একটা কথাও বের হয় নি। আর তোমরা বলছ এদের মধ্যে কোন সমস্যা আছে?" অবাক হয়ে বলল আকরাম।

কায়েস রিমোর্ট দিয়ে ভিডিওটা অন করে ফার্স্ট ফরোয়ার্ড করে এক

BanglaBook.org

জায়গায় গিয়ে থামল, "দেখো," পে- করল সে।

ভিডিওতে চেয়ারে বসা একরাম হুদাকে দেখা গেল। "...ওয়াদুদ আমার ভাই, ভাইয়ের চেয়েও বেশি। তাকে আপনাদের হাতে তুলে দেবার আগে কয়েকশ বার মরে যেতেও আমার বাধবে না।" বেশ তেজের সাথে বলতে শোনা গেল তাকে।

"খেয়াল করে দেখো," কায়েস পজ করে বলল, "সেন্টেন্সটা বলার সময় ও ওর ওয়েটটা শিফট করছে," আবার দেখালো সে।

"তো?" আকরাম জিজ্ঞেস করল।

"এর অর্থ হল," জায়েদি বলল, "তার বডি তার স্টেটমেন্ট রিফিউজ করছে। সে যা বলছে তা সে বিশ্বাস করে না।"

"সোজা বাংলায় সে মিথ্যা বলছে," কায়েস বলল, "তুমি এখন খোঁজ নিয়ে দেখো কি নিয়ে এদের ঝামেলা আছে..."

"যদি আদৌ থেকে থাকে," আকরাম কথা বলতে বলতে উঠে গেল, "আসছি," রুম থেকে বের হতে হতে বলল সে।

"আরেকটা কথা," কায়েস বলল, "বেলুচদের সাথে ডিলিং নিয়ে সে যা যা বলছে সেগুলো সত্যি। হয় সে কিছু জানে না। অথবা এমন কোন ডিল নেই।"

"না জানলে না জানবে। ওয়াদুদকে পেলেই হল," আকরাম বের হয়ে গেল।

●●●

পনের মিনিট পরে আবার ফিরে এলো সে। "এদের মধ্যে বড় ঝগড়া কখনও হয়নি...," আকরাম বসতে বসতে বলল।

"কিন্তু?" বাকা করে হেসে জিজ্ঞেস করল কায়েস।

"গত ছয় মাসে ওয়াদুদের দুইজন লোক জেলের মধ্যেই মরে যায়। এই হুদার ধারণা ছিল ওয়াদুদ মারিয়েছে। এই নিয়ে দুজনের বেশ কয়েকবার কথা কাটাকাটি হয়। তবে ওয়াদুদ পরে হুদাকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে সে এসব কিছু করে নি।"

"কিন্তু হুদার মন থেকে সন্দেহ যায় নি," জায়েদি বলল, "আর এদিকে ওয়াদুদও নিশ্চয় ভয় পাচ্ছে।"

"পাবারই কথা," কায়েস বলল।

"ফুটেজে দেখলাম হুদা বারবার উকিলের কথা জিজ্ঞেস করছে," জায়েদি আকরামের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এসেছিল কেউ?"

"হুম," আকরাম নড করল, "দেখা করতে দেই নি।"

"তাহলে এখন দেখা করার ব্যবস্থা করে দিয়ে চুপচাপ খেলা দেখো," সোফায় হেলান দিয়ে বলল মেজর ফিরোজ আল শাহরিয়ার কায়েস।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ২

২১ ডিসেম্বর, ১৯৪৩
সুপ্রিম হেডকোয়ার্টার অ্যালায়েড এক্সপিডিশনারি ফোর্স, ক্যাম্প গ্রিফিস, লন্ডন, উইকে

"জেন্টেলমেন," বাইরে সম্পূর্ণ আর্মি ইউনিফর্মে বসে থাকা তরুণ দুই ওএসএস (অফিস অফ স্ট্র্যাটেজিক সাপোর্ট, পরবর্তীতে সিআইএ) অফিসারকে ভিতরে ঢোকার ইশারা করল রিশিপসনের দায়িত্বে থাকা লোকটা, এখানকার সবার মত তার পরনেও পূর্ণ আর্মি ইউনিফর্ম।

অ্যালায়েড ফোর্সের এই নতুন ডিভিশনটা চালু হয়েছে মাত্র কিছুদিন হল। তেহরান কনফারেন্সের পরপরই, যেখানে 'দ্য বিগ থ্রী', স্ট্যালিন-রুজভেল্ট-চার্চিল একত্র হয়ে চলমান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অপারেশনাল ফ্রেমওয়ার্কে বিভিন্ন পরিবর্তন আনেন। আর সেইসব পরিবর্তনেরই একটি প্রোডাক্ট এই হেডকোয়ার্টার। আর এই মুহূর্তে এই দুই অফিসার ঢুকছে তিনজন গ্রাউন্ড ফোর্স কমান্ডারের একজন, লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেকব এল ডেভার্সের অফিসে।

দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেই বুক টান টান করে তাদের সুপিরিয়র অফিসারকে স্যালুট করল দুজন।

"অ্যাট ইজ," হাত উঁচু করে বললেন ডেভার্স, তিনি তার বিশাল সাইজের ডেস্কের পিছনে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন, "বসো," সামনের দুটো চেয়ারে ওদের দুজনকে বসতে ইশারা করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোনো জেনারেলের অফিস কল্পনা করলে ঠিক যেমন একটা জায়গা চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার অফিসটাও ছিল একদম সেরকমই। জানালাবিহীন একটা বাঙ্কারের মত। অফিসের দেওয়ালে এতগুলো ম্যাপ যে পিছনে যে একটা দেওয়াল আছে সেটা বোঝারই উপায় নেই। মনে হয় যায়গাটা ম্যাপ দিয়েই বানানো হয়েছে।

ডেভার্স ডেস্কের পাশে একেবারে দেওয়ালের সাথে লাগানো একটা ছোট টেবিলের কাছে চলে গেলেন।

"হুইস্কি?" ওদের দিকে পিঠ দিয়েই জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

নড করল দুজনে।

ডেভার্স তিনজনের জন্যই হুইস্কি বানালেন।

BanglaBook.org

ওদের সামনে দুটো গ-াস রেখে নিজের গ-াসটা নিয়ে চেয়ারে এসে বসলেন তিনি।

"স্ট্যান এবং স্যাম," ডেভার্স তার টেবিলের একেবারে উপরের খোলা ফাইল দুটোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বেস্ট অফ দ্য বেস্ট; ওয়েল ব্যাপারটা আসলে ঠিক একেবারে সেরকম না হলেও দেখা যাচ্ছে তোমরা দুজনই পোলিশ এবং জার্মান দুটো ভাষাই খুব ভালো করে জানো।"

কিছু বলল না দুজন।

"আবার বেস্ট অফ দ্য বেস্ট বলছি না বলে মন খারাপ করো না, আমি এধরনের কমপি-মেন্টে বিশ্বাস করি না, এসব কেবল সিনেমার হিরোদের জন্যই মানায়," হাসলেন তিনি।

নিজের গ-াসে একটা ছোট্ট চুমুক দিলেন তিনি, সাথে সামনের দুজনও।

"তোমরা অপারেশন লং জাম্পের ব্যাপারে শুনেছ?"

"ইয়েস স্যার," স্ট্যান নামের ছেলেটা বলল।

"কিন্তু খুব ডিটেইলস কিছু না," বলল স্যাম।

"ডিটেইলস আসলে খুব বেশি ইম্পরট্যান্টও না এক্ষেত্রে। এসএস কর্নেল অটো স্কোরজেনীর নেতৃত্বে জার্মান স্পাইদের একটা দল চেষ্টা করে তেহরান কনফারেন্সের সময় বিগ থ্রী'কে একসাথে হত্যা করতে। কিন্তু রাশিয়ানরা ব্যাপারটা জেনে ফেলে এবং তেহরানের জার্মান স্পাই রিংটা ধরে ফেলতে সক্ষম হয়। এইটুক তো জানো?"

নড করল দুজন।

"এখন আমাদের কাছে বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর আসছে যে এরকম একটা চেষ্টা আবারো হতে পারে, এবং সেটা বিশ্বাস করার মত অনেক এভিডেন্সও আমরা পেয়েছি," ডেভার্স তার ড্রিংকে আরেকটা চুমুক দিলেন, "একজন জার্মান ইঞ্জিনিয়ার আমাদের সাথে কন্টাক করেছে এবং সে আমাদের এই ব্যাপারে সমস্ড় ডিটেইলস দিতে চায়। শুধু তাই নয় সে আমাদের আরো হাজার হাজার ইন্টেল দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।"

"সে কি বিশ্বাসযোগ্য?" স্ট্যান জিজ্ঞেস করল।

"এখনো পর্যন্ড় তাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ পাওয়া যায় নি," সামান্য হেসে বললেন ডেভার্স, "শুধু সে রাইখসফুয়েরার এসএস এবং এই মুহূর্তে জেলে আটকা পড়েছে, এটা ছাড়া।"

তিনজনে এক সাথে হেসে দিল। পুরো বিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বর এবং নির্মম প্যারামিলিটিরি বাহিনি এসএস, যার সুপ্রিম লিডার হিটলার নিজে। এসএস'র আবার অনেকগুলো ডিভিশন রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম প্রধান হল রাইখসফুয়েরার এসএস, যার নেতৃত্ব দিচ্ছিল স্বয়ং হিমলার।

"ব্যাপারটা আসলে আরেকটু ইন্টারেস্টিং, তা না হলে আমরা এটাকে পাত্তা দিতাম না। এই ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানুয়েল ফিলিপ, আসলে ঠিক এসএস

BanglaBook.org

বলতে আমরা যে জানোয়ারদের বুঝি সেরকম নয়। আমরা খবর পেয়েছি যে, রাইখসফুয়েরার এসএস'র আন্ডারে একটা ছোট্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট রয়েছে, এই লোক কাজ করত সেখানে। মারাত্মক ব্রিলিয়ান্ট, ফটোগ্রাফিক মেমোরি। বলতে গেলে সে ইন্টেলিজেন্সের একটা গোল্ড মাইন। যাই হোক, গতমাসে একে রাইখসফুয়েরার এসএস থেকে এসএস'র থার্টি সিক্সথ ওয়াফেন গ্রেনেডিয়ার ডিভিশনে ট্রান্সফার করে আনা হয়।"

নামটা শুনেই চোখ মুখ শক্ত হয়ে গেল দুজনের। এসএস'র এই ডিভিশনটার প্রধান অস্কার ডার্লওয়েঙ্গার। এই লোক দুই বিশ্বযুদ্ধেই যুদ্ধ করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তার নামের একটা পুলিশ রিপোর্টে লেখা হয় সে মেন্টালি আনস্টেবল, স্যাডিস্ট, ফ্যানাটিক এবং অ্যালকোহলিক। আর এই লোকই হিটলারের বাহিনিতে পেয়েছে একাধিক বড় বড় সম্মানজনক উপাধি এবং আয়রন ক্রস মেডেল। এই একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝা যায় ঠিক কি ধরনের লোক দিয়ে নাৎসি বাহিনি গঠিত হয়েছিল। জানা যায় সেসময় সে ইহুদি মহিলাদের কেটে তাদের সাথে ঘোড়ার মাংস মিশিয়ে সাবান বানাতো।

"যাইহোক," একটু থেমে আবারও বলতে শুরু করলেন ডেভার্স, "ফিলিপকে ওয়েঙ্গারের সাথে পোল্যান্ডে কাজ করতে পাঠানো হলে সে ওয়েঙ্গারের কার্যকলাপ দেখে তার সাথে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। সেজন্যই তাকে জেলে আটকে রাখা হয়েছে। সেখান থেকেই সে তার একজন বন্ধুর সাহায্যে আমাদের সাথে কন্টাক করে। সে আমাদের কিছু ইন্টেল দিয়েছে এবং সেগুলো খুবই এফেক্টিভ ছিল। তো এখন তার কথা হল আমরা যদি তাকে সেখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি তবে সে আমাদের আরো অসংখ্য ইন্টেল দেবে এবং যার ভিতর অপারেশন লং জাম্পের আপগ্রেডেড ভার্সনও রয়েছে।"

থামলেন ডেভার্স।

"তো আমাদের এখন তাকে ছাড়িয়ে আনতে হবে?" স্যাম জিজ্ঞেস করল।

"এক্সেক্টলি," ডেভার্স মাথা নাড়লেন।

"কোন জেল?" স্ট্যান জিজ্ঞেস করল।

"মন্টেলুপিক," ডেভার্স বললেন, "গেস্টাপো প্রিজন।"

স্ট্যানের চোখ এক মুহূর্তের জন্য ধ্বক করে জ্বলে উঠেছিল যেটা কেউ খেয়াল করার আগেই সে সামলে নিল নিজেকে।

"দুদিন পর তোমাদের ক্র্যাকোতে নামিয়ে দেওয়া হবে, সেখানে আমাদের খুব ছোট একটা ফ্রেন্ডলি ইউনিট আছে। তারা অপারেশনের ভিতরে তোমাদের তেমন কোনো সাহায্য করতে না পারলেও সবচেয়ে বড় সাহায্যটা করবে। তোমাদের পোল্যান্ড থেকে সেফলি বের করে দিতে পারবে তারা। যদি তোমরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারো ফিলিপকে নিয়ে, এবং অবশ্যই সাথে করে গাড়ি

BanglaBook.org

ভর্তি গেস্টাপো না নিয়ে। আর তোমাদের জেনে রাখা দরকার এখানে কিন্তু টাইম লিমিট আছে। তোমাদের বিশ থেকে পঁচিশ দিনের মধ্যে বের হতে হবে। ওয়েঙ্গার ফিলিপের উপর দেশদ্রোহী চার্জ লাগিয়েছে। তাকে এক মাসের মধ্যেই ঝুলিয়ে দেয়া হবে।"

হাসল দুজন।

"কি অপরাধে জেলে যেতে চাও সাবধানে বেছে নিও। ঢোকার আগেই আবার গুলি খেও না, ভিতরে ঢুকলে গুলি খাবার অনেক সুযোগ পাবে," হেসে বললেন ডেভার্স, "আশা করছি এবারের ক্রিসমাসটা জেলেই কাটাও।"

●●●

"স্ট্যান, তোমার ভাই না পোল্যান্ডে ধরা পড়েছিল?" পে-নে বসে স্যাম জিজ্ঞেস করল স্ট্যানকে, সে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

"ডেভার্সের সামনে না বলার জন্য ধন্যবাদ," হাসল স্ট্যান।

"ডেভার্স জানে না মনে করো?" স্যাম হেসে বলল, "মন্টেলুপিকে?"

নড করল স্ট্যান।

"মানে আমাদের আসলে দুজনকে বের করতে হবে," স্যাম বলল।

"আমি জানতাম তুমি কোনো সমস্যা করবে না," হাসল স্ট্যান।

"তোমার ভাই, আমার ভাই," বলল স্যাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অ ধ্যা য় ৩

৪ মার্চ, ১৯৭১

ওয়াশিংটন ডিসি'র কোনো এক জায়গায়

কালো রঙের এসইউভিটা অন্ধকার রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছুক্ষণ হয়েছে। গভীর রাত। আশপাশ জনমানবশূন্য। ভিতরে বসা লোকটার চেহারা দেখলে মনে হবে তার সময় বা ধৈর্য কোনোটারই অভাব নেই। ভাবলেশহীন মুখে ঘন্টার পর ঘণ্টা এক জায়গায় বসে থাকতে পারে সে। আসলে বসে থাকা ছাড়াও অনেক কিছুই সে করতে পারে।

ছ'ফিট চার ইঞ্চি উচ্চতার শার্প চেহারার এ্যারন বার্টনের চোখে শীতলতা এবং অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট। তার বয়স ত্রিশের কিছু বেশি হলেও এইটুক জীবনে অনেক কিছুই দেখে ফেলেছে সে।

রিয়ার ভিউ মিররে কালো ওভারকোট এবং হ্যাট পরা অবয়বটিকে এগিয়ে আসতে দেখল সে। নিঃশব্দে প্যাসেঞ্জার সিটে এসে বসলেন এরিক রে'বার্ণ।

হ্যাটটা খুলে কোলের উপর রেখে এ্যারনের দিকে তাকালেন তিনি।

"কোনো খবর?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"না," এ্যারন বলল, "একেবারে উধাও...."

"হুম," গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন রে'বার্ণ, "তার কাছে যেসব ডকুমেন্ট ছিল সেগুলো?"

"তার কাছে যা ছিল তা কখনই প্রেসিডেন্ট অফ ইউনাইটেড স্টেটস এবং ডিরেক্টর অফ এফবিআই'কে ট্রায়ালে ওঠানোর যথেষ্ঠ হত না...."

"তবে শুরু করার মত একটা জায়গা তো পাওয়া যেত...." বাধা দিয়ে বললেন রে'বার্ণ।

"সে এবং তার ডকুমেন্টস কোনো কিছুই আর এভেইলেবল নেই এটা ধরেই নিয়েই এখন কাজ শুরু করতে হবে।"

"অপরপক্ষ কতটুকু জানে বলে তোমার মনে হয়?"

"আমাদের অস্তিত্বের ব্যাপারে তারা কিছু জানে না সে ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা যেতে পারে। ব্যাপারটা এটুকই যে, কাইল স্পেনসার একজন সাংবাদিক; সে প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যাম্পেনেইনের ব্যাপারে গুতাগুতি করতে গিয়ে বুঝতে পারে যে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন মানি লন্ডারিং করছে এবং হুভারের সাহায্যে মানুষজনকে ব-্যাকমেইল করছে। কাইলের উপর যে আমরাও নজর

BanglaBook.org

রাখছিলাম এ তথ্য তারা বা কাইল কেউই যেহেতু জানত না, তো তারা কাইলকে মেরে বা গুম করে নিশ্চয়ই ধরেই নিয়েছে ট্রেইলটা সেখানেই শেষ।"

রে'বার্ণ কিছুক্ষণ কোনো কথা বললেন না।

"আর পাকিস্ড়ানের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ড় হয়েছে?" এ্যারন জিজ্ঞেস করল।

"তারা ভয় পাচ্ছেন সেখানে যদি একটা সিভিল ওয়ার শুর" হয়ে যায় আর ইন্ডিয়া যদি বিদ্রোহীদের সাহায্য করা শুর" করে দেয়, যেটা তারা করবেই, তখন কি হবে।"

"বিদ্রোহীদের কি আমাদেরও সাহায্য করা উচিৎ নয়?"

"আমাদের তো উচিৎ আগে ইয়াহিয়াকেই সরিয়ে দেয়া, কিন্তু নিক্সন তো সেরকম কিছু করার ধারে কাছেই যাচ্ছে না। উলটো সে ইয়াহিয়ারই পক্ষপাতিত্ব করছে।"

"এ অবস্থায় *আমাদের* পক্ষ থেকে কি করা হবে?"

"সেটা এখনও ততটা মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় নি। তবে অবশ্যই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হবে যে কোনো প্রকারে কোনো রকম বিশ্বযুদ্ধ না হতে দেওয়া..."

"বিশ্বযুদ্ধ?" একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল এ্যারন।

"জায়গাটা একটা হটজোন, এতটা অবাক হবারও কিছু নেই," বললেন রে'বার্ণ, "যাইহোক সেটা একেবারে ওর্স্ট কেস সিনারিও। আপাতত আমাদের কিছু করার নেই। কেবল চোখ কান খোলা রাখলেই হবে।"

"ওকে।"

"নিক্সন আর হুভারের ব্যাপারটা খুব সাবধানে দেখতে হবে। আস্ড়ে আস্ড়েই কর, কিন্তু সাবধানে। আপাতত কয়েকদিন কিছু না করাই ভালো। কয়েকদিন পর কাজ শুর" কর।"

"ওকে।"

এক মূহূর্ত বসে থেকে গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীর ডেপুটি ডিরেক্টর (অপারেশন্স) এরিক রে'বার্ণ। যেটা তার দুটো পরিচয়ের একটি।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৪

২৫ মে, ১৯৭১
সাব-স্টেশন, কোভার্ট অ্যাকশন ডিভিশন, ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স, করাচী, পাকিস্তান

দুজন লোক ইন্টারোগেশন রুমে ঢুকে কিছু বুঝে ওঠার আগেই একরাম হুদার হাত খুলে দিল। তারপর তাকে শক্ত করে ধরে উঠিয়ে বাইরের দিকে হাঁটা শুরু করল।

"কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?" জিজ্ঞেস করল সে, যদিও কণ্ঠে ঠিক ভয় বা আতংক ছিল না।

লোক দুজন কোনো কথা বলল না। বাইরে আকরামকে দাঁড়ানো দেখল সে।

"কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?" হুদা এবার আকরামকে জিজ্ঞেস করল।

"তোমার উকিল এসেছে।"

তাকে নিচের তলায় একটা রুমে নিয়ে বসানো হল। যে রুমে এতক্ষণ ছিল সেটার মতই। কিন্তু রুমটা মনে হল পুরো বিল্ডিং থেকে একটু বিচ্ছিন্ন। এই ঘরে জানালা রয়েছে। বাইরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখল সে। তাকে রুমে বসিয়ে লোক দুজন বেরিয়ে গেল। এই রুমের বাইরে আগেরটার মত কোনো রেকর্ডিং ডিভাইস নেই। লোক দুজন বেরিয়ে যাবার সাথে সাথেই ছোকরা চেহারার কালো স্যুট পরা একজন ঘরে ঢুকল। হাতে দুকাপ চা আর কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলানো। ব্যাগটা টেবিলের উপর রেখে বসল সে।

"ভালোই পিটিয়েছে দেখি," ছেলেটা হেসে বলল, "এটা একটা ভালো কথা।"

"তুমি কে?" হুদা বিরক্ত হয়ে বলল।

"যাত্রা পালার নায়িকা। দেখে কি মনে হয়?"

হুদার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। এমনিতেই তার এই অবস্থা, তার মধ্যে কোথাকার কোন ছাগল এসে জোকারি করছে।

"আমার সাথে ফাতরামি করবে না। কোরেশী কই?"

"আমি তার জুনিয়র। আমাদের মাত্র দশ মিনিট দেয়া হয়েছে। তো অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন না করে কাজের কথা বললেই ভাল হবে। চা খান।"

"তো এখন আমাকে এই জুনিয়র সামলাতে হবে?" তিক্ত গলায় বলল হুদা।

BanglaBook.org

"যা বলছি মনোযোগ দিয়ে শোনেন। আপনার কি মনে হয় এটা কোন জায়গা? এটা আই.এস.আই। কোরেশী স্যার এখানে আসার রিস্ক নিতে পারবেন না। তো আপনার দোস্ড়-বন্ধু, ভাই বোন সবই আমি। এ কথাটা যত দ্র্ত মাথায় ঢুকিয়ে ফেলতে পারবেন ততই ভালো।"

হুদা একটু অবাক হল আই.এস.আই'র কথা শুনে। ও ভেবেছিল পুলিশের কোনো স্পেশাল ডিভিশন হবে। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

"এত চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলছ তুমি জান আমি কে?" হুদা বলল, "আমি তোমার কি করতে পারি জান তুমি?"

"কি করতে পারেন সেটা আমাকে না শিখিয়ে যদি যেটা আপনাকে ধরিয়ে দিয়েছে সেটাকে সময় মত শিখাতেন তাহলে আর এই দিন দেখা লাগত না।"

হুদা চায়ের কাপে চুমুক দিল। জঘন্য চা। তাও ঠা্ডা।

"দেখেন আপনাকে বের করা মোটেই সহজ হবে না," বলল হুদার জুনিয়র উকিল, "কিন্তু সবার আগে এই বিল্ডিং থেকে আপনাকে বের করতে হবে। এটা খুবই ডেঞ্জারাস জায়গা। আমি এখানে ঢুকতে পেরেছি এটাই একটা অসম্ভব ব্যাপার।"

"বের হব কবে?"

"এখান থেকে দু-তিন দিনের মধ্যে বের করে একটা হাসপাতালে নিতে পারব আশা করছি।"

"আশা করছ?" হুদা ভ্রু উঁচু করে বলল, "হ্যাঁ, কর। নাও সময়, সমস্যা কি? এরা আমাকে মারার পরে খেয়ে তো আর ফেলবে না," হুদা আরেকটা চুমুক দিয়ে চাইয়ের কাপ খালি করে দিল।

"আমাকে বলে তো লাভ নেই ভাই," ব্যাগ থেকে কিছু কাগজ বের করে সামনে রাখল সে।

"কি এগুলো?"

"হাসপাতালে ঢুকানোর জন্য কিছু ডকুমেন্ট। সাইন করেন। এই নেন কলম।"

"কি আর যায় আসে," হুদা কলম নিয়ে কিছু না পড়েই সই করতে শুর্ করল।

"হ্যাঁ, আর কিছুই যায় আসে না।" ছেলেটা তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটা শীতল হাসি হাসল। "আখতার ভাই বলেছেন তিনি এটা করতে চাননি। কিন্তু আর কোনো রাস্ড়া ছিল না। তিনি আশা করেন আপনি তাকে মাফ করে দেবেন।"

হুদার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হল না। সে আর কলমটা ধরে রাখতে পারল না। মুহূর্তেই রক্তশূন্য হয়ে গেল তার পুরো মুখ। মুখের ভিতর থেকে ফেনা বের হতে শুর্ হয়েছে। শরীরের সমস্ড় শক্তি নিমিষেই উবে গেছে। কোরেশীর তথাকথিত জুনিয়র উকিল তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চুপচাপ

BanglaBook.org

বেরিয়ে গেল।

একরাম হুদা তার অবশিষ্ট সমস্ড় শক্তি দিয়ে টেবিলটা সরানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ভারী টেবিলটা একচুলও নড়ল না। তারপর সে চেষ্টা করল নিজের সমস্ড় শরীর দিয়ে চেয়ারসহ মেঝেতে পড়ে যেতে। তার পা দুটো টেবিলের পাদানির নিচে ছিল। সে নিজের সমস্ড় ওজন দিয়ে নিজেকে মেঝেতে ফেলে দিল। সাথে সাথে তার পা দুটো টেবিলটা একটু উঁচু করে আবার মেঝের সাথে বেশ শব্দ করে আঘাত করাল। মেঝেতে পড়ার সাথে সাথেই হুদার দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল।

●●●

কালো স্যুট পরা ছোকরা চেহারার ছেলেটা সর" করিডোর দিয়ে হেঁটে একটা র"মে ঢুকল।

"ডান," বলল সে, র"মে বসে থাকা তিনজনের দিকে তাকিয়ে।

"গুড, শোয়েব।" আকরাম সূরী বলল।

"এখন সে তোমাকে ওয়াদুদ কি বারে কি রঙের জাঙ্গিয়া পরে সেই ডিটেইলসও দিয়ে দেবে, যদি তোমার জানার ইচ্ছা হয় আরকি," কায়েস হেসে বলল।

"থ্যাংকস," আকরাম উঠে দাঁড়াল, "আমি হাসপাতালে যাচ্ছি ওর সাথে।"

আকরাম উঠে চলে গেল।

র"মে বসা দুজন কিছুক্ষণ কিছু না বলে বসে থাকল।

"আকরাম যখন আমাকে বলেছিল যে ওয়াদুদের বেলুচদের সাথে ডিল আছে তখন ওয়েট কিন্তু সেও শিফট করেছিল," জায়েদি অবশেষে বলল।

কায়েস হাসল। "তোমার বন্ধু কি তোমাকে বলেছে একজন ইস্ট পাকিস্ড়ান স্পেশালিস্ট হঠাৎ করে বেলুচ বিদ্রোহীদের নিয়ে কেন এত দৌড় ঝাঁপ শুর" করেছে?"

জায়েদি হাসল।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৫

দশ বছর আগে
২৭ ডিসেম্বর, ১৯৬১
সোহরাওয়ার্দী রেসিডেন্স, ঢাকা, ইস্ট পাকিস্ড়ান

অবিভক্ত পাকিস্ড়ানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামীলীগের বর্তমান চেয়ারম্যান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার সামনে পড়ে থাকা কাগজগুলোর দিকে। এগুলো হল বিগত কয়েক বছরে পাকিস্ড়ানের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান। আয়-ব্যয়ের হিসাব, ইকোনমিক গ্রোথ, আনইম্পপে-ায়মেন্ট রেট ইত্যাদি। তিনি ইতোমধ্যেই এসব চারবার পড়ে ফেলেছেন। যতবারই পড়েন ততবারই মনে হয় কেউ তার বুকের মধ্যে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে সেটা ইচ্ছামত ঘোরাচ্ছে। আর সাথে সাথেই মনে হয় মাথার মধ্যে কেউ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কারণটা অবশ্য ঠিক স্পষ্ট নয়। হতে পারে নিজের অক্ষমতা বা অসফলতা কিংবা হতে পারে নিজের লোকগুলোর উপর করতে থাকা অবিচার; কারণ যেটাই হোক না কেন কিছুক্ষণের জন্য তিনি দুর্দমনীয় ক্রোধে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। হারিয়ে টারিয়ে অবশ্য জিনিসপত্র ভাংচুর করেন না বা কারো উপর চিল-াচিলি- ও করেননা। খালি স্থির হয়ে বসে থাকেন কিছুক্ষণ।

তার বয়স চলছে ঊনসত্তর। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে অনেক ক্ষমতাবান পদেই কাজ করেছেন, কিন্তু তাতে লাভটা হল কি? যে কাজের জন্য সারা জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত খরচ করে গেছেন তার তো কিছুই হল না। যে লোকগুলোর কারণে তার এত ক্ষমতা, যে লোকগুলো তার জন্য জীবন দিতেও প্রস্ড়ুত তাদের অবস্থার তো এক চুল পরিবর্তনও হল না। উলটো যত দিন যায় ততই অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছে। কি রেখে যাচ্ছেন তিনি এদের জন্য? পাকিস্ড়ানের ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট লোক থাকে এই পূর্ব পাকিস্ড়ানে। আর পূর্ব পাকিস্ড়ানের জন্য ব্যয় মাত্র ২৫%! সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল এই পূর্ব পাকিস্ড়ানই আবার সবচেয়ে বেশি টাকা কামিয়ে দেয়। প্রত্যেকটা সেক্টরেই। সব গেলে শালার পশ্চিমাগুলো। ডিফেন্সে পুরো দেশের ব্যয় ৬০% আর পূর্ব পাকিস্ড়ানে ১০%! আর রিক্রুটমেন্ট! সেখানে তো পূর্ব পাকিস্ড়ানের নাম্বারগুলোর চেহারা আরো অসাধারণ। সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিস ১৬%, ফরেন সার্ভিস ১৫% আর মিলিটারি ৫%! ৫%?! এটা যদি তের বা চৌদ্দ শতক হত তাহলে মনে হয় চেঙ্গিস খানের মত কেউ কয়েকশ সৈন্য নিয়ে পুরো দেশ দখল করে নিত।

ফাইলগুলো থেকে চোখ সরিয়ে পাশের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন তিনি। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। বাইরে গাঢ় অন্ধকার, ঠিক যেমন পূর্ব পাকিস্তানিদের ভবিষ্যৎ। হঠাৎ করেই নিজের উপর লজ্জা লেগে উঠল তার। *সব ফেল!*

দরজায় নক শুনে সেদিকে ফিরে তাকালেন তিনি।

"স্যার, মুজিব স্যার এসেছেন," তার ভৃত্য দরজার সামনে দাঁড়ানো।

"এখানে পাঠিয়ে দাও, আর আমাদের কফি দিও।"

কিছুক্ষণ পর ঘরে প্রবেশ করলেন শেখ মুজিবর রহমান। আওয়ামী লীগের শক্তিমান নেতা। তার পরে হয়ত এই মুজিবই ধরবেন দলের হাল।

একচলি-শ বছর বয়স্ক এই নেতার লিডারশীপ পাওয়ার ঈর্ষনীয়। কঠোর মুখের উপর একটি পুরু গোঁফ। কালো মোটা ফ্রেমের ভারী চশমার ভেদ করে চোখের দিকে তাকালে একইসাথে গভীরতা, উজ্জ্বলতা, দৃঢ় চেতনা আর সামান্য অস্থিরতার ছাপ দেখা যায়। গায়ে সব সময়ের মত সাদা পায়জামা পাঞ্জাবীর উপর কালো সি-ভলেস কোট।

"আস'স-ামুয়ালাইকুম, স্যার," মুজিব বললেন। ব্যক্তিত্বের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ গলা। বক্তা হিসেবে মুজিবের অনেক নামডাক।

"ওয়ালাইকুম আসসালাম," সালামের উত্তর দিয়ে সামনের চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি, "বস, কফি বলেছি।"

মুজিব সামনের চেয়ারে বসলেন।

ঘরটা বেশ বড়। একমাথায় একটা বিশাল কাঠের ডেস্ক। সোহরাওয়ার্দীর পিছনের দেয়ালে টাঙ্গানো তার জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোর ছবি। দেওয়ালের বা'দিকে একটা ছোট অটাচড বাথরুম। ডেস্কের ডান দিকে একটা বড় কাচের জানালা। ঘরের দুপাশে বিশাল বিশাল দুটো বুক সেলফ। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই দুপাশে দুটো সোফা সেট।

ডেস্কের উপরের টেবিল লাইটটাই ঘরের একমাত্র আলোর উৎস।

"কেমন আছেন, স্যার?" মুজিব জিজ্ঞাসা করলেন। সোহরাওয়ার্দী কিছু বললেন না কেবল সামান্য হাসলেন। "স্যার কোনো টেনশন?"

"টেনশনটা ছিল না কখন?"

মুজিব হাসলেন, "মনে পড়ে না।"

"আমারো পড়ে না," সোহরাওয়ার্দী বললেন, "এই ফাইলগুলো দেখছিলাম...এই স্ট্যাটিস্টিকগুলো।"

"হুম," মুজিব তাকালেন ফাইলগুলোর দিকে একনজর, নাম্বারগুলো তারও ঠোঁটস্থ, "দেখে দেখেই তো আসছি।"

"এর কি কোনো শেষ নেই?" সোহরাওয়ার্দী মুজিবের দিকে তাকিয়ে বললেন। "সারা জীবন ধরে কি করলাম আমরা? এই?" একটা ফাইল তুলে আবার টেবিলে ছুড়ে ফেললেন তিনি।

BanglaBook.org

মুজিব তার গুরুর চোখের দিকে তাকালেন। রাগ, দুঃখ, লজ্জা।

"আমরা তো চেষ্টা করছি স্যার।"

"কিন্তু তাতে তো লাভ কিছু হচ্ছে না," সোহরাওয়ার্দী অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন।

"জানোয়ারগুলো আমাদের মানুষ বলেই গণ্য করে না। আর সব কয়টার এত লোভ! লোভের শেষ নাই।"

"কোনো স্টেবিলিটি নাই, সাত বছরে চৌদ্দটা প্রধানমন্ত্রী! কোনো কথা!"

মুজিব মাথা নাড়লেন।

"কোনো মিলিটারি নেই, ইন্টেলিজেন্স নেই," সোহরাওয়ার্দী আবারো বললেন, "নিজেদের রক্ষা করার ক্ষমতাটাও নেই আমাদের। আমার তো মনে হয় একদিন না একদিন আমাদের যুদ্ধে যেতে হবেই। সেই দিন কি হবে?!"

"আমরা বাঙালি স্যার, আমাদের..."

"আরে, রাখো মিয়া," সোহরাওয়ার্দী বিরক্ত হয়ে হাত তুলে বললেন, "ওইসব গিয়ে তোমার বক্তৃতায় বলো।"

"আজকে এত আপসেট কেন স্যার?" মুজিবে হেসেই বললেন।

"আর ভালো লাগে না," সোহরাওয়ার্দী চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, "সারা জীবনে করলামটা কি! মানুষগুলো আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল।"

"আপনি তো সারা জীবন এদের জন্যই কাজ করেছেন, যেভাবে পেরেছেন।"

"যথেষ্ট হয় নাই, যথেষ্ট হয় নাই," মাথা নেড়ে বললেন সোহরাওয়ার্দী।

ভৃত্য ট্রে'তে করে কফি আর কিছু বিস্কুট নিয়ে স্টাডিতে ঢুকল, সারা টেবিল ভর্তি ছিল ফাইল পত্রে। মুজিব কিছু কাগজ সরিয়ে জায়গা করলেন। ট্রে রেখে চলে গেল লোকটা।

"আমাদের মিলিটারিতে আরো লোক ঢোকাতে হবে, নিজেদের লোক," সোহরাওয়ার্দী বললেন, "আর ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটিতে তো আমাদের কিছুই নেই। ওরা কখন কি করে না করে কোনো খবরই তো আমাদের কাছে আসে না।"

"আই.এস.আই কম্পাউন্ডের ধারে কাছেও কোনো বাঙালি ঢুকতে পারে না," মুজিব নিজের কফির মগটা নিতে নিতে বললেন। সোহরাওয়ার্দীর বাসায় মুজিবের জন্য একটি মগ আলাদা করে রাখা।

"হুম," সোহরাওয়ার্দী বললেন, "আর্মির উপরের দিকেও তেমন কিছু নেই আমাদের।"

"তেমন আর কি? কিছুই তো নেই।"

"হুম," সোহরাওয়ার্দী নিজের কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন।

মুজিব বললেন, "আমরা যদি কোনো ভাবে আইডি টাইডি জাল করে লোক ঢুকাতেও পারি, যদি কোনো ভাবে ধরা পড়ে যায় একে বারে খবর

BanglaBook.org

খারাপ করে দিবে। আপনি যদি এমন কিছু ভেবে থাকেন। খুবই কঠিন কাজ হবে।"

"সহজটা কি?" সোহরাওয়ার্দী হাসলেন।

"কিন্তু এটা কন্টেইন করা রীতিমত অসম্ভব হবে স্যার, অনেক লোককে জড়াতে হবে। সব অভাবী লোক স্যার, আর কখন কে কার কাছে কি বলে দেয় ঠিক নেই। এরপরে মিলিটারিতে বাঙালি নেয়াই বন্ধ করে দিবে। আমাদের লোকরাই ভালো ভাবে নিবে না।"

"রাইট পিপল ইন দ্য রাইট পে-স," সোহরাওয়ার্দী রহস্যজনক ভাবে বললেন।

"মানে?" মুজিব তার বসের চিন্ড়া ধরতে পারছিলেন না।

"ম্যানেজমেন্টের একটা লাইন," সোহরাওয়ার্দী বললেন, "তোমার সাথে কথা বলতে একটা জিনিস মাথায় আসলো।"

"কি জিনিস?"

"আসল জিনিসটা কি জান, মুজিব?" সোহরাওয়ার্দী টেবিলের উপর ঝুঁকে বললেন, "ইনফরমেশন, নলেজ; যার কাছে খবর থাকে সে-ই কিন্তু খবর করতে পারে। আমার মনে হয় সময় এসেছে মাথায় পার্টিশনের ব্যাপারটা মাথায় রাখা উচিৎ। আমি আগে কখনো এর পক্ষপাতি ছিলাম না, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এটাই একমাত্র পথ। আমরা তো দেখলামই কি হয়। পি.এম'র পর পি.এম পালটায় কিন্তু আমরা যেই তিমিরে সেই তিমিরেই। *আমিও* ছিলাম পি.এম। কি করতে পারলাম? এখন অন্য রকমভাবে এগুতে হবে।"

সোহরাওয়ার্দীর হঠাৎ এরকম চিন্ড়া ভাবনার কথা শুনে বেশ অবাকই হলেন মুজিব।

"দেখো, আমার হাতে আর কত সময় আছে জানিনা, কতদূর কি করতে পারব তাও জানি না। কিন্তু মানুষের মধ্যে কিন্তু ক্ষোভ বাড়ছে। ফেটে পড়তে খুব বেশি দিন লাগবে বলে আমি মনে করি না। আর সেইদিন যখন আসবে তখনকার জন্য আমাদের প্রস্ডুত থাকতে হবে।"

"আপনি কি করতে চান?" অবশেষে বললেন মুজিব।

"সঠিক জায়গায় ফেলার জন্য সঠিক লোকটাকে খুঁজতে হবে।"

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৬

২৬ মে, ১৯৭১
ওয়াদুদ আখতার হাইড-আউট, করাচী, পাকিস্ড়ান

ঠিক মধ্যরাতে কালো মাইক্রোবাসটা বাড়িটা থেকে একটু দূরে, পিছনদিকের রাস্ড়ায় এসে দাঁড়ালো।

"তুমি শিওর যে ওর সাথে লোক তিনজন?" জায়েদি জিজ্ঞেস করল আকরামকে।

আকরাম বাইরের দিকে তাকিয়ে নড করল। "হুদা তো আমাদের তেমনটাই জানাল। তিনজনই থাকার কথা।"

"আমাদের নয়, তোমাকে," কায়েস বলল।

"আমাকে আর সালমান স্যারকে। আর একটু পরপর তোমাকে কতটুকু জানানো হচ্ছে না হচ্ছে এই নিয়ে আমাকে খোঁচা দেবার দরকার নেই। ডিসিশন আমি নেই না," বিরক্ত হয়ে বলল আকরাম, "আমরা এই পিছনের বাগান দিয়ে ঢুকব," আকরাম ওদের মাইক্রোবাসের পাশের ঘন জঙ্গলের মত বাগানটা দেখিয়ে বলল, "আমি আর জায়েদি পিছন দিক দিয়ে উপরে উঠবো, আর কায়েস তুমি ঢুকবে সামনে দিয়ে। শোনো তুমি গাড়িতেই থাকবে।"

তারা তিনজন গাড়ি থেকে নেমে রাস্ড়ার পাশের ঘন লম্বা লম্বা নারিকেল, সুপুরি আর আম গাছে ভরা বাগানটাতে ঢুকে পড়ল। পূর্ণিমা রাত। ওদের দেখতে সমস্যা হচ্ছিল না। করাচীর পশ্চিম দিকের এই জঙ্গলের ভিতর দিকে একটা পরিত্যক্ত দোতালা বাসার মধ্যেই ওয়াদুদের থাকার কথা।

ইন্টেলিজেন্স অফিসার তিনজন বাড়িটার পিছন দিকে এসে দাঁড়াল। পিছন দিক থেকে ঢোকার কোনো রাস্ড়াই নেই। নিচে কেবল দুটো বন্ধ জানালা। ওরা তিনজনই জানত এই বন্ধ জানলার পিছনে মোটা শিকের গ্রিল ছাড়া আর কিছু নেই। ওরা উপরের দিকে নজর দিল।

উপরে একটা লম্বা বারান্দা। ঘর থেকে বারান্দায় ঢোকার জন্য একটা দরজা আর দরজাটার দুই পাশে একটা করে চওড়া জানালা দেখা যাচ্ছিল। দরজা একটা হলেও রুম দুটো। অন্য রুমটা থেকে বারান্দায় ঢোকার সরাসরি কোনো দরজা নেই। আর ঐ রুমেই ওয়াদুদের থাকার কথা।

"উপর তলায় দুটো বেডরুম," কায়েস বলল। "বেয়ে উঠতে হবে তোমাদের।"

ওদের সবার পরনে কালো ড্রেস, উপরে ভেষ্ট।

BanglaBook.org

"মাস্ক পরে নাও," আকরাম উপর থেকে চোখ না সরিয়ে বলল। "ওয়াদুদ মনে হয় বা'দিকের বড় ঘরটায় আছে।"

তিনজন পকেট থেকে পাতলা কালো স্কি মাস্ক বের করে পরে নিল।

"ওকে, আমি যাচ্ছি," কায়েস বলল।

"দাঁড়াও," আকরাম বলল, "এই পে-ন দেওয়াল বেয়ে তো ওঠা যাবে না। তোমার হাইট সবচেয়ে বেশি, তুমি আমার কাঁধে উঠে রেলিং পর্যন্ড় হাতে পেতে পারো। জায়েদি সামনের দিক দিয়ে যাও। দুই মিনিট, হায়েষ্ট আড়াই।"

জায়েদি ভাবল একবার বলবে যে ও আর কায়েস বেয়ে ওঠার চেষ্টা করলে সবচেয়ে ভালো হয়, কারণ ওদের দুজনের কম্বাইনড হাইট সবচেয়ে বেশি। কিন্তু ও কোনো কথা না বলে ডান পাশ দিয়ে সামনের দরজার দিকে হাঁটতে শুর" করল।

সামনের পুরনো জং ধরা গ্রিলের দরজাটায় তালা মারা ছিল। দরজার দুপাশে তিন ফুট উঁচু রেলিং আর তার উপর থেকে ছাঁদ পর্যন্ড় আবার গ্রিল দেওয়া। গ্রিলের মধ্যে দিয়ে ও ভিতরে দেখতে পাচ্ছিল। দরজার ঠিক সোজাসুজিই একটা র"ম, সেটার দরজা সামান্য ফাঁক করা। ভিতরে লাইট জ্বলছে। বা'দিকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি।

জায়েদি চারপাশ ভালো ভাবে দেখে নিল। দরজা খোলার চেষ্টা করলে একটু শব্দেই ভিতরের লোক টের পেয়ে যাবে। র"মটা একেবারেই ছোট আর ভিতরে কথা বলারও কোনো শব্দ নেই। লোক একজনই থাকার কথা। জায়েদি উবু হয়ে বসে নিজেকে দেওয়ালের আড়াল করে নিল। এবার হোলেস্টার থেকে সাইলেন্সর লাগানো পিস্ড়লটা বের করল। তারপর পিস্ড়লের মাথা দিয়ে গ্রিলের দরজায় টুং করে একটা শব্দ করল। এরপর কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল কিন্তু ভিতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ টের পেল না। সময় নেই। ওকে এই দরজা দিয়ে উপরে উঠে আবার উপরের দরজাও খুলতে হবে। কায়েস আর আকরাম দুই থেকে আড়াই মিনিটের ভিতর বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়বে। ওকেও ওই একই সময়ের মধ্যে ঢুকতে হবে।

আবার শব্দ করল ও। এবার আরেকটু জোরে।

এবারে একজন লোকের খাট থেকে নামার শব্দ শোনা গেল। নিচু অবস্থাতেই উকি দিয়ে লোকটার হাইট দেখে নিল ও। ভেজানো দরজা পুরোপুরি খুলে গেল।

লোকটা কিছু বুঝতে পারার আগেই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যমদূতের মত জায়েদির কালো অবয়বটা উঠে দাঁড়িয়ে দুই সেকেন্ডেরও কম সময়ে তার দিকে দুটো গুলি ছুড়ল। শ্যাম্পেনের কর্ক খোলার মত দুটো শব্দ হল। প্রথম গুলিটা লাগল লোকটার গলায়, আর পরেরটা ঠিক কপালের মাঝখানে। মেঝেতে পড়ার আগেই মারা গেল সে।

এক মিনিট অলরেডি চলে গেছে। আরো আধ মিনিট লাগল তালাটা খুলতে।

তালা খুলে ভিতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে শুর" করল জায়েদি।

●●●

নিঃশব্দে রেলিং টপকে বারান্দায় নেমে একটা পিলারের সাথে বেধে দড়িটা নিচে ফেলে দিল কায়েস। আকরাম উঠতে লাগলে ও দরজা জানালাগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। সবগুলোই ভিতর থেকে ছিটকিনি দিয়ে আটকানো। কায়েস পকেট থেকে একটা চিকন তার বের করে দরজাটার সামনে দাঁড়াল। তারটার অন্য মাথা পেঁচিয়ে একটা ফাঁসের মত বানানো। সে তারটা দরজার একেবারে উপরের সরু ফাঁকা অংশটার ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। এবার খুব সাবধানে ফাঁসটা বাঁধালো ছিটকিনির হ্যান্ডেলের সাথে। এরপর আস্তে করে তারটা টান দিয়ে ছিটকিনিটা সোজা করে ফেলল। কিন্তু তারের মাথা শক্ত করে ধরে রাখল যাতে পড়ে না যায়। পড়ে গেলেই শব্দে ভিতরের লোকজন টের পেয়ে যাবে। আকরাম ইতোমধ্যেই এসে পড়েছে।

এরপর কাঁধ দিয়ে দরজার উপরে চাপ দিল আর একই সাথে খুব সুচারুভাবে ছিটকিনিটার সাথে লাগানো তারটা এমনভাবে ছাড়ল যাতে সেটা কোনো শব্দ না করে খুলে যায়।

ঘরের ভিতরে অন্ধকার। সোজাসুজি, হা করে খোলা আরেকটা দরজা। বাইরে ড্রয়িং রুম। সেখানে আলো জ্বলছিল। সেখান থেকে আবছা আলো এসে ভিতরে ঢুকছে। বারান্দার দরজার ঠিক বা পাশে একটা ডাবল খাট। সেখানে কাঁথা মুড়ি দিয়ে দুজন ঘুমিয়ে আছে। আজ সারাদিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে। তো একটু ঠান্ডা পড়েছে। এই দুজনের পায়ের দিকে মেঝেতে আড়াআড়ি আরেকটা ম্যাট্রেস পাতা। তাতে আরেকজন শোয়া।

আকরাম পকেট থেকে একটা ক্লোরোফর্মের বোতল বের করে কায়েসের হাতে দিল। এরপর দুজনেই পকেট থেকে রুমাল বের করে তাতে ক্লোরোফর্ম ঢালল। বোঝার কোনো উপায় নেই এই রুমে ওয়াদুদ আছে কিনা। তাই শিওর না হয়ে ঠাস করে গুলি করে দেওয়া যাবে না। আর তাছাড়া তার থাকার কথাও না এ রুমে। সম্ভবত পাশের মাস্টার বেডরুমে একা ঘুমিয়েছে সে।

আকরাম দুটো রুমাল নিজের দুই হাতে নিল। আর কায়েস নিঃশব্দে হেঁটে ম্যাট্রেসের কাছে চলে গেল। সে পকেট থেকে নিজের কমব্যাট নাইফটা বের করে হাঁটু গেড়ে বসে মেঝেতে শোয়া লোকটার মুখ শক্ত করে চেপে ধরল নিজের বাম হাত দিয়ে, আর ডান হাত দিয়ে তার গলা কেটে ফেলল এক সেকেন্ডের মধ্যে। ওয়াদুদ নিশ্চয় মেঝেতে ঘুমাবে না। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল ঘুমন্ত মানুষটার নাক-মুখ-গলা দিয়ে। কায়েসের গ-াভস পরা আঙ্গুলের মধ্য দিয়ে রক্ত উথলিয়ে পড়তে লাগল। যেকোনো রকম শব্দ প্রতিহত করার জন্য কায়েস পাশে কোল বালিশটা চেপে ধরল লোকটার মুখের উপর।

এদিকে আকরাম তার হাতে থাকা রুমাল দুটো ঘুমন্ত লোক দুটোর মুখের উপর চেপে ধরল। ডান দিকের লোকটা কোনো সমস্যাই করল না কিন্তু অন্য পাশের জন পুরোপুরি জ্ঞান হারানোর আগে এক মুহূর্তের জন্য জেগে উঠল, আর নিজের দুই পা দিয়ে পাতলা তোষকের খাটের উপর বেশ জোরে শব্দ করল। অন্তত ড্রয়িং রুমের লোকটাকে টের পাইয়ে দেবার মত শব্দ তো হলই।

BanglaBook.org

"ইউসুফ?" বাইরে থেকে একজন লোকের আতংকগ্রস্ড় গলা শোনা গেল। "ইউসুফ?" আকরাম আর কায়েস দুজনেই শুনল পিস্ড়ল লোড করার শব্দ। আকরাম একেবারে এক্সপোজড হয়ে ছিল। কায়েসের কাভার ছিল। সে এই মুহূর্তে যেখানে আছে কেউ দরজা দিয়ে ঢুকলে তাকে দেখতে পাবে না। কিন্তু আকরাম সোজা একেবারে মুখের সামনে। পিস্ড়ল লোডের শব্দ শুনেই কায়েসের হাতে নিজের পিস্ড়ল চলে এসেছে। অন্যদিকে আকরাম এক হাঁটু খাটের উপর দিয়ে, যে লোকটা শব্দ করেছে বা হাত দিয়ে তার মুখের উপর আরো জোরে রুমালটা চেপে ধরল। তার সরার কোনো সময়ই নেই। ঘুরে বারান্দায় ঢোকার সময়ও সে পাবে না।

ড্রয়িং রুমের লোকটা নিজের পিস্ড়ল বাগিয়ে ভয়ার্ত একটা দৃষ্টি নিয়ে রুমের দরজার সামনে এসে জমে গেল। সামনে একজন কালো মাস্ক পরা লোক দুহাতে রুমাল ধরে দাঁড়িয়ে সোজা তার দিকে তাকানো। *ওয়াদুদ নয়।* আকরাম আড় চোখে কায়েসের দিকে তাকাল। সে এখনো হাঁটু গেড়ে বসা। মুহূর্তেই আকরাম বুঝে গেল কি হতে যাচ্ছে। নিজের চরম দুর্ভাগ্যের উপর দীর্ঘশ্বাস ফেলার সময়টুকুও সে পেল না। পিস্ড়ল বের করার কোনো চান্সও নেই। সে হাঁটুটা নামিয়ে সোজা হয়ে হাত উঁচু করে সারেন্ডারের মত করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে গেল। কিন্তু নব্য গুণ্ডা নিজের নার্ভ ধরে রাখতে পারল না। সে সোজা ট্রিগার চেপে দিল।

জায়েদি ড্রয়িংরুমের ঠিক বাইরে, ফ্লাটে ঢোকার দরজাটা খোলার চেষ্টা করছিল তখনই গুলির শব্দটা শুনল। দরজাটায় লকের সাথে সাথে একটা ছিটকিনিও ছিল। সেজন্য একটু বেশি লাগছিল। গুলির শব্দ শোনার সাথে সাথে সে এক পা পিছিয়ে সোজা দরজার একটা ক্যালকুলেটেড স্পটে লাথি মারল। ভারী দরজাটা জায়েদির তিনটি পর্যন্ড় লাথি হজম করতে পারল। ভিতরে ঢুকেই ও দেখতে পেল একজন কালো হোৎকা চেহারার লোক বড় ঘরটা থেকে একটা রিভালবার হাতে চেঁচামেচি করতে করতে বেরিয়ে ছোট ঘরে ঢুকছে। ওয়াদুদ।

জায়েদি দৌড়ে ভিতরে ঢুকে ওয়াদুদের গলার পিছনে নিজের বন্দুক চেপে ধরল। "বন্দুক নামাও," জায়েদি গলার সাথে নিজের বন্দুকটা আরো শক্ত করে চেপে ধরল, "এক্ষুনি।"

ওয়াদুদ রিভালবার ফেলে দিল।

ঘরের দরজার একটু সামনেই একটা মৃতদেহ। আর বারান্দার দরজার সামনে খাটের পাশেই স্কি মাস্ক পরা আরেকটা দেহ পড়ে রয়েছে। কায়েস উঠে গিয়ে হাটু গেড়ে বসে নাড়ি পরীক্ষা করল। তার অবশ্য কোনো দরকার ছিল না। গুলিটা লেগেছে একেবারে মুখের উপর।

"হি ইজ ডেড," জায়েদির দিকে ফিরে বলল ফিরোজ আল-শাহরিয়ার কায়েস।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৭

এক বছর আগে
১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০
রোটি কাবাব রেস্টুরেন্ট, করাচী, ওয়েস্ট পাকিস্তান

রেস্টুরেন্টটা কখনই তার পছন্দ ছিল না। এর আগেও সে এখানে দুবার এসেছে। জঘন্য খাবার। জায়েদি আশপাশটা আরেকবার দেখে নিল। লোকজনও তেমন একটা নেই। লাঞ্চ টাইমেই এই অবস্থা। তার মানে বেশিরভাগ লোকের মনোভাবই ওর মতই মনে হচ্ছে। রেস্টুরেন্টের ভিতরটা অবশ্য দেখতে খারাপ না। কিন্তু মানুষ তো আর রেস্টুরেন্টের সৌন্দর্য দেখতে আসবে না।

যে লোকের সাথে দেখা করতে এসেছে এখানে, তার কথা ভাবল জায়েদি। তাদের মাত্র দুবারই দেখা হয়েছে। বেশ অদ্ভুত মিটিং ছিল। জায়েদি ভোর বেলা তার এপার্টমেন্টের পাশের একটা পার্কে জগিং করছিল। হঠাৎ পাশের একটা মোটা গাছের পিছন থেকে প্রিন্টের হাফ শার্ট আর কালো ফর্মাল প্যান্ট পরা ভারী শরীরের একজন লোক বেরিয়ে এল। মাথায় যা বিশ পঁচিশটা চুল বাকি ছিল সেগুলো দিয়ে কোনোভাবে মাথাটাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। লোকটার চোখে মুখে আতঙ্কের ভাব ছিল স্পষ্ট। সে বারবার এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। "মি. জায়েদি," জায়েদি যখন তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন সে ডাক দেয়।

জায়েদি প্রথমে তার দিকে তাকাল তারপর চারপাশটায় একটা নজর দিয়ে নিল। আশে পাশে আরো কিছু লোকজন দৌড়চ্ছিল। "আমার নাম ফরিদ রহমত। আমি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে আছি। আপনি পি-জ চেক করে দেখবেন। আমাদের আবার দেখা হবে।" লোকটা আরো কয়েক ধাপ সামনে এগিয়ে কোনোভাবে বলেই আবার বড় বড় পা ফেলে চলে গেল। জায়েদি কিছুই বলে নি।

জায়েদি চেক করে দেখেছিল। সে আসলেই এমআই'র লোক। কিন্তু এটা ও কোনোভাবে বের করতে পারেনি লোকটা আসলে ঠিক কি নিয়ে কাজ করছিল। কিছু গুজগুজ শুনেছে কোনো হাইলি ক্লাসিফায়েড ইনভেস্টিগেশনে আছে সে। এরপর গতকাল সকালে সে একইভাবে এসে ওকে একটা নোট ধরিয়ে চলে গেছে। *আগামীকাল। রোটি-কাবাব। দুপুর দুটো।*

BanglaBook.org

এতটুকুই লেখা ছিল তাতে।

জায়েদি রেস্টুরেন্টে ঢোকার দশ মিনিট পর ঠিক দুটো বাজার পাঁচ মিনিট আগে ফরিদ ঢুকল। জায়েদি ভালো করে লক্ষ্য করল তাকে। প্রথম দিন যে ড্রেস পরেছিল তাই পরে এসেছে। তবে আগের থেকে একটু কম নার্ভাস মনে হচ্ছিল।

"আগেই এসে পড়েছ," ফরিদ বসতে বসতে বলল।

"আপনি থেকে তুমি," জায়েদি সামান্য হেসে বলল।

"আমি বয়সে অনেক বড়ই, তুমি বললে আবার সম্মানে লাগবে নাকি?" ফরিদ কপাল থেকে ঘাম মুছতে মুছতে বলল।

"না, ঠিক আছে, বলুন।"

ফরিদ নড করল।

"কি জানো আমার ব্যাপারে?"

"আপনি ফরিদ রহমত। এম-আইতে আছেন বারো বছর। এই মুহূর্তে কোনো ক্লাসিফায়েড ইনভেস্টিগেশন করছেন। কিন্তু কি নিয়ে তা কেউ জানে না।"

ফরিদ ওয়েটারকে ডেকে দুটো ঠান্ডা কোলা অর্ডার করল। ওয়েটার বোতল দুটো রেখে গেলে সে বলতে শুরু করল।

"আমি এখন তোমাকে যা বলতে যাচ্ছি, সেটা খুবই সেনসেটিভ এবং অবশ্যই ক্লাসিফায়েড..."

"আর আমাকে এই *সেনসেটিভ এবং অবশ্যই ক্লাসিফায়েড* ইনফরমেশন দেবার কারণ?" ফরিদ শেষ করার আগেই জায়েদি জিজ্ঞেস করল।

"এক, তুমি কোভার্ট অ্যাকশনে আছ এবং এখনো করাপ্টেড হও নি, আর দুই, তুমি আগে আমাদের সাথে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে ছিলে," ফরিদ বলল।

"সেভাবে চিন্তা করলে তো আমার মত আরো অনেকে আছে। আকবর খান তো আমার মত নতুন আরো অনেককে নিয়েছে।"

"তা নিয়েছে। কিন্তু অর্ধেক নিজের আত্মীয় স্বজন, আর অর্ধেক উচ্চাভিলাষী এমেচার.."

"আর আমাকে তেমন মনে হয় না?"

"আকবর খান আসলে যেটা করেছে সেটা কিন্তু একেবারে ভুল কিছু নয়," ফরিদ বলল, "সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং সে স্পাই গেমটা বুঝতে পারে। আমাদের মত দরিদ্র দেশে স্পাই কন্ট্রোল করে রাখা কিন্তু সহজ কিছু নয়। সে তার আশেপাশে যাদের রাখে তাদের উপর সে ভরসা করতে পারে।"

"আমার কেন মনে হচ্ছে যে আমাকে এমন কিছু করতে বলা হবে যেটা চীফের জন্য সুখকর হবে না?"

"দেখো বাবা, দেশ তো চীফের থেকে বড় নাকি? একটা দেশ ততদিন টিকে থাকতে পারে যতদিন দেশের মিলিটারি আর ইন্টেলিজেন্স ফোর্স ঠিকঠাক

BanglaBook.org

থাকে। এই দুটোর একটাতেও যদি গ—গোল হয়ে যায় তাহলেই কিন্তু সমস্যা। আমাদের দেশের অবস্থা তো দেখছই। কোনো স্টেবেলিটি নেই। তার উপর ইন্ডিয়ার যন্ত্রণা তো আছেই।"

জায়েদি কিছু বলল না, শুধু খুব ভালো করে ফরিদের মুখ লক্ষ করে দেখল।

"তুমি অপারেশন থান্ডারস্ট্রাইকের নাম শুনেছ?" ফরিদ জিজ্ঞেস করল।

"না।"

"এটা এমআই-ক্যাডের জয়েন্ট অপারেশন ছিল। প্রায় ছয় মাস আগে স্পেশাল ফোর্সের একটা ইউনিট কাশ্মীরে একটা ছোট ইন্ডিয়ান মিলিটারি বেজে হিট করে। খুবই সাক্সেসফুল অপারেশন। বিশজন ইন্ডিয়ান মারা যায়। সাত জন অফিসারসহ। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। আমরা জানতে পেরেছি ওই বেজে অনেক বড় অ্যামাউন্টের একটা টাকা ছিল, যেটা পাওয়া যায় নি। তার চেয়েও বড় কথা হল এই অপারেশনে আমাদের দিকের পাঁচজন মারা যায়। এদের মধ্যে চারজনই এমআই'র। এই চারজন ছাড়া এমআই'র আর কেউ ওখানে ছিল না।"

"তো আপনি ভাবছেন ক্যাডের লোকেরা এমআই'র লোকেদের মেরে টাকা খেয়ে দিয়েছে?"

ফরিদ নড করল।

"তো আমাকে কি করতে হবে?"

"আমার লিস্টটা দরকার। তোমার ডিপার্টমেন্টের যারা থান্ডারস্ট্রাইকে ছিল।

"আপনার কেন মনে হল যে আমি সিক্রেট আর্কাইভ থেকে ফাইল চুরি করব বা করতে পারব?"

"করতে পারবে কারণ এটা তোমার জন্য কোনো ব্যাপার না, আর কেন করবে তার উত্তর..."

ফরিদ পকেট থেকে একটা ছবি বের করে ওর সামনে রাখল।

"আজহার?" জায়েদি বলল।

ফরিদ নড করল। "মেজর আজহার হোসেন। ঐ চারজন এমআই অফিসারের একজন। যতদূর জানি পঁয়ষট্টিতে তোমরা একসাথে যুদ্ধ করেছিলে আর ও তোমাকে বাঁচিয়েছিল।"

জায়েদি কিছু না বলে এক দৃষ্টিতে ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৮

২৯ মে, ১৯৭১
ডিরেক্টর'স অফিস, আই.এস.আই এইচ-কিউ, ইসলামাবাদ, ওয়েস্ট পাকিস্ড়ান

ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স চীফ মোহাম্মদ আকবর খানের অফিসটা দেখলে মাথায় একটা শব্দই আসে। *পস।* একটা মিডিয়াম সাইজ আয়তাকার ঘর। সাদা মার্বেল পাথরের মেঝে, সাদা দেওয়াল। মেঝের উপর লাল রঙ্গের কার্পেট। তিনি বসেন একটা ভারী গ-াস ডেক্সের পিছনে। কাঠের থেকেই গ-াসই তার বেশি পছন্দ। হাতের বা'দিকে বিশাল ফাইল ক্যাবিনেট আর ডানে একই সাইজের একটা বুক সেলফ। সেলফের পাশে একটা মিনিবার।

মজার ব্যাপারটা হল আকবর খান ড্রিংক করেন না। অন্য সব পসনেসের মত এটাও গেস্টদের দেখানোর জন্যই। যে জিনিস কারো সেন্সকে ভোতা করে দেয় সেই জিনিস শরীরে ঢুকতে দেওয়ার মত বোকামি আর কি হতে পারে। আর তাছাড়া অ্যালকোহলের স্বাদ বা গন্ধ কোনোটাই তার পছন্দ নয়। কিন্তু তারপরেও সে জিনিস তাকে মাঝেমধ্যেই গলা দিয়ে নামতে দিতে হয় শুধু লোক দেখানোর জন্য, কিংবা ভদ্রতা বজায় রাখতে আবার কখনও কাউকে খুশি করতে। নিজে এসব আভিজাত্য বা পসনেসের ব্যাপারে কেয়ার না করলেও দেশের সবচেয়ে এলিট ফোর্সের ডিরেক্টরকে লোক দেখানোর জন্য অনেক কিছুই করতে হয়।

আকবর খান যখন কোনো সেমিনার এ্যাটেন্ড করতে যান উপস্থাপকরা তাকে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বলেন *পাকিস্ড়ানের সামরিক ইতিহাসের উজ্জ্বল নক্ষত্র*। আজকাল অবশ্য উজ্জ্বল নক্ষত্রের সাথে উপস্থাপকরা আরেকটি শব্দ ব্যবহার করেন, 'অভিজ্ঞ', বুড়ো না বলে অভিজ্ঞ বলে আরকি, সাথে আবার নিজ নিজ পছন্দ মত কোনো একটা বিশেষণ। শেষবারের জন রীতিমত গলা কাঁপিয়ে বলেছিল, "পাকিস্ড়ানের সামরিক ইতিহাসের সবচেয়ে অভিজ্ঞ উজ্জ্বল নক্ষত্র যিনি নিরন্ড়র পথ দেখিয়ে চলেছেন আমাদের.." এ টাইপ কিছু। আসলেই তিনি পাকিস্ড়ানের সামরিক ইতিহাসের সবচেয়ে অভিজ্ঞ উজ্জ্বল নক্ষত্র। পাকিস্ড়ানের সামরিক বাহিনিতে বর্তমানে সবচেয়ে বয়স্ক তিনিই। যুদ্ধ করেছেন দুই বিশ্বযুদ্ধেই, পাকিস্ড়ানের আর্মি চীফ অফ স্টাফ হবার সুযোগও তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো অদ্ভুত কারণে অফারটা খুব বিনয়ের সাথেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পয়ষট্টির যুদ্ধে আই.এস.আই'র চরম ব্যর্থতার

পর তিনি আই.এস.আই'র ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব নেন।

আকবর খানের পিছনে একটা বিশাল গ-াস উইন্ডো। আকবর খান চেয়ার ঘুরিয়ে বাইরের মেঘে ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। ঠিক যেমন কয়েকদিন আগে আকরাম সুরী তাকিয়ে ছিল নিজের অফিসে। আকবর খানের ডান হাতের দুই আঙ্গুলের মাঝখানে একটা ফ্রেস সিগারেট। অনেক আগেই তিনি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তার পকেটে সবসময়ই একটা টপ ব্যান্ডের সিগারেটের প্যাকেট থাকে। আর এখন অনেক কষ্টে সিগারেট না ধরিয়ে শুধু হাতে নিয়ে বসে আছেন।

তিনি জীবনে অনেক মৃত্যু দেখেছেন, অনেক আপনজনের মৃত্যু। সাধারণত মানুষের জীবনে এত মৃত্যু দেখতে হয় না। কিন্তু তাকে দেখতে হয়েছে, তার দীর্ঘ জীবনের অভিশাপ। তবে আকরামের মৃত্যুটা অন্যসব মৃত্যুর মত নয়। আকরাম আর দূর সম্পর্কের ভাগ্নে হত। কিন্তু তার আসল কষ্টটা সেজন্যও নয়। কষ্টটা হল ছেলেটা একেবারে অর্থহীনভাবে মারা গেল। এত ভালো একজন এজেন্ট এভাবে এরকম একটা থার্ড ক্লাস রাস্ড়ার গু-ার হাতে মরে যাবে! একটা বিশাল মিশনের একটা ক্ষুদ্র ধাপ ছিল এটা। এভাবে এমন একটা অপ্রয়োজনীয় মৃত্যু দিয়ে শুর- হওরা নিজের জীবনের সবচেয়ে গুর-ত্বপূর্ণ অপারেশনটা নিয়ে মনের ভিতর কেমন একটা অস্বস্ড়ি হতে শুর- করেছে।

"আসব স্যার?" আকবর ঘুরে তাকালেন।

কর্নেল সালমান আব্বাসীকে দরজায় দেখে সাথে সাথেই তাকে ঢুকতে ইশারা করলেন।

সাঁইত্রিশ বছর বয়সী কর্নেলের উচ্চতা ছ'ফুট। মাথায় চুলের পরিমাণ কম, তারপরও তার ক্লিন শেভ করা শক্ত মুখ তার চেহারায় একই সাথে একটা কঠোর এবং হ্যান্ডসাম ভাব এনে দিয়েছে। কালো ভাবলেশহীন চোখ দুটো তার একান্ড়ই বাধ্যগত। এর থেকে কিছু বের করা অসম্ভব। কেবলই অনুভূতিশূন্য এক জোড়া চোখ। তার দিকে তাকালে আকবর খান সবসময়ই একজনকে দেখেন যার উপর নির্ভর করা যায়।

সালমান ডিরেক্টরের অপজিটের একটা চেয়ারে বসল। আকবর খান সাদা স্টিকটা প্যাকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন।

"আকরামের ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক স্যার," সালমান বলল, "খুব ভালো ছেলে ছিল।"

"হুম, অবশ্যই," আকবর খান বললেন, "তার চেয়ে বড় কথা তার উপর চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা যেত। সেটাই আসল।"

সালমান নড করল।

"আচ্ছা, কাজের কথায় আসা যাক," আকবর তার রিভলভিং চেয়ারটা একটু সামনে টেনে বললেন।

"ওয়াদুদ কন্টাক করতে পেরেছে," সালমান বলল, "আর তিন থেকে পাঁচ

BanglaBook.org

দিন। আর স্যার... এই মুহূর্তে কিন্তু তাকে মারা সম্ভব নয়। অন্ড়ত সব কিছু শেষ হবার আগে তো নয়ই।"

"আমি জানি," আকবর খান বললেন, "সেটা আমাকে বলার দরকার নেই।"

সালমান কিছু বলল না।

"আকরামের জায়গায় কারো কথা চিন্ড়া করেছ?"

"আমি আল-শাহরিয়ারের কথা ভাবছিলাম।"

আকবর খানের চোখ এক মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠল। *তাহলে এটা হচ্ছে এর পরে।*

"সে-ই তো রুমে ছিল তাই না?"

সালমান নড করল। "স্যার আপনি কি ভাবছেন..."

"আমি জানি তুমি ওকে পছন্দ কর," আকবর বললেন, "আগেও তুমি ওকে নিতে চেয়েছ, কিন্তু...সে-ই আকরামের মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশি বেনিফিটেড হচ্ছে আর সে-ই শেষ জীবিত লোক যার সামনে আকরাম মারা গেছে।"

"কিন্তু স্যার এতে কোনো সন্দেহ নেই আকরাম ঐ গুলির গুলিতেই মারা গেছে আর তাছাড়া আমি নিজে কায়েসকে ইন্টারোগেট করেছি। পুরো আটচলি- শ ঘণ্টা ধরে..."

"তুমি তাকে যত ভালো বল সে যদি আসলেই তত ভালো হয়.." আকবর খান থামলেন।

"স্যার আপনি যদি না চান..."

"অ্যাসাইন করতে চাচ্ছ কর, কিন্তু শুধু অফিশিয়ালি," আকবর খান বললেন, "যত কম জানিয়ে পার, এই মিশন রিলেটেড মেজর কাজগুলো আপাতত তুমি নিজেই হ্যান্ডেল কর। আর কয়েক দিন ওকে আন্ডার-সার্ভিলেন্সে রাখ।"

"আন্ডার-সার্ভিলেন্স?" সালমান অবাক হয়ে বলল, "সে আমাদের কাউন্টার সার্ভিলেন্স এক্সপার্ট। সে কয়েক ডজন কাউন্টার সার্ভিলেন্স অপারেশন ডিজাইন করেছে। দেশে প- াস বিদেশে।"

"তাহলে সেটা সার্ভিলেন্স ডিটেইল চুজ করার সময় খেয়াল রেখো," আকবর খান শুকনো গলায় বললেন।

সালমান বুঝে গেল এই নিয়ে আর কথা বাড়ানো যাবে না। সে শুধু নড করল।

"সাবধানে থেকো, শুরুতেই একটা অপ্রয়োজনীয় মৃত্যু," আকবর খান বললেন।

"জ্বী স্যার।"

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৯

নয় বছর আগে
২৫ জুলাই ১৯৬২
সোহরাওয়ার্দীর স্যুইট, হোটেল রিজ, নিউ ইয়র্ক, ইউএসএ

সোহরাওয়ার্দীর পে-ন ল্যান্ড করছে মাত্র তিন ঘণ্টা আগে। দীর্ঘ পে-ন জার্নি এখন আর আগের মত ধাতে সয় না। বয়স হয়েছে। হোটেলের বিছানায় চিৎ হয়ে বিশ্রাম নিয়ে নিচ্ছেন কিছুটা। একটা সময় ছিল এসব যখন গায়েও লাগত না। এখন অল্পতেই কাহিল হয়ে পড়েন। হার্টের অবস্থাও ভালো না। দিন শেষ হয়ে আসছে। ভাবলেন তিনি।

তিনি একজনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আওয়ামীলীগের একজন গোপন পৃষ্ঠপোষক। আবেদুর সালেহীন খান, তার পার্টির সবচেয়ে বড় ডোনার। সবচেয়ে মজার ব্যাপারটা হল কাউকেই তার কাছে যেতে হয় নি। তিনি নিজেই একদিন ফোন করে সোহরাওয়ার্দীর সাথে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাও প্রায় সাত বছর আগের কথা। তখন থেকেই তিনি নিয়মিত পার্টি ফান্ডে টাকা দিয়ে যাচ্ছেন। তবে তার শর্ত ছিল কেবল একটাই। কখনই দুজনের বেশি লোক তার সম্পর্কে জানবে না। দুজনের একজন তো অবশ্যই সোহরাওয়ার্দী নিজে, আর অন্যজন শেখ মুজিবর রহমান। আবিদুর সালেহীন বলেছেন কোনো কারণে যদি তারা দুজনই একই সাথে আনএভেইলেবেল হয়ে যান সেক্ষেত্রে তিনি পার্টির ভিতর অন্য লোক খুঁজে নিবেন।

এতদিন ধরে তাদের পরিচয় কিন্তু কখনই তিনি কোনো ধরনের ব্যক্তিগত কথা বলেন না। সবসময় টু দ্য পয়েন্ট। যেন কোনো একটা দায়িত্ব পালন করছেন। তার সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দী এতটুকুই জানেন যে অকৃতদার এই লোক অনেক তরুণ বয়সে এদেশে আসেন তারপর এখানে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করতে করতে এখন মাল্টি মিলিয়নিরার।

দরজার নক করার শব্দ শুনে বিছানা থেকে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

দরজা খুলে সালেহীনের জায়গায় একজন বিশ বাইশ বছরের ছেলেকে দেখে খুবই অবাক হলেন তিনি।

"আস'সালামুওয়ালাইকুম স্যার।"

BanglaBook.org

"ওয়ালাইকুম আস'সালাম," অনেকটা প্রশ্নের সুরেই উত্তর দিলেন তিনি।

"আমি আবেদুর সালেহীনের বড় ভাইয়ের ছেলে।"

"ও আচ্ছা, এসো এসো," সোহরাওয়ার্দী দরজা থেকে সরে এসে ছেলেটাকে ভিতরে ঢুকতে দিলেন।

"চাচা আসলে একটা মিটিঙে আটকে গেছেন।"

সোহরাওয়ার্দী ছেলেটাকে তার বিছানার সামনের ছোট্ট সোফায় বসতে ইশারা করলেন। "ঠিক আছে, আমার কোনো তাড়া নেই। তোমার জন্য কিছু অর্ডার করি?"

"না, স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ," সোফায় বসতে বসতে বলল সে, "চেকটা আমি আমার সাথে এনেছি, কিন্তু চাচা চাচ্ছিলেন আপনার সাথে একটু দেখা করতে। উনি আসা পর্যন্ড় কি আমি একটু এখানে ওয়েট করতে পারি?"

"অবশ্যই," সোহরাওয়ার্দী জোর দিয়ে বললেন, "তোমার যতক্ষণ ইচ্ছে তুমি এখানে বসতে পারো। কোনো সমস্যা নেই।"

"অনেক ধন্যবাদ, স্যার।"

"আর আমি তোমার জন্য একটা ঠা—া কোক দিতে বলছি," ছেলেটাকে কোনো রকম আপত্তি করার সুযোগ না দিয়েই অর্ডার করে দিলেন তিনি।

এরপর তাকে বসিয়ে কয়েক মিনিটের জন্য একটু ওয়াশর—মে গেলেন।

"তোমার নাম কি, বাবা?" ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"ইমরান সালেহীন খান।"

"পড়াশোনা চলছে?" বিছানায় আধশোয়া হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"জ্বী," ইমরান উত্তর দিল, "ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি। আশা করছি এই ফেব্র—য়ারিতে শেষ হবে।"

"বাহ, বাহ, খুব ভালো," সোহরাওয়ার্দী বললেন।

দরজায় আবারো নক হল। সোহরাওয়ার্দী উঠতে যাচ্ছিলেন।

"আমি যাচ্ছি," উনি কিছু বলার আগেই ইমরান উঠে গেল।

"থ্যাঙ্ক ইউ।"

ওয়েটার ট্রে রেখে চলে গেল।

"তো ইমরান সাহেব," সোহরাওয়ার্দী বললেন, "এরপর?"

"আসলে এখনো কিছু ঠিক করিনি," ইমরান ওর কোকের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে উত্তর দিল। নিজের মনের কথাগুলো সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

"তোমার কাছে তো মনে হয় অনেক অপশন থাকবে," সোহরাওয়ার্দী বললেন, "চাকরি করতে পারো, চাচাকেও সাহায্য করতে পারো, তাই না?"

"আমি আসলে সেরকম কিছু করতে চাইনা," ইমরান সোহরাওয়ার্দীর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলল। ছেলেটার চোখের দৃষ্টিতে একটু অবাকই সোহরাওয়ার্দী। এক্সপ্রেশনটা ঠিক ধরতে পারলেন না একবারে।

BanglaBook.org

ইমরান কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "চাচা আমাকে বাইরে ওয়েট করতে বলেছিলেন। আমি আসলে আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।"

সোহরাওয়ার্দী খুবই অবাক হলেন। "কি ব্যাপারে?"

"আমার মনে হয় আপনি আমাদের ফ্যামিলির ব্যাকগ্রাউন্ড জানেন," ইমরান কোকে একটা ছোট্ট চুমুক দিয়ে বলল।

"না," সোহরাওয়ার্দী মাথা নাড়লেন, "তোমার চাচার সাথে আমার কখনও তার পার্সোনাল লাইফ সম্পর্কে কোনো কথা হয় নি। আর আমিও জানতে চাইনি।"

"ওহ," ইমরান একটু অবাক হল, "চাচা সবসময় সেসব ভুলে থাকতেই পছন্দ করেন। কিন্তু কিছু কিছু জিনিস তো চাইলেই ভুলে থাকা যায় না।"

ইমরান সোহরাওয়ার্দীর বিছানার উপরের পেইন্টিংটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল। সোহরাওয়ার্দী ছেলেটার চোখে দুঃখবোধের সাথে সাথে একটা আশ্চর্য শক্তি দেখতে পেলেন।

"আমি আমার মা বাবার সাথে ঢাকায় থাকতাম ছোট বেলায়। চাচা অনেক আগেই এখানে চলে আসেন। বাবা আর চাচা দু' ভাই-ই। আর কেউ নেই। আমার বাবা ছিলেন সরকারী ডাক্তার। বেশ নাম ডাকও ছিল। ঘটনাটা বায়ান্নর বাইশে ফেব্রুয়ারির। গোলাগুলির ঠিক পরদিন সকালের। আমাদের বাসায় দুজন লোক এল। পশ্চিম পাকিস্তানী। সিভিল ড্রেসে এসেছিল কিন্তু আমি জানি এরা মিলিটারির লোক ছিল। সবকিছু বোঝার জন্য আমার বয়স অনেক কম ছিল। কিন্তু এটুকু বুঝতে কোনো সমস্যা হয় নি যে সেদিন তাদের সাথে বাবার অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছিল। পরে জানতে পেরেছিলাম এরা আগের দিন সাতজন স্টুডেন্টকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলেছিল, এখন বাবাকে বলছিল নকল পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দিয়ে লাশ বেওয়ারিশ ঘোষণা করে দিতে।"

ইমরান একটু থেমে গ-াসে আরেকটা চুমুক দিল।

"বাবা রাজি না হলে ওরা অনেক হুমকি ধামকি দিয়ে চলে যায়। আমার এখনো খুব ভালো করে মনে আছে কিভাবে তারা আমার আর মা'র দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছিল। অনেক ভয় পেয়েছিলাম সেদিন। বাবার চেনা একজন পার্লামেন্ট মেম্বার ছিল। পেশেন্ট ছিল বাবার। বাবা তার কাছে গেলেন সাহায্য চাইতে। সে বাবাকে বলল, সে ব্যাপারটা দেখবে আর এব্যাপারে আর কাউকে কিছু না বলতে।"

ইমরান গ-াসে আরেকটা চুমুক দিল।

"ঠিক পরদিন বাসায় পুলিশ এল। বাবা ছিলেন না। আমি আর মা ছিলাম শুধু। লোকগুলো ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে মাকে ধরে নিয়ে গেল।"

আবারো থামল সে। দুহাতে এত শক্ত করে গ-াসটা ধরে রেখেছে যে আঙ্গলগুলো অসাড় মনে হচ্ছে।

"মা'র উপর চার্জ আনা হল... রাষ্ট্রদ্রোহ আর সাথে... প্রস্টিটিউশনের,"

নিজের সর্বশক্তি একত্র করে ভাবলেশহীন মুখে কথাগুলো বলছিল সে। "তারা বলল যে সে এখানে ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্সের অ্যাসেট হিসেবে কাজ করে। ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স তাকে 'হানি ট্র্যাপের' জন্য ইউজ করে।"

একটু থেমে আবারও বলতে শুরু করল সে, "একজন সাক্ষীও ডাকা হল। যে লোকের কাছে বাবা সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন। সে কোর্টকে জানালো যে তাকেও ট্র্যাপ করার চেষ্টা হয়েছিল। এমনকি কয়েকদিন আগে বাবা তাকে গিয়ে বলেছে যদি সে সাহায্য না করে তাহলে তাকে এক্সপোজ করে দেয়া হবে। তো এভাবে আমার মায়ের বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগ *সন্দেহাতীত* ভাবে প্রমাণিত হল।"

ইমরানের চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল। যদিও তার কোনো ছাপ তার কণ্ঠে ছিল না।

"সাথে সাথে বাবার বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনা হল তার হ্যান্ডেলার হবার।"

সোহরাওয়ার্দী কোনো কথা বললেন না। এসব তার কাছে নতুন কিছু নয়। এধরনের গল্প তিনি আগেও অনেক দেখেছেন।

"বাবা জেলে বসে চাচাকে চিঠি লিখে জানালেন আমাকে নিয়ে যেতে। চাচা যেদিন ঢাকা এলেন বাবা সে-ই দিনই সুইসাইড করেন। তার বডি কাউকে দেখতে দেয়া হয় নি। পরেরদিন আমাদের কাছে খবর এলো মা-ও সুইসাইড করেছে...কিন্তু..."

ইমরান শেষ চুমুকটা দিয়ে গ-াস খালি করল।

"...কিন্তু আসলে... সী ওয়াজ বেথড এ্যান্ড কিলড," বাংলায় কথাগুলো বলার ক্ষমতা হয়তো হল না তার, "যখন আমরা জেলে তার ডেড বডি নিতে গেলাম তখন সিনিয়র ইন্সপেক্টররা আমাদের সামনেই বলছিল..." ইমরান শক্ত করে নিজের নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল।

"আমি দুঃখিত, বাবা," সোহরাওয়ার্দী আর কিছু বলার খুঁজে পেলেন না, "আমি খুবই দুঃখিত।"

"আমি জানি না কি করতে হবে," ইমরান বলল, "আমার খুবই অসহায় লাগে।"

"তুমি কি করতে চাও?"

"আমি আপনি সবাই জানি একসময় ইস্ট পাকিস্তান বলে কিছু থাকবে না। একটা রক্তাক্ত যুদ্ধ হবে তারপর আমরা আলাদা হয়ে যাব..."

"তুমি পার্টি জয়েন করতে চাও?"

"আমি জানি না স্যার," ইমরান দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলল, "আমি যেকোনো কিছু করতে রাজি আছি, যা অন্য কেউ করতে চায় না, বা পারবে না। যেকোনো কিছু..."

BanglaBook.org

ইমরান কথা শেষ করার আগেই ফোন বেজে উঠল।

"স্যার, আপনার গেস্ট ফোন করে জানিয়েছেন তিনি আজ আসতে পারছেন না এবং তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তিনি আপনার সাথে যোগাযোগ করে পরে আরেকটা মিটিং ফিক্স করবেন বলে বলেছেন," ওপাশ থেকে রবোটিক কণ্ঠে অপারেটর কথাগুলো আউড়ে গেল। সোহরাওয়ার্দী ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিলেন।

"তোমার চাচা আসতে পারছেন না। তোমার সাথে যোগাযোগ করা যাবে কি করে?" সোহরাওয়ার্দীর মনের মধ্যে ভাসতে লাগল মুজিবের সাথের সেই রাতের কথাগুলো। এ খোদার ইশারা ছাড়া আর কিছু হতেই পারেনা। সেদিন আবছাভাবে ওঠা প-্যানটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, সেদিনের থেকেও আরও দৃঢ়ভাবে।

ইমরান কিছু না বলে সোহরাওয়ার্দীর দিকে একটা কার্ড আর চেকটা এগিয়ে দিল।

"এখানে চাচার চেকটা আর দুটো নাম্বার আছে। প্রথমটা এম.আই.টি'র। ফেব্রুয়ারির পরে ওই নাম্বারে আমাকে পাওয়া যাবে না। পরেরটা আমার এক বন্ধুর। ওখানে আমার জন্য একটা নাম্বার রেখে দিলে আমি আপনার সাথে মেসেজ পাওয়ার সাথেই সাথেই যোগাযোগ করব। আমি আসলে চাচাকে এসব কিছু জানাতে চাই না। তিনি আমাকে নিয়ে খুবই প্রটেক্টিভ। নিজের ছেলেকেও হয়তো তিনি এত ভালোবাসতেন না। পি- জ চাচাকে কিছু বলবেন না।"

ইমরান উঠে দাঁড়ালো। যেতে যেতে আবার ফিরে তাকিয়ে সে বলল, "স্যার, পি- জ মনে করবেন না কোনো মাথা গরম ছেলে প্রতিশোধের রাস্ড়া খুঁজছে। হ্যাঁ একভাবে দেখলে আমি প্রতিশোধের রাস্ড়াই খুঁজছি, কিন্তু আমি কোনো মাথা গরম ছেলে নই। আর আমি স্পেসিফিক কারো উপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টাও করছি না। আমার ঘটনার সাথে যারা ছিল তাদের অর্ধেক লোক অলরেডি মারা গেছে। আর আমি তাদের চিনিও না। আমি চাই পুরো সিস্টেমকে চেঞ্জ করতে। অথবা সিস্টেম যখন চেঞ্জ হবে তখন যেন আমি কিছু করতে পারি। কি করতে পারি আপনি শুধু সেই পথটুকুই আমাকে দেখিয়ে দিন। এছাড়া আমার জীবনে আর কিছুই নেই। নাইস টু মিট ইউ।"

"ইউ টু।" সোহরাওয়ার্দী কষ্ট করে হাসলেন।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ১০

২ জুন, ১৯৭১
সাব-স্টেশন, কোভার্ট অ্যাকশন ডিভিশন, ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স, করাচী, পাকিস্তান

"ঠিক কতদিন আমাকে এড়িয়ে যেতে পারবে বলে মনে করেছ?"

"আহ, জায়েদি," কায়েস তার কফিতে একটা চুমুক দিয়ে বলল, "বস, বস।"

"বসব তো অবশ্যই," জায়েদি কায়েসের অপোজিটে একটা চেয়ারে বসল। ওরা অফিস ক্যান্টিনে বসে আছে। বেশ বড় আর অভিজাত চেহারার ক্যান্টিন। অনেকটা থ্রি স্টার হোটেলের রেস্টুরেন্টের মত।

"তুমি যে বেশ কয়েকদিন ধরে আমার সাহচর্য কামনা করে যাচ্ছ সে ব্যাপারটা আমার চোখে পড়েছে," কায়েস হেসে বলল।

"আর তুমি যে নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছ সেটা এ্যাভোয়েড করার সেটা আমারো চোখে পড়েছে," জায়েদি শুকনো গলায় বলল।

"বুঝতেই পারছ," কায়েস বলল, "আমার ব্যস্ততা কিছুটা বেড়েছে। আমাকে এখন নতুন কিছু দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।"

"বুঝতেতো পারছিই," জায়েদি বলল কায়েসের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, "মৃত মানুষেরা তাদের দায়িত্বগুলো প্রায়ই *মৃত-না* মানুষদের জন্য রেখে যায়।"

কায়েসও সোজা ওর দিকে তাকিয়ে রইল, মুখে কোনো রকম ভাব না দেখিয়ে।

"কাউকে না কাউকে তো নিতেই হত," কায়েস বলল।

"আকরাম না থাকলে যে তোমারই পে রেইজ হচ্ছে এটা তো সবারই জানা," জায়েদি বাঁকা করে হেসে বলল, "তোমারও।"

"তুমি আসলে ঠিক কি বলতে চাচ্ছ?" কায়েস ঠান্ডা গলায় বলল।

জায়েদি এক মুহূর্ত কোনো কথা বলল না। "তুমি আমাকে এ্যাভোয়েড করছ কেন শাহরিয়ার?"

"আমি তোমাকে মোটেই এ্যাভোয়েড করছি না।"

"খুব ভালো," জায়েদি বলল, "তাহলে আমাকে একটু বুঝিয়ে বল, ঠিক কিভাবে একজন ওয়ার্ল্ড ক্লাস অ্যাসাসিন, যে হাত বাধা অবস্থায় দুই মিনিটে দুই

BanglaBook.org

জন হাইলি ট্রেইন্ড মোসাদ এজেন্টকে নিউট্রোলাইজ করতে পারে, সে কি করে হাতে গান থাকা সত্ত্বেও দেড় ফুট দূরে দাঁড়ানো একটা রাস্ড়ার গুন্ডার হাত থেকে নিজের ফেলো এজেন্টকে বাঁচাতে পারে না?"

"যত দূর মনে পড়ে ওরা ওতটাও হাইলি ট্রেইন্ড ছিলনা। আর আমি আমার স্টেটমেন্ট যাকে দেবার তাকে দিয়ে দিয়েছি। তোমাকে কৈফিয়ত দেবার তো কিছু নেই।"

"অবশ্যই আছে, আমি ছিলাম সেখানে।"

"তুমি কি জেলাস নাকি?" কায়েস হেসে বলল।

"সিরিয়াসলি?" জায়েদি ভ্রু উঁচু করে বলল, "এখন জেলাস কার্ডটাও খেলবে? এত ডেস্পারেট?"

"ভাই তুমি কি চাও?" কায়েস বিরক্তিভরা গলায় বলল।

"আকরাম কিভাবে মারা গেল আর ওয়াদুদকে কেন ছেড়ে দেয়া হল?"

"যেমনটা একটু আগে বললে, পে রেইজ আমার হয়েছে, তোমার নয়। তো নিজের কৌতূহল মেটানোর মত পর্যাপ্ত পে গ্রেড তোমার নেই সেটা তো বুঝতেই পারছ। আর তাছাড়া আকবর খানের স্নেহভাজন ভাগ্নের মৃত্যুর ব্যাপারে যদি তাদের আমার উপর সামান্যতম সন্দেহও থাকত তাহলে তো আমি তার ডানহাতের ডেপুটি হতাম না। এতক্ষণে আমার বডি সুষমভাবে বণ্টন করে বিভিন্ন জায়গায় পুঁতে ফেলা হত," কায়েস বলল।

"তারা ওখানে ছিল না," জায়েদি বলল, "আমি ছিলাম। আর আমার.."

"ইন্টেল কি ছিল?" কায়েস বিরক্ত হয়ে জায়েদির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"ওয়াদুদ তার তিনজন সাথীর সাথে একটা সেফ হাউজে লুকিয়ে আছে।"

"আর সেখানে কয়জন ছিল?" কায়েস জিজ্ঞেস করল, "ওয়াদুদ ছাড়া?"

"পাঁচ," জায়েদি বুঝে গিয়েছিল ও কি বলবে।

"আর ঐ ঘরে কয়জন ছিল?"

"তিনজন।"

"প্রাইমারী টার্গেট কি ছিল?"

"ওয়াদুদকে ধরে আনা। অক্ষত," জায়েদি বলল।

"তাহলে এখন আমাকে বল," কায়েস বলল, "যখন তোমাকে বলা হল একটা বাড়িতে প্রাইমারী টার্গেট ছাড়া আর তিনজন লোক থাকবে আর তুমি ঘরে ঢুকেই তিনজন লোক পেয়ে যাও, তখন অন্য রুম থেকে যদি কেউ দৌড়ে আসে তখন তারই টার্গেট হবার কথা না? যাকে অক্ষত আনতে বলা হয়েছে? আমাকে ওয়েট করতে হয়েছিল যতক্ষণে আমি তাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি। আমি জানি না আকরাম কি ভাবছিল। সে ঠাস করে নিজের গান ড্র করতে গিয়েছিল। আমি যখনই ঐ কুত্তাটার মুখ দেখতে পেয়েছি সাথে সাথে গুলি করেছি। কিন্তু আকরামের ব্যাড লাক যে সাথে সাথে সে-ও গুলি করে

BanglaBook.org

দেয়। সে যদি নড়াচড়া না করত তাহলে হয়ত তাকে মরতে হত না।"

জায়েদি কায়েসের দিকে তাকিয়ে থাকল। কায়েস যথেষ্ট স্কিলড। সে যদি মিথ্যাও বলে থাকে সেটা ধরা সহজ হবে না।

"তো এখন কি তোমার মন ভরেছে?" কায়েস জিজ্ঞেস করল।

"কেন? না ভরলে এর থেকে আরেকটা নতুন কোনো ব্যাখ্যা শোনাবে নাকি?"

কায়েস কিছু না বলে নিজের কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে শেষ করল।

"ওয়াদুদকে কেন ছাড়া হল?"

"এখন এটা একটা বোনাস কোশ্চেন," কায়েস বলল, "আগেরটার উত্তর দিয়েছি কারণ আমি চাইনি তুমি এখানে সেখানে নিজের নাক গলিয়ে বেড়াও আর মানুষজন আমাকেই অবিশ্বাস করতে শুর" করে। পরে কোনো অপারেশনে গেলে এরা আমার পাছায়ই না গুলি করার ছুতো খোঁজে।"

"যাকে ধরার জন্য আকবর খানের ভাগ্নে মারা যায় তাকে কেন ছেড়ে দেয়া হল?"

"যথেষ্ট হয়েছে, জায়েদি," কায়েস চেয়ার ছাড়তে ছাড়তে শক্ত গলায় বলল, "তোমার যতটা অধিকার আছে বলে তুমি মনে কর আসলে কিন্তু ওতটাও নেই।"

ও যখন জায়েদিকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল জায়েদি তখন বসা অবস্থায় ওর কনুই চেপে ধরে ওকে থামাল।

"তুমিও জান না, তাই না?" সোজা কায়েসের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ সর" করে বলল ও।

কায়েস ওর হাত ছুটিয়ে কোনো কথা না বলে হেঁটে চলে গেল।

দূরের একটা টেবিল থেকে একজোড়া *চোরা চোরা* চোখ ওদের ভালো করে লক্ষ্য করছিল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

আট বছর আগে
২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩
সোহরাওয়ার্দী রেসিডেন্স, ঢাকা, ইস্ট পাকিস্তান

"স্যার যা করতে যাচ্ছেন এইটা কি...ঠিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে?" শেখ মুজিবর রহমান একটু দ্বিধান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

"আমার দুই নাম্বার বিয়েটা ঠিক সিদ্ধান্ত ছিল," সোহরাওয়ার্দী হেসে বললেন, "এখন যা করছি সেটা সুপার ঠিক," নিজের মধ্যে হঠাৎ করে অন্য রকম এক উৎফুল-তা অনুভব করছেন তিনি। যেন কোনো এক বৃদ্ধ লোক নিজের উদ্দেশ্যহীন জীবনে নতুন কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছে।

"আপনি মনে করেন সে পারবে?"

"তুমি নিজেই কথা বলে দেখো, আসছেই তো।"

"বাচ্চা ছেলে, সে তো এখন কত কিছুই বলবে। শুধু কথার উপর ভরসা করলে কি চলে?"

"ও স্পেশাল," সোহরাওয়ার্দী বললেন, "যেমন তুমি। তোমাকে তো চিনতে ভুল করিনি, করেছি?"

একটু থেমে আবার বললেন, "আর এই কাজের জন্য তুমি বুড়ো ব্যাটা কোথায় পাবে? করতে হলে তো এই বয়সের ছেলেই লাগবে।"

তারা বসেছিলেন সোহরাওয়ার্দীর স্টাডি রুমের সোফায়। রাত দশটা। দুজনেই অপেক্ষা করছিলেন ইমরান সালেহীনের জন্য। সোহরাওয়ার্দী তাকে গত সপ্তাহে কল করেন। তিনি ভেবেছিলেন নিউইয়র্কে দেখা করবেন, কিন্তু ইমরান চেয়েছিল দেশে আসতে। এক ঘণ্টা আগে তার পে-ন ল্যান্ড করেছে। এয়ারপোর্ট থেকে সে কল করেছিল। যেকোনো সময় এখানে পৌঁছে যাবে।

"স্যার," সোহরাওয়ার্দীর কাজের লোক দরজার সামনে এসে ডাকল, তার পিছনে দাঁড়ানো ইমরান সালেহীন। কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলছে।

"এসো বাবা, বসো বসো," সোহরাওয়ার্দী অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বসতে বললেন তাকে।

"আমার ফ্লাইট একটু ডিলে হয়ে গিয়েছিল," বসতে বসতে বলল ইমরান, "সরি।"

"না, না সরি হবার কিছু নেই," মুজিব হাত বাড়িয়ে বললেন, "আমি শেখ মুজিবর রহমান।"

BanglaBook.org

ইমরান সামান্য এগিয়ে এসে হাত মেলাল, "ইমরান সালেহীন খান, অনেক শুনেছি আপনার কথা।"

মুজিব হাসলেন। তিনি ভালো করে লক্ষ্য করছিলেন তার সামনে বসা ছেলেটাকে। তরুণ, লম্বা, হ্যান্ডসাম আর বেশ কনফিডেন্ট। মুজিব ছেলেটার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। শান্ড়, দৃঢ়চেতা এক জোড়া চোখ। মুজিব যখন এর গল্প শুনছিলেন তিনি এত শীতল চোখ কল্পনা করেন নি।

"তো প-্যানটা কি?" ইমরান জিজ্ঞেস করল। সোহরাওয়ার্দী ফোনে তাকে শুধু বলেছিলেন তাদের কাছে একটা ভয়ংকর প-্যান আছে। ফোনে তাদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথা হলেও কি প-্যান তা সোহরাওয়ার্দী বলেন নি। কেবল বলেছেন প-্যানটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং এর শেষ কিভাবে হবে বা আদৌ হবে কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তিনি ইমরানকে ভালো করে বুঝিয়ে বলেন যে যদি সে কাজটা করতে রাজি হয় তবে তার জীবন প্রবল অনিশ্চয়তার ভিতর পড়ে যাবে। সোজাসুজি না বললেও ঝুঁকিগুলো তাকে ইনডাইরেক্টলি বুঝিয়ে বলা হয়। এরপর সোহরাওয়ার্দী তাকে বলেন চিন্ড়া করে দুদিন পরে জানাতে। ইমরান দুদিন পর জানায় সে সমস্ড় ঝুঁকি নিতে প্রস্ড়ুত এবং সে দেশে আসছে।

"তুমি জানো আর্মিতে পাঁচ পার্সেন্টের বেশি বাঙালি নেই। তো বলতে গেলে আমাদের কোনো ডিফেন্স নেই। এটা একটা ব্যাপার। আর আমাদের ইন্টেলিজেন্স বলতেও কিছুই নেই। যদি কখনো একটা যুদ্ধ, আসলে কখনো না...যখন যুদ্ধ বেঁধে যাবে তখন সেটা কতটা জরুরি একটা বিষয় হবে সেটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না," সোহরাওয়ার্দী বললেন।

"তো আপনি আর্মিতে আমাকে স্পাই হিসেবে চান?" এমনটাই কিছু ইমরান ভেবেছিল।

"আই.এস.আই'তে," মুজিব বললেন, "কোনো বাঙালির সেখানে ঢোকা অসম্ভব ব্যাপার, বুঝতেই পারছ।"

ইমরান মাথা নাড়ল।

"আমরা তোমাকে একেবারে নতুন একটা ওয়েস্ট পাকিস্ড়ানি আইডেন্টিটি তৈরি করে দেব," সোহরাওয়ার্দী বললেন।

"এরপর কিন্তু সবকিছু তোমার হাতে, আমরা কিন্তু আর কিছুই করতে পারব না," মুজিব বললেন।

"বুঝতে পারছি," ইমরান মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল।

"এটা কিন্তু আসলে ইজি পার্টটা," সোহরাওয়ার্দী বললেন, "আসল পার্টটা কিন্তু ঢোকার পরে। কেউ বলতে পারবে না তোমার সেখানে কতদিন থাকতে হবে। এরপরে কি হবে তাও বলা অসম্ভব। আমরা ধারণা করছি যুদ্ধ হবে, দেশ আলাদা হবে একসময়, আদৌ যে সেরকম হবে এটা কিন্তু একশ ভাগ নিশ্চিত কিছু না। সম্ভাবনা কম, কিন্তু এমনও হতে পারে দুই অংশের ভিতর কোনো

BanglaBook.org

সমঝোতা হল, কিংবা যে টার্নিং পয়েন্টের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি সেটা বিশ বছরেও আসল না। তো যে কোনো সিদ্ধান্ড় নেবার আগে সবদিক ভেবে দেখো। আমরা তোমার কাছে তোমার সারা জীবন চাচ্ছি.."

"আর আমিও তা-ই চাই," সোহরাওয়ার্দী শেষ করার আগেই ইমরান বলল, "ফোনে আপনার কথা শুনে আমি আন্দাজ করেছিলাম। আমি সেসব চিন্ড়া করেই এসেছি। আমার সারা জীবন আমি এমনই কোনো একটা সুযোগের জন্য খোদার কাছে দোয়া করেছি। আসলে এটা তার থেকেও বড় সুযোগ। আমি চাইলেই অনেক আরামদায়ক জীবন পেতে পারি। কিন্তু আমার জীবন যত আরমাদায়কই হোক না কেন, এমন একটা সুযোগ যদি পাবার পরও আমি ছেড়ে দেই তাহলে আমি আর বাঁচতে পারব না। আমি রাজি।"

"ডিপ কভার এজেন্ট, শুনতে অনেক ড্রামাটিক শোনায়," মুজিব বললেন, "তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, বুঝতেই পারছ চব্বিশ ঘণ্টা তোমার জীবন বিপন্ন থাকবে। আর তোমার একটা ব্যাপার বুঝতে হবে। আল-াহ না কর-ন যদি তুমি ধরা পড়ে যাও আমরা কিন্তু কোনো দায়িত্ব নিতে পারব না," একটু দ্বিধান্বিত শোনাল তার গলা, "এটা কিন্তু আমাদের স্বার্থপরতা বা কা-পুর-ষোচিত কিছু নয়। তুমি যা করতে চাচ্ছ তা করার সুযোগ আমার থাকলে আমিই করতাম। কিন্তু আমাদের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে আছে। আমাদের যদি সরাসরি এমন কিছুর সাথে জড়িয়ে ফেলা হয় তবে সেটার এফেক্ট কিন্তু পুরো বাঙালি জাতির উপর পড়বে।"

"আমি বুঝতে পারছি," বলল ইমরান।

তিনজন কোনো কথা বলল না কিছুক্ষণ। সব কিছু বেশ তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে গেল। সোহরাওয়ার্দীর এক মুহূর্তের জন্য নিজের প-্যানের ব্যাপারেও যে সন্দেহ হল না তা নয়। হাজার হোক, অনভিজ্ঞ ছেলে..

নিজের চিন্ড়াকে পাত্তা না দিয়ে তিনি ট্র্যাকেই থাকলেন। এক মুহূর্তের জন্য তার মাথায় প্রশ্ন এলো এটা কি ব্রিলিয়ান্ট কোনো প-্যান, সাহসিকতা নাকি কেবলই একজন বৃদ্ধ মানুষের নিরানন্দ জীবনে বৈচিত্র্য আনার একটা স্বার্থপরতা, যার জন্য একজন তর-ণ ছেলের জীবন হুমকির ভিতর পড়ে যাচ্ছে।

"খুব ভালো, তোমার জন্য খুব বেশি কিছু না করতে পারলেও," অবশেষে বললেন সোহরাওয়ার্দী, "সাগরে ঠেলে দেবার আগে তোমাকে অন্ড়ত সাঁতারটা শেখানোর ব্যবস্থাটা করে দেয়া হবে।"

"বিশ্বের টপ ক্লাস একটা আর্মিকে ধোকা দিতে তোমার ঠিকমত প্রিপেয়ারড হতে হবে," মুজিব বললেন।

ইমরান জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

"আমার দ্বিতীয় স্ত্রী রাশিয়ান ছিল জানো তুমি?" সোহরাওয়ার্দী জিজ্ঞাসা করলেন।

BanglaBook.org

"ভেরা আলেক্সজেন্ড্রানভা," ইমরান বলল, "পরে নূর জাহান হন।"

"হ্যাঁ," সোহরাওয়ার্দী বললেন, "আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেলেও আমাদের মধ্যে ভালো একটা রিলেশন আজও আছে। যাইহোক ভেরার এক কাজিন ছিল কেজিবিতে। আমার সাথে তার বেশ খাতির ছিল। শত্রুভাবাপন্ন দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে স্পাই শালার ভালো খাতির রাখবে তাতো নিশ্চিত কথা। যাইহোক, তার সাথে কয়েক দিন আগে আমি যোগাযোগ করেছি। সে কয়েক বছর হল রিটায়ার্ড। সে আর তার আরেক ফ্রেন্ড, সে-ও কেজিবিতে ছিল তোমাকে স্পেৎনাজ-জি.আর.ইউ ট্রেনিং দিতে রাজি হয়েছে। এটাই তোমার ফার্স্ট টেস্ট। দেখা যাক এই ট্রেনিং সার্ভাইভ করতে পারো কিনা।"

"কত দিন ট্রেনিং পিরিয়ড?" ইমরান জিজ্ঞাসা করল।

"চার মাসের মত ফিজিক্যাল ট্রেনিং, তোমার তো এমনি আগের কোনো মিলিটারি ট্রেনিং নেই," সোহরাওয়ার্দী বললেন, "এরপর আরো তিন মাস বেসিক আর অ্যাডভান্সড রিকন্সিয়েসিস আর ইন্টেলিজেন্স গ্যাদারিং ট্রেনিং এরপর আরো একমাস সাইকোলজিক্যাল আর সার্ভিলেন্স ট্রেনিং।"

"অনেক কিছুই তো," ইমরান বলল, "কত নিবে?"

"ওয়ান হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার," সোহরাওয়ার্দী বললেন।

"ওয়ান হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার বেট, আমি পারব," ইমরান মুচকি হেসে বলল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

এক বছর আগে

২ মার্চ, ১৯৭০

ক্যাফে ফ্রাইডে, করাচী, ওয়েস্ট পাকিস্তান

জায়েদি ওর পছন্দের টেবিলটার বসল। ও প্রচণ্ড টায়ার্ড ছিল সাথে অনেক ক্ষুধার্তও। লাঞ্চের এখনো এক ঘণ্টা বাকি। কিন্তু গত আটচল্লিশ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তাকে একটানা কাজ করে যেতে হয়েছে। প্রথমে একটা ফিল্ড অপারেশনে র' এর এক অপারেটিভকে ধরে তার বাসা থেকে এক গাদা কাগজপত্র বের করে আনে। এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু এরপরেই শুরু হয় পেপার ওয়ার্ক। প্রায় একশ জন সাসপেক্টের বিভিন্ন ব্যাংক একাউন্টের মানি ট্রেইল ফলো করতে করতে মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। এখন এখান থেকে খাবার নিয়ে বাসায় গিয়ে খেয়ে ঘুম দেবে।

ও ওয়েটারকে ডেকে একটা ফ্রাইড রাইস আর চিকেন কারী পার্সেল করে দিতে বলল। ওয়েটার চলে গেলে পিছন থেকে ত্রিশ বত্রিশ বছরের কমপিউটার স্যুট পরা একজন লোক এসে ওর সামনের চেয়ারে বসল। শার্প ক্লিন শেভড চেহারা। পাতলা ভ্রু। ও দেখেই চিনতে পারল।

"ফাইলে তো নিশ্চয়ই আমার ছবি দেখেছেন," লোকটা তার পারফেক্ট দাঁতগুলো বের করে হাসল।

"মি. রাকেশ মেহরা, ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসী," জায়েদি ভাবলেশহীন মুখে শুকনো গলায় বলল।

"ফাইলে কি শুধু এইটুকই আছে নাকি?"

"নাহ, আমরা মনে করি মনে করি আপনি ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্সের একজন প্রমিসিং তরুণ স্ট্র্যাটেজিস্ট," জায়েদি আশেপাশে একনজর তাকিয়ে বলল।

"ওহ, ওতটাও না," মেহরা হেসে বলল। "আমি জাস্ট একজন ডিপ্লোম্যাট। আর আপনার চিন্তিত হবার কিছু নেই। আমার লোকেরা বাইরে, গাড়িতে। এখানে শুধু আমরাই," মেহরা চেয়ারে হেলান দিল, "আপনি হয়তো ভাবছেন আমি এখানে কি চাই?"

"ওয়েল," জায়েদি সোজা তাকিয়ে বলল, "এখানকার খাবার বেশ

BanglaBook.org

ভালোই।"

"আমি শুধু ইন্ডিয়ান খাবারই পছন্দ করি," মেহরা বলল, "আপনাদের কোভার্ট অ্যাকশন আজকাল তেমন একটা কোভার্টও নেই সেটা তো মনে হয় বুঝতেই পারছেন?"

"দেশটা তো আমাদেরই," জায়েদি বলল, "তো আমাদের ওতটা কোভার্ট না হলেও চলে। আর আমাকে টয়লেটে গেলেও টয়লেট গার্ড দিয়ে রাখার জন্য বডিগার্ডেরও দরকার হয় না।"

"এত পটর পটর কথা বলার আগে মনে হয় আপনার উচিৎ আমার কথাটা মনোযোগ দিয়ে শোনা," মেহরা একটু কঠিন গলায় বলল, "আপনার তো মনে হয় ফরিদ সাহেবের সাথে পরিচয় আছে। মোটা, টাক মাথা, সিরিয়াস দুটো চোখ। আহ....এখন যখন তার চোখের কথা আমার মনে হল..সিরিয়াস নাকি নার্ভাস...উম...আসলে ওই লোক এত সহজে নিজের চাহুনি পাল্টাতে পারে....ব্যাপারটা বেশ ইম্প্রেসিভ।"

জায়েদি স্থির হয়ে বসে থাকল।

"যাইহোক, আপনি বোধ জানেন না সে কোথায় আছে। আসলে কেউ জানে না," মেহরা আবার হাসল। জায়েদি দেখেই বুঝতে পারছে পুরো ব্যাপারটা আসলে লোকটা কতটা এঞ্জয় করছিল।

"আপনি তেমন একটা এক্সপ্রেশন দেখান না মি. জায়েদি," মেহরা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "স্পাইদের জন্য খুবই ভালো কোয়ালিটি। ফরিদ সাহেবও এমনই ছিলেন। এজন্যই তাকে এত পছন্দ করতাম। ব্যাপারটা একটু কষ্টেরই যে তার সাথে আর দেখা হবে না।"

মেহরা একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল। "ওহ, আপনি আবার ভেবে বসবেন না যে সে মারা গেছে। আসলে একেবারেই উলটো। তাকে একটা বিশাল বাড়ি দেওয়া হয়েছে। সাথে অনেক অনেক টাকা। যা সে সারা জীবন ধরেও শেষ করতে পারবে না। আপনি মনে হয় এখন আপনার পজিশনটা বুঝতে পারছেন। তাই তো?"

জায়েদি কিছু বলল না।

মেহরা আবার বলল, "আমি আপনাকে বিগ পিকচারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। দুই বছর ধরে রহমতকে হ্যান্ডেল করছি আমরা। গত পাঁচ মাস আমি নিজে। এক্সট্রা-অর্ডিনারি সার্ভিস দিয়ে গেছে লোকটা। যাইহোক এক সময় যখন আমাদের মনে হল যে যথেষ্ট হয়েছে, তখন আমরা তাকে তার প্রাপ্যটা বুঝিয়ে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তার রি-পে-সমেন্টেরও তো দরকার। তো তার শেষ সার্ভিসটা দিয়ে গেল সে। সেটাও অসাধারণ। বুঝতেই পারছেন কে। তো জায়েদি সাহেব, দেখা যাচ্ছে আপনি ক্যাডের টপ সিক্রেট আর্কাইভ থেকে ফাইল চুরি করে একজন ডিফেক্টরের হাতে দিয়েছেন। এখন আপনার বসেরা সেটা জানতে পারলে আপনাকে নিয়ে ঠিক কি করবে সেটা তো আমার থেকে আপনি ভালো জানেন। তো আমার সাজেশন আপনি বস পালটে নেন," মেহরা

BanglaBook.org

চোখ টিপ দিল।

"আসলে কোনো টাকা চুরি হয় নি, না?" জায়েদি অবশেষে জিজ্ঞেস করল।

"অবশ্যই না," মেহরা হেসে বলল। "পুরাটাই আমার আইডিয়া ছিল, বুঝলেন। আর ভাই আপনি," মেহরা ওর দিকে আঙ্গুল দিয়ে বলল, "আপনি জটিল একটা কাজ করে দিয়েছেন। আপনি ছাড়া লিস্টটা পাওয়া একেবারেই অসম্ভব হত। ওই বানচোতগুলোকে অনেক দিন ধরে খুঁজছিলাম আমরা। আমাদের বিশজন লোক মেরেছে। আমার বস তো সেইরকম খুশি। ঐ বুড়োটাকে খুশি করাও সহজ নয়, বুঝলেন? একদিন তো আমাকে তাজমহলের খুঁত দেখাচ্ছিল। অবস্থা বুঝতে পারছেন? সে যাই হোক," মেহরা দুই হাত এক সাথে করে আস্ড়ে করে টেবিলের উপর হালকা করে চাপড়ে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে এসে বলল, "তো আপনার বিষয়ে আসা যাক, এক কথায় বলতে গেলে ইউ আর মাই বিচ নাও। আর একটু বড় করে বলতে গেলে আমি যা যা করতে বলব আপনি ঠিক তাই তাই করবেন। ঠিক যা যা চাইব তাই তাই দিবেন। চিন্ড়া করবেননা, আমি বুঝে শুনেই চাইব। আপনারও তো একটা ভ্যালু আছে, সেটা যতটুকুই হোক। হাজার হলেও ক্যাডের লোক আপনি। আমার কথা মত চলবেন বেঁচে থাকতে পারবেন আর প-াস কাজের জন্য উপযুক্ত পুরস্কার তো পাচ্ছেনই। স্মার্টনেস দেখাতে গেলে কে আপনাকে বাঁচাবে আমি জানি না। তো আপনার প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট হল আমার অ্যাম্বাসির লোকের উপরে আপনাদের সে স্যার্ভেলেন্স আছে তার রিপোর্টগুলো। সাত দিন।"

মেহরা উঠে চলে যাচ্ছিল। জায়েদি ওর কনুই ধরে ওকে থামাল।

"ফাইল অনেক গুলো।"

মেহরা এক মুহূর্ত চিন্ড়া করে বল, "ওকে দশ দিন। আর ডোন্ট টাচ মি এভার এগেইন।"

জায়েদি টেবিলে চুপচাপ বসে রইল। একটু পর ওয়েটার এসে ওর অর্ডার রেখে দিল।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ১৩

মন্টেলুপিক প্রিজন, ত্র্যাকো, পোল্যান্ড
২৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৩

জেলে ঢোকাটা যথেষ্ট টেকনিক্যাল ব্যাপার ছিল স্যাম আর স্ট্যানের জন্য। ওদের এমন একটা কিছু করতে হত যাতে তাদের সরাসরি গুলি না করে দেয়, আবার ইহুদিদের সাথেও না রাখে। জেলের ভিতর দুটো ভিন্ন ইউনিটে কয়েদিদের রাখা হত। ইউনিট 'এ' এবং ইউনিট 'বি'। ইউনিট এ'র কয়েদিরা মূলত পলিটিকাল কয়েদি, এসএস মেম্বার, সিকিউরিটি সার্ভিসের লোক, যারা ওয়াফেন এস এস ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে, ব্রিটিশ, সোভিয়েত বা আমেরিকান স্পাই হিসেবে সাজা খাটছে। আর ইউনিট 'বি'এর কয়েদীরা ইহুদি যাদেরকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে আশটউইচ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে।

সময়টাও খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল ওদের কাছে। কারণ একে তো সময় কম, তার উপর যে অপরাধেই ঢুকুক না কেন আগে তো কঠিন একটা মাইর খেতেই হবে। বাঁচুক বা মরুক পরের কথা কিন্তু এই মারটা কোনোভাবেই এড়ানো সম্ভব হবে না।

তো অনেক ভেবেচিন্তে ওরা যেটা করল সেটা হল ক্রিসমাসের দিন রাতের বেলা কারফিউয়ের মধ্যে মাতাল হবার ভান করে দুইজন রাস্তায় মারামারি শুরু করল। এক পর্যায়ে সেটা যখন টহলরত জার্মান সেনাদের নজরে পড়ল তখন তারা স্যাম আর স্ট্যানের মধ্যকার মারামারি থামিয়ে তাদের পিটানোর দায়ভার নিজেদের কাধে তুলে নিল।

মোটামুটি পাঁচ মিনিটের মত একটানা পিটানোর পর তাদের মন্টেলুপিকে নিয়ে আসা হয়। ওদের কাছে ওদের পরিচয়পত্র ছিল যাতে দেখা গেল ওরা ইহুদি নয় সেজন্য ওদের ইউনিট 'এ' তে সাধারণ ক্রিমিনালদের সাথে রাখা হল।

জায়গাটা দেখলে একেবারে ঠিক জেলখানার মত মনে হয় না। এটাকে আসলে যখন বানানো হয়েছিল তখন মোটেই জেলখানা হিসেবে বানানো হয় নি। ইতালির প্রখ্যাত মন্টেলিপি পরিবার রেনেসাঁ স্টাইলে যায়গাটা বানিয়েছিল। পরবর্তীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে এটাকে জেলখানা হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়।

BanglaBook.org

একটা রাস্ত্রার পাশে সাদা রঙের বর্ডার আর জানালা এবং লাল ইটের আটটা বিল্ডিং, পুরোটা উঁচু কংক্রিটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। একবারে বারোশ'র মত কয়েদি রাখতে পারে এই জেলখানা।

ভাইকে খুঁজে বের করতে স্ট্যানের বেশি কষ্ট হয় নি। পরদিনই তাকে পেয়ে যায় ওরা। ওর বড় ভাই ক্যাপ্টেন জেমস স্ট্যানফোর্ড এখানে আছে প্রায় এক বছর। এক বছরে ভাইয়ের চেহারার পরিবর্তন দেখে কেঁদে দিয়েছিল স্ট্যান।

পুনর্মিলন শেষ হবার পর তিনজন এক কোণায় বসে পড়ল। তারপর ওরা দুজন ওদের মিশন বুঝিয়ে বলতে শুরু করল জেমস স্ট্যানফোর্ডকে। সে যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়ল ওদের কথা শুনে।

"ম্যানুয়েল ফিলিপ?" জিজ্ঞেস করল সে, "হ্যাঁ তোমরা যেমন বলছ সেরকম একটা আছে এখানে, কিন্তু তোমরা যেমন সাধু পুরুষ বলছ সেতো তা নয়। ইঞ্জিনিয়ার ছিল এটা জানি। ফটোগ্রাফিক মেমোরির কথা জানি না, কিন্তু এখানে সে ওয়েঙ্গারের সাথে কাজ করতে না চাওয়ার জন্য আসে নি। সে এখানে এসেছে কারণ যেটা শুনছি সে নাকি ফান্ডের টাকা মেরে খেয়েছে। ওয়েঙ্গার না হলেও সেটাও জানোয়ারের থেকে কম কিছু নয়। আমি নিজে দেখেছি ওকে এখানকার কয়েদীর উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতে।"

"জিসাস," স্যাম আর স্ট্যান চাওয়া চাওয়ি করল একে অপরের দিকে।

"ডেভার্স আমাদের মিথ্যা বলেছে নাকি তার কাছেই ভুল ইনফো রয়েছে?" স্ট্যান বলল।

"মিথ্যা বলে তো লাভ নেই," স্যাম বলল, "আমরা সত্য জেনেই যাব এটা তো সে নিশ্চয়ই জানে।"

"এখন কি করবে?" স্ট্যান জিজ্ঞেস করল।

"কি আর করব? জেলে যখন ঢুকেছি, বের তো এখান থেকে হতেই হবে।"

"ওকে নিয়ে বের হবে না ছাড়া?"

"ছাড়া বের হব কি করে?" বিরক্ত হয়ে বলল স্যাম।

"এমনও তো ওর কাছে কিছুই নেই," স্ট্যান বলল, "এটা তো কোনো ট্র্যাপও হতে পারে। হারামজাদা হয়তো বের হয়ে আমাদেরই মেরে দিল। তখন কি করবে?"

"মরে গেলে আর কি করা যাবে," বলল স্যাম।

অন্য দুজন বিরক্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ১৪

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
করাচী, পাকিস্ড়ান

মুখের উপর কালো ব-াইন্ড ফোল্ডটা ফেলার সাথে সাথেই একরাম হুদা বুঝে গিয়েছিল ঠিক কি হতে চলেছে তার সাথে। নিজেকে একটা গালি দিল ও। এত বড় একটা গর্দভ কি করে হয়ে গেল ও! এরা ওর জন্য ছোট ছোট ফাঁদগুলো পেতে রেখেছিল আর ও একেবারে ঠিক জায়গা মত পা ফেলেছে। উল-ুক কোথাকার! ওয়াদুদ কয়েকদিন আগে এসেছিল ওর সাথে দেখা করতে। ওকে বোঝানোর অনেক চেষ্টাও অবশ্য হুদা করেছে। কিন্তু কোনো কাজ হয় নি। হবার কথাও নয়।

"আমি তোমাকে খুন করে ফেলব একরাম," ওয়াদুদ বলেছিল, ওর দিকে তাকিয়ে, হাসতে হাসতে, "একদম নিজের হাতে।" নিজের হাত দুটো উঠিয়ে দেখিয়েছিল ওকে।

আই.এস.আই আসলে ওয়াদুদকে মারতে বা এরেস্ট করতে চায়নি। এরা আসলে ওয়াদুদের সাথে কোনো একটা ডিল করতে চাচ্ছিল। ওয়াদুদ অবশ্য কি ডিল সেসব কিছু বলে নি। কিন্তু তাকে যথেষ্ট উৎফুল- দেখাচ্ছিল।

হ্যাঁ, সবারই মজা। যে যা চেয়েছে তাই-ই পেয়েছে। মাঝখান দিয়ে আমি-ই একটা আবাল চোদা সাজলাম।

ওয়াদুদ ওর কালো মাংসল মুখে হাসি ধরে রাখতে পারছিল না যখন ওকে বলছিল যে আই.এস.আই একেবারে সাথে সাথে রাজি হয়ে গেছে যখন ও হুদাকে চেয়েছিল।

এত বড় গর্ভব আমি! গাড়িটা একটা মোড় ঘুরল। হুদা চিন্ড়া করার চেষ্টা করল ঠিক কি করে এটা হবে। এরা হয়তো ওকে একেবারে ওয়াদুদের কাছে গিয়ে দিয়ে আসবে। *কোনো উপায়ই কি নেই? কোনোভাবে কি ওয়াদুদ ক্ষমা করে দিতে পারে? ওরা যখন ওয়াদুদের লোক সেজে মারার ভান করল, তার আগ পর্যন্ড় তো মার খেয়েই গেছি!* গাড়ি থেকে লাফ দেবার উপায় নেই। দুপাশে দুজন বসে আছে। আর তাছাড়া ও যদি কোনো ভাবে আজ রাতে পালাতেও পারে, যেটা রীতিমত অসম্ভব, কিন্তু তার পরেও কোনো সাহায্য ছাড়া ও বাইরে টিকতে পারবে না।

হঠাৎ গাড়িটা থেমে গেল। শেষ। হঠাৎ করেই সবকিছু খুবই অর্থহীন মনে হল তার কাছে। নিজের সারা জীবন ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। মুখের

BanglaBook.org

ভিতরটা একেবারে শুকিয়ে গেল, মাথাটা একদম হালকা মনে হল। কেমন অদ্ভুত একটা অনুভূতি।

গাড়ির দরজা খুলে গেল। তার ডান পাশের লোকটা বের হয়ে ওর হ্যান্ডকাফ খুলে দিল।

"বের হ," খেঁকিয়ে উঠল সে।

একরাম বের হয়ে মাথা থেকে হুডটা সরাল। লোকটা ওর হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে ওকে একটা ধাক্কা দিল। এরপর সে গাড়িতে উঠে বসলে গাড়ি যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে ফিরে গেল।

চারপাশে তাকাল একরাম। এখন ঠিক কয়টা বাজে সেটা ও জানত না। তবে মাঝরাত যে পার হয়ে গেছে অনেক আগেই এটা সে বুঝতে পারছে। আশেপাশে একটা লোকও নেই। বেশ কয়েকটা রোড লাইট জ্বলছে। সেজন্য সব বেশ ক্লিয়ারই দেখা যাচ্ছে।

পাশে সারি বাধা কয়েকটা সস্ড়া দোকান। সব বন্ধ। সামনে ডান দিকে একটা সর— গলি। কেউ না কেউ কোথাও অপেক্ষা করছে ওর জন্য, ওকে দেখছে। হঠাৎ করেই সমস্ড় ভয় উবে গেল অদ্ভুত ভাবে। আসলে শুধু ভয় না ওর মনে হল ও কিছুই অনুভব করতে পারছে না। আবার আশেপাশে তাকাল সে। এখনো কেউ বের হয়নি। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে এসে একজন ঠিক কি করে তাই দেখছে তারা আড়াল থেকে। সে এখন আর বাধা নয়। সে হাঁটতে পারে, দৌড়াতে পারে। অথচ তারপরও কতটা অসহায়! একরাম চেষ্টা করল কন্সেন্ট্রেট করতে। কিন্তু শুধু গ্রিল চিকেন ছাড়া মাথায় আর কিছুই এল না।

হুদা সোজা দৌড় দিল। তারপর বাঁয়ে ঘুরল। ঘুরেই থেমে গেল সে। সামনে ডেড এন্ড। একটা বাড়ির উঁচু একটা বাউন্ডারি ওয়াল। *শালার দেয়ালটাও এত উঁচু করে বানিয়েছে যেন ভিতরে চায়না ভরে রেখেছে।*

সামনে একটা লাইট পোষ্ট। সেখানে দেয়ালে হেলান দিয়ে একজন লোক দাঁড়ানো। *আসলাম।*

"আরে হুদা ভাই," প্রশস্ড় হাসি হেসে বলল সে, "কি খবর?"

লাইটের সামান্য আলোতেও আসলামের চকচকে দাঁতগুলো দেখতে পেল সে।

"ওতো ভালোও তো মনে হচ্ছে না।"

ওর কথা শেষ হতে না হতেই পিছনে গলির রাস্ড়া ব-ক করে বড় রাস্ড়ায় একটা সাদা মাইক্রোবাস এসে থামল। সেখান থেকে দুজন লোক লাফ দিয়ে নেমে গলির ভিতরে ঢুকল।

"ওয়াদুদ ভাই এক্ষুনি আপনার সাথে দেখা করতে চান," আসলাম বলল, "জানেনই তো উনি কত অধৈর্য হয়ে যান মাঝে মধ্যে। অবশ্য একটু ওয়েট তাকে করতেই হবে। কারণ আমাদের এই সেলিম," আসলাম পিছনে দাঁড়ানো একজনের দিকে ইশারা করল, "সে যেন আপনাকে কি বলতে চায়। সবাইকে

তো আপনার মত হলে হয় না। আমাদের তো আশেপাশের মানুষদের চাওয়া পাওয়ার ব্যাপারে একটু খেয়াল রাখতেই হয়।"

"আসলাম আমাকে কেন মারতে চায় এটা তো বোঝাই যায়," একরাম পিছনে ফিরে বলল, "আমি মরলে ও আমার জায়গা নেবে। কিন্তু তোমাদের কি? আমি তো তোমাদের কাউকে কখনও..."

"মাদারচোদ," হুদা কথা শেষ করতে পারার আগেই সেলিম ওর কুচকিতে সজোরে একটা লাথি বসিয়ে দিল। হুদা তাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল।

"তোর কারণে আমাদের পাঁচ জন মরে গেছে, একরাতে," আসলাম বলল পিছন থেকে, "বানচোত শালা।"

"আজিজের কথা মনে আছে, খানকির ছেলে?" সেলিম ওর সামনে এসে ওর বুকে আর পেটে আরো কয়েকটা লাথি মারল, "আমার ভাই আজিজের কথা মনে আছে? ওর গলা কেটে ফাঁক করে দিয়েছে। ও তখন ঘুমায় ছিল। তোর কারণে...শালা বানচোত। ওয়াদুদ ভাই বলেছে, না হলে মাদারচোদ তোরে আজকে এইখানেই শেষ করে দিতাম।"

"ছোট্ট একটা জানের উপর কত লোকের নজর," হুদা নিজের রক্তাক্ত নাক মোছার চেষ্টা করতে করতে বলল।

"হারামজাদা," এবারে সেলিমের পাশের জন ওর মুখে একটা লাথি মারল। ও বসা অবস্থায় ছিল, আবার পড়ে গেল।

আসলাম পিছন দিক থেকে এসে ওর চুলের মুঠি ধরে ওকে টানতে টানতে গাড়ির কাছে নিয়ে গেল। পিছন পিছন অন্য দুজন এল।

প্রথমে আসলাম ভিতরে ঢুকে ড্রাইভারের পাশের সিটের পিছনের সিটটাতে বসল। এরপর দুজন মিলে ঠেলে হুদাকে উপরে তুলে নিজেরা উঠল।

"ওই জানোয়ার তোরে কি এখন গাড়ি স্টার্ট দেয়ার জন্য আলাদা করে বলতে হবে নাকি?" আসলাম ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে বলল।

"বলে দেখতে পারো," বরফ শীতল গলাটা এলো সেলিমের পিছনের সিট থেকে।

"ত..তুমি কে.."

আসলাম কথা শেষ করতে পারার আগেই লম্বা ব্যারেলের বন্দুক হাতে বসে থাকা লোকটা প্রথমে গুলি করল সেলিমের মাথায়, তারপর তার পাশের জন এবং সব শেষে আসলামের মাথায়, যে তখন বন্দুক বের করার চেষ্টা করবে না দরজা খুলে পালাবে সেটা ভাবছিল।

"ড্রাইভিং সিট থেকে ড্রাইভারের বডি সরিয়ে গাড়ি স্টার্ট কর," হুদার দিকে তাকিয়ে বলল শোয়েব আখমেদ।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ১৫

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
করাচী, পাকিস্ড়ান

একরাম হুদা ঠিক আধা ঘণ্টা ধরে গাড়ি চালাচ্ছে। মাঝে মধ্যে পিছন থেকে কিছু ডিরেকশন আসছে। ওরা শহর থেকে বাইরের দিকে যাচ্ছে। তার সাথে যে আসলে কি হচ্ছে এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না হুদা। যাই হোক না কেন এখনো যে মরেনি সে-ই বা কম কিসে। একটা লাইট পোষ্টের নিচ দিয়ে যাবার সময় রিয়ার ভিউ মিররে একনজর দেখে নিল সে। এই প্রথমবারের মত সে পিছনে বসা লোকটার চেহারা ঠিক মত দেখতে পেল। দেখেই শরীরের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল। *আরে এই কুত্তার বাচ্চাটাই তো! এই বানচোতটাই তো উকিল সেজে এসে পোং মেরে চলে গিয়েছিল!*

নিজেকে সামলাতে না পেরে মাথা ঘুরিয়ে একটু পিছনে তাকাল সে।

"দেখিস কি?" পিস্ড়লে ব্যারেল দিয়ে ওর গলায় একটা গুঁতা দিল শোয়েব।

কিন্তু এখন কথা হল এই শুয়োরটা আসলে চায় কি। কিছু না কিছু তো চায়ই। না হলে এই রাতের বেলায় আরামের ঘুম ছেড়ে পরকালের জন্য আমল করার জন্য তো আর ওকে বাঁচাতে আসেনি। কিন্তু তার চেয়েও বড় প্রশ্ন হল ও এখন কি করবে। এইখান থেকে পালানোর চেষ্টা করে দেখতে পারে। সেইক্ষেত্রে এই লোক তার পিছু নেবে। আর এ পিছু নিলে মনে হয় না ও এর সাথে পেরে উঠবে। আর পেরে উঠলেও আই.এস.আই ওয়াদুদ দুইজনকে শত্রু বানিয়ে সে কতদিন টিকে থাকতে পারবে? আচ্ছা এই লোক আইএসআই'র হয়েই তো এসেছে, নাকি অন্য কোনো ধান্দা আছে? ভালোই তো ফুটবল খেলা শুরু হয়েছে ওকে নিয়ে। ওর জন্য সবচেয়ে ভালো আউটকাম একটাই হতে পারে। এই শুয়োরটা যা চায় এরে তাই দিয়ে কোনোভাবে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে।

"বামে," পিছন থেকে আদেশ এল। সাদা মাইক্রোবাসটা কোথায় যাচ্ছে মনে হয় বুঝতে পারছে ও। কিন্তু আবার ওখানে কেন?

"থামো।" ঠিক ওয়াদুদের সেফ হাউজের সেই বাগানের সামনে এসে থামল ওরা। হুদার মাথা ঘুরতে শুরু হয়ে গেল।

BanglaBook.org

প্রথমে শোয়েব নেমে আশপাশটা দেখে নিল।

"বাইর হও," শোয়েব বলল, "ভয়ের কিছু নেই। তোমার ভাই নেই এখানে।" প্যানিক করলে মানুষ কি না কি করে তার ঠিক নেই। আর সেটা শোয়েব এই মুহূর্তে অ্যালাউ করতে পারে না। তবে পুরোটা সময় ধরেই বন্দুকটা পয়েন্ট করে রাখল হুদার দিকে।

"যেকোনো একটা লাশ বের করে আমার পিছন পিছন আসো," শোয়েব ওর পকেট থেকে একটা ছোট টর্চ জ্বালিয়ে বলল।

হুদা সামনের থেকে গাড়ির ড্রাইভারের লাশটা নিয়ে শোয়েবের পিছন পিছন হেঁটে বাগানের মধ্যে ঢুকল। কিছুদূর যাবার পর একটা কবর দেখতে পেল। ভিতরে একটা বেলচা।

"এটাকে কবর দাও।"

পুরো বাগানের এখানে সেখানে এমন আরো ছয়টা গর্ত খোঁড়া ছিল। শোয়েব জানত না যে কত লোক আসতে পারে হুদাকে ওঠাতে।

আগামী প্রায় পঁয়তালি-শ মিনিট ধরে বন্ধ গর্তগুলোকে ভর্তি করে দেয়া হল। কোনোটা লাশ ছাড়া, আর কোনোটা সহ।

এরপর ওরা আবার গাড়িতে ফিরে এসে শহরের অন্য দিকে যাত্রা শুর করল। ভোর হতে এখনো ঘণ্টা দুয়েক বাকি। রাস্তায় লোকজন বের হয় নি। শোয়েব বুঝে শুনেই র‍ুট চুজ করেছে, যেখানে লোকজন কম। এবার প্রায় পঁচিশ মিনিট চলার পর একটা পুরনো পরিত্যক্ত ফ্যাক্টরির ভিতরে গাড়ি থামাতে বলল ও।

শোয়েব গাড়ি থেকে নামল। "সোজা হেঁটে চলে গেলে একটা ঘর দেখবে। ঘরের ভিতর টেবিলের উপর একটা চার্জার লাইট আছে। ওটা জ্বালিয়ে ওখানে বসো। আর বাঁচার একটা চান্স যখন পেয়েছ, তো সেটা হেলায় হারানোর কোনো মানে হয় না। আর তোমার জন্য আমারও কষ্ট কম হয় নি। এখন শুধু শুধু তোমাকে মারতেও ভালো লাগবে না। কিন্তু ভালো না লাগলেও তো আমাদের কত কিছুই করতে হয়।"

হুদা কিছু না বলে হাঁটতে শুর করল।

লাইট জ্বলার পর শোয়েব ভিতরে ঢুকল। র‍ুমটা ফ্যাক্টরি সুপারভাইজারের জন্য ছিল। একটা তক্তার খাট, একটা টেবিল আর একটা কাঠের চেয়ার ছাড়া আর কোনো ফার্নিচার নেই।

"টেবিলের নিচে একটা পানির বোতল থাকার কথা," শোয়েব বলল, "যদি দরকার হয়।"

হুদা নিচে হাত দিয়ে একটা বোতল বের করে আনল। ওর অবস্থা যথেষ্ট খারাপ। কয়েক মাস ধরে মারের উপরই আছে। তার উপর চারটা দামড়া সাইজের লাশ টেনে কবর দিতে হয়েছে। ক্ষিদাও ছিল পেটে, কিন্তু ও কিছু বলল না।

BanglaBook.org

"ওই চেয়ারে বসো।"

নিজে খাটের উপর বসে হুদাকে চেয়ারে বসতে বলল শোয়েব। গানটা পাশে রাখল। এখন ভয় কমানোর সময়।

ঘরে কোনো ইলেক্ট্রিসিটি নেই। বেশ গরমও রয়েছে। দুজনেই ঘামছিল।

"তোমার সিচুয়েশনটা তো মোটামুটি ক্লিয়ার মনে হয় তোমার কাছে," শোয়েব বলল।

"আগে নিজেরটা একটু ক্লিয়ার করে বল তো," দরজার কাছ থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এলো। শোয়েব ওর পাশের থেকে বন্দুকটা তুলতে গেল, "উহু। চিন্ড়াও করো না।"

চোখের পলকেই লোকটা বন্দুক উঁচিয়ে ঘরে ঢুকে শোয়েবের হাতের নিচে অসহায় ভাবে পড়ে থাকা বন্দুকটা নিয়ে নিল। কায়েসের মুখের দিকে তাকিয়ে শোয়েব খুব দ্রুত ওর অবস্থা আর অপসনগুলো চিন্ড়া করতে লাগল।

কায়েস হুদার দিকে তাকাল। সে স্থির হয়ে বসে আছে। শোয়েবের মত সেও শক খেয়েছে। কিন্তু হুদা শোয়েবের মত এত কিছু ভাবছিল না। আজ রাতের মত তার চিন্ড়া ভাবনার পালা শেষ। স্বয়ং খোদা যদি ওর পেটে লাথি মারার জন্য পা উঠিয়ে থাকেন তবে ওকে আর কে বাঁচাতে পারে।

"তো *আখমেদ*, কি হচ্ছে এখানে?" কায়েস শোয়েবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"আপনি কি করছেন এখানে?"

"কিছু কিছু বেসিক জিনিস আছে এগুলো জেনে রাখা উচিৎ," কায়েস ঠান্ডা গলায় বলল, "সব সময় মনে রাখবে যে ব্যক্তি হাতে গান ধরে আছে তাকে যে কোনো প্রশ্ন করাই পাপ, আর যে লোক দুই হাতে দুই দুটো গান ধরে আছে তাকে কোনো প্রশ্ন করা তো রীতিমত মহাপাপ।"

শোয়েব ভালো করে তাকাল কায়েসের মুখের দিকে। যেন একটা পাথরের উপরে চোখ, মুখ নাক আর তীক্ষ্ণ নাকের নিচে বাঁকা হাসিসহ পাতলা একটা ঠোঁট টেনে দেওয়া হয়েছে। মুখ দেখে কি ভাবছে কিছু বোঝার উপায় নেই। এখন কথা হল কতটুকু জানে? সব জানলে তো সে এমনিতেই গেছে। তার চাইতে এটা ধরে নিয়েই এগুনো ভাল যে, সবটা জানে না।

"উত্তর বানানোর চেষ্টা করছ?" কায়েস জিজ্ঞেস করল। "আর সময় পাবে না। তিন সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর না দিলে এই হারামজাদার মাথা উড়িয়ে দেব," হুদা হতাশ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাক করা বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে রইল।

"দিলে দেন," শোয়েব বলল, "আমার কিচ্ছু যায় আসে না। আমাকে বলেছিল কিছু খুব বড় ইন্টেল দেবে.."

"কখন?" কায়েস জিজ্ঞেস করল।

"আমি বোঝার চেষ্টা করছিলাম আসলে কি হচ্ছে, তো দেখা করতে গিয়েছিলাম এর সাথে।"

BanglaBook.org

"আচ্ছা, তো সে-ঠিক কি এমন মহামূল্যবান জ্ঞান যার জন্য তুমি চারটা খুন করে ফেললে প-াস ডিভিশনের ডিরেক্ট কোর্স অফ অ্যাকশন কন্ট্রাডিক্ট করলে?"

"এখনো কিছু বলে নি।"

"এখনো কিছু বলে নি তাতেই এত বড় রিস্ক নিয়ে ফেললে? আর ইউ ইন ফাকিং লাভ উইথ হিম?"

সে কর্ণার হয়ে গেছে, "আপনি তো সালমান আব্বাসীর ডেপুটি হয়েছেন। কিন্তু আপনিও তো এসেছেন। যেটা আমি করেছি সেটা আমি না করলে আপনি করতেন। কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম আপনি সব জানেন। নাকি এখনো ওতটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারেন নি মনে হচ্ছে?"

কয়েকমাস নিজের পিছনে ঘুরঘুর করা কিছু গাড়ি আর রহস্যজনক লোকগুলোর কথা ভাবল কায়েস। কিন্তু সে খুব ভালো করেই বুঝতে পারছিল শোয়েব মিথ্যে বলছে। এর মধ্যে অন্য কোনো ব্যাপার আছে। তবে এই মুহূর্তে শোয়েবকে কিছু করার তো প্রশ্নই আসে না, এতে করে আরো ঝামেলা বাড়বে। আর হুদাকে এখনো মুখ খোলাতে পারে নি সে। তো ওর বিপক্ষে কাজ করার চাইতে পক্ষে কাজ করাই বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ঠিক পক্ষে না। *উপরে।*

"তাই তো মনে হচ্ছে," কায়েস বলল।

"একটা জিনিস কিন্তু আমি ভালো করেই জানি," শোয়েব বলল, "দুই বন্দুক দুই হাতে ধরেও কোনো লোক যদি প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করে, তখন হয় সে কোনো এগ্রিমেন্টে আসতে চাইছে, অথবা সে বন্দুক গুলো ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। কোনটা?"

"তুমি পর্যাপ্ত কারণ না দিলে তোমাকে মারার কোনো ইচ্ছাই আমার নেই।"

যাক এখনো চান্স আছে তাহলে।

একই সাথে ভাবল শোয়েব আর হুদা।

"আপনি আর আমি যেহেতু একই জিনিসের পিছনে ছুটছি, তো এক সাথে কাজ করলেই ভালো হয়.."

"হুম," কায়েস বলল।

"তো আমি কি আমার গানটা পেতে পারি?"

"বোকার মত কথা বলো না," কায়েস ছোট্ট করে বলে হুদার দিকে তাকাল, "হুদা সাহেব এখন সব প্রশ্নের বড় প্রশ্নটার জবাব দিয়ে দিন দয়া করে। কেন এত ঝামেলা করে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখব?"

"আপনারা কি জানতে চান?"

কায়েস বন্দুক দুটো নামিয়ে রাখল, কিন্তু হাতেই রাখল।

"আই.এস.আই ওয়াদুদের কাছে কি চায়?" শোয়েব জিজ্ঞাসা করল।

BanglaBook.org

"আমাকে বলেনি," হুদা বলল, "কিন্তু ছোটখাটো কিছু নয় এটা শিওর। সে রিটায়ার করছে।"

"রিটায়ার?" কায়েস অবাক হল।

"ওয়াদুদ আসলে যত ভাব নেয় ওত বড় কিছু সে নয়," হুদা মুখ বিকৃত করে বলল, "ও আসলে অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করে যাচ্ছে সব গুটিয়ে দেশের বাইরে চলে যাবার। একথাটা তেমন কেউ জানে না। কিন্তু বড় কোনো ডিল ম্যানেজ করতে পারছিল না। একবার পেলেই.."

"কিন্তু বেলুচিস্ড়নের..." শোয়েব শেষ করতে পারল না।

"আরে ভাই এই বালের চ্যাটের বেলুচিস্ড়নের কথা বলে বলে আমারে তো রাখলেন না আর। কিসের বেলুচিস্ড়নের ডিল? ও জীবনে চোখে দেখছে নাকি বেলুচিস্ড়ন? আরে বোগদাদির এক লোকরে একবার একটা মেশিন বেচেছিল, সেই লোক সেই মেশিন নিয়ে গেছিল কার সাথে যেন ক্ষেত নিয়ে মারামারি করতে। কিন্তু সময়মত জিনিস দিয়ে গুলি বের হয় নাই। সে লোক এখন এক গ্রাম লোকের মাইর খেয়ে লুলা হয়ে পড়ে আছে। সেই থেকে বোগদাদীর সব লোক খোঁজে ওরে। ওরে পাইলে পাছায় বাঁশ ভরে ধানক্ষেতে টাঙ্গায় রেখে দিবে জানেন আপনি? একবার তো এসেছিল ও এখানে, মারার জন্য, এই আমি বাঁচিয়েছিলাম নিজের জানের কথা চিন্ড়া না করে," হুদা গলা উঁচিয়ে খানিকটা আবেগআপ-ুত হয়েই বলল।

কায়েস আর শোয়েব একে অপরের দিকে তাকাল।

"তাহলে কিসের কথা বলেছ ওকে?" কায়েস শোয়েবের দিকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করল।

হুদা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। ওর সাথে যে শোয়েবের আগে দেখা হয়নি এটা না বলা মানেই শোয়েবের জান বাঁচানো। একজন বন্ধু তো বানানোই যাবে। কিন্তু কিছু তো দিতেই হবে। না হলে নিজের জানটা থাকছে না। গত কয়েক মাস ধরে ও এটাই ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না এই শালার ওয়াদুদ কি এমন করে ফেলছে যে এতো গুর-ত্বপূর্ণ হয়ে গেল। বারবারই ওর মাথায় কেবল একটা ব্যাপারই ঘুরে ফিরে এসেছে।

"ওয়াদুদ আমাকে বলে নি, কিন্তু একটা জিনিস হতে পারে..."

হুদা থেমে কিছু চিন্ড়া করতে লাগল।

"কথা বল না কেন?" শোয়েব বিরক্ত কণ্ঠে বলল, "সাসপেন্স সাসপেন্স খেলি আমরা এইখানে তোমার সাথে?"

"আমি বলব," হুদা বলল, "কিন্তু পি-জ আমাকে মারবেন না। আর আমাকে দেশ ছাড়ার একটা ব্যবস্থা করে দিবেন।"

"হ্যাঁ মারব না তোমাকে," কায়েস বলল।

"আমি এখানে থাকতে পারব না, আমাকে দেশ থেকে বের হতে হবে," হুদা বলল।

BanglaBook.org

"আমাদের যা লাগবে সেটা দিলে সব ব্যবস্থাই করে দেয়া হবে," কায়েস বলল।

হুদা এক মুহূর্ত থেমে আবার বলতে শুরু করল।

"একটা লোক আছে, নাম প্রতাপ। নেপালি। মিলিটারির লোক মনে হয়। ওয়াদুদ আমাকে বলেছিল এই লোক নাকি এইদিকের সেরা আর্মস কন্ট্রাক্টর। আসলে ঠিক কন্ট্রাক্টরও না। মিডলম্যান। আপনি তাকে সঠিক অ্যামাউন্টের টাকা দিবেন, সে আপনাকে যা চান তাই এনে দিবে। জিনিস যতই রেয়ার হোক না কেন। সে এনে দিবে। আগে ছোট বড় সব রকম ডিল করত। এখন দশ হাজার ডলারের নিচে কিছু করে না।"

"তুমি বলতে চাচ্ছ ওয়াদুদ আই.এস.আই'র কাছে একে দিয়ে দিচ্ছে?" কায়েস জিজ্ঞেস করল।

"কি করছে বলতে পারি না," হুদা বলল, "শুধু এইটুক বলতে পারি, সারা পাকিস্তানে একমাত্র ওয়াদুদ জানে ওর সাথে কি করে কন্টাক করতে হয়।"

"কিন্তু একটা সামান্য আর্মস পিম্পের জন্য এত রাখ-ঢাকের কি আছে..." শোয়েব বিড়বিড় করে বলল।

যদি না..

কায়েস আর শোয়েব দুজন দুজনের তাকাল।

"তোমার বাঁচার উপায় একটাই," কায়েস বলল, "আই.এস.আই আর প্রতাপের সাথে কি হয়েছে তুমি খুঁজে এনে দেবে।"

"আ..আমি কি করে কি করব। আমাকে তো দেখার সাথে সাথে মেরে ফেলবে," একরাম বিস্ফোরিত চোখে বলে উঠল।

"না আনলেও তো বাঁচার কোনো উপায় দেখছি না," কায়েস একটা বন্দুক পকেটে ঢুকাতে ঢুকাতে বলল, "এত বড় ডন হয়েছ তুমি, কেউ না কেউ তো আছেই...তোমার জন্য জীবন দিয়ে দেবে।"

"এখানে তিন হাজার রুপী আছে," শোয়েব ওর পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে দিল, "দুই সপ্তাহ চলার জন্য অনেক।"

"ফায়ার ব্রিগেডের পাশে একটা ছোট হোটেল আছে," কায়েস বলল, "তুমি ওখানে উঠবে। আখলাক নামে। প্রতি তিন ঘণ্টা পর পর তুমি হোটেল ম্যানেজারকে ফোন করে জানাবে কোথায় আছ। পালাতে চাইলে পালাতে পার। মনে হয় না কোনো লাভ হবে। ওয়াদুদ তোমাকে দেশের বাইরে খুঁজে না বের করতে পারলেও আমি পারব। আর এতে আমার খুব বেশি সময়ও লাগবে না। আর তুমি যদি ভাব তোমার মত একটা মস্তানের জন্য আমি ওত ঝামেলা করব কিনা, চিন্তা কর না, এত ঝামেলা যখন করা হয়েছে ওই ঝামেলাটুকুও করা হবে। আর হ্যাঁ আমার সাথে কথা বলতে চাইলে ম্যানেজারকে বললেই হবে।"

"আর যদি..." হুদা শোয়েবের দিকে তাকাল।

BanglaBook.org

"ওহ, প্রেফারেন্স আছে দেখি," কায়েস বলল, "হ্যাঁ ঠিক আছে, কথা বললে আমাদের দুজনের সাথে একসাথেই না হয় বলো। কিন্তু আর কোনো প্রাইভেট মিটিং নেই।"

"ভ্যানটার কি করব?" শোয়েব বলল।

"কি প-্যান করেছিলে?" কায়েস জিজ্ঞেস করল।

"সময় পাইনি।"

"ওয়াদুদের বাড়ির পিছনে আধ ডজন কবর খুড়ে রেখেছ আর এটার কি করবে ঠিক কর নি?"

"আপনি যখন এখন

কায়েস হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল। "আচ্ছা ঠিক আছে। এখানে রেখে যাও। আমি পরে ব্যবস্থা করছি। তোমার তো মনে হয় একটা গাড়ি আছে এখানে?"

দেখা হয়ে গেছে? হারামজাদা কোথাকার।

"আমি একে নিয়ে হোটেলে উঠিয়ে দিচ্ছি," কায়েস বলল।

শোয়েব কিছু বলল না।

কায়েসের গাড়ি একটু দূরে পার্ক করা। হুদা আর কায়েস সেদিকে রওনা দিল। আর শোয়েব রওনা দিল উলটা দিকে।

"ওটার সাথে একা দেখার ধান্দা করলে আমি কিন্তু জেনে যাব," কায়েস বের হবার আগে জোরে বলল।

"তাতো জানবেনই," শোয়েব আস্ড়ে করে বলল।

কায়েস শীষ বাজাল।

হুদা চিন্ড়া করতে লাগল ঐ হোটেলে এই রাতে গ্রিল চিকেন পাওয়া যাবে কিনা।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ১৬

১৩ জুলাই, ১৯৭১
লা কাসা প্যাসেফিক, স্যান ক্লেমেন্ট, ক্যালিফোর্নিয়া, আমেরিকা

"সত্যি? তাই বলেছে?" প্রেসিডেন্ট নিক্সন হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন।

তিনি এবং হেনরী কিসিঞ্জার বসে ছিলেন সেন্ট ক্লেমেন্টে, নিক্সনের অপরূপ সুন্দর ম্যানসনের ড্রয়িং রুমে। কিসিঞ্জার একটু আগেই পৌঁছেছেন তার ঐতিহাসিক এবং গুপ্ত চায়না সফরের পর।

হেইঞ্জ আলফ্রেড কিসিঞ্জার, প্রেসিডেন্ট'স অ্যাসিস্ট্যান্ট ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাফেয়ার্স। তিনি নিক্সনের সিকিউরিটি অ্যাভাইজার হয়েছেন এক বছরের বেশি হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী হতে পারছিলেন না। একজন সিকিউরিটি অ্যাডভাইজারের জন্য এর থেকে বড় কোনো অভিশাপ হতে পারে না। আর আমেরিকার সিকিউরিটি অ্যাডভাইজারের উপর যদি কোনো অভিশাপ নেমে আসে সেটা কখনই তার পর্যন্ড় সীমাবদ্ধ থাকে না, তার কিছুটা প্রভাব সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়ে। কিসিঞ্জারের ব্যাপারেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। আটচলি-শ বছর বয়স্ক জার্মান বংশোদ্ভূত এই ইহুদি জয়েনের সাথে সাথেই সকল সিদ্ধান্তে প্রেসিডেন্টের হ্যাঁ তে হ্যাঁ মিলাতে শুরু করলেন। রিসেন্ট একটা উদাহরণের কথা বলতে গেলে, ইস্ট পাকিস্ড়ান সিচুয়েশনে প্রথমে তার রিকমেন্ডেশন ছিল ইয়াহিয়াকে 'ইকোনমিক ও মিলিটারি সাপ-াই বন্ধ করে দেবার হুমকি দেয়া'। কিন্তু যখনই প্রেসিডেন্ট তাকে বললেন যে তিনি ইয়াহিয়াকে বন্ধুর মত ভাবেন এবং এই মুহূর্তে তিনি তাকে সাহায্য ছাড়া তার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না, সাথে সাথেই কিসিঞ্জার তার টোন পালটে ফেললেন।

ভারী চশমার পিছনে তার 'আমি কিছু করি নাই' টাইপ দৃষ্টি আর কণ্ঠে পর্যাপ্ত কর্তৃত্বের অভাব শীঘ্রই তার আশেপাশের লোকেদের ভুলিয়ে দিল যে তিনি কতটা ব্রিলিয়ান্ট একজন ডিপে-াম্যাট ছিলেন।

"এজেক্টলি এটাই বলেছে," কিসিঞ্জার নড করল, "কোনো ব্রিজ পার করার পর সেটা ভাঙ্গা উচিৎ নয়।"

"হুম, এখন দেখছে আমরা ইয়াহিয়াকে কিভাবে ট্রিট করি।"

চীনে এরকম একটি সফর শুধু নিক্সন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নয়, পুরো আমেরিকার ইতিহাসেই সাফল্যের একটি অতুলনীয় স্বাক্ষর, একই সাথে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে একটি বিশাল কূটনৈতিক বিজয়। বিশ বছর আগে

BanglaBook.org

কোরিয়ান ওয়্যারের সময় আমেরিকার আর চীনের রিলেশন শেষ হয়।

চলমান কোল্ড ওয়্যারে চীন খুব সহজেই আমেরিকার সবচেয়ে বড় বন্ধু হতে পারে, আর সেটা হলে ভিয়েতনাম ইস্যুটাও সমাধান করা যাবে। নিক্সন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাই শুর" থেকেই রিপাবলিক অফ চায়না আর ওভাল অফিসের মধ্যে একটা চ্যানেল ওপেনের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছিল খুব গোপনে। তারা রোমানিয়া, ফ্রেঞ্চ এবং আরো কয়েকটি বন্ধু দেশের সাহায্য নিয়েছে। কিন্তু কোনোভাবেই বেইজিং পর্যন্ড় যেতে পারে নি। অবশেষে সত্তরের অক্টোবরে নিক্সন যান পাকিস্ড়ান সফরে। সেখানে তিনি ইয়াহিয়ার সাথে দেখা করে তার ইচ্ছার কথা জানান। ইয়াহিয়ার সাথে চাইনিজ রিলেশন ছিল খুবই ভালো। ছয় পকেটের কোল্টে পাঁচটা গুলি ভরে যদি কারো দিকে একটা গুলি করা হয় আর তা থেকে যদি কোনো গুলি বের না হয়, সেই লোক যতটা লাকি ইয়াহিয়ার লাক তার থেকেও ভালো ছিল। সে এক কথায় রাজি হয়ে গেল। ভুট্টো বা মুজিব কেউই আমেরিকার প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন ছিলেন না, আর চাইনিজদের সাথে এদের কারোরই ইয়াহিয়ার মত রিলেশন ছিল না। সুতরাং অবস্থা এরকম দাঁড়ালো যতদিন ইয়াহিয়া ক্ষমতায় থাকবে সেটাই নিক্সন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর্থাৎ আমেরিকান গভর্নমেন্টের জন্য ভালো। আর সেটা ইয়াহিয়ার থেকে কে ভালো বুঝতে পারে। সে-ও এক পায়ে খাড়া হয়ে গেল নিক্সনের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য। শুধু তাই নয় যথেষ্ট সাফল্যও এনে দিল সে অল্প সময়ের মধ্যেই। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই সে নিক্সনকে স্বয়ং চাইনিজ প্রিমিয়ার জোহন লাই'র কাছ থেকে বেইজিং-এ যাবার দাওয়াত এনে দিল। তার সূত্র ধরেই এই সফর।

তো একদিক দিয়ে দেখলে চাইনিজ রিলেশন বিল্ড আপে ইয়াহিয়া অলরেডি তার রোল পে- করে ফেলেছেন। তো এখন কেউ ভাবতেই পারে আমেরিকার কাছে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা এতটা সরল নয়। কারণ চাইনিজরা জানিয়েছে তারা তাদের সমস্ড় ডিলিংস পাকিস্ড়ান অর্থাৎ ইয়াহিয়ার থ্রুতে করতে চায়। সোজা কথা তারা এখন দেখছিল ইউএস তার বন্ধু রাষ্ট্রের বিপদে তার সাথে কি আচরণ করে। মোদ্দা কথা হল এখন নিক্সন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চাইলেও পাকিস্ড়ানে চলমান হত্যাযজ্ঞের জন্য ইয়াহিয়াকে ত্যাগ করতে বা থ্রেট করতে পারছে না। অবশ্য নিক্সন তা চানও না। পঁচিশে মার্চের অনেক আগে থেকেই নিক্সনকে প্রেস, স্টেট ডিপার্টমেন্ট, কংগ্রেস থেকে বিভিন্ন ভাবে প্রেশার দেয়া হচ্ছে পাকিস্ড়ান ইস্যুতে হস্ড়ক্ষেপ করার জন্য। কিন্তু প্রতিবারই নিক্সনের একটাই রেসপন্স ছিল, তিনি অন্য দেশের প্রেসিডেন্টকে, যাকে তিনি যথেষ্ট 'ডিসেন্ট' এবং 'রিজনেবল' মনে করেন, তাকে কোনোভাবেই শিখাতে যাবেন না কিভাবে নিজের দেশ চালাতে হবে। চীনের সাথে সম্পর্ক তৈরির ইস্যুটা সামনে রেখে তিনি কোনোভাবেই ইয়াহিয়াকে অফেন্ড করতে চান নি।

"আর ইন্ডিয়াকেও ইচ্ছামত গালিগালাজ করেছে। তাদের সম্পর্কে

BanglaBook.org

আমাদের ধারণা বোঝার চেষ্টা করেছে।"

"তুমি পরিষ্কার করে বলেছ?" নিক্সন একটু উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

নিক্সনের ইন্দিরা গান্ধী কিংবা ইন্ডিয়ার প্রতি বিরূপ মনোভাবের ব্যাপারটা সবাই জানে আর কারণটা খুবই পার্সোনাল।

১৯৬৭ সালে রিচার্ড নিক্সন সাউথ এশিয়ায় একটা ট্যুর করেন। তখন তিনি প্রাইম মিনিসটার ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তার বাড়িতে দেখা করেন। নিক্সন একের পর এক একথা সেকথা বলে যাচ্ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী আবার খুব বেশি খোশগল্প করার মত মহিলা ছিলেন না। তো মিটিং-এর এক পর্যায়ে তিনি হিন্দিতে তার এক এইডকে জিজ্ঞেস করে বসেন 'আর কতক্ষণ চলবে এই জিনিস'। নিক্সন যদিও বুঝতে পারেন নি ইন্দিরা গান্ধী এক্সেক্টলি কি বলছেন, তবে টোনটা তার কাছে খুবই অপমানজনক লাগে।

সেই থেকে নিক্সনের মনে ভারত এবং ভারতীয়দের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ। গালাগালি ছাড়া তিনি তাদের নাম মুখেও আনেন না। আর পাকিস্ড়ানের ক্ষেত্রে মনোভাব আবার ঠিক উলটো।

"অবশ্যই।"

"ইয়াহিয়ার অনেক প্রশংসা করেছে," কিসিঞ্জার বললেন, "আমাকে বলেছে আমি যেন ইয়াহিয়াকে তাদের কৃতজ্ঞতার কথা পৌঁছে দেই।"

"ভালো, খুব ভালো," নিক্সন বললেন। চাইনিজ প্রিমিয়ারের ইয়াহিয়ার প্রতি আসক্তি দেখে খুশিই হলেন নিক্সন। এখন ইয়াহিয়াকে ত্যাগ করা মানে নিজের পা কুড়াল মারা।

"অ্যানাউন্সমেন্টটা কবে করতে চান?" কিসিঞ্জার জানতে চাইলেন এই ঐতিহাসিক সফরের কথা কখন প্রেসের কাছে বলতে চান নিক্সন।

"১৫ তারিখের কথা ভাবছি।"

কিসিঞ্জার নড করে হাসলেন। "অনেক লোকের মুখ হা হয়ে যাবে।"

দুজনেই শব্দ করে হাসলেন।

নিঃসন্দেহেই ইয়াহিয়া জানতেন নিক্সন কি চান। যেমনটা কিসিঞ্জার পরবর্তীতে বলেছিলেন যে ইয়াহিয়া বা তার জেনারেলরা জিনিয়াস না হতে পারেন, কিংবা তাদের পরিস্থিতিকে বুঝতে পারার, বিশেষ করে কেন দুই পাকিস্ড়ান এক হয়ে থাকতে পারেনা, সেটা বোঝার তীব্র অক্ষমতা থাকতে পারে কিন্তু তারা খুব ভালো করেই জানতেন কি করে নিক্সনের ফ্রেন্ডশিপকে ব্যবহার করা যায়।

অন্যদিকে নিক্সন ইয়াহিয়াকে হেল্প করে যাওয়ার প্রত্যেকটা ইন্ডিকেশনই পেয়ে যাচ্ছিলেন আর তার অ্যাডভাইজর তাকে তা-ই শুনিয়ে যাচ্ছিলেন যা তিনি শুনতে চান।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ১৭

২৭ অক্টোবর, ১৯৭১
জিয়াংট্যান, চায়না

জিয়ান শেন যখন পাবটা থেকে বের হল ততক্ষণে মধ্যরাত পার হয়ে গেছে। আসলে ঠিক পাব বলাও যায় না। একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট বলা যেতে পারে। বড় একটা বাড়ি যেখানে মদ আর মেয়ে একসাথে পাওয়া যায়, আর সাথে মিউজিক। অবশ্য যে কারো জন্য এই ব্যবস্থা নয়। আর সবাই জানেও না এর কথা। এখানে ঢুকতে হলে তোমাকে একটু বিশেষ কিছু হতে হবে। বিশেষ কিছু মানে বড় বিজনেসম্যান, পলিটিশিয়ান, ল'এনফোর্সমেন্টের উপরের দিকের লোকজন অথবা ড্রাগ ডিলার। আর এখন ও। যদিও এগুলোর কোনোটাই ও নয়। অন্ড়ত এখনো পর্যন্ড় তো নয়।

পলিটিক্সে ঢোকার কথা ভেবেছিল ও আগে। তখন হয় নি। এখন হতেও পারে। যেহেতু এখন তার অনেক টাকা। অনেক অনেক টাকা, আর এখানেই শেষ নয়, এরও তিনগুণ টাকা সে পাবে আগামী সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে। আর তার এত টাকা আছে বলেই তার বন্ধু তাকে এই বিশেষ জায়গায় ঢুকিয়েছে। বন্ধু শব্দটা আসলে একটু বেশিই হয়ে যায়। সঠিক অ্যামাউন্ট পেলে ওটাকেও বেচে দেয়া যাবে। কাকে দেয়া যাবে না? হ্যাঁ, সেরকমও আছে। এক পদের আছে যারা যেকোনো সেলারের বিডকে অতিক্রম করে যাবে। আর আরেক পদ যাদের কথা মুখে আনলেও এই ক্ষুদ্র দুনিয়ার কোনো কোণায় গিয়েও সে বাঁচতে পারবে না।

জিয়ান ঠিকভাবে পা ফেলতে পারছিল না। অনেক বেশি খেয়ে ফেলেছে। ওর বয়স মাত্র পঁচিশ। অ্যাভারেজ হাইট। দেখতে খুব বেশি ভালো না হলেও একটা পারসোনালিটি বজায় রেখে চলে। আর তার লাইনে এটা খুবই জরুরি। লোকজনকে তার উপরে ভরসা করতে হবে। এমন সব লোক যারা নিজের বাপের উপরও ভরসা করে না।

জিয়ান একটা অন্ধকার গলি দিয়ে ভিতর ঢুকল। ওর ফ্ল্যাটটা রাস্ড়ার একেবারে শেষ বাড়িটা। শহরটা খুব বেশি বড় না, কিন্তু এত রাতেও অনেক মানুষই জেগে আছে। এমনকি কিছু কিছু দোকানও খোলা। ওর বাসার সামনে এসে টলমল পায়ে দাঁড়াল সে। গার্ড ওর দিকে একটু কেমন শক্ত চোখে তাকাল। অন্ড়ত ওর তাই মনে হল। *কি দেখস রে বানচোত।* গার্ডটাকে কিছু শিক্ষা প্রদানের পরিকল্পনাটা যেভাবে এসেছিল ঠিক সেভাবেই চলে গেল মাথা থেকে। *অনেক টায়ার্ড। পরে একদিন।*

BanglaBook.org

জিয়ান রেলিং ধরে নিজেকে টেনে টেনে দোতালায় ওর ফ্ল্যাটের সামনে এল। প্রায় পাঁচ মিনিট চেষ্টা করার পর চাবি দিয়ে দরজা খুলতে পারল। তারপর জুতো মোজা পরেই দরজা হা করে খুলে রেখে শোবার ঘরে চলে গেল।

এ্যারন বার্টনের মেজাজটাই বিগড়ে গেল। বিরক্ত মুখে অন্ধকার ঘরের সোফার উপর থেকে উঠে দরজাটা আটকে ও বেডরুমের দিকে গেল। শুয়োরটা অলরেডি নাক ডাকা শুরু করে দিয়েছে। রুমের সামনে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ও আবার ড্রয়িং রুমের পুরনো জায়গায় গিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই বসে পড়ল।

ঠিক তিন ঘণ্টা পরে আবার উঠে দাঁড়াল সে। সোজা বাথরুমে গিয়ে লাইটটা জ্বালাল। বালতিটা ভরাই আছে। এরপর সে জিয়ানের রুমে ঢুকল। উপুড় হয়ে নাক ডাকছিল সে। এ্যারন সোজা গিয়ে ওর ঘাড় চেপে ধরে ওকে টানতে টানতে বাথরুমে নিয়ে এল। চাইনিজ ছেলেটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর মাথা বালতির মধ্যে চেপে ধরল এ্যারন।

জিয়ানের তার দেহ খুব বাজে ভাবে মোচড়াতে লাগল। ঠিক পঁচিশ সেকেন্ড চোবানোর পর ওকে উপরে তুলল এ্যারন। কয়েক সেকেন্ড ধরে শ্বাস টানল সে। তারপর আবার কেমন যেন নেতিয়ে পড়ল। এ্যারন ওকে আবার টেনে নিয়ে ড্রয়িং রুমের দিকে নিয়ে গেল।

"নি শি..নি শি শুই?" কোনোভাবে মুখের ভিতর দিয়ে শব্দগুলো বের করল জিয়ান। এখনো শ্বাস টানছে।

এ্যারন ওকে সবচেয়ে বড় সোফাটায় নিয়ে ফেলল। নাক মুখ বেয়ে তখনও পানি পড়ছে। কোনোভাবে সোফায় হেলান দিয়ে ও ভয়ার্ত চোখে এ্যারনের দিতে তাকাল।

"আমি কে তাতে কিছু যায় আসে না, মি. শেন," এ্যারন ওর একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে বলল। ডান হাতে একটা লম্বা ব্যারেলে বন্দুক মেঝের দিকে মুখ করে ধরা, "যেটায় যায় আসে সেটা হল আমি কি চাই।"

জিয়ান কিছু না বলে নিজেকে সোজা করে বসাল। "আপনি আমার অনেক সময় নষ্ট করেছেন, আর আপনাকে বলে বোঝানো সম্ভব নয় যে সময় আমার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তাও আপনাকে জাস্ট একটু না বললেই নয়, আমি আমার পাঁচ মিনিট সময়কে আপনার জীবনের থেকে বেশি মূল্য দেই।"

জিয়ান ঢোক গিলল, "আর ইতোমধ্যেই আপনার কারণে আমার পাঁচ ঘণ্টা নষ্ট হয়েছে। আপনার তো পাঁচ ঘণ্টা আগেই বাসায় আসার কথা ছিল। কিন্তু না, আপনি বাসায় না এসে মদ গিলতে গেছেন। এরপর পাড় মাতাল হয়ে বাসায় এসেছেন। সেজন্য আপনাকে আমার আরো তিন ঘণ্টা দিতে হয়েছে সোবার হবার জন্য।"

"কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনিই না," জিয়ান বলল।

BanglaBook.org

"তাতে আমার কিছু যায় আসে না, আপনি যেহেতু আমার অনেক সময়ই আগেই নষ্ট করে ফেলেছেন, তো এখন যদি আর এক সেকেন্ডও নষ্ট করেন আমি জাস্ট আপনাকে মেরে ফেলব।"

জিয়ানের মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। ও হা করে এ্যারনের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। এই লোক তার যা দরকার সেটা পাবার জন্য যে ওকে চোখের পলক না ফেলে টুকরো টুকরো করে ফেলবে এটা বুঝতে ওর সময় লাগল না।

"আপনি কি চান?"

"প্রতাপ," এ্যারন সোজা ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

"সে এখানে নেই," জিয়ান বলল, "আমি জানিও না সে কোথায় আছে," এ্যারন চোখ সরু করে তাকাল। "প্রায় চার মাস আগে সে কাজ শেষ করে এখান থেকে চলে গেছে। এরপর আর কোনো খবর জানি না।"

"বিজনেস কেমন হল?"

"ক্যাশ," জিয়ান বলল, "কোনো সমস্যা হয় নি।"

এ্যারন এখনো জানত না আসলে ডিলিং কি নিয়ে ছিল। ও শুধু জানত প্রতাপ চায়নাতে একজন মিড লেভেল আর্ম কনট্রাকটরের সাথে কাজ করছিল, যার বহুত কানেকশন।

"আর আপনাকে বেচল কে?"

জিয়ান কিছু বলল না। "আমি কিন্তু দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করব না।"

"ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।"

"না বললে আমি মেরে ফেলব।"

জিয়ান চুপ করে থাকল। এ্যারন পথ পাল্টানোর সিদ্ধান্ত নিল।

"আমি তো বায়ারও হতে পারি," এ্যারন সামান্য হেসে নরম গলায় বলল।

"আপনি বায়ার?" জিয়ান সামান্য হেসে বলল।

"মে বি।"

"হলেও লাভ নেই," বলল জিয়ান, "তাদের কাছে এই মুহূর্তে আর নেই। প্রতাপও পুরোটা পায় নি।"

"মানে?"

জিয়ান দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "প্রতাপ ৮০০ কেজি চেয়েছিল, ৯০% বা তার থেকে বেশি এনরিচড," জিয়ান বলল, "তাদের কাছে মাত্র ১২০ কেজি ছিল সেসময়। এসব জিনিস সহজে পাওয়া যায় না। এটা পেয়েছে সেটাই তো অনেক। তবে তারা বলেছে আরও সাড়ে তিনশ কেজির মত দিতে পারবে খুব তাড়াতাড়ি।"

এ্যারনের মাথায় একটা শর্ট সার্কিট হয়ে গেল। হাজারটা চিন্তা ব্রেনের মধ্যে খেলে গেল সেকেন্ডের মধ্যে। কিন্তু তার কোনো ছাপই তার চেহারায় পড়ল না। সে কেবল ঠান্ডা চোখে জিয়ান শেনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

BanglaBook.org

"সেগুলো কোথায় গেছে?" এ্যারন জিজ্ঞাসা করল।

"আমি জানি না," বলল জিয়ান।

প্রতাপ নিয়ে যা খুশি তাই জানতে চাক সমস্যা নেই। সাপ-ায়ারের দিকে চোখ না দিলেই হল।

"তবে প্রতাপ ট্রাকে করে নিয়েছে। আমিই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম।"

"প্রতাপ চেনে তাদের?" এ্যারন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা করল।

"সে চিনলে তো আমাকে আর দরকার হত না," জিয়ান হেসে বলল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এ্যারন।

"কংগ্রাচুলেশনস মি. শেন," এ্যারন বলল, "আপনি এই মাত্র নিজের জীবনটা সিকিওর করলেন। এখন শোনেন এটাকে আরো কিছু দিন বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপনাকে ঠিক কি কি করতে হবে..."

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অ ধ্যা য় ১৮

ছয় বছর আগে
সেপ্টেম্বর ৬, ১৯৬৫
ডেলফট, নেদারল্যান্ডস
"ভারতীয় সৈন্যরা পশ্চিম পাকিস্ড়ান আক্রমণ করেছে। বর্ডার ভেঙ্গে তিনটি ভিন্ন পয়েন্ট থেকে ইতোমধ্যেই দেশটিতে অনুপ্রবেশ করে ফেলেছে তারা এবং ধারণা করা হচ্ছে তাদের লক্ষ্য লাহোর শহর। দিলি- র তরফ থেকে বলা হচ্ছে পাকিস্ড়ানের দিক থেকে সরাসরি আক্রমণ এড়ানোর জন্যই..."

আব্দুল কাদির খান টিভি বন্ধ করে সোফায় হেলান দিলেন। মাথা সোজা সিলিং এর দিকে। মনের ভিতর জমা হচ্ছে তীব্র রাগ আর ক্ষোভ। ভারতীয়দের আস্পর্ধা দিন দিন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। নিজেদের কি ভাবে এরা! এদের এমন একটা শিক্ষা দিতে হবে যেন জীবনে আর এইসব শয়তানির শখ না জাগে।

খান জানতেন এমনটাই সব পাকিস্ড়ানির ইচ্ছা। কিন্তু সব পাকিস্ড়ানির এমন কিছু করার ক্ষমতা নেই, তার আছে। পাকিস্ড়ানের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট ইঞ্জিয়ারিং ব্রেইনের অধিকারী তিনি।

একিউ খান হিসেবে পরিচিত আব্দুল কাদির খান অন্য সব পাঠানদের মতই লম্বা, স্বাস্থ্যবান এবং হ্যান্ডসাম। মোচওয়ালা চেহারার ভিতর একটা শক্ত পোক্তভাবের সাথে একটা উৎফুল- তার ভাব মিশে রয়েছে। তার চোখ দুটো গাঢ় এবং উজ্জ্বল, কিন্তু সাথে সাথেই কেমন যেন একটা অদ্ভুত শুষ্ক ভাব। পরিচিত মহলে যথেষ্ট জনপ্রিয় তিনি। বন্ধু, কলিগ বা টিচার প্রত্যকেই তাকে যথেষ্ট পছন্দ করে। বর্তমানে তিনি নেদারল্যান্ডের প্রখ্যাত ডেলফট ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজিতে এমএস করছেন।

মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সেই একটি ঝকঝকে একাডেমিক ক্যারিয়ার তৈরি করে ফেলেছেন খান। একটা নির্ভাবনাময় আরামদায়ক জীবন এখন কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু নির্ভাবনাময় আরামদায়ক জীবনটা হঠাৎ করেই যেন সমস্ড় আকর্ষণ হারিয়ে ফেলল তার কাছ থেকে। লক্ষ্যটা হঠাৎ করেই আজ অন্যরকম মনে হতে লাগল।

এতো বড় বড় ডিগ্রী আর মাথা ভরা জ্ঞান বুদ্ধি নিয়ে লাভটা কি যদি সামনের উপর নিজের দেশের মান সম্মান এভাবে নষ্ট হতে দেখতে হয়?

সাতচলি- শ সালে যখন দেশ ভাগ হয় তখন তার বয়স মাত্র এগারো।

BanglaBook.org

সেসময় তারা থাকতেন ভোপালে। তার বাবাও ছিলেন একজন একাডেমিক, কাজ করতেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে, ব্রিটিশ সরকারের অধীনে। এরপর দেশ ভাগ হলে পুরো ফ্যামিলি শিফট করে করাচীতে।

সবাই ভেবেছিল ব্রিটিশরা গেলে মনে হয় অবস্থার উন্নতি হবে। সবার জীবনের মান বাড়বে। কিন্তু হল না কিছুই। উলটো আরো নতুন নতুন সব সমস্যার সৃষ্টি হল। দুইটা পাকিস্ড়ান দুই মাথায়। একের পর এক সমস্যা লেগেই রয়েছে। আর সকল সমস্যার নাটের গুরু হিসেবে তার কেবল ভারত আর বারশ মাইল দূরে দেশের আরেকভাগের কথাই মনে আসল।

শালার বাঙ্গাল। কেমন যেন পাকিস্ড়ানের ভিতর আরেকটা ইন্ডিয়া। এরা আবার নিজেদের মুসলমান বলে! নিজেরাই জানেনা এরা কি চায়। আর মাঝখানে তো ইন্ডিয়া রয়েছেই। সব সময় উস্কানি মেরে যাচ্ছে।

যুদ্ধটা বেশ গাঢ় প্রভাবই ফেলেছে একিউ খানের মনে। নিজের চিন্ড়া ভাবনাগুলো যে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে তা তিনি নিজেও টের পাচ্ছেন। হঠাৎ করেই আজকে নিজের জীবনের সবকিছু খুবই অর্থহীন মনে হল। এরকম কেন হবে? পাকিস্ড়ানিরা কি এতই অসহায়? আমাদের কি কিছুই করার নেই? সারা জীবন জীম্মি হয়ে থাকতে হবে ওই ইন্ডিয়ানদের কাছে?

এবার যখন তিনি এই সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে চিন্ড়া করলেন তখন তার মাথায় কেবল একটা জিনিসই এলো।

আমাদের এমন কিছু দরকার যা ওদের নেই। সমাধানটাও এমন, যেটার সাথে তিনি নিজে যুক্ত থাকতে পারেন।

পাকিস্ড়ানের পারমাণবিক অস্ত্র থাকতে হবে।

আমি দেব আমার দেশকে প্রথম পারমাণবিক বোমা।

ঠিক ঐ মুহূর্তেই, ওই সোফায় বসেই, সিলিঙের দিকে তাকিয়ে নিজের জীবনের নতুন লক্ষ্য স্থির করে ফেললেন আব্দুল কাদির খান।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ১৯

এক বছর আগে

১১ মার্চ, ১৯৭০

মেহরার এপার্টমেন্ট, করাচী, ওয়েস্ট পাকিস্ড়ান

রাকেশ মেহরা পাকিস্ড়ান বা পাকিস্ড়ানিদের কখনই পছন্দ করতে পারে নি, পাকিস্ড়ানি মেয়েদের কথা অবশ্য আলাদা। ভারত-পাকিস্ড়ানে যখনই কেউ জন্মগ্রহণ করে মাথার চুলের মত অন্য দেশের প্রতি একটা ঘৃণা নিয়েই জন্মায়। আর বয়সের সাথে সাথে সেটা কারো বাড়ে কারো কমে। মেহরার বেড়েছিল, আর সেটা অবশ্য তার জব ডেসক্রিপশনের মধ্যেও পড়ে।

ছোটবেলা থেকেই পাওয়ারের প্রতি তার একটা মোহ ছিল। আর সাথে সে একটা পথ খুঁজে বেড়াত যাতে সে তার অসাধারণ ব্রেনটার সঠিক এবং পূর্ণ ব্যবহার করতে পারে। তবে সে যে ইন্টেলিজেন্স স্ট্র্যাটেজিস্ট হবে এটা সে কয়েক বছর আগে পর্যন্ড়ও ভাবে নি।

কলেজে উঠে সে একজন মাঝারী মানের পলিটিক্যাল লিডারের হয়ে কাজ করতে শুর" করে। আর সেই লিডার বেশ অল্প সময়ের ভিতরেই বেশ উপরে উঠে যায়। আর এর পিছনে মেহরার বেশ কৃতিত্ব ছিল। যেটা সেই লিডার মনে রেখেছিল। পঁচিশ বছর বয়সেই সে তার পার্টির বড় বড় মিটিংয়ে বসতে শুর" করে।

যেদিন গ্রাজুয়েশন শেষ করল সেদিন রাতে পার্টির একজন ক্ষমতাবান লোক তার বাড়িতে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল সে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোতে কাজ করতে চায় কিনা। কারণ শুধু এটা নয় যে সে ব্রিলিয়ান্ট ছিল, তারা পার্টির ভিতরের লোক চাচ্ছিল সেখানে। "তোমাকে শুধু হ্যাঁ বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। বাকি কাজ আমার," বলেছিল সে। মেহরা এক কথায় রাজি হয়ে গেল।

এরপর র' ক্রিয়েট করা হলে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে খেলার সুযোগ পেয়ে গেল সে। তার কন্টাক আর রেজুমে দিয়ে সে সহজেই র'তে ঢুকে গেল। মাত্র একত্রিশ বছর বয়সেই সে ইন্ডিয়ার সেরা কয়েকজন ইন্টেলিজেন্স মাইন্ডের একজন। এর আগে দেড় বছর সে চায়নাতে কাজ করেছে। আর পাকিস্ড়ানে এসেছে ছয় মাস হল।

মেহরার দুই বেডর"মের ফ্ল্যাটটা ছিল বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলায়। আজকে তার মুডটা খুবই ভালো। জায়েদির লিস্টের প্রথমটাকে আজকে মারা হয়েছে। জানোয়ার মায়ামিতে ভ্যাকেশন কাটাচ্ছিল।

মেহরা দরজা খুলে ওর অন্ধকার ফ্ল্যাটে ঢুকল। জুতা খুলতে যাবে এমন সময়ই ওর সোফার পাশের লাইটটা জ্বলে উঠল।

BanglaBook.org

জায়েদি। হাতে একটা পিস্ড়ল। সোজা ওর দিকে তাক করা।

"পি- জ," জায়েদি ওর সামনের সোফাটায় বসতে ইশারা করল।

"কর্নেল রশিদের অপারেশনটা ছিল না আজকে?" জায়েদি বলল, "বেশ টায়ার্ড মনে হয়। পি- জ একটু বসুন। আর আমি ততক্ষণে লেটেস্ট কিছু খবর দেই।"

মেহরা চুপচাপ সোফায় বসে পড়ল।

"কি চাও তুমি?" বলল সে, "আমাকে মারলে যে তোমার.."

"মারামারির কথা কেন আসছে," জায়েদি হেসে বলল, "আমাদের আগের ডিলটা আমার জন্য একটু ইনকভিনয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে তাই আসলাম রিনেগোশিয়েট করতে।"

"তুমি যদি টাকা চাও আমি ব্যবস্থা করতে পারব," মেহরা শান্ড় গলায় বলল।

"অবশ্যই পারবে," জায়েদি বলল, "কিন্তু এখন আসলে আমার ঠিক দরকার হচ্ছেনা। দরকার হলে অবশ্যই করবে। রিনেগোশিয়েশন শেষ হলে টাকা কেন তোমাকে আরও কতকিছুর ব্যবস্থাই যে করতে হবে..."

টাকা হলে সহজ হয়ে যেত। টাকা যেহেতু নয় সেটা খারাপ কথা। ভাবল মেহরা।

"কৌতূহল হচ্ছে? দূর করে দেব, কোনো সমস্যাই নয়।"

"কি বলতে চাও?"

"ওয়েল," জায়েদি বলল, "আগের দিন তো তুমি আমাকে বিগ পিকচার দেখালে, এখন আমি তোমাকে আমার ভ্যান্টেজ পয়েন্ট থেকে বিগার পিকচারটা দেখাই। আমাদের মিউচুয়াল ফ্রেন্ড ফরিদ সাহেব যেদিন প্রথম আমাকে এসে বললেন তাকে এম-আইতে চেক করে দেখতে আমি সেদিনই বুঝে গিয়েছিলাম এম-আইতে আমি তা-ই দেখব যা তিনি আমাকে দেখাতে চাচ্ছেন। তোমার কাছে ওনার চাইনিজ পাল্টানোর ব্যাপারটা খুব ইম্প্রেসিভ লাগে না? ওটা আসলে ওতটা ইম্প্রেসিভও না। তুমি মনে হয় খুব বেশি প্রফেশনালদের সাথে কখনও ডিল করো নি। সে যাইহোক...এম-আইতে চেক একটা করেছিলাম আমি, কিন্তু শুধুই ফর্মালিটির জন্য, তাকে দেখাতে। তো একটা ছোট্ট সার্ভিলেন্স টিম লাগালাম তার পিছনে। দেখা গেল যেদিন সে আমার সাথে রেস্টুরেন্টে দেখা করল সেদিন রাতে সে ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসির পিছনের একটা পার্কের বেঞ্চের নিচে একটা নোট রেখে গেল। আর সেটা কালেক্ট করে নিলেন ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্সের প্রমিসিং স্ট্র্যাটেজিষ্ট রাকেশ মেহরা সাহেব।"

জায়েদি থামল।

"এটাকে একটা অপোরটিউনিটি হিসেবেই ধরে নিলাম আমি। তো এখন ফরিদকে বাদ দিয়ে তোমার দিকে একটু মনোযোগ দিলাম। দেখা গেল একেবারে নিয়ম করে সপ্তাহের প্রতি শুক্রবারে তুমি ক্যাসেল ব-ু হোটেলে একজন বিশেষ ভারতীয় মহিলার সাথে কিছু একান্ড় সময় কাটাও," জায়েদি সোজা মেহরার চোখের দিকে তাকাল। মুহূর্তের মধ্যে তার চোখ জ্বলে উঠল।

BanglaBook.org

"এখন মজার ব্যাপারটা হল আমি জানতে পারলাম ব্যাপারটা আসলে ঠিক পারম্পারিক সমঝোতায় হয় না। তুমি তাকে ব-্যাকমেইল করছ। গত চারমাস ধরে। এটা কোন ধরনের ট্যুইষ্টেড পাওয়ার পে- ? কর্নেল শর্মা ঠিক কি করবেন বলে তুমি মনে কর যখন তিনি জানতে পারবেন তুমি তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে ব-্যাকমেইল করে..."

মেহরা চুপ করে থাকল।

"তবে ব্যাপারটা এখানে শেষ হলেই তোমার জন্য ভালো হত," জায়েদি এক মুহূর্ত থামল, "ক্যাসেল ব-ু তোমার আরও কিছু কীর্তিকলাপ ফাঁস করে দিল, যেটা দেখা গেল...কি বলব? জ্যাকপট," হাসল জায়েদি।

মেহরা ঢোক গিলল।

"তো তুমি সেখানে বলতে গেলে প্রতিদিনই হিন্দী বোঝে না এমন সব ভদ্রমহিলাদের খুঁজে আনো আর তাদের সাথে অদ্ভুত সব কথা বল। একজন মানুষের কপাল কতটা ফাটা হলে তার এসব কথা কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে শুনতে হয়! তবে ধৈর্যের তো একটা ফল নাকি পাওয়া যায় বলে গুরুজনেরা বলে থাকেন। একেবারেই সত্যি কথা। এমনই একজন চায়নিজ ভদ্রমহিলার সাথে তোমার একটি পার্টিকুলার কনভার্সেশন আমার নজর কাড়ে। সেটার একটা ট্রান্সক্রিপ্ট আমার কাছে আছে," জায়েদি পকেটে হাত দিয়ে একটা কাগজ বের করে যেমন করে বাচ্চারা রাতে বই পড়ে পড়া মুখস্থ করে সেভাবে পড়তে শুরু করল, "'তুই...তুই জানিস আমার ক্ষমতা কত?....জানিস তোর দেশের ডিফেন্স সেক্রেটারি মালী আমার লোক। এরপরে একটা হাসিও আছে দেখি, 'ওই লোক ভাবছে সে তার বাগানের ঘাস কাটছে আসলে সে..'"

এইটুক পড়েই নিজেকে ক্ষমা দিল জায়েদি। আর সেটুকুই যথেষ্ঠ ছিল মেহরার জন্য। টেবিল লাইটের হালকা হলুদ আলোতেও সে দেখতে পেল কেমন করে লোকটার মুখ সেকেন্ডের মধ্যে একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেল।

"তো দেখা গেল ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স চায়নাতে হয়তোবা তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে ডেলিকেট আর সবচেয়ে বড় অপারেশনটা চালাচ্ছে। র'-আইবির জয়েন্ট প্রজেক্ট। চাইনিজ গভর্নমেন্টের সব বড় বড় অফিশিয়ালদের চাকর-মালিদের মধ্যে তোমাদের এজেন্ট ঢুকাচ্ছ তোমরা। বেশ ভালো বুদ্ধি। অনেক কঠিন না? ইন্ডিয়ান হিসেবে তো ঢুকানো যাবে না। ইন্ডিয়ানদের তো ধারে কাছে ঘেষতে দেবে না। হয় নেপালি হিসেবে না হয় চাইনিজ। দুটোই তো খুবই কঠিন হবার কথা। সেরকম লোক একটা একটা করে খুঁজে বের করা, রাজি করানো, তার উপরে ট্রেইন করা। এক চাইনিজ ভাষা শিখাতেই তো কত কষ্ট হবার কথা। কত বছরের ট্রেনিং-প-্যানিং লেগেছে। কত টাকা খরচ হয়েছে! তার উপরে এজেন্টদের জানের রিস্ক তো থাকছেই। চেহারারও ব্যাপার আছে। এখন তো সব হুমকির মুখে পড়ে গেল। কিন্তু কেন? কারণ তারা একটা পলিটিক্যাল পার্টির থেকে একটা সাইকোপ্যাথকে উঠিয়ে স্ট্যাটেজিস্ট বানিয়েছে। যেমন কর্ম তেমন ফল। তো তুমি অফিস থেকে

BanglaBook.org

বেরোনোর পর কেউ একজন তোমার বসের কাছে ফোন করে বলেছে যে সে ওই চাইনিজদের অপারেশনটার ব্যাপারে জানে।"

জায়েদি একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল, "এবার মোরাল অফ দ্য স্টোরিতে আসা যাক, কলটা ট্রেস করলে একটা লন্ডনের নাম্বার দেখা যাবে, আমার মনে হয় ট্রেস করা হয়েও গেছে। আমাদের সবার প্রিয় ফরিদ সাহেব তো সেখানেই রয়েছেন। এখন তোমার প্রথম কাজ হল তোমার বসদের বোঝানো যে এই কাজ তার করা। তুমি একটা রাস্তা বের করে নিবে আমি সেটা জানি। চাইনিজরা অবশ্যই কিছু জানে না এব্যাপারে, এখনো। আর কর্নেল শর্মাও তো বুঝতেই পারছ তার বউয়ের ব্যাপারে জানেন না। তুমি ওটাও বন্ধ করবে, সিরিয়াসলি আমি যতবার তোমার কথা চিন্তা করি... তোমার তো সিরিয়াস সমস্যা। যাইহোক কি আর করার, আর বাদবাকি ড্রিল তো তুমি জানোই। শুধু তোমার ক্ষেত্রে কোনো পুরস্কার টুরস্কার নেই। নেই মানে এটাও ঠিক একেবারে ঠিক না, পুরস্কারটা হল তুমি যতদিন ঠিকঠাক কাজ করবে ততদিন আমি তোমার উক্ত এবং আরো কিছু আলাপচারিতা তোমার অপজিশন পার্টি আর তোমার দেশের নিউজ-পেপারে দেব না। তোমার বসেদের শোনালে তো খালি তোমার চাকরি যাবে। কিন্তু ওখানে দিলে কি কি হবে তাতো জানই। পুরো মেহরা পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ভারতীয়রা যে একটু আবেগপ্রবণ হয় সেটা তো আমরা জানিই। ওহ আর তুমি যদি ট্রান্সফার নেবার চেষ্টা কর বা সুইসাইড কর, সুইসাইড করার সাহস তোমার আছে বলে মনে হয় না, তাও বলে রাখলাম আরকি, সেম কেস।"

জায়েদি উঠে দাঁড়াল।

"এরপরের দায়িত্ব কর্তব্যগুলো আস্তে আস্তে জানতে পারবে। আর আমিও তোমাকে তোমার বসদের খুশি করার মত জিনিস দেব। চিন্তা করোনা।"

জায়েদি দরজার দিকে যেতে শুরু করল।

"ওহ," পিছন ফিরে বলল ও, "যে লিস্টটা তোমাকে দিয়েছি ওটা বানানো। ওইখানে আমাদের কিছু জানা ডাবল এজেন্টের নাম দেয়া, যাদের কথা অনেক আগে থেকেই আমরা জানি, আর যারা থান্ডারস্ট্রাইকের সময় কই ছিল এটা কেউ সঠিক ভাবে জানে না। আরেকটা হেডস আপ, কর্নেল রশিদ আসলে মোসাদের ডাবল এজেন্ট ছিল, তো তার মৃত্যুতে ওরা তেমন একটা খুশি হবে না। তবে তোমরা বসরা মনে হয় সেটা কোনোদিনও জানতে পারবেনা। তবে তোমার জানা থাকল আরকি।"

জায়েদি রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

মেহরা চুপ করে সোফাতেই বসে রইল।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ২০

ছয় বছর আগে
১১ই ডিসেম্বর, ১৯৬৫
প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্যুইট, ডরচেস্টার হোটেল, লন্ডন, ইউনাইটেড কিংডম

পররাষ্ট্র মন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং ইন্টারন্যাশনাল এটমিক এনার্জি এজেন্সি (আই.এ.ই.এ)'র নিউক্লিয়ার পাওয়ার এন্ড রিঅ্যাক্টর ডিভিশনের ডিরেক্টর মুনীর খান প্রায় দশ মিনিট ধরে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্যুইটের ড্রয়িং রুমে তার জন্য অপেক্ষা করছেন। প্রেসিডেন্ট তাদের সাথে একবার দেখা করে গেছেন ওয়াশরুমে। তিনি নিজেও কিছুক্ষণ আগেই ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টারের সাথে একটা মিটিং সেরে রুমে এসেছেন।

মুনীর খান আই.এ.ই.এ'তে নিজের পোষ্ট ছাড়াও পাকিস্তান এটমিক এনার্জি কমিশনে (পি.এ.ই.সি) টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার হিসেবে রয়েছেন ১৯৫৮ থেকে। একই বছর আইয়ুব খানও ক্ষমতা নেন। পি.এ.ই.সি তাদের কাজ শুরু করে ছাপ্পান্ন সাল থেকে। উনচল্লি-শ বছর বয়স্ক এই স্বনামধন্য নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট সব সময়ই আই.এ.ই.এ'তে তার পজিশন ইউজ করে পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম ডেভলপ করার চেষ্টা করেছেন।

দু'মাস আগে তিনি ভুট্টোর সাথে একটা আর্জেন্ট মিটিং করেন। মিটিং-এ তিনি বোম্বের টর্ম-বেতে ইন্ডিয়ানদের নিউক্লিয়ার ওয়েপেন প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেন ভুট্টোকে। ভুট্টোর পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে কোনো সময়ই লাগেনি। মাত্র কয়েক দিন আগেই, গত তেইশে সেপ্টেম্বর দুদেশ একটি রক্তাক্ত যুদ্ধ শেষ করল। গোলা বারুদ আর রক্তের গন্ধ এখনো বাতাস থেকে দূর হয় নি, আর সাথে দূর হয় নি প্রতিশোধের জিঘাংসা। আমেরিকান পে-নের সাহায্যে আকাশে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে পারলেও অন্যান্য সব দিকেই তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণই ছিল বেশি। যদিও স্বীকার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

তবে সবচেয়ে বড় ক্ষতি যেটা হয়েছিল সেটার ফলাফল আরো খারাপ। যুদ্ধের সাথে সাথেই আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জনসন দু দেশের উপরই এমবার্গো লাগিয়ে দেন। দু দেশের উপর দিলেও ক্ষতি যা হবার পাকিস্তানেরই হয়েছে। পাকিস্তান আর্মি বিগত বছরগুলোতে আমেরিকার কাছ থেকে যেসব

BanglaBook.org

সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে আসছিল তার দশ ভাগের এক ভাগও ভারতীয়রা পায় নি। গত এগারো বছরে তারা ইউনাইটেড স্টেটসের কাছ থেকে প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার সমমানের মিলিটারি সাহায্য পেয়েছে। পাঁচটা আর্মি ডিভিশনের ইক্যুইপমেন্ট আপডেট, ছ'শ চলি-শটা ট্যাংক, করাচীতে নেভাল ডকইয়ার্ড, চিটাগঙ্গে আর্মি বেস, সাথে তিনিটা মর্ডান এয়ার বেস। এ-ই শেষ নয়, এর সাথে দুই স্কোয়াড্রন বি ফিফটি সেভেন বোম্বার, নয় স্কোয়াড্রন এফ-এইট্টি সেবার এবং ট্রুপ ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য এক স্কোয়াড্রন সি-ওয়ান থার্টি। এমনকি চৌষট্টি সালে তারা একটা সাবমেরিন পর্যন্ড়লিজ পায় আমেরিকার কাছ থেকে।

আবার অন্যদিকে বাষট্টির যুদ্ধে চীন যখন রীতিমত ইন্ডিয়াকে ধুয়ে দিচ্ছিল তখন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু সরাসরি প্রেসিডেন্ট কেনেডির কাছে সাহায্য চেয়ে বসেন। ইন্ডিয়া যা পেল তা হল কয়েকটা সি-ওয়ান থার্টি আর কিছু অটোমেটিক অস্ত্র।

"কি মনে হয়? কাজ হবে কিছু?" মুনীর খান ভুট্টোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। এটাই প্রেসিডেন্টের সাথে মুনীরের প্রথম সাক্ষাত, স্বভাবতই একটু নার্ভাস লাগছে তার।

ভুট্টো গম্ভীর মুখে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। "আশা তো করি," চোখ না সরিয়েই বললেন তিনি।

মুনীর তরুণ মন্ত্রীর পরনের স্যুটটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন। এই লোক সব সময়ই হাইফাই স্মার্ট সব ড্রেস পরে থাকে। মুনীর অনেক পছন্দ করেন ভুট্টোকে। তার থেকে ভুট্টো মাত্র দুবছরের ছোট। এত পছন্দের কারণ হতে পারে ভুট্টোর ক্যারিসম্যাটিক পার্সোনালিটি কিংবা মুনীরের নিজের ফিল্ড অর্থাৎ নিউক্লিয়ার পাওয়ার বা ওয়েপেনের ব্যাপারে ভুট্টোর অপরিসীম আগ্রহ, অনেকের মতে অবসেশন না উন্মাদনা।

পাকিস্ড়ানের ইতিহাসে জুলফিকার আলী ভুট্টো হয়ত সবচেয়ে শিক্ষিত, উচ্চাভিলাষী, বুদ্ধিমান এবং ধুরন্ধর পলিটিশিয়ান। ব্যারিস্টারি পড়েছেন অক্সফোর্ডে, লিংকন ইনের মত জায়গায় ট্রেনিং নিয়েছেন। তারপর এখন নাম লিখিয়েছেন রাজনীতিতে। ইতোমধ্যেই মাথার সামনের দিকের মোটামুটি সব চুল পড়ে গিয়েছে বলে কপালটা অনেক বড় দেখায়। চোখে জ্ঞান এবং দৃঢ় চেতনার ছাপ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আসার আগে আইয়ুব খানের অধীনেই তিনি আরো কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনিই 'অপারেশন জিব্রালটারের' অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, যে অপারেশনই পরে ভারতের সাথে যুদ্ধে রূপ নেয়।

"তো কি এত জরুরি সমস্যা?" প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে ঘরে ঢুকতে দেখে ভুট্টো আর মুনীর উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন, "বসুন, বসুন।"

"ব্যাপারটা আসলে খুব গুরুতর...আর একটু আর্জেন্টও," ভুট্টো বললেন, "মুনীর সাহেব গত অক্টোবরে ভিয়েনাতে আমার সাথে দেখা করে

BanglaBook.org

আমাকে কিছু ব্যাপার জানান। আমার মনে হয় আপনার শোনা উচিৎ," ভুট্টো বললেন।

আইয়ুব খান মুনীরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

"স্যার, ইন্ডিয়ানরা তাদের নিউক্লিয়ার বোম বানানোর অনেক কাছাকাছি চলে আসছে।"

"হুম," আইয়ুব খানের মুখে দুশ্চিন্তার গাঢ় ছায়া পড়ল, ডান হাত দিয়ে নিচের ঠোঁট ঘষতে লাগলেন তিনি। "তো এখন কি করা যায়?"

তিনি বুঝতে পেরেছেন কেন এই দুজন তার কাছে এসেছেন।

"আমি মনে করি আমাদেরও এদিকটায় একটু নজর দেয়া দরকার," ভুট্টো বললেন।

"হুম," আইয়ুব খান গম্ভীর গলায় বললেন, "বুঝতে পারছি, সমস্যাটা আসলেই গুরুতর। কিন্তু আমরা মাত্র একটা যুদ্ধ শেষ করে উঠলাম। এ অবস্থায় এত জটিল একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে কিভাবে ঢুকি..."

"আসলে ঠিক ওতটা জটিল ও নয়, মুনীর সাহেব আমাকে বুঝিয়ে বলেছেন," ভুট্টো বললেন, "তবে সময় সাপেক্ষ। আমাদের মনে রাখতে হবে যে কাজ শুরুর পর অনেক বছর পেরিয়ে যাবে প্রথম বোম পেতে। তো আমরা আসলে যত সময় নষ্ট করব সেটা আমাদের ভয়াবহভাবে পিছনের দিকে ঠেলে দেবে।"

"আমি যে বুঝতে পারছি না তা নয়...." প্রেসিডেন্ট বললেন। তবে তার কণ্ঠে দ্বিধা।

"আমি কি আপনাকে একটু প্রসেসটা বুঝিয়ে বলব? তাহলে মনে হয় আপনার সিদ্ধান্তটা নিতে একটু সুবিধা হবে," মুনীর জিজ্ঞাসা করলেন প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে।

"শিওর," একটু উৎসাহ দেখিয়েই বললেন আইয়ুব খান।

ভুট্টো খুব ভালোভাবে প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তার কাছে তেমন ভালো ঠেকল না। কেমন জানি মনে হল প্রেসিডেন্ট একটা মেকি ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছেন। রাজি হবেন বলে মনে হচ্ছে না।

"স্যার, বোমটা বানানো আসলে খুব কঠিন কিছু না," বেশ উৎসাহের সাথেই বলতে শুরু করলেন মুনীর খান, "কঠিন কাজটা হল ফিশনেবল মেটেরিয়ালটা পাওয়া। যেমন ধরুন ইউরেনিয়াম বোমের ক্ষেত্রে, ইউরেনিয়ামের আইসোটপ হল দুটো ইউ-২৩৮ আর ইউ-২৩৫। যে ইউরেনিয়াম খনি থেকে উঠানো হয় তাতে ইউ-২৩৮ থাকে ৯৯.৩% আর ইউ-২৩৫ থাকে মাত্র .৭%। আর এই ইউ-২৩৫ দিয়েই তৈরি করা হয় নিউক্লিয়ার এনার্জি। সেজন্য ইউ-২৩৫ আইসোটপকে আলাদা করে ফেলতে হয়। এই আলাদা করার কাজের জন্য এখন একটা বিশেষ ডিভাইস ব্যবহার করা হয়। একে বলা হয় গ্যাস সেন্ট্রিফিউজ। সেন্ট্রিফিউজ হল একধরনের ছোট টিউব

BanglaBook.org

যার ভিতরে ইউরেনিয়াম ঢুকানো হয়। ডিভাইসটা প্রচণ্ড গতিতে এর ভিতরের ইউরেনিয়ামকে ঘোরায়। ফলে অপেক্ষাকৃত ভারী আইসোটপ ইউ-২৩৮ নিচের দিকে নেমে আসে, আর হাল্কা ইউ-২৩৫ টিউবের উপরে জমা হয়ে আস্তে আস্তে অন্য সেন্ট্রিফিউজে আলাদা করে ফেলা হয়। আলাদা করার এই প্রসেসটাকে বলে এনরিচমেন্ট প্রসেস। আর ওয়েপেন গ্রেড ইউরেনিয়াম তৈরির জন্য ইউরেনিয়ামকে কমপক্ষে ৯০% এনরিচ করতে হয়। বোম তৈরির জন্য এরকম হাজার হাজার সেন্ট্রিফিউজ দরকার হবে আমাদের। আর এটাই সবচেয়ে বেশি সময় নেয়। বছরের বছর লেগে যায় পুরো প্রসেস শেষ করতে...”

মুনীর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। বিশেষ করে কিভাবে হাইড্রোজেন বোম বানানো হয়, আর দেরি করলে কি কি ক্ষতি হবে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আর শুনতে চাইলেন না।

“আচ্ছা ঠিক আছে, এরকম একটা ফ্যাসিলিটির জন্য খরচ পড়বে কত?”

ভুট্টোর আর বুঝতে বাকি থাকল না কি হতে যাচ্ছে।

“উম...আমাদের যা যা আছে আর যা যা দরকার হবে সব মিলিয়ে আপাতত দেড়শ মিলিয়ন ডলারের মত হলে শুরু করা যাবে।”

“সেতো অনেক টাকা!” আইয়ুব খান বললেন। তাছাড়া তার মনে হয় এটা আসলে একটা তলাবিহীন ঝুড়ি। একবার শুরু করলে একভাবে খালি টাকা ঢেলেই যেতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হল তার ধারণা এতে কোনো ফলই পাওয়া যাবে না কারণ এ জিনিস আসলে কেউ কখনও ব্যবহার করবে না। একবার যে দুটো বোম ব্যবহার করা হয়েছে তা সারা বিশ্ব দেখেছে। আর এখনকার গুলো তো তার থেকে শতগুণ বেশি শক্তিশালি। কিন্তু সেসব কথা বাইরে বলার কোনো মানে হয় না।

“জ্বী স্যার,” ভুট্টো প্রেসিডেন্টকে বোঝানোর একটা মরিয়া চেষ্টা করলেন, “কিন্তু এখন এর জন্য দরকারি জিনিসগুলো অনেক সস্তা আর সহজলভ্য। তাছাড়া এটা বে-আইনি কিছুও না। এই অবস্থা কিন্তু চির দিন থাকবে না বলে আমার বিশ্বাস। এই সুযোগ যদি আমরা না নিতে পারি স্যার এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ভুল হয়ে যাবে।”

“আমিও তাই মনে করি,” মুনীর খান বললেন, “ইসরায়েলের ব্যাপারটাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। তারাও কিন্তু বসে নেই।”

“আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি জুলফি,” আইয়ুব খান বললেন, “কিন্তু তুমি তো জানোই দেশের এখন কি অবস্থা যাচ্ছে। মাত্র কয়েকদিন আগেই একটা যুদ্ধ শেষ করে উঠলাম আমরা। তার ভিতর এই পূর্ব পাকিস্তানের যন্ত্রণা। বুঝতেই তো পারছ।”

“কিন্তু, স্যার ইন্ডিয়ানরা যদি বোম বানিয়ে ফেলে তাহলে আমাদের সারাক্ষণ একটা হুমকির মধ্যে থাকতে হবে,” ভুট্টো বললেন।

BanglaBook.org

"বুঝতে পারছি, কিন্তু এই মুহূর্তে এত টাকা খরচের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আর পাকিস্ড়ানের যদি কখনও অ্যাটম বোমের দরকার পড়ে যায় আমি নিশ্চিত একটা ব্যবস্থা আমরা করে নিতে পারব," সুস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। যে কণ্ঠের পরে আর কোনো কথা চলে না।

আইয়ুব খান আসলে যুদ্ধের পর দেশের রাস্ড়াঘাট ঠিকঠাক করা সহ আরও গঠনমূলক কিছু প্রজেক্ট হাতে নিচ্ছিলেন, যার জন্য অনেক টাকা দরকার ছিল। এমন অবস্থায় তিনি নিউক্লিয়ার বা অ্যাটম বোম, যা কিনা কেবল কয়েকশ মিলিয়ন ডলারের ফার্নিচার হয়েই থাকবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন, তার পিছনে এত টাকা খরচা করতে চাচ্ছিলেন না।

"আপনি কি আরেকটু চিন্ড়া করে দেখবেন স্যার?" ভুট্টো শেষ চেষ্টা করে দেখলেন।

"না, এ-ই আমার শেষ কথা, তবে ব্যাপারটা আমার মাথায় থাকল, সময় আসবে।" আইয়ুব খান বললেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অ ধ্যা য় ২১

দশ মাস আগে
১৮ জানুয়ারি, ১৯৭১
ভুট্টো রেসিডেন্স, আল-মুর্তজা, লারকানা, ওয়েস্ট পাকিস্ড়ান

"আমি বুঝলাম না, এক বছর হয়েছে ফ্যাসিলিটি বানিয়ে দিলাম আর তুমি বলো আমাদের কাছে একটা বোম বানানোর মত ইউরেনিয়ামও নেই?" একটু রেগেই বললেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, "এটা কোনো কথা?"

চুয়ান্ন বছর বয়স্ক এই প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেই যেটা সবার আগে চোখে পড়ে সেটা হল তার অদ্ভুতভাবে মোচড়ানো ভ্রু। অনেকটা শিং-এর মত। আর এরপর যেটা চোখে পড়ে সেটা হল তিনি একজন অ্যালকোহলিক, এটা জানার জন্য তাকে জানার বা চেনার কোন দরকার নেই, চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। চোখগুলো ফোলা ফোলা আর মুখের মাংসগুলো শিথিল হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রবল সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছেন ইয়াহিয়া। এরপর ইতালিতে যুদ্ধবন্দি হিসেবে ধরা পড়েন। তিনবার চেষ্টা করে সেখান থেকে পালিয়েছিলেন তিনি।

এই মুহূর্তে তিনি তার ইনার সার্কেলের কয়েকজন জেনারেল, আইএসআই চীফ আকবর খান আর দুইজন নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্টের সাথে (যাদের একজন আব্দুল কাদির খান) বসে আছেন পিপিপি নেতা এবং পাকিস্ড়ানের সাম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর বাড়িতে। আগেরদিনই এই একই জায়গায় বসে তারা অপারেশন সার্চলাইটের ব্যাপারে সিদ্ধান্ড় নিয়েছেন, তবে আজকের এজেন্ডা সম্পুর্ণ ভিন্ন। আরও ভয়াবহ।

প্রথমে একটু ক্লিয়ার করে নেওয়া যাক পুরো ব্যাপারটা ঠিক কিভাবে হল। পয়ষট্টির পর থেকেই ভুট্টো আর আইয়ুব খানের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা শুর" হয়। এর সূত্র ধরেই ভুট্টো মন্ত্রণালয় থেকে রিজাইন করে বেরিয়ে আসেন এবং পরবর্তীতে পাকিস্ড়ান পিপলস পার্টি গঠন করে নির্বাচনের জন্য জোর প্রচারণা শুর" করেন। এসব নিয়ে ব্যাস্ড় থাকলেও পুরোটা সময়ই ইন্ডিয়ান নিউক্লিয়ার বোমের ইস্যু তার মাথার উপর সুতোয় বাঁধা তলোয়ারের মত ঝুলছিল।

এমনই একটা সময়ে তার সাথে দেখা হয় একিউ খানের। একটা পার্টিতে। খান নিজেও অনেক চেষ্টা করছিলেন কোনোভাবে ক্ষমতাবান কারও সাথে যোগাযোগ করে যত দ্র"ত সম্ভব দেশে নিউক্লিয়ার বোম বানানোর একটা প্রোগ্রাম শুর" করতে। আর পার্টিতে দেশের নিউক্লিয়ার ফেস ভুট্টোকে

দেখে সাথে সাথেই এগিয়ে গেলেন তার সাথে কথা বলতে। খানের সাথে কথা বলে ভুট্টোর মনে হল যেন মেলায় হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের দেখা পেয়েছেন। তিনিও আইয়ুবের সাথে মিটিংয়ের কথা জানালেন খানকে। এরপর দুজনে মিলে কিছুক্ষণ তাদের মনের সমস্ড় ক্ষোভ আর নানা কল্পনা পরিকল্পনার কথা একে অপরের সামনে তুলে ধরেন। বলাই বাহুল্য ওই দিনের পর থেকেই দুজন বেশ ভালো বন্ধু হয়ে গেলেন।

এদিকে ঊনসত্তরে ক্ষমতা নেন ইয়াহিয়া। ভুট্টো-ইয়াহিয়ার ভিতর নানা রকম মতপার্থক্য থাকলেও ইয়াহিয়াও ঠিক ভুট্টের মতই নিউক্লিউয়ার বোম বানানোর ব্যাপারে ছিলেন বদ্ধপরিকর। তাদের আগে ভারতের মহিলা প্রধানমন্ত্রী বোম বানিয়ে তাদের উপর পোদ্দারী করবে এটা তিনিও চাননি। যদিও ভারত এমনিতেই অনেক এগিয়ে গেছে, আর এজন্যই তাদেরও যত দ্র"ত সম্ভব কিছু করা উচিৎ। ভুট্টোর সাথে প্রথম মিটিঙে ইয়াহিয়া এসব কথা বলে নিউক্লিয়ার পাওয়ারড পাকিস্ড়ানের আশাবাদ প্রকাশ করেন আর সেই সাথে এ ব্যাপারে ভুট্টোর পজিশনেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন। ভুট্টো অবশ্য বেশি কিছু বলেননি, কেবল ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এসেছিলেন।

কিন্তু ভুট্টো বেশিদিন নীরব থাকতে পারেন নি। কাকতালীয়ভাবে এ.কিউ খানের হাতে চলে আসে গ্যাস সেন্ট্রিফিউজের ব-ু প্রিন্ট। এটা তিনি চুরি করেন তার পিএইচডি সুপার-ভাইসর মার্টিন জে বার্বাসের কাছ থেকে। মার্টিন ছিলেন একটি নেদারল্যান্ড বেজড সেন্ট্রিফিউজ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি ইউরেনকো'র উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। খানের পিএইচডি সুপারভাইজর হবার আগে তারা ছিলেন ক্লাসমেট এবং বন্ধু। ব-ু প্রিন্ট পেয়েই ঊনসত্তরের মে মাসে তিনি দেখা করেন ভুট্টোর সাথে। তাকে অনুরোধ করেন শীঘ্রই দেশে একটি নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম শুর" করার জন্য। এদিকে ভুট্টো ছিলেন তার নিজের যন্ত্রণায়। পুরো এক সপ্তাহ সিদ্ধান্ড়হীনতায় ভুগে অবশেষে তিনি জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ড় নেন।

একুশে মে এই তিনজন অত্যন্ড় গোপনীয় একটি মিটিঙে মিলিত হন। খানের চুরি করা ডিজাইন পুরোপুরি এক্যুরেট ছিল না। সেগুলোতে তিনি বেশ কিছু এ্যাডজাস্টমেন্ট আনেন। কিন্তু তিনি পুরোপুরি শিওর ছিলেন না এগুলো কাজ করবে কিনা। কিন্তু তারা একটি ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন যে আর বসে থাকা যায় না। তাছাড়া খান কিছু দিনের মধ্যেই ইউরেনকোতে জব পেয়ে যাবেন। তখন তিনি খুব সহজেই সম্পূর্ণ এক্যুরেট ডিজাইন এনে দিতে পারবেন। তো সকলেই একমত হলেন একটা পাইলট প্রোগ্রাম শুর" করার ব্যাপারে।

অভাবনীয় গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে মাত্র ছয় মাসে সত্তরের জানুয়ারির ভিতরেই পুরো ফ্যাসিলিটি চালু হয়ে গেল। কাজ শুর" করা হল মাত্র কয়েকশ সেন্ট্রিফিউজ দিয়ে। এমনিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ইউরেনিয়ামের জন্য কয়েক

BanglaBook.org

হাজার সেন্ট্রিফিউজ দরকার হত। কিন্তু এটা ছিল কেবলই পরীক্ষামূলক। খুব অল্প পরিমাণ ইউরেনিয়াম এনরিচ করা হচ্ছিল সেখানে। অবশ্যই তুলনামূলক বিপজ্জনক এবং ব্যয়বহুল ছিল তাদের এ পদ্ধতি, কিন্তু তারা কেয়ার করেননি।

প্রোগ্রামের টেকনিক্যাল দিক দেখার জন্য রিক্রুট করা হল ইকবাল মেহমুদ নামের একজন ব্রিলিয়ান্ট বিজ্ঞানীকে, যেহেতু খানকে ইউরোপে থাকতে হচ্ছিল, আর এই ইকবাল মেহমুদই হলেন মিটিংয়ের দ্বিতীয় সায়েন্টিস্ট।

ইকবাল কি বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। একিউ খান এলেন তাকে বাঁচাতে, "এখানে যে পরিমাণ ডিভাইস ব্যবহার করা হয়েছে তাতে তো ইউরেনিয়াম খুব সামান্যই পাওয়া যাচ্ছে," বললেন খান, "আর তাছাড়া প্রথম ছয় মাস তো গেছে খালি ডিভাইস অ্যাডজাস্ট করতে গিয়ে।"

"আচ্ছা ঠিক আছে," ইয়াহিয়া বললেন, "ইউরেনিয়াম কিনে দিলে পারবে তো বানাতে? নাকি সেখানেও সমস্যা আছে?"

ইকবাল আবারো একটু দ্বিধাগ্রস্ড় হল। এক নজর খানের দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যা...তা তো পারাই যাবে। যদি প্রয়োজনীয় জিনিস সব পাওয়া যায়।"

"না, কিন্তু আগে এটা তো বুঝে নেওয়া দরকার প্রেসিডেন্ট সাহেব আসলে কি করতে চাচ্ছেন বোম দিয়ে?" ভুট্টো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"আপনি যা করতে চান আমিও তাই চাই," ইয়ায়াহিয়া বললেন, "ইন্ডিয়াকে ঠেকাতে হবে।"

"হ্যা, কিন্তু হঠাৎ করে..."

"হঠাৎ করে আবার কি, আপনার কি মনে হয়? সার্চলাইটের পর কি হবে?" ইয়াহিয়া জিজ্ঞেস করলেন, "বাঙালিগুলো যদি এত সহজে সোজা না হয়ে উলটো বিদ্রোহ শুর" করে, আর ইন্ডিয়া যদি এদের সাহায্য করা শুর" করে তখন কি করবেন?"

"তখন আমাদেরও যুদ্ধে যেতে হবে," ভুট্টো কিছু বলার আগেই বললেন আর্মি চীফ অফ স্টাফ আব্দুল হামিদ খান।

"হ্যা আর সেই যুদ্ধের প্রস্তুতিই আমরা নিচ্ছি," ইয়াহিয়া বললেন, "ইন্ডিয়া যদি আসলেই একাজ করতে শুর" করে তাহলে দরকার পড়লে আমরা পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করব।"

র"মটা হঠাৎ করে একটু ঠা"া হয়ে গেল।

"সেরকম কিছু করলে যে একটা বিশ্বযুদ্ধ শুর" হয়ে যাবে সেটা নিশ্চয় আপনাকে বলে দেবার কিছু নেই," অন্য কাউকে কিছু বলতে না দেখে ভুট্টোকেই বলতে হল।

"বিশ্বযুদ্ধ শুর" হলে আপনার চিন্ড়া করতে হবে না ভুট্টো সাহেব," আশেপাশের অন্য জেনারেলদের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন যুদ্ধবাজ জেনারেল ইয়াহিয়া খান, "আমরা আছি আপনাকে বাঁচাতে।"

BanglaBook.org

সবাইকে মুচকি হাসতে দেখা গেল। ঘরে বসা তিন সিভিলিয়ান ছাড়া।

"ওই মহিলা আমাদের নাকের ডগা দিয়ে আমাদের দেশ ভেঙ্গে দেবে আর আমরা বসে বসে দেখব সেটা তো হবে না," বেলুচিস্ড়ানের কসাই টিক্কা খান বলে উঠলেন।

"এসব কথা তো আপনাকে বুঝিয়ে বলার কিছু নেই ভুট্টো সাহেব," ইয়াহিয়া খান বললেন, "আপনি তো ভালো করেই জানেন সব কিছু। এই ঘরের প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা সাচ্চা পাকিস্ড়ানি একশ বার জান দিয়ে দেবে ইস্ট আমাদের হাত থেকে চলে যাবার আগে, আর যুদ্ধ কোন ছার।"

"আমি বুঝতে পারছি উনি কি ভয় পাচ্ছেন," বললেন লেফটেনেন্ট জেনারেল এস জি এম পীরজাদা, প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, "রাজনৈতিক নেতা তো, উনি সাপোর্ট খুঁজছেন..."

"সাপোর্ট?" শব্দ হেসে উঠলেন ইয়াহিয়া, "কত সাপোর্ট লাগবে আপনার? আমেরিকা, চীন, পুরো ইসলামিক কমিউনিটি সব আমাদের দিকে। আর কি চান আপনি?"

"সেটা তো এখন," বললেন ভুট্টো, "কিন্তু বোমটা যখন ফেলবেন তার পরে কি হবে সেটা কি চিন্ড়া করে দেখেছেন?" ভুট্টোর খুব অস্বস্ড়ি হচ্ছে। এরা তো রীতিমত সিদ্ধান্ড় নিয়েই ফেলেছে। তিনি যে একেবারে এর বিরুদ্ধে সেটা নয়। ইন্ডিয়াকে শায়েস্ড়া করার ইচ্ছা তারও আছে। কিন্তু ইয়াহিয়ার ভাব দেখে তো মনে হচ্ছে সে আসলেই বোম ফেলে দেবে।

ইয়াহিয়া খান মনে হয় বুঝতে পারলেন ভুট্টোর মনোভাব, "আরে ফেলতেই হবে একথা কে বলছে? আমাদের কাছে বোম আছে একথা শুনলেই তো কাজ হয়ে যাবে..." চোখ টিপ দিয়ে বললেন ইয়াহিয়া।

"আর যদি কাজ না হয়?" ভুট্টো জিজ্ঞাসা করলেন।

"যদি কাজ না হয় তাহলে যাতে কাজ হয় তাই করতে হবে," ইয়াহিয়ার মুখ থেকে হাসি মুছে গেল, "যদি তারা আমাদের সাথে সাথে যুদ্ধ করতে আসে তাহলে বোম্বে বোম খাবে আর যদি তারা ভাবে যে ইস্টের মাধ্যমে আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে তাহলে ঢাকা.."

"এক্সকিউজ মি," ভুট্টো বিশ্বাস করতে পারলেন না তিনি কি শুনলেন, "আপনি নিজের দেশের উপর বোম ফেলবেন?"

"নিজের দেশ? ওই শুয়োরের বাচ্চাগুলো বোঝে সেটা? ওরা ভারতের দালালী করবে আর তার ফল ভোগ করবে না সেটা কি করে হয়। ওহ ভালো কথা, ঢাকায় বোম ফেললে তো আসলে আরও ভালো। আপনার বিশ্বযুদ্ধের ভয় না? ঢাকায় একটা বোম ফেললে আর কেউ আসছে না আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে। নিয়াজীকে বে-ম দিয়ে একটু ইউএন'র বকাঝকা শুনলেই কাজ শেষ। আর তাছাড়া আপনার তো সার্চলাইটে কোন আপত্তি নেই। সেখানে কি হবে আপনার মনে হয়? ঐ এক রাতেই কম করে হলেও পঁচিশ ত্রিশ হাজার লোক

মরবে। ঐ টিক্কাকে দেখেছেন?" হেসে টিক্কা খানের দিকে ইশারা করলেন ইয়াহিয়া, "সে সব সাফ করে দেবে। আর আপনি কি মনে করেন সব ওই এক রাতেই শেষ হয়ে যাবে? মোটেই না। বাঙালিগুলো জাত শয়তান। এত সহজে ঠান্ডা হবে না। এরপর আর কত মরবে ঠিক নেই। আর বোম ফেললে এক বোমেই সব ঠান্ডা।"

এক মুহূর্ত থেমে একটু নরম গলায় বললেন ইয়াহিয়া, "তাছাড়া যদি একটু কম জনবহুল এলাকায় ছোট বোম ফেলা যায় ক্যাজুয়ালটি অনেক কম রাখা সম্ভব, নাকি?"

সবার দিকে তাকালেন তিনি। নডগুলো দেখে ভালো লাগল।

ভুট্টো আর কি বলবেন বুঝতে পারলেন না। এখানে তার আর বলার কিছু নেই। আর তিনি চাইলেও এখান থেকে বেরুতে পারবেন না। ব্যাপারটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে এটা ঠিক, কিন্তু কম কমও করব আবার যা চাই সব পেয়েও যাব তাতো হয় না।

"শোনেন ভুট্টো সাহেব," প্রথমবারের মত কথা বললেন আকবর খান, "আমি বুঝতে পারছি আপনি কি বলতে চাচ্ছেন। আর সেটা মোটেই অমূলক নয়। এত কিছুর চিন্তা করার কিন্তু আসলে দরকার নেই। একটু ইন্ডিয়ানদের মত চিন্তা করুন। ওরা যখন জানবে আমাদের কাছে বোম আছে, তখন কিন্তু ওরা থিওরি বানাতে শুরু করবে আমরা কি করে ওদের উপর বোম ফেলতে পারি। বানাতে বানাতে একটা জায়গায় এসে ঠেকবে যখন কেউ না কেউ বলবে আমরা চাইলে মুক্তি বা নকশাল বিদ্রোহীদের কাছে ইজিলি একটা বোম ধরিয়ে দিতে পারি। আর সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সহজে সব রকম দায়ও এড়িয়ে যেতে পারি। বিশ্বাস করুন এতেই কাজ হয়ে যাবে।"

"ইস্ট হারানো খুবই অপমানের হবে, স্যার," একিউ খান বললেন ভুট্টোর দিকে তাকিয়ে, "কিছু কিছু সময় আছে যখন আমাদের ফলাফলের কথা চিন্তা না করে যেটা করার সেটাই করে ফেলতে হয়।"

"হুম," বন্ধুর কথায় সায় দিলেন ভুট্টো।

"ভেরী গুড," ইয়াহিয়া হাসলেন, "তাহলে যা বলছিলাম। পনেরটা হাইড্রোজেন বোম লাগবে আমার.."

"হাইড্রোজেন বোম?" বিস্ময়ে মুখ দিয়ে একটু জোরেই কথাটা বেরিয়ে গেল ইকবালের।

"না, না," আকবর খান বললেন, "মি. প্রেসিডেন্ট, নিউক্লিয়ার বোম। হাইড্রোজেন বোম বানাতে প-ুটোনিয়ামও লাগে। আমি শুধু ইউরেনিয়াম আনতে পারব। প-ুটোনিয়াম আনা সম্ভব হবে না। আর তাছাড়া হাইড্রোজন বোম তো ভয়ংকর শক্তিশালী। ঢাকায় ফেললে পুরো দেশই ছাই হয়ে যাবে। তখন শাসন করবেন কি?"

BanglaBook.org

সবাই হেসে উঠল।

"হ্যা, আমি দেখেছিলাম আমেরিকানদের প্রথম বোমের ভিডিওটা। বাপ রে বাপ...সেকি মায়াবী রঙ। যাইহোক তাহলে ওই নিউক্লিয়ার বোমই। কতটুক ইউরেনিয়াম লাগবে পনেরটার জন্য?"

"আটশ কেজির মত, কিন্তু খুব হাইলি এনরিচড," একিউ খান একটু হিসাব করে বললেন। আমেরিকা জাপানে যে বোম ফেলেছিল তাতে ইউরেনিয়াম ছিল ৬৪ কেজি। তবে এখন ৫০/৫২ কেজিতেই বোম বানানো যায়। তবে হাইলি এনরিচড।

"কিন্তু এগুলো পাওয়া যাবে কোথায়?" ইকবাল মেহমুদ অবাক হয়ে জানতে চাইলেন। ব-্যাক মার্কেটে এনরিচড ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় তা তিনি জানেন। কিন্তু এত পরিমাণে...

"সে চিন্ড়া আকবর সাহেব করবেন, তুমি তোমার ল্যাব রেডি করো আর কি কি লাগবে তার লিস্ট করো," বলে সবার দিকে তাকালেন ইয়াহিয়া, "আর এই অপারেশনের গোপনীয়তা সম্পর্কে তো বলে দেবার কিছু নেই। ফোনে কোনো কথা হবে না। আর আপনাদের কারো আপাতত খুব বেশি কিছু করতেও হবে না, যা করার আকবর সাহেব করবেন। তবে সবাই মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন। এক নতুন পরাক্রমশালী পাকিস্তানের সৃষ্টি হতে যাচ্ছে আমাদের হাতে।"

সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল।

"কি ডাকা হবে এই অপারেশনটাকে?" জানতে চাইলেন টিক্কা খান।

"অপারেশন বুদ্ধা," ইয়াহিয়া খান বললেন।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ২২

মন্টেলুপিক প্রিজন, ক্র্যাকো, পোল্যান্ড
১৮ জানুয়ারি, ১৯৪৪

ম্যানুয়েল ফিলিপ যতটা পারে নিজের সেল থেকে কম বের হয়। এখানে যখন প্রথম প্রথম এসেছিল কম লোক পেটায় নি। তাও ভাগ্য ভালো বি ইউনিটে রাখে নি। সেখানে ও যা যা করেছে...ব্যাপারটা কি অদ্ভুত, ভাবল সে। একটা মানুষের মনের ভিতরে কত ধরনের পশু লুকিয়ে থাকে। যে মানুষটাকে কোনো এক রাতে কোনো পার্টিতে দেখে হয়তো কত বড় ভদ্রলোক মনে হয়েছে, আসলেও সে ভদ্রলোকই, অথচ সেই লোকই যখন আরেকটা মানুষকে নিয়ে যা খুশি তাই করার পার্মিসন পেয়ে যায় তখন সে কি না করতে পারে!

বেশি বের না হতে চাইলেও ফিলিপকে কয়েকদিন নিয়মিত সেল থেকে বের হতে হচ্ছিল, আর বের হয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে নয়, উন্মুক্ত ভাবেই ঘুরতে হচ্ছিল যাতে আমেরিকানরা তাকে দেখতে পারে। তার কাছে খবর চলে এসেছিল যে উদ্ধারকারী দল ইতোমধ্যেই ঢুকে পড়েছে জেলখানার ভিতরে।

এমনিতে ওকে কেউ ঘাটায় না। জার্মান সেনারাও ওর সাথে খুবই সুমধুর আচরণ করে। এর আসল কারণ হল সৈন্যরা আগেও অনেক হাই অফিসিয়াল জার্মান অফিসারদের কয়েকদিন জেল খেটে অনেক অবিশ্বাস্য পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও আবার নিজেদের পজিশনে পুনর্বহাল হতে দেখেছে, আর জেলে যারা এদের সাথে খারাপ আচরণ করেছে তাদের অবস্থা আর না বললেও চলে। তাছাড়া ঘাটানোর জন্য তো লোকের অভাব নেই, কেন শুধু শুধু একজন সাবেক এসএস অফিসারের পিছনে লাগতে হবে!

সেদিনও চুপচাপ বসে ছিল ওর সেল যে বিল্ডিঙে তার নিচতলায়। গত কয়দিন ধরে সে একেবারে নিয়ম করে দুঘণ্টা এখানে বসে থাকে। জায়গাটা একটু নিরিবিলি। নিরিবিলি বলে তো আর এখানে কিছু নেই, আসলে এদিকটায় লোকজন একটু কম ঢুকতে দেওয়া হয়। ফিলিপ বাদে অন্য কেউ এখানে বসলে হয়তো তাকে আগেই উঠিয়ে দেওয়া হত। ওর ডান পাশে দুজন জার্মান সেনা দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। ওদের পিছনে একটা মোড় ঘুরলেই লন্ড্রি রুম। যার দরজার সামনে আরো দুজন পাহারা দিচ্ছে। কয়েদীদের কাপড় চোপড় ধোবার বালাই না থাকলেও সৈন্যদের ইউনিফর্ম নিয়মিত ধোয়া হয়।

জেলখানা আর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। ক্যাম্পগুলোও একধরনের বড় সাইজের জেলখানাই, কিন্তু সেখানে কয়েদিদের

BanglaBook.org

গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে মেরে ফেলার আগে তাদের দিয়ে কাজ করানো হয়। সেটা হতে পারে কন্সট্রাকশনের কাজ, মাইনিঙের কাজ কিংবা প্রোডাকশনের কাজ। অনেক জেলখানাতেই এধরনের কিছু কাজের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এখানে সেরকম কিছু নেই। এখানে কিছু লোক এমনিতে জেলখানার ভিতরের কিচেনের কাজ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজ, বাগানে মাটি খোঁড়ার কাজ, বা মৃতদেহ কবর দেবার কাজ এসব কাজ করে থাকে। এর সাথে নতুন আবার যোগ হয়েছে জেলখানা কিছুটা বাড়ানোর জন্য কন্সট্রাকশনের কাজ। এর বাইরে লোকজন এমনিতে ঘোরাঘুরিই করে বেড়ায়। তার উপর প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই গাড়ি ভরে ভরে নতুন লোক আসছে, আবার গাড়ি ভরে এখান থেকে লোক পাঠানো হচ্ছে কুখ্যাত আশটউইচ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। কাজ কাম তেমন না থাকলেও যায়গাটা আসলে সবসময়ই খুবই ব্যস্ড় থাকে।

কয়েদিদের খাবারের ব্যবস্থা হল সকালে এক মগ কফির সাথে এক স-াইস র"টি, দুপুরে আর সন্ধ্যায় স্যুপ আর রাতে র"টি খেতে দেয়া হয়। সপ্তাহে একদিন, সাধারণত শনিবার গোসল করার সুযোগ দেওয়া হয়, তাও দেখা যায় প্রায় একশ লোকের জন্য শাওয়ার একটা, টয়লেটও দেখা যায় পঞ্চাশ জনের জন্য একটা করে। প্রত্যেক মাসের একদিন ট্রাক ভরে বাজার আসে। কয়েদি, সৈন্য সবার জন্যই। সেদিন একটু ব্যস্ড়তা বেশি থাকে। আজকে সেই দিন।

প্রতিদিন পুরো জেলের মধ্যে এত লোক আসা যাওয়া করে আর শিফট এবং ডিউটি চেঞ্জ হয় যে কেউ কাউকে ভালো মত চেনেও না। এভাবে চেঞ্জ করার কারণও আছে। প্রায়ই দেখা যায় অনেক সৈন্যেরা এক জায়গায় অনেকদিন ধরে ডিউটি করতে করতে সেখানকার অনেক কয়েদিদের সাথে একটা সখ্যতার মত গড়ে ওঠে তাদের। অনেকবার দেখা গেছে সৈন্যদের বিভিন্ন কয়েদিকে ছোটখাটো সাহায্য করতে। জার্মান অফিসারদের কথা হল তুমি পার্মিশন ছাড়া একজন কেন দশজন কয়েদি পিটিয়ে মেরে ফেলো কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু তুমি শত্র"র সাথে সহমর্মীতা দেখাবে সেটা সহ্য করা হবে না। এখন এই শত্র"র কাতারে কারা কারা যে আসলে আছে এটা অনেক জার্মান সেনাই আজ পর্যন্ড় বুঝতে পারেনি।

সব জায়গার শিফট ঘন ঘন পালটানো হলেও লন্ড্রির ডিউটিতে যারা থাকে তাদের সহজে বদলানো হয় না। এর কারণ হল কোনো কয়েদি যদি কোনোভাবে একটা জার্মান ইউনিফর্ম পেয়ে বসে তাহলে তাকে আটকানো বলতে গেলে অসম্ভব হয়ে যাবে। সে যে মিসিং এটা রাতের আগে বোঝা যাবে না। রোল কল করা হয় সকালে আর রাতের বেলা। এজন্য লন্ড্রি এলাকায় কাউকে ঢুকতে দেয়া হয়না।

তারমানে এই নয় যে কোনো কয়েদিই সেখানে ঢুকতে পারে না। দুজন পারে। যারা সৈন্যদের কাপড় ধোয়। তবে তাদের উপর কড়া নজর রাখা হয়।

BanglaBook.org

স্ট্যানের ভাই এখানে এক বছর থেকে জায়গাটায় তার বেশ একটা কর্তৃত্ব স্থাপন করে ফেলেছিল। সেজন্য স্যাম আর স্ট্যান এখানে ঢোকার তিন দিনের মধ্যেই যে লোক দুজন লন্ড্রিতে কাজ করে তাদের কিছু বাড়তি সুবিধা (সবার আগে শাওয়ার, সবচেয়ে বেশি সময় নিয়ে, সেটাও অবশ্য পাঁচ মিনিট) দিয়ে কয়েক সপ্তাহের জন্য লন্ড্রির কাজটা ওদের দুজনকে দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। লন্ড্রির কাজটা সবাই একটু পছন্দ করে এই কারণে যে এখানে অর্ধেক দিন ধরে গাধার মত কাপড় ধুতে হলেও মার টার তেমন খেতে হয় না বললেই চলে।

যাই হোক ফিলিপ যখন দার্শনিকের মত নিজের কৃতকর্ম এবং মানুষের পশুবৃত্তির কথা চিন্ড়া করছিল, হঠাৎ করেই লন্ড্রি রুমের ভিতর থেকে জার্মান ভাষায় গালি গালাজের শব্দ শুনতে পেল। সাথে কাশির শব্দ।

"ঐ তোমরা দুজন, একটু এদিকে এসো তো। আর সাথে দুজন কয়েদী নিয়ে আসো, তাড়াতাড়ি," মুখে হাত রেখে কাশতে কাশতে লন্ড্রির মোড়টা পাহারা দিতে থাকা দুজনকে ডেকে নিয়ে যেতে লাগল একজন জার্মান সেনা। অন্য দুজন অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, জার্মান ভাষায় দুবার জিজ্ঞেসও করল কি হয়েছে, কিন্তু কাশতে থাকা সেনাটা বিরক্ত হয়ে তাড়াতাড়ি আরো দুজন লোক নিয়ে আসার ইশারা করে আবার লন্ড্রির দিকে পা বাড়ালো। জার্মান সেনা দুজন কিছু বলার আগেই পাশেই ঘুর ঘুর করতে থাকা জেমস স্ট্যানফোর্ড ডান হাত দিয়ে ফিলিপকে একটা খোঁচা দিয়ে লন্ড্রির দিকে পা বাড়ালো।

রুমে ঢোকার আগে জেমস ফিলিপকে আরেকটা খোঁচা দিয়ে তৈরি থাকার ইঙ্গিত করল। ফিলিপ সাথে সাথে বুঝে গেল কি হতে যাচ্ছে।

রুমের কাছে আসতেই কেমন একটা গন্ধ এসে লাগল ওদের নাকে। ফিলিপের বুঝতে দেরি হল না কি জিনিস। একটা বিশেষ পাউডার সেটাকে আগুন গরম পানির সাথে মেশানোর সাথে সাথে বিষাক্ত ধোয়া উৎপন্ন করে এবং যার নাকে একবার ভালো মত ঢোকে সে একেবারে মুহূর্তের মধ্যে প্যারালাইজড হয়ে যায় এবং পাউডারে টক্সিক ক্যামিক্যালের পরিমাণ বাড়ানো থাকলে এক মিনিটেরও কম সময়ে খিচুনি তুলে মরেও যেতে পারে। এই গ্যাসগুলোকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নিষিদ্ধ বায়োলজিক্যাল ওয়েপনের আওতায় এনে এগুলোর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে যেই বিশাল ডেকচিতে পাউডারটা ঢালা হয়েছিল সেটার ঢাকনা বন্ধ করে রাখা হয়েছে, তবে রুমের ভেতরটায় এখনো একটা গন্ধ রয়ে গেছে।

জেলে ঢোকার আগেই স্ট্যান এবং স্যাম ওদের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় চামড়া কেটে ছোট ছোট প্যাকেটে করে এমন অনেক ধরনের টক্সিক নিজেদের সাথে রেখেছে। আজকে লন্ড্রিতে ঢোকার পর স্ট্যান নখ দিয়ে খুঁচে ওর কনুইয়ের পাশ থেকে একটা পুরনো ক্ষতর পিছন থেকে একটা প্যাকেট বের

BanglaBook.org

করেছে। ওদেরকে ভিতরে ঢোকানোর আগে চেক করে ঢোকানো হয় সেজন্য আগে বের করলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল।

গরম পানিতে গুড়ো সাবান দেবার যায়গায় সামান্য হলুদ পাউডার দেবার সাথে সাথে সেটা সেখানে মিশে গিয়ে পুরো ঘর ধোঁয়ায় ভরে দেয়। দরজার সামনে দাঁড়ানো জার্মান সৈন্য দুজন কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিছনে থেকে দুজোড়া শক্ত হাত ওদের ধরে ফেলে। স্ট্যান এবং স্যাম দুজনের মুখের কাপড় বাঁধা ছিল, আর তার উপর তারা নিঃশ্বাসও বন্ধ করে রেখেছিল, আর ধোঁয়া যাতে বেশি দূর না যায় সেজন্য মাত্র তিন সেকেন্ড ধোঁয়া বের হতে দেবার পর পরই, অর্থাৎ ঐ দুই সেনার কাছ পর্যন্ড় পৌঁছানোর সাথে সাথেই ঢাকনা বন্ধ করে দেয় ওরা। কাশতে শুর" করা সৈন্যদেরকে পিছন থেকে ধরেই ঘাড় মটকে দেয় ওরা। তারপর ড্রেস পালটে বাইরে গিয়ে ডাক দেয় অন্য সেনাদের।

মৃতদেহ দুটো ওরা টেনে লন্ড্রির পিছন দিকে রেখে দিয়েছিল বলে সেনাসদস্য দুজন ঢুকে সেগুলো দেখতে পায় নি। তবে একটা কড়া গন্ধে ওদেরও নাক সিটকে এসেছিল। কিসের গন্ধ জিজ্ঞেস করতে পারার আগেই স্ট্যান এবং স্যাম ওদের দিকে ফিরে গলার একেবারে স্পেসিফিক একটা জায়গায় আঘাত করে বসে সৈন্য দুজন কিছু বুঝে ওঠার আগেই। নিঃশ্বাস নিতে না পেরে দুজনই এক সাথে গলা দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ বের করতে শুর" করলে পিছনে দাঁড়ানো সাবেক এসএস অফিসার এবং মেরিন ক্যাপ্টেন ওদের দুজনের ঘাড় মটতে দেয় মুহূর্তেই।

মৃত চারজনকে র"মে আটকে ওরা চারজন সম্পূর্ণ জার্মান ইউনিফর্মে সেখান থেকে বেরিয়ে এলো। এরপর চারজন কোনো রকম কোনো দিকে না তাকিয়ে জেলখানার মাঝখানের একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে শুর" করে জার্মান ভাষায় গালি গালাজ করতে, এবং সেখান থেকে র‍্যান্ডম লোকজন নিয়ে ওঠানো শুর" পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা খালি জিপে, ঠিক র‍্যান্ডমও নয়, ইউনিট বি-এর লোক, ইহুদিদের। এদের হাতে আলাদা ট্যাটু এঁকে নাম্বার দেওয়া রয়েছে, যাতে মানবসমাজ থেকে এদের পার্থক্য করতে কোনো কষ্ট না হয়। দুজন কয়েদি ওই জিপটা পরিষ্কার করছিল। তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেন স্ট্যানফোর্ড উঠে বসল প্যাসেঞ্জার সিটে। তার জার্মান জানা ছিল না এবং তার মুখ অনেক কয়েদিরাই চেনে আর তাছাড়া যেহেতু গাড়ির চাবি ছিল না তো গাড়ি হট ওয়্যারও করতে হত। তো সে গাড়িতে উঠে মনে মনে দোয়া করতে লাগল যার গাড়ি সে যেন চলে না আসে। সে আসবে না, কারণ গাড়িটা একটু আগেই এখানে এসেছে পাঁচজন কয়েদি নিয়ে। এখন সকাল আটটা, যারা ওদের ধরে এনেছে নির্ঘাত তারা রাতের বেলা বাইরে ডিউটি করেছে। এখন তারা ওই কয়েদিদের রেজিস্টার করিয়ে কোয়ার্টারে যাবে। গত কয়েকদিন ধরে প্যাটার্ন দেখেই গাড়ি নির্বাচন করা হয়েছে। পিছনে দাঁড়িয়ে অন্য তিনজন

BanglaBook.org

দ্রুত ছয় জন হতবিহ্বল লোককে জিপে তুলে নিয়ে নিজেরা জিপে উঠল।

এটা এখানে খুব স্বাভাবিক একটা দৃশ্য, প্রায় সবসময়ই কোনো না কোনো গাড়ি এসে এখান থেকে ইহুদিদের উঠিয়ে নিয়ে যায়। স্যাম গিয়ে বসল ড্রাইভিং সিটে, পিছনে কয়েদিদের দিকে অস্ত্র তাক করে দাঁড়িয়ে রইল স্ট্যান এবং ফিলিপ।

গেটের সামনে এসে গাড়ি সে-া করে জানালা দিয়ে মৃত সেনাদের একজনের আইডি বের করে দিল স্যাম। গেটের গার্ড তেমন বেশি গা করল না। সে দরজা খুলেই রেখেছিল।

সমস্যা বাধল যখন গাড়িটা গেট থেকে বের হচ্ছে তখন। তীব্র শব্দে জেলখানার অ্যালার্ম বেজে উঠল। কিন্তু অ্যালার্ম ছাপিয়ে আরেকজনের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল যে দৌড়াতে দৌড়াতে নিচে নামছিল।

কর্নেল আর্নষ্ট হ্যানিং, জেলার। তার অফিস ছিল লন্ড্রির উপরেই। একটু দেরি হলেও হালকা গন্ধটা সে ঠিকই পেয়ে যায় এবং চিনেও ফেলে। সাথে সাথেই অ্যালার্ম সাউন্ড অফ করে দেয় সে, আর নিজেও নিচের দিকে দৌড় দেয়।

অ্যালার্ম শুনেই এক্সেলেটর চেপে ধরল স্যাম। কিন্তু একেবারে সাথে সাথেই চারিধার থেকে জিপ লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া শুরু হয়।

স্যাম গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতেই দেখল জেমসের গায়ে গুলি লাগতে।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ২৩

৩১ অক্টোবর, ১৯৭১
একটি সেফ হাউজ, ওয়াশিংটন ডিসি'র কোনো এক জায়গায়

ঘরটায় একটা গোল টেবিল আর সাথে পাঁচটা চেয়ার ছাড়া আর কোনো ফার্নিচার নেই। দরজা কেবল একটা আর কোনো জানালাও নেই। টেবিলের মাঝামাঝি সিলিং থেকে একটা লো পাওয়ারের বাল্ব ঝুলছে। টেবিলের চারিদিকে গোল হয়ে বসে আছেন পাঁচজন অত্যন্ড় ক্ষমতাবান লোক।

পাঁচজনের এই ছোট্ট গ্র"পটা নিজেদেরকে ডাকে *ইনকগনিটাস* নামে। এটা একটা গ্রীক শব্দ যার অর্থ করলে দাঁড়ায়, যারা নিজেদের পরিচয় গোপন রাখে। এই ঘরের পাঁচজন এবং বাইরের আরেকজন, ছাড়া এই পৃথিবীর অন্য কোনো জীবিত প্রাণীর এই গ্র"পের অস্ড়িত্ব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই আমেরিকা আভ্যন্ড়রীণ কিছু সমস্যায় ভুগছিল, আর কিছু কিছু লোক এসব সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে সমস্যা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছিল। পঞ্চাশের দশকে জো ম্যাকার্থির মত কিছু লোকজন ওই সমস্যাগুলোর সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতা চরম সীমায় নিয়ে যায়। ইনকগনিটাস এসব লোকেদের সাথে একেবারে ভিন্ন পন্থায় ডিল করে। পর্দার আড়ালে থেকে নিজেদের অস্ড়িত্বর সামান্যতম ধারণা না দিয়ে তারা অত্যন্ড় সুচার"ভাবে এসব 'সমস্যা' সৃষ্টিকারী লোকদের নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

তারা পাঁচজন ছাড়া বাইরে যে ষষ্ঠ লোকটির কথা একটু আগে উলে-খ করা হল তাকে গ্র"পের ফিল্ড অপারেটিভ বলা যেতে পারে। সে সরাসরি গ্র"পের কোনো ডিসিশন মেকিং প্রসেসে অংশগ্রহণ করেনা। তাকে এই পাঁচজনের পক্ষ থেকে যে নির্দেশ দেয়া হয় সে সেটা পালন করে। এছাড়াও এই পাঁচজনের মধ্যে একজন কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করেন যিনি ডিরেক্টলী ওই ষষ্ঠ জনকে হ্যান্ডেল করেন।

বর্তমানে গ্র"পের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করছেন এরিক রে'বার্ণ। আর সিআইএ অফিসার এ্যারন বার্টন হল তাদের ফিল্ড এজেন্ট যে সমস্ড় ফিল্ড অপারেশন পরিচালনা করে। এ্যারন সিআইএ'র ভিতরে এবং বাইরে কেবলমাত্র রে'বার্ণের আন্ডারেই কাজ করে।

অন্য চারজনের একজন থ্রি স্টার জেনারেল, একজন সাবেক ডেপুটি সেক্রেটারি অফ স্টেট, যিনি চাইলেই সেক্রেটারি হতে পারতেন, কিন্তু তিনি মনে করেন স্পট লাইট থেকে সরে থাকার জন্য আর বাইরের দুনিয়ার সাথে

আরো ভালোভাবে সম্পৃক্ততার জন্য এই পোষ্টটাই বেটার। অন্য দুজনের একজন সাবেক ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার এবং শেষের জন একজন স্বনামধন্য সাংবাদিক এবং বড় একটি নিউজ পেপার কোম্পানির মালিক।

এরিক রে'বার্ণ নিজের চিন্ড্রগুলো গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। আজকের মিটিংটা হচ্ছে অনেকদিন পরে। ইয়াহিয়া খান দুই বছর ধরে অনেক রঙ ঢং করে অবশেষে নিজের আসল চেহারা দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সমস্যা আসলটা করছে নিক্সন। সে কোনোভাবেই ইয়াহিয়াকে থামাতে রাজি নয়। গত কয় মাস ধরে এভাবেই চলছিল। তাদের পাওয়া খবর অনুসারে বাঙালিরা বাংলাদেশে পাকিস্ড়ানি সেনাদের ঘুম হারাম করে দিচ্ছে। এদিকে ইন্ডিয়াও যেকোনো সময় ফুল স্কেল যুদ্ধে যেতে বলে ধারণা করা হচ্ছিল। তারা যেভাবে চেয়েছিলেন একেবারে ঠিক সেভাবে না হলেও তারা যা চাচ্ছিলেন তেমনটাই হচ্ছিল। এজন্য ইনকগনিটাসের কোনো রকম ইন্টারফেয়ার করার কোনো প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু এ্যারন চায়না থেকে যে খবর নিয়ে এসেছে তাতে যা মনে হচ্ছে এখন পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ না নিলে একেবারে কেয়ামত নেমে আসবে। সেজন্যই আজকের এই মিটিং ডাকা হয়েছে।

"আপনার চেহারা দেখে তো ভালো কিছু মনে হচ্ছে না," সামান্য হেসে বললেন সাবেক ডেপুটি সেক্রেটারি, তিনি রে'বার্ণের ঠিক মুখোমুখি বসে ছিলেন।

"ভালো লাগার কথাও নয়," রে'বার্ণ হেসে বললেন। তিনি টানা চৌষট্টি ঘণ্টা কাজ করেছেন।

রে'বার্ণ ঠিক কি ভাবে শুর" করবেন চিন্ড়া করে নিলেন।

সরাসরি আসল কথায় চলে আসলেন তিনি, "আমরা ভারত এবং পাকিস্ড়ানে আমাদের যত অ্যাসেট আছে সবাইকে একটিভেট করে দেই অনেক আগেই। এদের ভিতর একজন আছে আই.এস.আই-ক্যাডে। কোভার্ট অ্যাকশন ডিভিশন। সিআইএ-আই.এস.আই'র একটা জয়েন্ট অপারেশনের সময় এ্যারন নিজে তাকে রিক্রুট করে। যেটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হল, এখন আমি যা আপনাদের জানাব সেটা সিআইএ বা গভর্নমেন্টের কেউ এখনো জানে না।"

রে'বার্ণ থেমে সবার দিকে একবার তাকিয়ে আবার বলতে শুর" করলেন, "যুদ্ধ শুর"র পর তার সাথে প্রথম যোগাযোগ করা হয় গত মে মাসে। এরপর গত সপ্তাহে এজেন্ট বার্টন আরেকবার পাকিস্ড়ানে গিয়ে তার সাথে দেখা করে। মেইনলি ইস্ট পাকিস্ড়ানে চলমান ক্রাইসিস রিলেটেড আই.এস.আই'র অ্যাক্টিভিটি এবং পলিসি নিয়েই বেশি কথা হয়। কিন্তু আরেকটি বিষয় সেখানে উঠে আসে। কর্নেল সালমান আব্বাসী, আই.এস.আই'র সিনিয়র একজন স্ট্র্যাটেজিষ্ট এবং ইস্ট পাকিস্ড়ান স্পেশালিস্ট, আই.এস.আই'র ভিতরেই একটি কোভার্ট অপারেশন চালাচ্ছে যেটা সম্পর্কে আপাতদৃষ্টিতে কেউ জানেনা,

BanglaBook.org

এমনকি আমাদের অ্যাসেট নিজেও পুরোটা জানে না। সে যা জানাতে পেরেছিল তা হল সালমান আব্বাসীর নির্দেশে একজন পাকিস্ড়ানি আর্মস ডিলারকে এরেস্ট করা হয়। কিন্তু এরেস্টের সময় যে কারণ দেখানো হয় সেটা পুরোপুরি মিথ্যা। আর যে চারজন ক্যাড এজেন্ট তাকে এরেস্ট করে তাদের একজন অ্যাকশনে মারা যায় এবং সে আবার ডিরেক্টর আকবর খানের রিলেটিভ ছিল। সবচেয়ে বড় কথা হল এত কিছুর পরও সেই ডিলারকে কিছু না করেই ছেড়ে দেয়া হয়। তো আমাদের অ্যাসেট নিজে থেকেই ব্যাপারটা তদন্ড় করে দেখার চেষ্টা করে। এজন্য সে ওই ডিলারের ডেপুটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তার কাছ থেকে জানা যায় আই.এস.আই আসলে ওই ডিলারের এক কন্টাকের ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড। সেই লোকের নাম হল প্রতাপ। আর্মস পিম্প এই প্রতাপের সারা এশিয়া জুড়ে খুবই শক্তিশালী একটা নেটওয়ার্ক আছে আর সে যে কোনো ধরনের অস্ত্রই সাপ-াই দিতে পারে। তো সেই ডেপুটি, ক্যাডের এজেন্টকে জানায় যে প্রতাপ কয়েকদিন আগে পাকিস্ড়ান এসেছিল আর তার পরপরই সে চায়নাতে চলে গেছে।"

রে'বার্ণ একটানা কথা বলে থামলেন।

"তো, চায়নাতে সে কি করতে গেছে এটা খোঁজার জন্য আমি এজেন্ট বার্টনকে চায়না পাঠাই। সেখানে সে প্রতাপের কন্টাকে খুঁজে বের করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তার কাছ থেকে জানা যায় চার মাস আগে প্রতাপ চায়নিজ ব-্যাক মার্কেট থেকে ১২০ কেজি ইউরেনিয়াম নিয়ে পাকিস্ড়ান গেছে।"

"হায় ঈশ্বর," বিড়বিড় করে বললেন সাংবাদিক।

"আই.এস.আই'র জন্য?" অনেকটা চিৎকার করেই বলে উঠলেন জেনারেল।

নড করলেন রে'বার্ণ। "সে নাকি ৮০০ কেজি কিনতে চেয়েছিল। কিন্তু সে পরিমাণ পাওয়া যায় নি। তাকে বলা হয়েছে কয়েক মাস পরে যোগাযোগ করতে। সেই লোক এ্যারনকে জানিয়েছে বাকিটার মধ্যে ৩০০ কেজি নাকি ইতোমধ্যে জোগাড় হয়ে গেছে এবং যেকোনো দিনই সেই প্রতাপকে চায়নাতে ডেকে পাঠাতো ওরা।"

"পাকিস্ড়ানের নিউক্লিয়ার বোম বানানোর ক্ষমতা আছে?" জিজ্ঞাসা করলেন সাংবাদিক।

"ইউরেনিয়াম পেলে সে কেউ বানাতে পারবে," জেনারেল বললেন, "ওয়্যার হেড টেকনোলজি মনে হয় নেই। তবে পে-ন থেকে তো ফেলতেই পারবে। সেই চায়নিজ সোর্সকে কি করা হয়েছে?"

রে'বার্ণ বললেন, "সে এখন আমাদের কন্ট্রোলে আছে।"

সবাই নড করলেন।

"আচ্ছা এভাবে ইউরেনিয়াম ব-্যাক মার্কেটে বিক্রি করছে কারা? তাও এত পরিমাণে?" সাংবাদিক জানতে চাইলেন।

BanglaBook.org

"আসলে এটা মোটেও স্বাভাবিক নয়। আমরাও কখনো জানতে পারিনি কোনো গ্রুপ এত পরিমাণ ইউরেনিয়াম সাপ-াই দিতে পারছে। এর অর্থ একটাই দাঁড়ায় কেউ গোপনে ইউরেনিয়াম এনরিচ করছে, কারণ শুধু চুরি করে এত পরিমাণ সাপ-াই দেওয়া সম্ভব না। ধারণা একটা যা করা গেছে তা হল, নাইজেরিয়া থেকে এক গ্রুপ গোপনে খনি থেকে ইউরেনিয়াম তুলছে, আর অন্য একটা গ্রুপ খুব গোপনে একটা ল্যাব বানিয়ে সেখানে ইউরেনিয়াম এনরিচ করা শুরু করেছে। বিষয়টা এখনো পুরোপুরি শিওর নয়। যাই হোক, আপাতত সেদিকে হাত দেওয়া যাচ্ছে না। আগে এদিকটা সামলে নিতে হবে," রে'বার্ণ বললেন।

"না জানি, আর কে কে বাসার বেসমেন্টে বসে বোম বানাচ্ছে। তো এখন প্রশ্ন হল নিক্সনকে জানানো হবে কিনা," জেনারেল বললেন।

"হ্যাঁ সেটা নিয়েই সবার মতামতটা জানার দরকার আগে," রে'বার্ণ বললেন, "আমি ব্যক্তিগতভাবে জানানোর পক্ষপাতি নই।"

"কিন্তু কেন? নিক্সনকে জানালে আমার তো মনে হয় সে-ই একমাত্র ইয়াহিয়াকে এই পাগলামী থেকে সরিয়ে আনতে পারে," সাংবাদিক একটু অবাক হয়ে বললেও তার কণ্ঠে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস ছিল না। হ্যাঁ এটা সত্যি যে সারা পৃথিবীতে এক নিক্সনই হয়তো পারেন ইয়াহিয়াকে নিবৃত্ত করতে, কিন্তু নিক্সন সেটা করবেন কিনা সেই সন্দেহ সাংবাদিক সাহেবের মাঝেও ছিল। আর ঠিক সেই কথাটাই বললেন জেনারেল।

"আরে তাকে জানালেই যে সে ইয়াহিয়াকে থামাতে যাচ্ছে তার-ই বা কি নিশ্চয়তা কি..."

"কিন্তু সেটাই কি স্বাভাবিক নয়, আর এতে করে তো সমস্যার খুব সহজেই সমাধান হয়ে যাচ্ছে," জেনারেল শেষ করতে পারার আগেই বললেন সাবেক অ্যাডভাইজর।

"নিক্সনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বলে কিছুই নেই। সে কি করবে না করবে এটা কোনোভাবেই আন্দাজ করা সম্ভব নয়। আর আরও একটা ব্যাপারও কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে, যদি নিক্সন জানার পর কিছু না করে সেক্ষেত্রে যদি আমরা মানে ইনকগনিটাস, কোনো অপারেশন চালাতে যাই, যেটা সে কিছু না করলে আমাদের চালাতেই হবে, সেটাও কিন্তু কঠিন হয়ে যাবে এবং এতো বড় অপারেশন করতে গেলে কিন্তু অনেকেরই নজর পড়বে এদিকে। এটা কিন্তু অনেক বড় সমস্যা। ইনকগনিটাসের অস্তিত্ব কোনো ভাবেই জানান দেওয়া যাবে না," জেনারেল বললেন।

"আপনি কি বলেন?" রে'বার্ণ সাবেক ডেপুটি সেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে বললেন।

"নিক্সনকে জানালেও যে ইয়াহিয়া চুপচাপ বসে যাবে এরও কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা নেই। এত টাকা খরচ করিয়ে ইউরেনিয়াম কিনেছে...আমার মনে হয় না নিক্সন..."

BanglaBook.org

"আরে তাই হয় নাকি," মাঝখান দিয়ে বললেন অ্যাডভাইজর, "নিক্সনের সাপোর্ট ছাড়া এত বড় একটা পদক্ষেপ নেবার সাহস পাবে নাকি?"

ডেপুটি সেক্রেটারি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই রে'বার্ণ কথা বলে উঠলেন, "তাহলে দেখা যাচ্ছে তিনজন বলার বিপক্ষে, আর দুজন পক্ষে।"

সবাই নড করলেন।

ইনকগনিটাসের নিয়ম হল যেকোনো বিষয়ে যেকোনো সিদ্ধান্তই সর্বোসম্মতিক্রমে হতে হবে। যেহেতু দেখা যাচ্ছে দুজন নিক্সনকে বলার পক্ষে তো প্রথমে তিনজন চেষ্টা করবে বাকি দুজনের মত পাল্টানোর।

"আচ্ছা প্রথমে দেখি নিক্সনকে বললে কি কি হতে পারে," জেনারেল বলতে শুরু করলেন, "এক, হয় সে ইয়াহিয়াকে বলবে এই পাগলামী থামাতে। যদি তাই হয়, আর তার কথা মত যদি ইয়াহিয়া থেমেই যায় সেটা হবে সবচেয়ে ভালো আউটকাম। দুই, নিক্সনকে বলা হবে আর সে কিছুই করবে না, যেমনটা সে এখনও পর্যন্ত করে আসছে, তাহলে সেটার ফলাফল হবে ভয়াবহ। সেক্ষেত্রে এই ঘটনা বের হলে তো আমেরিকারই ইমেজ শেষ হয়ে যাবে।" জেনারেল একবার সবার দিকে তাকিয়ে নিলেন। কেউ দ্বিমত দেখালেন না।

পুরোটা আসলে ব্যাখা করে বলার কিছু ছিল না। দুনিয়ার বুকে পারমানবিক অস্ত্র ব্যবহার করে মানুষ মারার জন্য এক মাত্র দেশ হিসেবে এমনিতেই আমেরিকার দুর্নাম। এখন যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সজ্ঞানে, আর নিক্সন গত ক'মাসে এমন একটা ইমেজ তৈরি করে ফেলেছেই যে এখন যদি ইয়াহিয়া কোনো পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে তবে লোকে তো প্রথমে বলবে 'আমেরিকার সহায়তায়' এরপর হয়তো কেউ একজন বলা শুরু করবে আমেরিকাই ইয়াহিয়ার হাতে নিউক তুলে দিয়েছে। আর সবাই সেটাই বিশ্বাস করবে।

"আর একটু আগেও একবার বলেছি," কেউ কিছু না বললে জেনারেল আবার বলতে শুরু করলেন, "নিক্সনকে জানানোর পর সে কিছু না করলে আমাদের পক্ষেও কিন্তু কোনো অপারেশন চালানো কঠিন হবে। আর তিন নাম্বার সম্ভবনাটা হল, নিক্সন বলল আর ইয়াহিয়া শুনল না। এখন ইয়াহিয়া না শুনলে নিক্সন তাকে নিবৃত করার জন্য কতটুকু চেষ্টা করবে সেটাও কিন্তু একটা প্রশ্ন।"

সাংবাদিককে নীরবে আস্তে করে নড করতে দেখা গেল। যদিও তিনি কিছু বললেন না।

"আমার মনে হয় প্রথমটাই হবে," অ্যাডভাইজার বললেন।

"এতোটা শিওরভাবে কিন্তু বলা যাচ্ছে না," সেক্রেটারি বললেন, "নিউক্লিয়ার ওয়েপন ব্যবহারের যে আতংক আমার আপনার মাঝে কাজ করে

BanglaBook.org

সেটা কিন্তু নিক্সনের মধ্যে করে না। যদিও কখনো সেটা পাবলিকলি সে বলেনা, কিন্তু আমি নিজে জানি একাধিকবার কিসিঞ্জার এবং অন্য অ্যাডভাইজারদের সাথে বিভিন্ন মিটিংয়ে তাকে প্রায়ই বলতে শোনা গেছে, 'এটা না হলে, ওটা না করলে আমরা নিউক ব্যবহার করব' আর কেবল রাগের মাথার কথা নয়। একবার কিসিঞ্জার একটু আমতা আমতা করলে তাকে কথাও শুনিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, 'তোমার কি সাহসে কুলাবে না, নাকি?"

সাবেক অ্যাডভাইজারের চোখে খানিকটা অনিশ্চয়তার ছায়া পড়ল কিন্তু তিনি কিছু বললেন না।

"আমার কাছেও কিছু তথ্য ছিল নিক্সনের ব্যাপারে," রে'বার্ণ বললেন, "এটা শুনলে মনেহয় আপনাদের সিদ্ধান্ড় নেওয়া আরো সহজ হয়ে যাবে। আমি খুবই বিশ্বস্ড় সূত্র থেকে জানতে পেরেছি যে নিক্সন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমেরিকা থেকে সরাসরি সাহায্য না পাঠাতে পারলেও চেষ্টা করবে ইরান, জর্ডান এবং আরো কিছু পাকিস্ড়ানের প্রতিবেশী দেশ থেকে মিলিটারি এয়ারক্রাফট পাঠাতে, ইয়াহিয়ার জন্য। এখনো ফাইনাল না হলেও এরকম একটা পরিকল্পনা নিয়ে নিক্সন আর কিসিঞ্জারের মধ্যে কথা হয়েছে। আর কিসিঞ্জার চায়নিজদের সাথে বেশ কয়েকটি গোপন মিটিং করেছে। তার সাথে ইউ.এন এম্বাসেডর বুশও ছিল। তারা চাচ্ছে চায়না তাদের সীমান্ড় থেকে ইন্ডিয়াকে প্রেশার দিক।"

"এভাবে পে-ন পাঠানো তো রীতিমত বেআইনি!" অবাক হয়ে বললেন অ্যাডভাইজর।

"আগা হিলালীর সাথে কিসিঞ্জারের একটা মিটিং হয়েছিল মাঝে," সাংবাবিক হতাশ গলায় বললেন, "সেখানে কিসিঞ্জার তাকে আশ্বস্ড় করেছে পরিস্থিতি খারাপ হলে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার পাঠানো হবে তাদের জন্য। তো বলতে গেলে নিউক তো ইয়াহিয়ার সাহায্যের জন্য নিক্সন নিজেই পাঠাচ্ছে।"

"সেটা পাঠালেও সেটা হয়তো ইন্ডিয়াকে ভয় দেখানোর জন্য। ইউজ তো নিশ্চয় করবে না," অ্যাডভাইজার বললেন।

"ইয়াহিয়া নিউক পেয়ে গেলে তার তো আর দরকার হবে না," সাংবাদিক সামান্য হেসে বললেন, "আমার মনে হয় আমি আমার মত পরিবর্তন করব। নিক্সন যদি বন্ধুর সাহায্যে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার পাঠাতে পারে, কিংবা আইন ভেঙ্গে তাদের জন্য জাহাজ ভরে ভরে অস্ত্র পাঠাতে পারে বা অন্য দেশ থেকে পে-ন পাঠাতে পারে তাহলে আমার মনে হয় না বন্ধু যদি নিউক বাগিয়ে নিজের যুদ্ধ নিজেই করতে পারে তাহলে আর সে বাধা দেবে। এতে তো তার কাজ আরও কমে গেল। তাই না?"

"হুম," নীরবে নড করলেন সাবেক অ্যাডভাইজর। কিছুক্ষণ কোনো কথা বললেন না। সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"ঠিকই বলেছেন," অবশেষে বললেন তিনি, "এখন মনে হচ্ছে না জানানোই ভালো হবে। আর জেনারেল যেটা বললেন সেটাও অনেক

BanglaBook.org

গুরুত্বপূর্ণ, জানালে আমাদের অপারেশন চালাতে অনেক বড় সমস্যা হবে।"

"মি. রে'বার্ণ," জেনারেল বললেন, "কোনোভাবে গোপনে ব্যাপারটা শেষ করে দিতে পারার সম্ভবনা কতটুকু? আমরা কি করতে পারি?"

সবাই একমত হলে এবার সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আলোচনা শুরু হল।

"ইউরেনিয়ামের পরিমাণ আর সময় দেখে মনে হচ্ছে তাদের কাছে ইতোমধ্যেই দুটো বোম আছে। ডেটোনেশনের আগে নিউট্রোলাইজ করাটাই বেস্ট কেস সিনারিও," রে'বার্ণ বললেন।

"পাকিস্তানের বর্তমান নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের ব্যাপারে আমরা কি জানি?" অ্যাডভাইজর জানতে চাইলেন।

"ওয়েল," রে'বার্ণ গত কয়েক ঘণ্টায় পাকিস্তানের নিউক্লিয়ার অ্যাক্টিভিটির উপর রীতিমত এক্সপার্ট হয়ে গেছেন, "১৯৫৪ সালের অক্টোবরে তারা সর্বপ্রথম একটা এটমিক রিসার্চ বডি তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। এনার্জি তৈরির জন্য। '৫৬তে পি.এ.ই.সি গঠন করা হয়। '৬৩তে পাকিস্তান ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার সায়েন্স এন্ড রিসার্চে প্রথম রিসার্চ নিউক্লিয়ার রিএক্যাক্টরের অপারেশন শুরু হয়। আই.এ.ই.এ তাদের কার্যক্রম প্রথম থেকেই মনিটর করছে। আজকের দিন পর্যন্ত তাদের পাঁচটা নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটি আছে, যেগুলোর কথা আমরা জানি। ভুট্টোতো গত কয়েক বছর ধরেই নিউক্লিয়ার ওয়েপনের জন্য চিৎকার চেঁচামেচি করে যাচ্ছে। আইয়ুব খানের আমলে সে অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু কোনো কাজ হয় নি। গত বছর তারা দেরা গাজী খান থেকে ইউরেনিয়াম গুর তোলা শুরু করেছে। আর নিউক্লিয়ার নন-প্রলিফেরাশন ট্রিটিতে তারা সই করে নি।"

"তারা এ কাজগুলো ঠিক কোথায় করছে সে ব্যাপারে কি আমরা কিছু জানি?" সাংবাদিক জানতে চাইলেন।

"যতদূর বলতে পারি আমরা যেসব ফ্যাসিলিটির কথা জানি সেগুলোর কোনোটা তো নয়ই। আর তারা চেনাজানা কোনো সায়েন্টিস্টও ব্যবহার করছে বলেও মনে হচ্ছে না। আমরা এখন সেগুলোই খোঁজার চেষ্টা করছি," রে'বার্ণ বললেন।

সবাই কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না। যে যার মত চিন্তা করে যাচ্ছিলেন।

"আচ্ছা প্রেসে লিক করে দিলে কি হতে পারে?" সাংবাদিক বললেন।

"প্রেসে লিক করে দিলে তারা ডেস্পারেট হয়ে যেতে পারে। ইন্ডিয়া আক্রমণ করে ফেলবে এই ভয়ে আগেই থেকেই কিছু করে বসতে পারে। তখন আবার সেই নিক্সন কি করে...হ্যা তবে সেক্ষেত্রে নিক্সনেরও উপরও প্রেশার থাকবে বাধা দেবার। কিন্তু নিক্সন নিজ থেকে বাধা না দিলে কিন্তু আসলে লাভ হবে না। শুধু প্রেশারে পড়ে বাধা দেওয়া আর নিজে থেকে বাধা

দেওয়া আলাদা। প্রেশার তো এখনো আছে। প্রতিপক্ষ তো খালি বাঙালিরা আর ইন্ডিয়ানরাই, বাঙালিদের কি হল না হল তাতে তো মনে হয় না কারও কিছু যায় আসছে, আর ইন্ডিয়ানদের ইন্টারন্যাশনাল সাপোর্ট তো আসলে অনেক কম। আর তাদের আসেপাশের দেশগুলো তাদের এতোটাই অপছন্দ করে যে আমার মনে হয় না, নিউকের খবর জানার পরও এরা দল পাল্টাবে। যেমন ধরুন চীন, বা ইসলামিক দেশগুলো কোনো দিনও ইন্ডিয়ার পক্ষে যাবে না। এইসব চিন্ড্রা করেই ইয়াহিয়া এত সাহস পেয়েছে। ডেসপারেট হয়ে একটা বোম ফেলে দিলেই কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে," সাবেক ডেপুটি সেক্রেটারি বললেন।

মাথা নেড়ে সায় দিলেন সাংবাদিক। আসলে এগুলো সবই সবাই জানতেন। তবে তারপরেও সবাই একটু আলাপ আলোচনা করে নিজেদের মনের সন্দেহগুলো দূর করে নিচ্ছিলেন এত বড় একটা সিদ্ধান্ড় নেবার আগে।

"অবস্থা যা দেখছি শুধু কিন্তু এগুলো নষ্ট করলেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না," অ্যাডভাইজার বললেন, "কারণ ইয়াহিয়ার একটা কোভার্ট অপারেশন নষ্ট হলে সে হয়তো কয়দিন পর আরেকটা শুরু করবে। ইয়াহিয়াকে পাওয়ার থেকে সরিয়ে একটা গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আনতে হবে। আমার মনে হয় না ওয়েস্ট আর ইস্টকে আটকে রাখতে পারবে। যুদ্ধেও তো পেরে উঠছে না। এখন এক্স ফ্যাক্টরটা হল এই নিউক্লিয়ার থ্রেটটা। ইস্ট আলাদা হয়ে গেলে আর ইয়াহিয়া সরে গেলে হয়তো ভুট্টো.."

"ভূট্টোতো ইয়াহিয়ার থেকেও নিউক্লিয়ারে পাগল। তার উপর এন্টি ইউএস, এন্টি ইন্ডিয়া," জেনারেল বললেন।

"কিন্তু সে কোনো ম্যানিয়াক নয়," রে'বার্ণ বললেন, "সে চায় পাকিস্ড়ানকে একটা উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে, কিন্তু সমস্যা হল এটা তাকেই করতে হবে, অন্য কেউ করলে হবে না।"

"হ্যাঁ, ঠিক। সে ক্ষমতালোভী বা উচ্চাভিলাষী হতে পারে কিন্তু ব-্যাক মার্কেট থেকে ইউরেনিয়াম কিনে বোম ফেলার মত ম্যানিয়াক না। আর ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্টে সে চাইলেও যা খুশি তাই করতে পারবে না। তাছাড়া তার উপর তখন নজর তো রাখাই যাবে," সাবেক ডেপুটি সেক্রেটারি অফ স্টেট বললেন।

"এখন ইন্ডিয়া যদি এ ব্যাপারে জেনে পিছিয়ে আসে আর ইয়াহিয়া যা চাচ্ছে তাই পেয়ে যায় তাহলে তো থ্রেট থেকেই গেল," সাংবাদিক বললেন, "নিউক্লিয়ার বোমওয়ালা পাকিস্ড়ানের সাথে ওরা লাগতে যাবে না।"

"ইয়াহিয়া এখন শুধু অপেক্ষা করছে বাকি ইউরেনিয়ামটুকু ব্যবহারের জন্য। ওটা হলেই সে ডিক্লেয়ার করে দেবে," রে'বার্ণ বলল।

"আমার মনে হয় র'-এর সাথে যোগাযোগ করা উচিৎ," অ্যাডভাইজার বললেন, "ইন্ডিয়াকে জানিয়ে দেয়া দরকার।"

BanglaBook.org

"কাও যথেষ্ট বুদ্ধিমান লোক। তার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি হ্যান্ডেল করতে পারবেন। আর তাছাড়া ওদিকে তাদের ভালো রিসোর্সও আছে," রে'বার্ণ বললেন, "আমারও মনে হয় এভাবেই আমাদের কাজ শুরু করা উচিৎ।"

সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন।

"আমরা যদি না পারি?" বিড়বিড় করে বললেন জেনারেল।

কেউ কোনো কথা বলল না কয়েক মুহূর্ত।

"And I looked, and beheld a pale horse, and the name sat on him was death, and Hell followed with him," এরিক রে'বার্ণ ধীর কণ্ঠে রেভেল্যুসনের লাইনগুলো বললেন, "তো না পারার অপসনটা আমাদের নেই।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অ ধ্যা য় ২৪

১ নভেম্বর, ১৯৭১
প্রাইম মিনিস্টারের অফিস, সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, রাইসিনা হিল, দিলি-, ভারত

ইন্দিরা 'প্রিয়দর্শিনী' গান্ধী, গ্রেট জহওয়ার লাল নেহের-র কন্যা, ইন্ডিয়ার তৃতীয় এবং দেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী তার ডেক্সের চেয়ারে হেলান দিয়ে ভাবলেশহীন মুখে বসে অপরদিকে বসা দুই যুদ্ধবিদের ঝগড়া দেখছিলেন।

ইন্ডিয়ান আর্মির প্রথম ফিল্ড মার্শাল এবং চীফ অফ স্টাফ স্যাম মানেক'শ এবং চীফ অফ স্টাফ অফ আর্মি'স ইস্টার্ন কমান্ড মেজর জেনারেল জেকব-ফার্জ-রাফায়েল জেকব সব সময়কার মত একথা সেকথা নিয়ে একে অপরের মু-পাত করছিলেন। এমন নয় যে এরা একে অপরের প্রতি শত্র-ভাবাপন্ন ছিলেন, কিন্তু সবসময়ই যে কোনো প-্যান বানাতে গেলেই দুজনেরই ভিতর খুটখাট লেগেই থাকত।

এই মুহূর্তে তারা ইস্ট পাকিস্ড়ান আক্রমণের ফাইনাল প-্যানটা তাদের প্রধানমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরছিলেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এই ফাইনাল প-্যানটাও ফাইনাল না। এদিকে ইন্দিরা দিন দিন আরো অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। প্রতিদিনই তাকে তার 'নিষ্ক্রিয়তার' জন্য প্রেস আর বিভিন্ন পলিটিকাল লিডারদের কাছ থেকে প্রচুর কথা শুনতে হচ্ছিল। দুঃখের ব্যাপার হল তিনি পড়াশোনা করেছেন শান্ড়িনিকেতনে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে পেয়েছেন 'প্রিয়দর্শিনী' উপাধি, আর আজ তাকেই কত ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে একটা ক্রুদ্ধ লোকসভার সামনে প্রমাণ করতে হচ্ছিল যে, হ্যাঁ, তিনি বাঙালিদের ব্যাপারে সহনাভূতিশীল এবং তিনি পাকিস্ড়ানের সাথে যেকোনো উপায়ে যুদ্ধে যেতে রাজি।

তিনি তো এপ্রিলেই মানেক'শকে অর্ডার দিয়ে দিয়েছিলেন আক্রমণের। কিন্তু প্রথমে মানেক'শ এবং পরবর্তীতে জেকব দুজনেই গো ধরে বসে থাকলেন যে কোনোভাবেই তারা এসময়ে যুদ্ধে যাবেন না। তারা বর্ষা শেষ হবার জন্য এবং বিভিন্ন জায়গায় ব্রিজ তৈরির জন্য অপেক্ষা করতে চাচ্ছিলেন এবং দুজনেই পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে আর্মি যুদ্ধের জন্য প্রস্ড়ুত নয়।

এই দুই মিলিটারি অ্যানালিস্টের জন্যও ব্যাপারটা তাদের প্রধানমন্ত্রীকে বুঝাতে পারানো মোটেই সহজ হয় নি। মানেক'শকে এমনকি রিজাইন করার হুমকিও দিতে হয়। পরবর্তীতে মানেক'শ যখন বললেন যে যদি এই মুহূর্তে

BanglaBook.org

যুদ্ধ শুরু হয় তবে পরাজয় নিশ্চিত এবং তিনি গ্যারান্টি দেন যদি নভেম্বরে যুদ্ধে নামা হয় তাহলে তারা জিতবেই, তখন ইন্দিরা পিছু হাঁটতে বাধ্য হলেন। তার কথায় যথেষ্ট যুক্তিও ছিল। পাকিস্তান ছাড়াও চীনের ব্যাপারে ভাবতে হত তাদের। এসময় যুদ্ধে গেলে চীন তাদের সীমান্তে প্রেশার দিত। কিন্তু যদি নভেম্বরে যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে সে সময় সীমান্তে এত তীব্র তুষারপাত শুরু হবে যে চীনের পক্ষে খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব হবে না। তো সব মিলিয়ে ইন্দিরা গান্ধীকে মেনে নিতেই হল।

হঠাৎ করে তার ডেস্কের ফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। গান্ধী বিরক্ত মুখে ফোনটা তুলে নিলেন।

"বললাম না বিরক্ত..." তিনি বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। "আচ্ছা পাঠিয়ে দাও।"

আর্মি অফিসার দুজন একে অপরের দিকে অবাক হয়ে তাকালেন।

"ডিরেক্টর কাও," ইন্দিরা গান্ধী বললেন। *না জানি কি শোনাতে এসেছেন।*

রামেশওয়ার নাথ কাওকে সবাই পছন্দ করে। তিনি কেবল ইন্ডিয়া নয়, বরং সমগ্র এশিয়ার সেরা স্পাই হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। বিনয়ী, মিষ্টভাষী এবং স্বল্পভাষী এই স্পাই লিজেন্ড সবসময়ই স্পটলাইট থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতেন। এমনকি তার কোনো ছবিও কারো কাছে ছিল না। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর লাগাতার ব্যর্থতার পরে এক্সটারনাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি হিসেবে দুই বছর আগে প্রতিষ্ঠিত রিসার্চ এন্ড এনালাইসিস উইং'র প্রথম ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয় তাকে।

কাও ঘরে ঢুকলেন মুখ ভার করে। ঘরের ভিতর সবাই বুঝে গেল ভালো কোনো খবর নয়।

"সমস্যা কি?" গান্ধী তাকে পাশের চেয়ারের দিকে ইশারা করে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন।

কাও প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর সামনে বসা দুই অফিসারের দিকে এবং পরে গান্ধীর দিকে তাকালেন। ইন্দিরা বুঝতে পারলেন।

"ঠিক আছে, এদের সামনে আপনি যেকোনো কিছু বলতে পারেন," বললেন তিনি।

"আমাদের কাছে হার্ড ইন্টেলিজেন্স আছে যে আই.এস.আই গত জুলাই মাসে চাইনিজ ব-্যাক মার্কেট থেকে বেশ ভালো পরিমাণের এনরিচড ইউরেনিয়াম কিনেছে এবং এই মুহূর্তে তাদের কাছে দুটো অপারেশনাল নিউক্লিয়ার বোম আছে।"

গান্ধী কোনো কথা না বলে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকলেন। চুয়াল্লি-শ বছর বয়স্ক এই সুন্দরী মহিলা খুব কমই তার ইমোশন দেখাতেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে তার একমাত্র মিল ছিল যে ইয়াহিয়ার মত তার চুলেরও সামনের একটা অংশ গ্রে।

BanglaBook.org

"কতটা শিওর?" মানেকশ জিজ্ঞেস করলেন।

"পুরোপুরি।"

ইন্দিরা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারের হাতলে হাত রাখলেন।

"মি. কাও," তিনি বললেন, "র তৈরি করার প্রধান কারণই যেখানে ছিল পাকিস্ড়ান, তাহলে ঠিক কি ভাবে তারা একটা নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটি বানিয়ে ফেলে আর আমরা কিছু জানতেও পারি না। তাহলে এটা থাকার মানেটা কি?"

"বিশ্বাস কর ন," কাও বললেন, "পাকিস্ড়ানের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে কেউ জানে না, এমনকি আই.এস.আই'র ভিতরও মাত্র কয়েকজন লোক জানে। আর তাছাড়া তাদের আদৌ কোনো ফ্যাসিলিটি আছে কিনা সেটাও বলা যাচ্ছে না। কারণ ফিসনেবল ম্যাটরিয়াল পেলে কোনো বড় জায়গা বা সেরকম ফ্যাসিলিটি দরকার হয় না..."

"তাহলে তো খুঁজে পেতে আরো কষ্ট হবে?" জেকব বললেন, "আর যদি থেকে থাকে তাহলে বলছে না কেন?"

"আসলে তারা যতটা চাচ্ছিল ওতটা তারা পায়নি," কাও বললেন, "তার বাকি অংশের জন্য অপেক্ষা করছে।"

"আমরা খবর পেলাম কি করে?"

"একজন আমেরিকানের কাছ থেকে।"

"সিআইএ?" মানেকশ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

"এটা কি ধরনের গেম?" ইন্দিরা বললেন, "নিক্সন কেন আমাদের সাহায্য করবে?"

"আসলে এই লোক ঠিক নিক্সনের হয়ে কাজ করে না। আমার ধারণা সে সিআইএ'র ভিতরে অন্য... বেশ ক্ষমতাবান কারো সাথে কাজ করে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল যে কোনো মূল্যে একটি বিশ্বযুদ্ধ এড়ানো। সে আমাদের সিআইএ'র সব ধরনের রিসোর্স দিয়ে সাহায্য করবে বোমগুলো খুঁজে বের করতে। কিন্তু তার কথা একটাই এব্যাপারে আমরা অফিশিয়ালি আমেরিকার সাথে কোনো কথা বলতে পারব না। কারণ নিক্সন এখনো জানে না।"

"এসব কেমন কথা?" জেকব বললেন, "আপনি বিশ্বাস করেন তাকে?"

"আমি তাকে বিশ্বাস করি বা না করি তাতে কিছু যায় আসে না। আমি তো তার সঠিক নামটাও জানি না। কিন্তু কথা হল আমাদের তাকে দরকার এবং ইন্টেলটা সঠিক, বিশ্বাস কর ন।"

ইন্দিরা আবার চেয়ারে হেলান দিলেন। এই মুহূর্তে ঠিক কি করা উচিৎ চিন্ড়া করতে লাগলেন। পুরো বিষয়টা একেবারে সেকেন্ডের মধ্যে অন্যরকম হয়ে গেল। ইয়াহিয়া একটা বদ্ধ উন্মাদ। তার কাছে ইগোটাই আসল। একেতো ভারতের কাছে হার, তার উপরে ইন্দিরা গান্ধির মত কোনো মহিলা প্রধানমন্ত্রী তাকে হারাবে! এটা তো সে সহ্যও করতে পারবে না। দিলি- বা বোম্বেতে বোম ফেলতে শুর করার আগে এক মুহূর্তও ভাববে না সে।

BanglaBook.org

এদিকে তাদের নিজেদের বোম বানাতে এখনো অনেক সময় লাগবে। এখন ইয়াহিয়ার ব-্যাকমেইলে সাড়া দিয়ে চুপ করে গেলে সেটার ফলাফলও ভালো হবে না। শরণার্থী সমস্যা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে, এদেরকে পাকিস্ড়ানে পাঠানোও অসম্ভবের পর্যায়ে, আবার রাখাও সম্ভব নয়। তাছাড়া বোমের ভয় দেখিয়ে ইয়াহিয়া যদি একবার জিতে যায় তবে সে সামনে আরো অনেক কিছু করিয়ে নিতে চাইবে। পথ এখন কেবল একটাই।

"এরা যদি এগুলো ব্যবহার করতে চায় তাহলে কিভাবে করবে? মানে মিসাইল? ইন্দিরা জানতে চাইলেন।

"না, না," কাও বললেন, "সেই টেকনোলজি তাদের নেই এটা শিওর। মিসাইল ব্যবহার করবে না। তারা পে-ন থেকে ফেলতে পারে। তবে আরেকটা থিওরি আছে...নিউক্লিয়ার বোমকে যদি মডিফাই করা হয় তবে টাইম বোম হিসেবেও ডেটোনেট করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে ওরা কোনো থার্ড পার্টি দিয়েও কাজ করাতে পারে..."

"মাই গড," জেকব বিড়বিড় করে বললেন।

ইন্দিরা গান্ধীর কয়েক মুহূর্তের জন্য দিশেহারা মনে হল নিজেকে। এত বড় একটা হুমকির মুখে তার দেশ অথচ তিনি বলতে গেলে কিছুই করতে পারছেন না, কারও সাহায্যও পাচ্ছেন না। বিশ্বের প্রত্যেকটা বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ যেখানে যেভাবে পারছে ইয়াহিয়ার মু-ুপাত করছে, অথচ কেউ ইন্ডিয়া বা বাঙালিদের সাহায্য করতে রাজি নয়! *এ কোন দুনিয়ায় বসবাস করছি আমরা?* সবাই দিবালোকের মত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কি হচ্ছে এখানে, অথচ তারপরও সামান্য একটু সাহায্যের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে বেড়াতে হচ্ছে তাকে? তাও ফিরে আসতে হচ্ছে খালি হাতে। হঠাৎ করে সব প্রেসিডেন্টের জানের দোস্ড় হয়ে গেল ইয়াহিয়ার মত একটা উন্মাদ? কারা আসলে চালায় এসব দেশ? কি ধরনের লোক তারা? হ্যাঁ অবশ্যই ইন্ডিয়ার স্বার্থ আছে পাকিস্ড়ান ভাংলে। কিন্তু সেটাই কি সব? ইয়াহিয়ার স্বেচ্ছাচারিতা কারো চোখে পড়ে না? যারা ডেমোক্রেসি আর ফ্রিডম ফ্রিডম বলে সবার মাথাটা খারাপ করে দেয় হঠাৎ করে তাদের কাছে এক বদ্ধ উন্মাদ স্বৈরশাসক পীর ফকির ফেরেশতা হয়ে গেল?

"আমি জানি না আপনি কি করে করবেন, কিন্তু আপনাকে এগুলো নষ্ট করতে হবে," ইন্দিরা সোজা কাও'র দিকে তাকিয়ে বললেন অবশেষে, "আপনার যা যা দরকার আপনাকে দেয়া হবে কিন্তু ডিসেম্বরের আগে আপনাকে এ কাজ করতে হবে।"

এরপর তিনি মিলিটারি অফিসারদের দিকে ফিরলেন।

"পি-জ একটা ফাইনাল প-্যান রেডি করে রাখুন। এগুলো নষ্ট হবার সাথে সাথেই আমরা অ্যাটাক করব।"

"কিন্তু যদি বোমগুলো নষ্ট না..." মানেকশ কথা শেষ করতে পারলেন না।

"আপনারা এখন আসতে পারেন," সবার দিকে তাকিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ২৫

২ নভেম্বর, ১৯৭১
খানা-খাজানা রেস্টুরেন্ট, করাচী, পাকিস্ড়ান

রাকেশ মেহরা কোনার একটা টেবিলে বসে এক দৃষ্টিতে মেন্যুর দিকে তাকিয়ে আছে আর নিজের মনের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে গত দশ মিনিট ধরে। কি করবে কিছুই মাথায় আসছে না তার। ফাঁদে পড়ে গেছে সে। নিজের প্রতি ঘেন্না জমে গিয়েছিল তার। কিন্তু সে আটকে গেছে। কোনো পথই খুঁজে পাচ্ছে না। জায়েদিকে ঢুকতে দেখল সে। অনেক কষ্টে ঠোঁট কামড়ে নিজের চোখের পানি আটকালো। এখন সে যা করতে যাচ্ছিল গত হাজার বছরেও কেউ হয়ত তা করে নি।

জায়েদি ওকে দেখে ওর দিকে আসতে শুর" করল। এই লোকের প্রতি তার রাগ ক্ষোভ প্রত্যেক সেকেন্ডে বাড়ছিল। *মনে চায় শালারে খালি হাতে ছিঁড়ে ফেলি।* আজ হয়তো সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু কতটা চড়া মূল্য সে দিতে যাচ্ছে সবকিছু শেষ করার জন্য?

"তোমাকে অন্যবারের তুলনায় একটু বেশিই বিমর্ষ মনে হচ্ছে," জায়েদি ওর অপজিটে বসতে বসতে বলল।

মেহরা কিছু বলল না। কেবল সোজা সামনে শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইল।

"আমি ছুটি কাটাচ্ছি না," জায়েদি বলল, "আমার হাতে সারা দিন নেই।"

মেহরা জায়েদির দিকে চোখ ফেরাল।

"আমি অনেক খারাপ কাজ করেছি," বলল সে, "তোমার জন্য অবশ্য ভালোই, কিন্তু এখন শেষ করার সময় এসেছে। আমি তোমাকে এখন..." সঠিক শব্দ পেতে কষ্ট হচ্ছিল ওর, "সবচেয়ে বড় একটা খবর দিতে যাচ্ছি। তোমার আমার সবার জীবনের থেকে বড়। মীর জাফরও মনে হয় এত বড় গাদ্দারী করতে পারত না।"

জায়েদি চোখ সর" করল।

"কিন্তু এটা বলার সাথে সাথেই আমাদের মধ্যে সমস্ড় কানেকশন শেষ। তুমিও আমাকে চেন না আমিও তোমাকে চিনি না, আর আমি এখান থেকে মানে পাকিস্ড়ান ছেড়ে চলে যাব।" বলল মেহরা।

"সেই সিদ্ধান্ড়টা আমাকেই নিতে দাও।"

"না," মেহরা কঠোর গলায় বলল, "তোমাকে কথা দিতে হবে। না হলে

BanglaBook.org

আমি বলব না, তুমি যা খুশি করতে পার।"

"না জেনে তো আমি কোনো কথা দিতে পারব না," জায়েদি হালকা গলায় বলল।

"তাকাও আমার দিকে, এটা বিশাল, অনেক বড়। আমি জানি না এটা করার পর আমি কি করে...যাই হোক হয় তুমি কথা দিবে না হলে আমি চলে যাব।"

"যাও," জায়েদি চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল।

মেহরা শক্ত হয়ে বসে রইল। ওর চোখ মুখ লাল হয়ে গেল। ওর সামনের পানির গ-াস থেকে পানি খেতে গেল ও। জায়েদি দেখল ওর হাত কাঁপছিল।

"আচ্ছা ঠিক আছে," জায়েদি বলল, "আমি এইটুকু বলতে পারি যদি তুমি যেমন বলছ খবরটা আসলে ওতটাই বড় হয় তাহলে...উই আর ডান।"

মেহরা ঢোক গিলল। আর কয়েক সেকেন্ড নিল নিজের জীবনের জঘন্যতম কাজটা করার আগে।

"আমরা জানি," অবশেষে বলল সে।

"কি জান?" বিরক্ত হয়ে বলল জায়েদি।

"তোমাদের নিউক্লিয়ার অপারেশনের ব্যাপারে," বলতে শুর" করল সে, "আমরা জানি না তোমরা কোথায় করছ কিন্তু আমরা জানি ওয়াদুদ আখতারকে দিয়ে তোমরা যে লোককে খুঁজে বের করেছ সে তোমাদের ইউরেনিয়াম কিনে এনে দিয়েছে।"

জায়েদির মাথার মধ্যে যেন আগুন ধরে গেল ঠিক যেমন এ্যারনের হয়েছিল। কিন্তু সে-ও ভাবলেশহীন বরফশীতল মুখ নিয়ে বসে থাকল।

"একজন আমেরিকান, আমি জানি না তবে সিআইএ-ই হবার কথা আমাদের কাছে এসেছিল। সে ওয়াদুদের ব্যাপারে জানতে পেরেছে ক্যাডেরই কারো কাছ থেকে। কে সেটা হান্ড্রেড পারসেন্ট শিওর না, কিন্তু আমরা দুজনেই জানি কে হতে পারে। পরেরটুকু সে নিজেই নিজেই খুঁজে বের করেছে। আমাদের ভিতরে খুব বেশি হলে দশ জন জানে। এখনো কোনো প-্যান অফ অ্যাকশন তৈরি করা হয় নি, করা হলেও আমাদের জানানো হয় নি। কিন্তু এতটুকু...এতটুকু বলতে পারি..."

মেহরা থামল। এই শেষের লাইনটা বলার আগে বমি এসে গেল তার। নিজের সমস্ড় শক্তি সঞ্চয় করে বলল সে, "তোমাদের হাতে যদি আসলেই বোমগুলো থেকে থাকে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ইস্টের ব্যাপার থেকে সরে আসবে। অন্ড়ত এখনের জন্য। আপাতত কোনো ব্যাপারেই..."

জায়েদি উঠে দাঁড়াল, "উই আর ডান।"

বলেই বড় বড় পা ফেলে বাইরের দিকে হাঁটতে শুর" করল সে।

নিজের প্রতি শত কোটি ঘৃণা নিয়ে বসে থাকল রাকেশ মেহরা।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৬

২ নভেম্বর, ১৯৭১
করাচী, পাকিস্তান

মেজর সাইদ খন্দকার জায়েদির বাইক ঝড়ের মত আই.এস.আই সাবস্টেশনের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকল। আজকের রাতটা বেশ ঠান্ডা। সারা দিনের বৃষ্টির পরে চারিদিকে একটা ভেজা বাতাস। এখন সাড়ে আটটা বাজে। রাকেশ মেহরার সাথে তার মিটিং শেষ হয়েছে পনের মিনিট আগে।

লিফটের দিকে যাওয়ার সময় ও দেখল দুজন ফিল্ড এজেন্ট ভেষ্ট পরে বের হচ্ছিল।

"ওই শরীফ," জায়েদি ডাক দিল, "কোথায় যাও?"

ঘুরে তাকালো ওরা দুজন, তারপর বড় বড় পা ফেলে ওর দিকে এগিয়ে এলো।

"স্যার আপনি কোথায় ছিলেন?" শরীফ দ্রুত গলায় বলল, "সালমান স্যার খুঁজছিলেন আপনাকে। তিনি জানতে পেরেছেন কায়েস শাহরিয়ার কোনো ফরেনারকে ক্লাসিফায়েড ইনফর্মেশন সেল করছে হোটেল টাইটানে। আপনি চলুন আমাদের সাথে। আপনার ওয়েপন আছে সাথে?"

জায়েদি খুবই অবাক হল।

"না, তোমারটা দাও," শরীফের পাশে দাঁড়ানো জুনিয়র এজেন্টের দিকে তাকিয়ে বলল সে। ছেলেটা একটু কষ্টই পেল। কায়েসের গ্র্যাবিং ডিটেইলসে থাকাটা অনেক বড় একটা ব্যাপার হত।

ছেলেটার ওর পিস্তল বের করে দিল। তারপর নিজের ভেস্ট খুলতে শুরু করল। জায়েদি ওর কালো জ্যাকেটের নিচে একটা সাদা শার্ট পরে ছিল। ও ওর জ্যাকেট খুলে ফেলল।

"কয়জন এজেন্ট গেছে?" জায়েদি বাইক স্টার্ট দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"সালমান স্যার পাঁচ মিনিট আগে বের হয়েছেন পাঁচ জন নিয়ে," শরীফ বলল, "আমাকে পথে দেখে তাকে বলে গেছেন আপনাকে নিয়ে আসতে। আপনি ছিলেন না তাই ইব্রাহিমকে নিয়ে যাচ্ছিলাম।"

"তো সালমান স্যার তোমাকেও ব্রিফ করতে পারেন নি? তাই তো?" জায়েদি বলল। অফিস থেকে হোটেল বাইকে এগারো মিনিট গাড়িতে পনের। সি- পারি বিজি রোড দিয়ে জায়েদি ফুল স্পিডে বাইক ছোটালো। দেড় মিনিট বাঁচানোর আশায়।

BanglaBook.org

"না, স্যার," শরীফ বলল। শরীফ জায়েদির থেকে দুই বছরের ছোট। যথেষ্ট ভাল একজন এজেন্ট। দুই বছর আগে সে আর দুজন সিনিয়র এজেন্টকে অ্যাসাইন করা হয়েছিল বোম্বে থেকে একজন আন্ডারকভার এজেন্ট, যার কভার ভেঙ্গে গিয়েছিল, তাকে উদ্ধার করে আনতে। সেই লোক ছিল পুরোপুরি আইবির নজরদারিতে। আই.এস.আই'র তিন এজেন্ট ঠিক করল তাকে একটা শপিং মল থেকে তুলবে। কিন্তু ঐ আন্ডারকভার এজেন্ট অলরেডিই ঘুরে গিয়েছিল। পরিস্থিতি একেবারে লেজে গোবরে হয়ে যায়। অন্য দুজন সিনিয়র গুলি খেয়ে মারা যায় কিন্তু শরীফ অদ্ভুতভাবেই ওই বিশ্বাসঘাতক জানোয়ারটাকে নিয়ে বর্ডার ক্রশ করে পাকিস্তানে নিয়ে আসে। পরে সেই লোক আই.এস.আই'র সাথেও কোনো ডিল করে ফেলে এবং তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু ছেড়ে দেবার মাত্র দুই সপ্তাহ পরে আমস্টারডামের একটা খাল থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। শরীফ জানায় এটা কেবল একটা কো-ইন্সিডেন্স যে ওই সময় সে ছুটিতে ছিল। সে তার ভেনিসে থাকার সমস্ত প্রমাণ পত্র ইন্টার্নাল এ্যাফেয়ার্সের কাছে জমা দেয়।

দশ মিনিটের মধ্যেই টাইটানে পৌঁছে গেল তারা। জায়েদি সোজা ওর বাইকটা পিছনের পার্কিং লটে রেখে দুজনে লবির দিকে ছুটল। যাবার পথে দুজন এজেন্টকে বাইরে চোখে পড়ল ওদের। ওদের দিকে তাকিয়ে নড করল দুজন। পুরো হোটেলের লে আউটটা জায়েদি ভালো করেই জানত। গত বছর একজন কন্ট্রোভার্শিয়াল বিজনেসম্যান *হার্ট অ্যাটাকে* মারা যায় এই হোটেলেই।

হোটেলের লবিতে রিসিপশনের সামনে ওরা দেখল একটা ম্যাপ হাতে সামলান আব্বাসী দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ঘিরে আছে আরও তিনজন এজেন্ট।

শরীফ আর জায়েদি আসতে আসতেই দেখল হোটেলের সুন্দরী রিসিপশনিস্ট সালমানের দিকে একটা চাবি এগিয়ে দিচ্ছে।

"স্যার, রুমের চাবি," নার্ভাস গলায় এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বলল সে।

সালমান চাবিটা ওর বে-জারের ডান পকেটে রেখে দিল। তখনই শরীফ আর জায়েদিকে আসতে দেখতে পেল সে।

"থাকো কোথায় তুমি? কাজের সময় পাওয়া যায় না?" বিরক্ত হয়ে বলল সালমান।

"সরি স্যার," জায়েদি বলল, "একটা মিটিং ছিল।"

সালমান কালো মার্বেল পাথরের ডেস্কের উপর ম্যাপটা রেখে ব্রিফ করতে শুরু করল।

"সমস্ত এক্সিট বন্ধ করে দাও," সালমান রিসিপশনিস্টের উদ্দেশ্যে বলল, "কেউ ঢুকবে বা বের হবে না। কোনো ধরনের অ্যানাউন্সমেন্ট বা কল করা হবেনা। দশ মিনিটের বেশি লাগবে না এটা শেষ হতে। আর এটার ব্যাপারে যদি একটা কাকপক্ষীও টের পায় তবে সেটা তোমার জন্য মোটেই ভালো হবে না।"

"কিন্তু, স্যার আমাদের গেস্ট.." মেয়েটার গলা শুনে মনে হল এখনই কেঁদে দেবে সে।

সালমান আব্বাসী কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। মেয়েটা কথা না বাড়িয়ে ইন্টারকম ডায়াল করা শুরু করল।

এজেন্টদের দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলতে শুরু করল সে, "বিল্ডিং থেকে এক্সিট দুটো, একটা এখানে, মেইন এন্ট্রান্স আর একটা এখানে ফায়ার এস্কেপ... সেটা বের হয় সোজা পার্কিঙ্গে," ম্যাপের উপর আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে লাগল সে। মেইন এন্টার্সে সোহেল আর হামিদকে রাখা হয়েছে। সাদমান আর আলতাফ তোমরা পার্কিঙ্গে ফায়ার এক্সিটের সিঁড়ির কাছে থাকবে, আমি আর কামরান এলিভেটরে করে যাব, শরীফ আর জায়েদি তোমরা সিঁড়ি নেবে। রুম নাম্বার ১১১৫। আমেরিকানটা ত্রিশ প-াস, লম্বা ছয় ফিটের উপরে, কালো চোখ, ডার্ক ব্রাউন চুল। আর এজেন্ট কায়েসকে তো সবাই চেনই। এটা খুবই সহজ কিন্তু খুবই জরুরি অপারেশন। এদেরকে আমি জ্যান্ড় চাই কিন্তু প্রথম প্রায়োরিটি এরা কেউ যেন বিল্ডিং থেকে বের হতে না পারে। আমি পার্সোনালি দেখব কে মেস আপ করে। যাও," এরপর শরীফ আর জায়েদির দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা আগে পৌঁছালে আমি না আসা পর্যন্ড় অপেক্ষা করবে।"

সাদমান আর আলতাফ দৌড় দিল পিছনের এক্সিটের দিকে। অন্য চারজন গেল এলিভেটরের দিকে। সিঁড়ি এলিভেটরের পাশেই। এলিভেটর দুটো। একটা শুধু জোড় তালায় থামে অন্যটা বিজোড়। সালমান এলিভেটর কল করতে গেল। জায়েদি আর শরীফ সিঁড়ি দিয়ে দৌড় শুরু করল ফুল স্পিডে।

জায়েদি শরীফের থেকে কয়েক ইঞ্চি লম্বা। ওরা যখন থার্ড ফ্লোরে পৌঁছাল জায়েদি শরীফের থেকে ফুট খানেক এগিয়ে ছিল। শরীফ যখনই সিঁড়ির টার্নটা ঘুরতে গেল জায়েদি মুহূর্তেই ওর গলার পিছনটা শক্ত করে ধরে সোজা দেয়ালের সাথে ওর মাথা সজোরে আঘাত করল। শরীফ কিছু বোঝার সময়টুকুও পেল না। মেঝেতে পড়ার আগেই সে জ্ঞান হারাল।

আশেপাশে কোনো লোক ছিল না, সেজন্যই এই ফ্লোরটা বেছে নিয়েছিল সে। জায়েদি শরীফের দিকে ফিরে তাকানোর জন্য এক মুহূর্তও অপেক্ষা করল না। সে সোজা উপরে উঠে যেতে লাগল। এলিভেটরের স্পিড অনুসারে হিসাব করলে সে খুব বেশি হলে আব্বাসীর থেকে বিশ সেকেন্ড আগে পৌঁছাবে ওদের রুমে। এই সময়ের মধ্যে ওদের কনভিন্স করতে হবে এবং পালাতে হবে। শুনতে অসম্ভব মনে হলেও উপায় নেই। হোটেলে আসার রাস্ড়ায় পুরো ব্যাপরটাই ক্যালকুলেট করে রেখেছে সে। রুমের যাবার পথেই এলিভেটরের দরজাটা বাঁধে। ইলেভেন্থ ফ্লোরে উঠে জায়েদি ওর পকেট থেকে ওর মোটরসাইকেলের লকটা বের করল। দরজার সামনে তিন সেকেন্ড দাঁড়িয়ে বাইরের কলাপ্সেবল গেটটাতে তালা মেরে দিল সে। তিন সেকেন্ড হারিয়ে অন্ড়ত বারো সেকেন্ড পাওয়া যাবে।

BanglaBook.org

করিডোরে বড় একটা বাঁক আছে। সিঁড়ি বা এলিভেটর থেকে বের হলে এই সোজাসুজি ১১১৫ নম্বর রুমটা বা করিডোরের শেষ মাথাটা দেখা যায় না। মনে মনে ডিভাইনারের দীর্ঘায়ু কামনা করল জায়েদি। ও যখন তালা দেয় প্রস্ড়র যুগের মন্থর এলিভেটর তখন সিক্সথ ফ্লোরে।

জায়েদি নিজের সাইলেন্সার লাগানো পিস্ড়লটা বের করে আনল। ডান পকেট থেকে রুমের চাবিটা বের করল সে, যেটা নিচে সালমানের পকেট থেকে চুরি করেছিল একটু আগেই। চাবি ঘুরিয়ে মোচড় দিল। চাবি ঘোরানোর সাথে সাথেই ও জানত ভেতরের দুজন বুঝে গেছে বাইরে ওর অস্ড়িত্বের কথা।

জায়েদি রুমে ঢুকে দেখল কায়েস আর একজন আমেরিকার বিছানায় বসে আছে। মাঝখানে কিছু ডকুমেন্ট ছড়ানো। দুজনে বিস্ফোরিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

জায়েদি একটা কথাও না বলে ওর বন্দুকটা ছুড়ে দিল কায়েসের দিকে, "আমি কেন তোমাদের সাহায্য ব্যাপারটা বোঝানোর সময় এখন নেই। হাতে খুব বেশি হলে পনের সেকেন্ড আছে, যার মধ্যে সালমান আব্বাসী এখানে চলে আসবে।"

ওরা দুজনেই কোনো কথা না বলে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল। এ্যারন পেপারগুলো উঠিয়ে একটা ব্যাগে ভরে নিল। তারপর তিনজন একসাথে ফায়ার এক্সিটের দিকে দৌড়াল।

"সিঁড়ির নিচে দুই জন," জায়েদি বলল।

●●●

সালমান আব্বাসীর মাথায় একসাথে অনেক কিছু চলছিল। কায়েসকে বিশ্বাস করাটা কত বড় বোকামী হয়েছে সেটাতো বোঝাই যাচ্ছে। এত বড় একটা জিনিস কি করে তার চোখ এড়িয়ে গেল! সে বেশ পছন্দই করত ওকে। কায়েস একজন প্রোপার স্ট্র্যাটেজিক থিংকার, আকরাম সুরীর মত নয়। আকবর খান প্রায়ই একটা কথা বলেন, বুদ্ধিটা আসল নয়, আসল হল বিশ্বাসযোগ্যতা, যেটা আকরামের ছিল।

আকরাম সে-া থিংকার ছিল, আর সবসময় উদগ্রীব হয়ে থাকত কি করে তার মামাকে ইমপ্রেস করা যায়। এটা ছিল সবচেয়ে বিরক্তিকর। কায়েসের ভাগ্য খারাপ যে এখানে সালমানের একজন পুরনো সোর্স ছিল। একজন আমেরিকানের সাথে আই.এস.আই'র লোককে দেখে সালমানকে একটা কল দিয়েছিল মোটা বখশিসের আশায়। এমনিতে একজন আইএসআই এজেন্ট কোনো আমেরিকানের সাথে দেখা করতেই পারে, এটা এমন কিছু নয়। কিন্তু কায়েস বের হবার আগে সালমানকে মিথ্যে বলে বের হয়েছে, আর তাতেই সালমান শিওর হয়েছে। হয়তো অন্য কোনো এক্সপে-নেশনও থাকতে পারে কিন্তু সেটা

BanglaBook.org

পেতে তো দুইজনকে আগে ধরতে হবে, ছেড়ে দিলে তো লাভ নেই।

আমেরিকানদের হাতে কায়েস যে আসলে কি কি দিচ্ছিল সেটা জানার জন্য সালমানের মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। নিউক্লিয়ার প্রজেক্টটা ছাড়া যা দিক কিচ্ছু যায় আসে না। কিন্তু ওকে ভাবাচ্ছিল একরাম হুদার হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়াটা। কায়েস যদি ওই কুত্তাটাকে পেয়ে যায় তাহলে খুব বড় সমস্যা হয়ে যাবে, যদিও একরাম নিজে তেমন কিছু জানে না। কিন্তু কায়েসের জন্য সামান্য কিছুই যথেষ্ট। আরো কেয়ারফুল হওয়া উচিৎ ছিল। এ যাত্রায় তো ভাগ্যবলে কোনোভাবে ইজ্জতটা বেঁচে যাচ্ছে। একেবারে কানের পাশ দিয়ে গেল।

এলিভেটরটা ইলেভেন্থ ফ্লোরে পৌঁছাল। কামরান প্রথম গ্রিলটা খুলল। পরেরটা খুলতে গিয়েই দেখল তালা দেয়া।

"হোয়াট দ্য হেল?" চিৎকার করে উঠল সালমান। কিছু একটা গ—গোল হয়েছে। *কিছু একটা গ—গোল হয়েছে।* আত্মা কেঁপে উঠল তার। খাচায় আটকে থাকা সিংহের মত অসহায় মনে হল নিজেকে।

কামরান পকেট থেকে পিস্ড়ল বের করল।

"কি করছ তুমি?" লিফটে তেরো প্রেস করতে করতে বলল সালমান, "যেকোনো জায়গায় গিয়ে লাগতে পারে বুলেটটা। আহামক কোথাকার।"

কর্নেলের ঝাড়ি শুনে সেকেন্ডে কপালে ঘাম জমে গেল তর—ণ এজেন্টের। ক্যারিয়ারটাকে সামনে দিয়ে উড়ে যেতে দেখল সে।

প্রতিটি সেকেন্ডে সালমানের মনে হতে লাগল ওর কাছ থেকে সরে যাচ্ছে সবকিছু। লিফটটা থামলে কোনোমতে দরজা খুলে পাগলের মত ছুটল সে সিঁড়ির দিকে।

র—মের দরজার কাছাকাছি এসে পকেটে হাত দিল ও। ওর মনে হল পিস্ড়লটা নিয়ে নিজের মাথায় গুলি করে দেয়। চাবি নেই! সে জানত র—মে আর কাউকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তারপরও পিস্ড়ল বের করে দরজায় গুলি করে দরজা খুলে ফেলল ও। খালি ঘর।

কামরান অবাক হয়ে তার বসের কাজ কারবার দেখতে লাগল। কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কিন্তু কি না হয় সেজন্য মুখ বন্ধই রাখল।

"ফায়ার এক্সিট," ফিসফিস করে বলে দৌড় শুর— কল সালমান আব্বাসী।

●●●

কায়েসের কাছে এখনো জায়েদির গানটা রয়েছে। জায়েদি ঘরে ঢুকে কথাগুলো বলার সাথেই ওর সামনে সমস্ড় অপসনগুলো খুলে গিয়েছিল। এক হতে পারে জায়েদি যা করছে আব্বাসীর অর্ডারে। হয়তো ইনফর্মেশন বের করার কোনো টেকনিক হবে আর তা না হলে কোনো অদ্ভুত কারণে আসলেই সে ওদের

BanglaBook.org

সাহায্য করছে। প্রথমটা বেশি একটা জুতসই মনে হচ্ছিল না কারণ আব্বাসী কোনোভাবেই দুজন হাইলি ট্রেইন্ড স্পাইকে বাইরে ছেড়ে দেবে না। আর তাছাড়া ওদের উপস্থিতি সম্পর্কে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল বলেই জায়েদি এখানে আসতে পেরেছে। তো আর যাই হোক রুমের মধ্যে বসে থাকার কোনো মানে হয় না। আগে এখান থেকে বের হতে হবে তারপর ভাবা যাবে অন্য ব্যাপারে, কে কোন দিকে।

"এখানে থামো," জায়েদি আস্তে করে বলল, "নিচে দুজন আছে।"

জায়েদি নিচে নেমে গেল। ওকে আসতে দেখে নিচে দাঁড়ানো দুজন ওর দিকে দৌড়ে এল। "এদিকে আসেনি?" চেচিয়ে বলল সে।

"না," অবাক হয়ে বলল ওরা দুজন।

"রুমে নেই?" সাদমান জিজ্ঞেস করল।

জায়েদি বিরক্তিভরা চোখে ওর দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না। সাদমান বুঝে গেল সে ভুল প্রশ্ন করেছে। ওরা দুজন জায়েদির দিকে তাকিয়ে ওর দুই পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

আলতাফ একবার পিছনে তাকিয়ে বলল, "আমরা শিওর ওরা..."

আলতাফ কথা শেষ করার আগেই জায়েদি ওর মুখের উপর একটা ঘুসি মারলে মাটিতে পড়ে গেল সে।

সাদমান হা করে একবার আলতাফের দিকে তাকাল আরেকবার জায়েদির দিকে তাকাল। নিজের পিস্তল ড্র করার কোনো সময় তার নেই এটা বুঝেই সে জায়েদিকে ঘুষি দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু জায়েদি পনের মিনিট আগে থেকেই জানত এই মুভের কথা। বা হাত দিয়ে ঘুষিটা ঠেকিয়ে ডান হাতের তালু দিয়ে তীর্যকভাবে আঘাত করল সাদমানের নাকের জয়েন্টে। সাথে সাথেই ভেঙ্গে গেল নাকটা।

সাদমান চোখে ঝাপসা দেখল। আলতাফ মাটিতে পড়ে গেলেও সে জ্ঞান হারায় নি। সে ওঠার চেষ্টা করলে জায়েদি তার মুখের ডান পাশে সজোরে একটা লাথি মারল। এবার সে জ্ঞান হারাল। সাদমান ব্যথা আর শক কাটিয়ে আবার আরেকটা অ্যাটেমট নিল। কিন্তু এবারেরটা আগেরবারের থেকেও দুর্বল ছিল। জায়েদি সহজেই ঘুষিটা ঠেকিয়ে প্রথমে কুচকিতে একটা লাথি মারল এরপরে মুখে আরো একটা ঘুষি মারল। ইচ্ছে করেই ভাঙ্গা নাকটা এড়িয়ে গেল সে।

ইতোমধ্যেই এ্যারন আর কায়েস নিচে নেমে এসেছিল। জায়েদি তার মোটরসাইকেলে বসে স্টার্ট দিল। কায়েস উঠে বসল।

"এয়ারপোর্টের দিকে," এ্যারন মোটরসাইকেলে উঠে বসতে বসতে বলল।

"আমাকে বর্ডার ক্রস করে ইন্ডিয়া যেতে হবে," গেট দিয়ে বের হতে হতে বলল জায়েদি।

BanglaBook.org

"একবার নিউ ইয়র্কে নামো," এ্যারন বলল, "এরপর জাহান্নামে যেতে হলেও আমি ব্যবস্থা করে দেব।"

সালমান আব্বাসী বাইকটাকে বের হতে দেখে পাগলের মত গুলি ছুড়তে ছুড়তে সামনে দৌড় দিল।

"সান অফ এ বিচ," দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে। কিন্তু তাতে রাগ কমল না। **"সান অফ এ ফাকিং বিচ,"** এবারে চিৎকার করে বলল, সাথে সাথে পাশে দাঁড়ানো একটা গাড়ির চাকায় লাথি মারল সজোরে, ক্রোধ প্রশমনের আশায়।

কিন্তু সেদিকেও কেবলই হতাশা।

রাগ কমল না কর্নেল সালমান আব্বাসীর।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ২৭

আট বছর আগে
ফ্রে'স বার্বিকিউ রেস্টুরেন্ট, নিউ ইয়র্ক
১১ ডিসেম্বর, ১৯৬৩

ইমরান ছোট্ট রেস্টুরেন্টটার কোনার দিকের একটা টেবিলে এসে বসল। ও যেদিকটায় বসেছে সেখানে আলো খুবই অল্প। একটু পিছনেই কিচেন। মেইন এন্ট্রান্স ছাড়াও সেদিক থেকেও বেরোনোর একটা রাস্তা রয়েছে। এখনকার ইমরান আর নয় মাস আগের ইমরানের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। গত নয় মাস ধরে তাকে যে বীভৎস ট্রেনিংয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তা তার শারীরিক গঠন থেকে শুরু করে ব্রেনের প্রতিটি সেলের কার্যক্ষমতার পরিমাণ এবং পদ্ধতি সবই বদলে দিয়েছে। এখন সে কোনো কিছু কেবল দেখে না, সে অবজার্ভ করে। প্রতিটি পদক্ষেপ আগের থেকে অনেক পরিমিত এবং অ্যালার্ট। এমনকি ঘুমের ভিতরও সজাগ সে।

"আমি তোমাকে কোনোভাবেই এই পাগলামী করতে দিতে পারিনা," তার চাচা তাকে বলেছিলেন যখন ইমরান তাকে ওর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জানায়। "একমাত্র তোমার কারণে আমার মধ্যে যা একটু বেঁচে থাকার ইচ্ছা রয়েছে। তোমার মা বাবা বেঁচে থাকলে তারা কোনো দিনও তোমাকে এ পাগলামী করতে দিতেন না।"

"তারা বেঁচে থাকলে অনেক কিছুই অনেক ভিন্ন রকম ভাবে হত," ঠান্ডা গলায় বলেছিল ও।

আবেদুর সালেহীন রীতিমত চিৎকার করে উঠেছিলেন, "কিভাবে ওরা তোমাকে এমন একটা কাজ করতে বলতে পারে। কম টাকা দিয়েছি আমি ওদের যে এখন আমার ছেলেকেও নিতে চাচ্ছে।"

"এটা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছে, চাচা। টাকার সাথে এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই," ও খুব ভালো করেই জানত এই মিটিং মোটেই সহজ হবে না।

"ইমরান তুমি এখনো ছোট," আবেদুর সালেহীন তার বংশের একমাত্র জীবিত সদস্যের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "এসব তোমার কাছে অনেক ড্রামাটিক মনে হচ্ছে...দেশকে বাঁচাবে, হীরো হবে...জেমস বন্ড হবে...কিন্তু তুমি কি বুঝতে পারছ তুমি কি করতে যাচ্ছ? তুমি নিজের দেশের সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে যাচ্ছ। আমরা কেউ জানি না সামনে কি হবে।

BanglaBook.org

এমনকি যারা তোমাকে এই কাজ করতে পাঠাচ্ছে তারাও না। এই এরাই সুযোগ পেলে কোনো না কোনো সমঝোতা করে ফেলবে দেখো। তুমি বুঝতে পারছ না!"

"চাচা আমি আপনি আমরা সবাই-ই খুব ভালো করেই জানি দেশ আলাদা হয়ে যাওয়া কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র। এক দিন না একদিন সেই সময় আসবেই। আর যদি নাও আসে আমি সেই চান্স নিতেও রাজি আছি। কিন্তু আমি এটা যদি না করি আর আসলেই সেদিন আসে তাহলে..."

"যতদূর যা করা যায় আমরা তা করেছি..."

"আপনি করেছেন, আমি না। চাচা আপনি আমার মানসিকতাটা বুঝতে পারছেন না। এই কাজ করতে গিয়ে আমি যদি মরেও যাই আমার কিচ্ছু যায় আসে না। হয়ত বাঁচব, হয়ত মরব। কিন্তু আমি যদি এখন এটা না করে ছেড়ে দেই, তাহলে আমার পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। আমার স্বাভাবিক জীবন অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে," ইমরান সোজা ওর চাচার দিকে তাকিয়েছিল, "হাতের উপর হাত রেখে কোনো কিছু না করে বসে থাকার চাইতে একশ বার মরে যাওয়া ভালো, চাচা। এমন একটা সুযোগ জীবনে কত জন পায়?"

"কেউ না, কারণ এটা কোনো সুযোগ নয়। এটা পাগলামী। তোমার বাবার কাছে কি জবাব দেব আমি?"

"আর আমি কি জবাব দেব?" ইমরান পালটা প্রশ্ন করে, "আমি কি বলব? আমি আমার সারা জীবন একটা পথ খুঁজেছি। কোনো একটা রাস্ড়া। এতদিন পরে খোদা আমার সামনে রাস্ড়া দেখিয়েছেন। কেউ কোনো দিন স্বপ্নেও চিন্ড়া করতে পেরেছে এমন কিছু? এটা কেবলই আমার জন্য হয়েছে, কেবল মাত্র আমার জন্য। এটা ছেড়ে দিয়ে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব না।"

"দেখো, আসলে যদি কোনো যুদ্ধ-টুদ্ধ হত আর তুমি যুদ্ধ করতে যেতে চাইলে আমি না করতাম না। কিন্তু কিন্তু...এটা তো কিছুই না। তুমি একেবারে অর্থহীন একটা কারণে নিজের জীবন দিয়ে দিতে রাজি হয়ে যাচ্ছ," ভাতিজার মনোভাব বদলাবার জন্য মরিয়াভাবে চেষ্টা করেছিলেন আবেদুর সালেহীন। কিন্তু মনে মনে তিনিও জানতেন ইমরানের মনোভাব বদলাবে না।

"যুদ্ধ হবেই। এক বছর দুই বছর...কিন্তু হবেই সেটা আপনিও জানেন।"

"না আমি জানি না। কেউ জানে না। আমরা আল-াহ খোদা না।"

"চাচা আমি এটা না করে বেঁচে থাকতে পারব না।"

"তুমি আমাকে সুইসাইডের হুমকি দেখাচ্ছ, তাই না? এখন তুমি যদি একেবারে ফাইনাল ডিসিশন নিয়েই ফেলেছ তাহলে তো আমার ক্ষমতা নেই তোমাকে ঠেকাতে পারব। আমি তো আর তোমাকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখতে পারি না। হয়তো আমার সেটাই করা উচিৎ। সুইসাইড করলে নিজের হাতে মরতে আর তোমাকে যেতে দিয়ে আমিই নিজের হাতে তোমাকে

BanglaBook.org

মারলাম আর কি।”

“নাহ, আমাকে বাঁচার সুযোগ করে দিলেন,” ইমরান হেসে বলেছিল।

আবেদুর সালেহীন ইমরানের মাথায় হাত বুলিয়ে উঠে যান।

পরদিন রাতে ইমরান রওনা দেয় রাশিয়াতে। সেখানে ওকে সোহরাওয়ার্দী রিসিভ করেন। পৌঁছানোর পরদিন প্রথমবার ওর সাথে ওর ট্রেইনারদের দেখা হয়। ভ-াদিমির প্রিমিকভ এবং জোসেফ বোরোডিন।

প্রিমিকভ পনের বছর কেজিবিতে ছিল। বেশিরভাগ সময়ই সে অপারেট করেছে আমেরিকাতে। প্রথম কয় বছর তার কাজ ছিল ডিফেক্টরদের খুঁজে বের করে তাদের সম্পর্কে রিপোর্ট করা। পরে রাশিয়া যখন ধীরে ধীরে আমেরিকাতে নিজেদের সি-পার সেল এক্টিভ করতে শুর“ করে প্রিমিকভ এদের হ্যান্ডেলার হিসেবে কাজ করত। ষাটোর্ধ্ব পাতলা চেহারার এইলোকের ঠোঁটের কোণে সবসময় একটা সিগারেট লেগেই থাকত। স্পেৎনাজদের জন্য ডিজাইন করা বিশেষ মার্সাল আর্টে সে একজন এক্সপার্ট।

বোরোডিন প্রিমিকভের থেকে প্রায় আট বছরের ছোট। ফর্মার স্পেৎনাজ, ফর্মার কেজিবি। স্পেৎনাজ জিআরইউ ’৪৯ সালে তাদের অপারেশন শুর“ করে। প্রথম ব্যাচেই সে ছিল। পরে ছাপ্পান্ন থেকে সে ট্রেনিং দেওয়া শুর“ করে। রির্টায়ার করার পর ইমরানকে ট্রেইন করতে আসার আগের দিন পর্যন্ড় এই সার্ভিলেন্স এন্ড কাউন্টার সার্ভিলেন্স এক্সপার্টের একমাত্র কাজ ছিল জুয়া খেলা আর মদ গেলা।

ইমরান প্রথমে ভেবেছিল রাশিয়াতেই ওর ট্রেনিং হবে। মুখে কিছু না বললেও বা হাব ভাবে বুঝতে না দিলেও ও কিছুটা চিন্তিত ছিল মনে মনে। রাশিয়ার ঠা“ায় সার্ভাইভ করতে পারা সহজ কোনো ব্যাপার নয়। পরে জানতে পারল তাকে সোমালিয়ায় ট্রেনিং দেয়া হবে। “সাউথ এশিয়ার বাচ্চা ছেলে এখানে এক ঘণ্টাও টিকবে না,” হেসে বলেছিল বোরোডিন, ভেরা আলেক্সড্রোনভার কাজিন।

সোমালিয়ার জেইলা নামের এক জায়গাতেই তারা আগে থেকেই সব বন্দোবস্ড় করে রেখেছিল। পারফেক্ট ওয়েদার আর সামান্য টাকা খরচ করলে এখানে পাওয়া যায় না এমন কিছু নেই।

সারা বিশ্বের সবচেয়ে ডেডলিয়েষ্ট কিলার তৈরি করে স্পেৎনাজ। যুদ্ধের সময় এদের কাজ হল শত্র“ দেশের ভিতরে ঢুকে স্যাবাটোজ, ইন্টেলিজেন্স গ্যাদারিং, অ্যাসাসিনেশন এসব করা। পৃথিবীর অন্য কোনো ফোর্সকেই এদের মত এত মারাত্মক ট্রেনিং-এর মধ্যদিয়ে যেতে হয় না। এমনকি অনেকে বলে আমেরিকার নেভি-সীল বা ডেল্টা ফোর্সের চাইতেও এদের ট্রেনিং মারাত্মক হয়, যদিও নিশ্চিতভাবে বলার কিছু নেই।

“মাথার ভিতর ভালো করে ঢুকিয়ে নাও,” বোরোডিন তার পারফেক্ট আমেরিকান উচ্চারণে বলেছিল, “আমাদের কাজ হল তোমাকে মেরে ফেলা, আমাদের টাকা আমরা পেয়ে গিয়েছি তো তুমি যত তাড়াতাড়ি মরবে তত

BanglaBook.org

তাড়াতাড়ি আমরা সেগুলো খরচ করতে যেতে পারব।”

প্রতিদিন সকালে উঠেই দশ থেকে বারো মাইল ছুটতে হত ওকে। আর কোনো সমতল ভূমিতে নয়। কোথাও নিচু কোথাও উঁচু। কয়েক সপ্তাহ পার হলে খালি পায়ে। প্রথম মাসের কাজ ছিল দুটো। দৌড়ানো আর ঘুসি মারা। খসখসে বিনা প-াষ্টারের দেয়াল, গাছ কিংবা টিনের সূঁচালো অংশের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকে ঘুসি মারানো হত। সারা হাত রক্ত আর পুঁজে ভরে যাবার পরেও থামাথামির প্রশ্ন নেই।

একরাতে সারা দিন ট্রেনিং-এর পর ও যখন ঘুমাচ্ছিল প্রিমিকভ ছুরি নিয়ে ওর ঘরে ঢুকে পড়ে। ও চোখ খুলে দেখতে পায় সে বিশাল একটা ছুরি ওর গলার উপর ধরে রেখেছে বুড়ো রাশিয়ানটা। “মরার মত ঘুমানোর দিন শেষ তোমার। ধরে নাও মরে গেছ।” বলেই ওকে বেধড়ক পেটানো শুর“ করে। পর দিন থেকে শুর“ হয় মার্শাল আর্ট আর ওয়েপন এন্ড এক্সপে-াসিভের উপর ট্রেনিং।

এই ট্রেনিংয়ের শেষ দিন যা ঘটেছে সেকথা ইমরান মরার আগ পর্যন্ড় মনে রাখবে। পরদিন থেকে ওর সার্ভিলেন্স ট্রেনিং শুর“ হবার কথা ছিল। ওকে বলা হয় একরাত আরাম করে ঘুমুতে পারবে। কিন্তু মাঝরাতে ওর দুজন ট্রেনার এক সাথে ওর ঘরে ঢুকে ওকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে আসে। ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওকে একটা অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়ে দরজা আটকে দেওয়া হয়।

পুরো ঘরে কোনো আলো ছিল না। কিন্তু ঘরের গন্ধটা ছিল মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত। এখনো ঐ গন্ধের কথা চিন্ড়া করলে বমি চলে আসে ওর। সারা ঘরের ফ্লোর ছিল পিচ্ছিল। কয়েক মুহূর্ত লাগল বুঝে উঠতে তাকে ঠিক কিসের মধ্যে নিয়ে ফেলা হয়েছে। সারা ঘর, মেঝে দেয়াল সব কিছু রক্ত, মাথার ঘিলু, নাড়ি ভুড়ি, বর্জ্য পদার্থে পরিপূর্ণ। কয়েক যুগের মত পাঁচ মিনিট কেটে গেল সেখানে। এরপর হঠাৎ করে দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেয়েছিল সে। তারপরে ঘরের ভিতর কিছু একটা ছুড়ে ফেলার শব্দ। শব্দ শুনে বুঝল একটা ছুরি। ওর পিছন দিকে কোথাও পড়েছে। এরপর বাইরে বোরডিনের অবয়ব দেখতে পেল সে। কিন্তু বোরোডিনের পাশে ও যা দেখল তাতে ওর রক্তহীম হয়ে গেল সাথে সাথে। বিশাল সাইজের একটা কুকুর তার পাশে দাঁড়ানো।

বুড়ো রাশিয়ান কুকুরটার গলার শিকলটা খুলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল আর জার্মান ভাষায় কোনো কমান্ড দিল। অদ্ভুত ব্যাপার হল এত রক্ত-মাংশের পাশে দাঁড়িয়ে থেকেও কুকুরটা এতক্ষণ একটা শব্দও করে নি। কমান্ড শুনেই সে রক্তজল করা গর্জন করে ইমরানের দিকে দৌড়ে আসতে শুর“ করল। বোরোডিন বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দিল। প্রথমে ওকে ছুরিটা নোংরা, রক্ত, ঘিলু, নাড়িভুঁড়ি ভরা মেঝের উপর হাতড়িয়ে খুঁজে বের করতে হবে। যদি সে পর্যন্ড় জ্যান্ড় থাকতে পারে তবে পরের পার্ট। ওর পরনে ছিল একটা পাতলা টিশার্ট আর হাফ প্যান্ট। কুকুরটা ছেড়ে দেবার সাথে সাথে ও গায়ের টিশার্ট

BanglaBook.org

খুলতে খুলতে পিছন দিকে অর্থাৎ যেদিক থেকে শব্দটা শুনেছিল সে দিকে দৌড়াতে শুরু করল। কিন্তু ওর চোখ ছিল কুকুরের দিকেই।

মুহূর্তের মধ্যেই দৈত্যকার জন্তুটা ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুজনই এক সাথে পিচ্ছিল মেঝেতে পড়ে গেল। ও চেষ্টা করল কুকুরটার গলা পেচিয়ে ধরতে, টি-শার্ট দিয়ে। পাতলা গেঞ্জিটা ও কুকুরটার মাথায় জড়িয়ে যত জোরে পারল সেটার কানের পাশে আঘাত করল। একই সাথে নোংরা অর্ধতরলের উপর দিয়ে নিজের দেহকে স-াইড করিয়ে সারা দেহ দিয়ে ছুরিটার স্পর্শ পাবার চেষ্টা করল। ইতোমধ্যে কুকুরটা নিজেকে প্রায় ওর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। কোনোভাবে সে কুকুরটাকে নিজের থেকে যতদূর পারল ছুড়ে দিতে চেষ্টা করল। অবশ্য সেটা খুব বেশি দূর ছিল না। কিন্তু ওর ভাগ্য ভালো ছিল যে সাথে সাথেই ও ছুরিটা পেয়ে গিয়েছিল। দাঁড়ানোর কোনো চেষ্টাই সে করল না। ডান হাতে ছুরি নিয়ে যত দ্রুত পারল গড়িয়ে সরে গেল। *শত্রুকে ছোট টার্গেট দাও।* এরপর বাম হাত মুখের সামনে ঢালের মত রেখে কুকুরটার দিকে ঘুরল। সেটা এর মধ্যেই ঘুরে আবার ওর দিকে তেড়ে আসছিল। কুকুরটা লাফিয়ে পড়ল ঠিক ওর হাটুর উপর। কামড় বসানোর ঠিক আগে কুকুরটার গলার ভিতর ছুরি ঢুকিয়ে একটা মোচোড় দিল ইমরান। মুহূর্তেই একটা জান্ড়ব ফ্যাসফ্যাসে শব্দ করে নেতিয়ে পড়ল জন্তুটা। আর সাথে সাথে ইমরানের সারা মুখ আর গলা ভরে গেল উষ্ণ রক্তে। ওর সারা শরীর আগে থেকেই মেঝের জঘন্য পদার্থগুলো দিয়ে ভরে ছিল। আলাদা কোনো পার্থক্য মনে হল না। মৃত জন্তুটার দু পা ধরে ও সর্বশক্তি দিয়ে ছুড়ে মারল দরজার দিকে। ভারী জানোয়ারটার দেহ সরাসরি দরজায় গিয়ে না লাগলেও মেঝেতে পড়ে স-াইড করে দরজায় গিয়ে আঘাত করল। মুখ দিয়ে একটা শব্দও না করে পুরো চার ঘণ্টা ইমরান ওই দোজখের ভিতর বসে ছিল। এরপর সকাল বেলা বোরোডিন এসে দরজা খুলে দেয়।

ইমরান রেস্টুরেন্টের দরজার দিকে তাকাল।

শেখ মুজিবর রহমান এসে নিঃশব্দে বসলেন ওর সামনে। হাতে একটা ছোট কালো ব্যাগ। মাথায় মুখ ঢেকে রাখার জন্য একটা বেসবল ক্যাপ আর পরনে একটা কলারওয়ালা গেঞ্জি আর কালো জিন্সের প্যান্ট। ইমরান ওয়েটারের দিকে তাকিয়ে দুটো কফি দিতে বলল।

"চাচা জানে তুমি এসেছ?" মুজিব ফাইলটা ডান দিকে রেখে জিজ্ঞাসা করল।

"কেউ জানে না।"

"খবর তো নিশ্চয় শুনেছ?" মুজিব গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

"পেপারে দেখেছি। তিনি একজন ভালো মানুষ ছিলেন।"

"তোমার এই মিশন পুরোটাই ছিল তার আইডিয়া। নিজের লোকেদের জন্য কিছু করার শেষ চেষ্টা। আমি অবশ্য তাকে নিষেধ করেছিলাম। তবে এর

BanglaBook.org

মানে এই নয় যে আমি চাইনা এটা হোক। তবে আমার কাছে অনেক বিপজ্জনক মনে হয়েছে। সে যাই হোক তিনি আমার গুরু ছিলেন। যে কাজ তিনি শুরু করেছেন তা আমি শেষ করব," মাত্র ছ'দিন আগে সোহরাওয়ার্দী লেবাননে মারা গেছেন।

ইমরান কিছু না বলে মাথা নাড়ল। মুজিব যে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুতে অনেক কেঁদেছেন সেটা ও খুব ভালো ভাবেই বুঝতে পারল।

"তোমাকে অন্যরকম লাগছে।"

তিনি ভালো করে তাকালেন তার সামনা বসা ছেলেটার দিকে। শেষবার যেদিন দেখেছিলেন তার সাথে তার আজকের চেহারার অনেক তফাৎ। ওকে দেখে আরো শক্তিশালী এবং ক্ষীপ্র মনে হল। চোখ আগে থেকেই অনেক শীতল ছিল, কিন্তু আরো ঠান্ডা মনে হচ্ছে আজকে। লম্বা, ফর্সা এবং শক্ত চেহারার সাথে ছোট করে কাটা চুল, লম্বাটে মুখ এবং স্পষ্টতর চোয়াল।

ইমরান কিছু বলার আগে ওয়েটার এসে দুটো কফি রেখে গেল।

"আমি অন্যরকম হয়ে গেছি তাই," ইমরান হেসে বলল। "আমি এখন একজন ঠান্ডা মাথার খুনি হয়ে গিয়েছি। সাম ডেডলি অ্যাসাসিন।"

ট্রেনিংয়ের শেষ দিন প্রিমিকভ ওকে ডেকে একটা কোনোরকম ভাবে আঁকা একজন মানুষের পোর্ট্রেট দেখায়। তারপর ঠান্ডা গলায় বলে, "একে তোমার খুন করতে হবে।"

"কে এই লোক?" অবাক হয়ে বলেছিল ইমরান।

"তাতে কিছু যায় আসে না। আজকে কোনো এক সময়ে সে লোকাল মার্কেটে আসবে। আর সেখানেই তুমি একে খুঁজে বের করবে এবং মারবে।"

"কিন্তু এটা দেখে তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না," একজন টাক লোকের ছবি। বড় বড় দুটো চোখ। চোখ দুটো আসলেই বড় নাকি আর্টিস্ট এঁকেছিল উলটা পালটা সেটা বোঝার কোনো উপায় ছিলনা। আসলে দুটো চোখের সাইজ দুরকম ছিল। "এতো যেকেউ হতে পারে," বলেছিল ইমরান।

"তাহলে যে কেউকেই মারো, আর ভালো কথা কেউ যেন টের না পায়। মারার পরে আমাকে তার বাম কানটা কেটে এনে দেখাবে। আর সে-ও কিন্তু তোমাকে মারার জন্য খুঁজছে। তাকে টাকা দেয়া হয়েছে। খুব বেশি না অবশ্য। সে দলবল নিয়ে আসবে তোমাকে মারতে। তোমাদের মধ্যে যেকোনো একজন বের হবে আজকে মার্কেট থেকে।"

বলেই ইমরানের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে ছিড়ে ফেলে চলে গিয়েছিল সে।

"আমরা সবাই তো তাই-ই চেয়েছিলাম," মুজিব বললেন।

ইমরান হেসে মাথা নাড়ল।

"তোমার আর আমার আর কোনো কন্টাক হবে না," মুজিব বললেন, "তুমি তোমার চাচার সাথে কথা বলবে যদি দরকার পড়ে। তিনি আমার সাথে

BanglaBook.org

যোগাযোগ করবেন। তার বা আমার মৃত্যু হলে তুমি এই নাম্বারে কল করবে," মুজিব একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল।

"ওকে।"

"আর এটা তোমার নতুন আইডিন্টিফিকেশন পেপার। তোমার ট্রেইনারাই এগুলো জোগাড় করে দিয়েছে। যাই হোক, তুমি এখানেও একজন ইঞ্জিনিয়ার। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ড় ইসলামাবাদে পড়াশোনা করেছ। এরপর এক্সিডেন্টে তোমার মা বাবা মারা গেলে তুমি চাচার সাথে এখানে চলে আস। তোমার চাচাও মারা যান দুবছর আগে। এখানে সব ডেথ সার্টিফিকেটগুলোও আছে। সাথে তোমার এডুকেশন রিলেটেড সব কাগজপত্র। জানুয়ারিতে ক্যাপ্টেনের জন্য আর্মিতে পরীক্ষা নেওয়া হবে। তোমার দরকারি সবই আছে। এখন পুরোটাই তোমার হাতে।"

ইমরান মাথা নাড়ল।

"পাকিস্ড়ানে এমনিতে সিটিজেনদের তেমন কোনো রেকর্ড টেকর্ড থাকে না। তো কোনো সমস্যা হবার কথা নয়। তোমার চাচার সাথে কথা হয়েছে। যদিও তিনি মোটেই খুশি নন আর আমাকে তো মোটেই পছন্দ করেন না, কিন্তু তিনি সাহায্য করবেন। কয়েকদিন পর তোমাকে মিসিং রিপোর্ট করা হবে এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে তোমাকে মৃত ঘোষণা করা হবে। বোরোডিন এখন নিউ ইয়র্কে আছে। সে-ই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। তো এই মুহূর্ত থেকে তুমি আর ইমরান সালেহীন খান নও। তুমি-"

মুজিব শেষ করতে পারার আগেই ইমরান সামনে থাকা একটা একটা ফাইল দেখে বলল,

"সাঈদ খন্দকার জায়েদি।"

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ২৮

৩ নভেম্বর, ১৯৭১
ডিরেক্টর'স অফিস, আই.এস.আই এইচ-কিউ, ইসলামাবাদ, পাকিস্ড়ান

এয়ার কন্ডিশনড রুমে বসে ঘামছিল সালমান আব্বাসী। আকবার খান একজন হতাশ পিতার মত অন্য দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যদিও সালমান একজন ক্রোধে উন্মত্ত পিতার ছবি দেখার আশা করছিল। কিন্তু লোকটা অদ্ভুত শান্ড় ছিল। আকবর খান চিৎকার চেঁচামেচি করে সময় নষ্ট করার কোনো মানে দেখেননি। সালমান যা জানে তাকে সেকথা শোনানোর কোনো অর্থ নেই। তিনি পাশের বাসার ভাবী নন যে 'আগেই বলেছিলাম' শুনিয়ে মজা নেবেন।

কিন্তু তার বস ইয়াহিয়া খান কি করবেন সেটা অবশ্য একেবারেই ভিন্ন একটি বিষয়।

"তো আল শাহরিয়ার একজন আমেরিকানের সাথে কাজ করছে," দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।

সালমান আসলে ওই লোকটা কোনো দেশের সেটা শিওর জানত না। শুধু জানত একটা সাদা চামড়ার লোক। তিনজনই একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। এসব লোক এক মিনিটের নোটিশের যেকোনো জায়গায় ট্র্যাভেল করলে পারে, আর তারা যদি ন্যাশনাল সিক্রেট বেচার কাজ শুরু করে বা ডিপ কভারে থেকে থাকে তাহলে অনেক আগেই থেকেই এক্সিট স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে রাখে।

তার ক্ষমতায় যা যা ছিল তার সবই সে করেছে। সেটা অবশ্য খুব বেশি কিছু নয়। এই পুরো ব্যাপারটা তাকে এমনিতেই গোপন রাখতে হত। দেশে যুদ্ধ চলছে। এরকম সময়ে তার দুজন এজেন্টের এই অবস্থা অন্য এজেন্সি জানলে খুবই বিশ্রি একটা সিচুয়েশন হবে। তার উপর এটা পাকিস্ড়ান। একটা ছোট্ট গুজব এখানে মুহূর্তের ভিতর ডাল পালা গজিয়ে পছন্দমত শেপে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর সেসব ডাল-পালা দিয়ে নিজের ঘরে বাগান করার মত লোকের অভাবও এখানে নেই। তো তাকে ম্যানহান্টের অপারেশনটা চালাতে হয়েছে খুবই নীরবে। আর তাতে কোনো কাজই হয় নি।

"আমার সোর্স বলেছে লোকটা সাদা," সালমান বলল।

"মানে সে মোসাদও হতে পারে?"

BanglaBook.org

সালমান কিছু বলল না।

আকবর খান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

সালমানের মনে হল ওর বুকের ভিতর কেউ ছুরি দিয়ে খোঁচাচ্ছে। নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হল তার।

"জায়েদির ব্যাপারটা কি?"

সালমান ঢোক গিলল। "আসলে এখনো পুরোপুরি জানা যায় নি। ধারণা করা হচ্ছে র' "

"কায়েস কতটুক জানে?"

"আপনাকে আরো কিছু জানানোর ছিল," সালমান কোনোভাবে বলল।

"আবার কি?"

সালমান ঢোক গিলল, "আমরা একরাম হুদাকে কোথাও খুঁজে পাই নি।"

"মানে?"

"ওয়াদুদ খবর পাঠিয়েছিল যে তার চারজন লোক যারা একরামকে নিতে এসেছিল তাদের কেউই ফেরত আসে নি। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম হুদা ওদের কিছু বুঝিয়ে নিজের দলে ভিড়িয়ে সবাই পালিয়েছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কায়েস..."

"ওহ গডড্যাম ইট, সালমান!" আকবর খান এবার আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। "কি অবস্থা হচ্ছে এটা। একটা সিম্পল কাজও ঠিক মত হচ্ছে না। ওই শুয়োরের বাচ্চা আমার ভাগ্নেটাকে মেরেছে আর এখন সে একেবারে যা খুশি তাই করছে। আর তুমি কিছুই করতে পারছ না! হাউ ফাকিং কনভিনিয়েন্ট!"

সালমান কয়েক মূহূর্ত চুপ করে থাকল। তার গলা শুকিয়ে গেছে।

"হুদা কিছু জানে না," কোনোভাবে বলল সে।

আকবর খান উঠে পায়চারী করতে শুরু করলেন।

"কিভাবে ক্যাডের দুইজন বেস্ট এজেন্ট আমাদের নাকের ডগায় বসে...এদের ফ্যামিলি ট্যামিলি কিছু নেই এখানে?"

"কায়েসের একটা ভাই ছিল। কর্নেল ছিল। পয়ষট্টিতে মারা গেছে। জায়েদির কিছু নেই। তার ফাইল অনুসারে সে তার ফ্যামিলির সাথে আমেরিকায় থাকত। সবাই কার এক্সিডেন্টে মারা গেছে অনেক ছোট বেলায়। চাচার কাছে মানুষ হয়েছে, সেও মারা গেছে।"

"তো কেউ নেই?"

"এজন্যই তাদের ক্যাডে নেয়া হয়েছে।"

"একি অবস্থা! কোথায় ছেড়ে কোথায় ফোঁকাস করব তাই তো বুঝতে পারছি না," আকবর খান তার ডেক্সে এসে বসলেন। "তুমি নিউক্লিয়ার প্রজেক্টে ফোঁকাস কর। আর এই বানচোতদের খুঁজে বের করার জন্য কাউকে অ্যাসাইন কর। আবার এমন কাউকে দিয়ো না যে আবার আমাদেরই গুষ্টি

BanglaBook.org

উদ্ধার করে দেয়। যদি এমন কেউ থাকে আরকি। যা অবস্থা দেখছি। দেশের এই অবস্থায় চাইলেও তো কোনো বড় ইন্টার্নাল ইনভেস্টিগেশন বসানো সম্ভব না, বড় কোনো চেঞ্জও আনা যাবে না। সবগুলো তো সবসময় শুয়োরের মত হা করে বসে থাকে, একটা ইস্যু পেয়েছে তো হয়েছে। তা না হলে আমি সব পালটে ফেলতাম। যা অবস্থা দেখছি ক্যাডতো রীতিমত দিলি-র একটা ছোটখাট মাজার হয়ে গেছে। যাও এখন। আর দয়া করে একটু সাবধানে কাজ কর।"

সালমান নীরবে উঠে দরজার দিকে গেল।

"জায়েদি র' হলেও তার কি এমন ঠেকা পড়ল যে এমন স্ট্যাবলিশড কাভার ভেঙ্গে কায়েসকে বাঁচাতে হবে?" আকবর খান জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি দেখছি," সালমান পিছনে ফিরে বলে চলে গেল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অ ধ্যা য় ২৯

৩ নভেম্বর, ১৯৭১
জেএফকে এয়ারপোর্ট, নিউ ইয়র্ক, ইউএসএ

ওরা যখন নিউ ইয়র্কে পৌঁছাল তখন রাত হয়ে গেছে। এখানে আসাটা ওদের জন্য তেমন কঠিন কিছু হয় নি। জায়েদি আন্ডারকভারে আছে প্রায় আট বছর। ওর নিজের কিছু ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তাতে তিনজন বের হতে পারত না। তবে এ্যারন খুব সহজেই একজন পাইলটের সাহায্যে ওদের এখানে নিয়ে আসতে পেরেছে। ওই পাইলটও সিআইএ'র জন্যই কাজ করে।

জায়েদি এখনো ওদের সত্যটা বলেনি। ওদের বলেছে ও র', আর যেহেতু এ্যারনের কাছে সবচেয়ে বেশি ইন্টেল আছে নিউক্লিয়ার বোমের ব্যাপারে সেজন্যই ওদের বাঁচাতে সে আট বছরের কভার ভেঙেছে। এটাই আসল সত্য থেকে বিশ্বাস করানো অনেক বেশি সহজ ছিল সেসময়।

অন্যদিকে কায়েসকে এ্যারন রিক্রুট করে আফ্রিকাতে একটা অপারেশন চালানোর সময়। ওরা দুজনে গিয়েছিল এক লোকাল নেতাকে অ্যাসাসিনেট করতে। সাক্সেসফুল অপারেশন ছিল। আজও কেউ জানে না যে ঐ লোককে হত্যা করা হয়েছে। তবে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে কায়েস ধরা পড়ে যাচ্ছিল। এ্যারন অনেক বড় ঝুঁকি নিয়ে ওকে বাঁচায়। এরপর যুদ্ধ শুরু হলে কায়েস এ্যারনকে নিয়মিত ইন্টেল দিতে শুরু করে। কায়েস জানায় এটা সে করেছে দুটো কারণে। এক, সে এ্যারনের কাছে কৃতজ্ঞ আর দুই এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হল সে চেষ্টা করছিল আইএসআই থেকে বেরিয়ে যেতে আর মনেপ্রাণে চাচ্ছিল যেন ইয়াহিয়া খান ক্ষমতাচ্যুত হয়।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে পিছনে কাছের একটা পার্ক বেঞ্চে ওরা অপেক্ষা করছিল। এ্যারনের লোক এসে ওদের নিয়ে যাবার কথা। বাইরে খুবই ঠান্ডা, কাপাকাপি লাগার অবস্থা।

"কতক্ষণ থাকতে হবে এখানে?" কায়েস বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"পনের বিশ মিনিট," বলল এ্যারন।

"ধুর," জায়েদি বিড়বিড় করে বলল।

"তো এখন কি হচ্ছে?" কায়েস এ্যারনের দিকে তাকিয়ে বলল। কায়েস বসেছিল দুজনের মাঝখানে।

"তোমার সাথে আমার ডিল ছিল লং টার্ম, কিন্তু তুমি যে ইন্টেল দিয়েছে এটা যথেষ্ট এফেক্টিভ ছিল। আইডি তোমাকে করে দেয়া যাবে। টাকাও দেব। কিন্তু সেই টাকা এই পলাতক অবস্থায় তোমার জন্য যথেষ্ঠ হবে কিনা সেটা আপাতত বলতে পারছি না।"

কায়েস কিছু বলল না।

"আর নিউক্লিয়ার বোমের কি হবে?" জায়েদি জিজ্ঞেস করল।

"চেষ্টা করে দেখতে হবে আর কি," এ্যারন বলল।

"চেষ্টা করে দেখতে হবে মানে কি? আর সেটা করবে কে?" জায়েদি একটু বিরক্ত হয়ে বলল।

"তোমার গভর্নমেন্ট তো অ্যাটাক করতেই যাচ্ছিল ইস্টে," এ্যারন বলল, "কিন্তু এখনও 'ওয়েদার' রিজন বহাল দেখিয়ে আপাতত কিছু করছে না। ওখানে তোমাদের রিসোর্স ব্যবহার করে বোমগুলো খুঁজে বের করতে হবে আর সিআইএ-এনএসএ'র হেল্প তো পাচ্ছই।"

"আমরা থাকছি কোথায়?" কায়েস জিজ্ঞেস করল।

"একটা অ্যাপার্মেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে," এ্যারন বলল, "তুমি সেখানে মাসখানেক থাকতে পারবে।"

"আর তারপর?" কায়েস জিজ্ঞেস করল।

"আমাকে কথা বলে দেখতে হবে," বলল এ্যারন।

"তোমার কথা শুনে তো ভরসা পাচ্ছি না," কায়েস বলল, "দেখো টাকা না পেলে আমি এমনিতেই মরে যাব। আমি এত দিনে যে টাকা কামিয়েছি তাও তো এখন তোলা সম্ভব না। আমার কাছে তো কিছুই নেই।"

"কত টাকা দিচ্ছে?" জায়েদি জিজ্ঞেস করল।

"পঞ্চাশ হাজার ডলার," কায়েস বলল।

"এটা পেলেও তো মনে হয় না তোমার খুব বেশি লাভ হবে," জায়েদি বলল, "এর চাইতে আমার সাথে কাজ কর দুই লাখ ডলার দেব।"

এ্যারন এবং কায়েস দুইজনই অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে।

"কি কাজ করব তোমার সাথে?"

"নিউকগুলো খুঁজে বের কর।"

"তোমার অথরিটি নেই এত বড় ডিল করার," কায়েস বলল।

"হুম," জায়েদি একটু চিন্তা করে বলল, "এখন যখন আমরা আপাতত সেফ হয়ে আছি, আর তোমাদের সাথে আমাকে এমনিতেই কাজ করতে হবে, তো আমার মনে আমার ব্যাপারে কিছু জিনিস তোমাদের জানা দরকার। আমি র' নই।"

"মানে কি?" দুজনেই ওর দিকে ঘুরে তাকাল।

"ব্যাপারটা আসলে একটু জটিল," জায়েদি বলল, "আমি '৬৩ তে শেখ মুজিবুর রহমান এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর হয়ে পাকিস্তান মিলিটারীতে ঢুকি। তো টেকনিক্যালি আমি বাংলাদেশের প্রথম ইন্টেলিজেন্স অফিসার।"

BanglaBook.org

"তুমি কি করে আমার আর র-এর মিটিংয়ের কথা জানো?" এ্যারন সবার আগে এটাই জিজ্ঞেস করল।

"র'তে আমার সোর্স আছে, বেশ উপরের দিকে," জায়েদি বলল, "আমি এমন অনেক কিছু জানি যা তোমরা এখনো জানো না।"

"এর মানে কি?" কায়েসি বলল, "তুমি যা বলছ তাতো বিশ্বাস করা যায় না।"

"তাহলে তো বুঝতেই পারছ আগে কেন মিথ্যে বলেছিলাম," জায়েদি বলল, "দেখো ইন্ডিয়ায় গেলে আমার প্রাইম মিনিস্টার আমার কথা ভেরিফাই করবেন। কেবল তিনি আর মুজিব জানতেন আমার অস্ড়িত্বের কথা।"

"এরকম পাগলামী জীবনে দেখিনি," এ্যারন বলল, "অস্ড়িত্বহীন দেশের স্পাই।"

"বাংলাদেশের অস্ড়িত্ব আছে," জায়েদি বলল।

"এখন হয়তো সেটা একরকম বলা যায়," এ্যারন বলল, "কিন্তু আট মাস আগেও তো ছিল না।"

"তুমি আসলে আই.এস.আই'তে করেছটা কি?" কায়েস বলল।

"উম...তুমি যদি অ্যাচিভমেন্টের কথা জিজ্ঞেস করে থাক তো আমি মুজিবকে দুটি অ্যাসাসিনেশন অ্যাটেমটের আগে নোটিফাই করেছি, আই.এস.আই মাঝখানে একবার আওয়ামীলীগের ভিতর সমস্যা করে দল ভেঙ্গে দেবার একটা প-্যান করেছিল সেটা আটকেছি। ছোটখাট আরো কিছু আছে আর এছাড়াও যুদ্ধ শুর" হবার পর থেকে তো...বুঝতেই পারছ। আমাকে রিক্রুটই করা হয় আসলে এমন কোনো দিনের কথা চিন্ড়া করে।"

"এমন দিনের কথা মানে কি?" এ্যারন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি বলতে চাচ্ছ, মুজিব দশ বছর আগে থেকেই জানত যে ইয়াহিয়া এখানে সেখানে নিউক্লিয়ার বোম ফেলতে শুর" করবে?"

"ব্যাপারটা ঠিক তেমন না," জায়েদি বলল, "একটা যুদ্ধ যে হবে সে ব্যাপারে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম। আর না হলেও এই চান্স নিতে আমার আপত্তি ছিল না।"

"আচ্ছা ঠিক আছে," কায়েস বলল, "কিন্তু তারপরও তুমি আমার সাথে ডিল করছ এমন একটা দেশের..." জায়েদি ওকে থামাল।

"না না," জায়েদি বলল, "এটা আমার দেশের থেকে না, আমার কাছ থেকে আসছে।"

"তুমি দেবে ওকে দুই লাখ ডলার?" এ্যারন অবাক হয়ে বলল।

"আমার চাচা মাল্টি মিলিয়নিয়ার ছিলেন, গত বছর মারা গেছেন। তো এখন তার সব সম্পত্তি আমি পেয়েছি।"

"আমি বিশ্বাস করি না," কায়েস বলল।

জায়েদি ওর ব্যাগ থেকে একটা চেক বই আর কলম বের করে কিছু লিখে ওকে দিয়ে দিল, "বিশ হাজার ডলার, কালকে ব্যাংকে নিয়ে ভাঙ্গিয়ে নিও। এটাকে অ্যাডভান্স হিসেবে ধরে নাও।"

কায়েস চেকটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পকেটে রেখে দিল।

"সালমান আব্বাসী জানে আমরা জানি," কায়েস বলল।

"শিওর হবে কি করে?" জায়েদি বলল, "আরও কত কিছুই তো হতে পারে।"

"এক মিনিট...এক মিনিট," এ্যারন বাধা দিয়ে চোখ সরু করে জায়েদির দিকে তকাল, "তুমি এটা কি করে জানলে যে আমি-ই কায়েসের সাথে আছি? আমি তো কাউকে কায়েসের নাম বলিনি। কায়েসের সাথে তো অন্য কেউও থাকতে পারত!"

"কায়েস আর তুমি ছাড়াও কিন্তু আরও একজন ছিল যে যে প্রতাপের কথা জানত," জায়েদি মুচকি হেসে বলল।

"শোয়েব!" কায়েস বলল।

"রুদ্র শেখর রয়, র'," জায়েদি এ্যারনের দিকে তাকিয়ে বলল, "ইন্ডিয়ানরা আগে থেকেই জানত প্রতাপ আর সালমানের এই অপারেশনের কথা। শুধু জানত না প্রতাপ চায়নায় গিয়ে কি করেছে, যেটা খুঁজে বের করেছ তুমি।"

"তো সালমান আব্বাসী এখনো শিওর জানে না যে আমরা জানি," জায়েদি তাকাল কায়েসের দিকে, "এমনিতে ধরে নিতেই পারে যে অন্য কিছু সেল করছিলে তুমি। তবে হুদার উধাও হবার সাথে মিলিয়ে নিলেও, হুদা প্রতাপের খবর দেবে আর তাই দিয়ে কেউ চায়না গিয়ে ইউরেনিয়ামের দোকানদার খুঁজে বের করবে এত দূর আসতে পারবে না।"

"কিন্তু তুমি এত কিছু কি করে জানো?" এ্যারন জিজ্ঞেস করল।

"বললাম তো আমার সোর্স আছে র'তে," জায়েদি বলল, "শোয়েব বিল্ডিংয়ে ঢোকার দুই সপ্তাহ আগে থেকেই আমি জানতাম। ইন্ডিয়া যদি এই অবস্থায় সরে যায় তাহলে অনেক বড় সমস্যা হয়ে যাবে। দেশের লোকেরা গেরিলা যুদ্ধ হয়তো করে যেতে পারবে কিন্তু সেটা দিয়ে একেবারে ডিসাইসিভ কিছু হতে আরো অনেক সময় লাগবে। আর এতে কেবল ইয়াহিয়া ক্ষমতা ধরে রাখার অজুহাত পেয়ে যাবে। কত লোক মরছে, সে পাকিস্তান মিলিটারীরই হোক কিংবা বাঙালি হোক তাতে তার বা কারো কিছু যায় আসে না। আমি যা জানতে পেরেছি তা হল ইন্ডিয়ানদের কোনো প্ল্যান অফ অ্যাকশন এখনো নেই, মানে গতকাল পর্যন্ত ছিল না। তবে ইয়াহিয়া যদি ডিক্লেয়ার করে দেয় তবে ইন্ডিয়া আপাতত সরে আসবে।"

"আমরা কিছু ইন্টেল জোগাড় করেছি, কালকে সকালে নিয়ে আসব," এ্যারন বলল।

"আমার তো আর কোনো চয়েজ নেই," কায়েস জায়েদির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি যদি তোমার কাজ করতে করতে মরে যাই তখন কি হবে?"

জায়েদি এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ওর দিকে ফিরে ওর কাঁধে হাত রেখে সিরিয়াসভাবে বলল, "আমি কথা দিচ্ছি তোমার যদি কিছু হয়ে যায় আমি তোমার নামে একটা ট্রাস্ট খুলে দেব।"

এ্যারন শব্দ করে হেসে উঠল।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৩০

৪ নভেম্বর, ১৯৭১
জায়েদি-কায়েসের টেম্পোরারি হাইড আউট, নিউ ইয়র্ক, ইউএসএ

গতরাতে এ্যারন, জায়েদি আর কায়েসকে একটা ছোট অ্যাপার্টমেন্টে রাতে ড্রপ করে চলে গেছে। ওরা দুজন আট ঘণ্টার মত ঘুমিয়ে নিতে পারলেও এ্যারন এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমানোর সুযোগ পায় নি। ও গত আট ঘণ্টা ধরে ওর সমস্ড় এজেন্টদের কাছ থেকে ইন্টেল সংগ্রহ করেছে এবং তাদের পরবর্তী ইন্সট্রাকশন দিয়ে এসেছে। ও চাচ্ছিল যত দ্রুত সম্ভব জায়েদি আর কায়েসকে ফিল্ডে পাঠাতে। ওদের প্রথম ও প্রধান কাজ হবে কোথায় বোমগুলো আছে, বা অন্ড়ত যে ফ্যাসিলিটিতে সেগুলো বানানো হয়েছে সেটা খুঁজে বের করা। আর যারা বানিয়েছে তাদের।

এ্যারন কলিং বেলটা চেপে ধরল।

কায়েস দরজা খুলে দিল।

"আমি খাবার এনেছি," খাবারের প্যাকেট আর কিছু ফাইল টেবিলে রাখতে রাখতে বলল।

"আশা করি খাবার ছাড়াও কিছু আছে," জায়েদি ওর রুম থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল।

তিনজন টেবিলে বসল।

এ্যারন নিজের জন্য একটা বার্গার উঠিয়ে নিল, "এই মুহূর্তে আমার কাছে কাজ করার মত দুটো ক্লু রয়েছে। প্রথমটা হল ট্রাকটা, যেটা চায়না থেকে পাকিস্ড়ানে এসেছে। চাইনিজদের কাছ থেকে আমি লাইসেন্স পে-ট নাম্বারটা আনতে পেরেছিলাম, কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই। সেটা নিশ্চয় পালটে দেয়া হয়েছে। পাকিস্ড়ানের ভিতরে আমাদের অ্যাসেটদের আগেই অ্যাক্টিভেট করে বলে দেয়া হয়েছিল যেন ওই ধরনের কোনো ট্রাক দেখলে যেন আমাদের নোটিফাই করা হয়। তো সেরকম চেহারার একটা বিশাল ট্রাক এখন লাহোরের একটা আর্মি বেসের কোণায় দাঁড়িয়ে আছে বলে আমি জানতে পেরেছি। আর ট্রাকটা ওখানে যতদিন ধরে আছে সেটাও টাইমলাইনের সাথে মিলে যায়।"

"আমার মনে হয় না লাহোরে সেরকম একটা ফ্যাসিলিটি লুকিয়ে রাখা সম্ভব," কায়েস বলল।

"না, লাহোরে থাকা অসম্ভব," জায়েদি নড করল।

BanglaBook.org

"আমার মনে হয় ইউরেনিয়ামগুলো ওই ট্রাকে করে ওখানে ঢোকে। তারপর অন্য কোনো কিছুতে করে অন্য কোনো জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। এখন লাহোরের বেসে ওই ট্রাক থেকে জিনিস নামিয়ে কিসে নেয়া হয়েছে আর সেটা কোথায় গেছে, এটা খুঁজে বের করতে হবে।"

"কিভাবে করবে কোনো প-্যান আছে?" জায়েদি জিজ্ঞেস করল।

"আমাদের লোক আছে ও দিকে," এ্যারন বলল, "কিন্তু তারা এত কিছু জানেও না আর আমি চাইও না তাদের এত কিছু জানানো হোক। তো আমি ভাবছিল র'-এর ঐ ছেলেটাকে পাঠাতে। রুদ্র শেখর রয়।"

"আমিও তাই-ই ভাবছিলাম," কায়েস বলল।

"আমিও, কিন্তু ওর কভার ঠিক থাকাও খুব জরুরি," জায়েদি বলল, "ও-ই একমাত্র কন্টাক যে এখনো ওতো ভিতরে আছে। ও ধরা পড়ে গেলে তো সব গেল। আর ওরাও জেনে যাবে সবাই জেনে গেছে। ইন্ডিয়ানরা সহ। যাদের নিয়ে ওদের সবচেয়ে ভয়।"

"সে রিস্ক তো যে কেউ গেলেই থাকছে, আর তোমাকে কিন্তু ওরাও মনে হয় র'-ই মনে করছে," কায়েস বলল।

"ও-ই বেস্ট অপসন, তোমাদের পক্ষে তো এখন পাকিস্ড়ানে যাওয়া সম্ভব নয়, অন্ড়ত কোনো আর্মি বেসের ভিতর তো নয়ই," এ্যারন বলল, "ও-ই যাক, আর তোমরা দুজন দিলি- চলে যাও। সেখানে গিয়ে ডিরেক্ট র'-এর সাথে কো-অর্ডিনেট কর। তোমার প্রাইম মিনিস্টারের সাথে কন্টাক্ট করা হয়েছে," জায়েদির দিকে তাকিয়ে বলল এ্যারন।

"আর অন্য ক্লুটা কি?" কায়েস জিজ্ঞেস করল।

"ওটা আসলে একটা ডেড এন্ড," এ্যারন বলল, "কিন্তু তারপরও। আমরা চেষ্টা করছিলাম এটা জানার যে কে এই প্রোগ্রামের দায়িত্ব নিতে পারে। আব্দুস সালাম বা মুনীর খানের মত কেউ যে নেয় নি সেটা আমরা আগেই জানতে পেরেছি। আমার মনে হয় কোনো লো প্রোফাইল কাউকে দেয়া হয়েছে। অন্য দেশ থেকে হায়ার করে থাকতে পারে। কিন্তু বিদেশী কোনো নিউক্লিয়ার স্পেশালিস্ট এই মুহূর্তে পাকিস্ড়ানে নেই আর থাকলেও এখনো আমার চোখে ধরা পড়ে নি। তবে নেদারল্যান্ডসে একজন তরুণ পাকিস্ড়ানি বিজ্ঞানী আছে। আব্দুল কাদের খান। বেশ কয়েকটা পার্টি, ফাংশন আর মিটিংয়ে তার কিছু কমেন্ট আমাদের আগেই চোখে পড়েছিল। আর অনেক বড় বড় নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ার আর সায়েন্টিস্টদের সাথে তার ওঠা বসা। আর নিজেও ব্রিলিয়ান্ট। গত কয়েক বছরে সে বেশ কয়েকবার পাকিস্ড়ানে গেছে এবং সে ভুট্টোর সাথেও দেখা করেছে। সবচেয়ে রিসেন্ট ভিজিটটা জানুয়ারির সতের তারিখে। আমরা সবাই জানি ঠিক ওই দিন লারকানায় একটা মিটিং বসেছিল। ঠিক সেদিন রাতেই সে পাকিস্ড়ানে পৌঁছায়। ওই মিটিংয়ে সে ছিল না কিন্তু সে এসেই লারকানায় চলে যায়। আমার মনে হয় এই লোক কিছু জানতে

BanglaBook.org

পারে।"

"এর মানে কি ভুট্টোও এর মধ্যে আছে?" কায়েস বলল।

"তাই তো মনে হচ্ছে," এ্যারন বলল।

"এই লোকের কোনো অ্যাসোসিয়েট আছে?" জায়দি জিজ্ঞেস করল।

"গত দশ বছরে পাকিস্ড়ান থেকে ছয়শর ও বেশি সায়েন্টিস্ট বিভিন্ন অ্যাডভান্সড নিউক্লিয়ার ট্রেনিং প্রোগ্রামে গিয়েছে। আমরা এদের সবার ট্রাভেলিং প্যাটার্ন, রিসার্চ আর বর্তমান ইমপে- ায়েমেন্ট সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি। বেশ কয়েকজনেরই কিছু রহস্যজনক কাজ কারবার আছে। কিন্তু এদের মধ্যে একজন, মোস্ড়ক নাদিম, সে দুইবার নেদারল্যান্ডসে গিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ করেই সে রীতিমত উধাও, একেবারেই অফ দ্য গ্রীড। তার বাসা খালি। কোনো ট্রাভেলিংয়ের রেকর্ডও পাইনি আমরা। সে রাওয়ালপিন্ডিতে একটা ছোটখাট কলেজে পড়াত। খুবই লো প্রোফাইল। আমার মনে হয় এটাই সেই লোক।"

"কোনো রিলেটিভ?" জায়েদি জিজ্ঞেস করল।

"না," বলল এ্যারন, "অনাথ ছিল। এক খালার বাসায় বড় হয়েছে। তার সাথেও যোগাযোগ নেই বহু বছর। যেখানে পড়াত সেখানেও কোনো ক্লোজ বন্ধু বান্ধব ছিল না। এক্সপার্ট লেভেলের আন সোশ্যাল।"

"পারফেক্ট লোক," কায়েস বলল।

"চেয়েছিলাম তো এই লোককে খুঁজে বের করে আর স্টেপগুলো রিট্রেস করে...কিন্তু পাওয়াই তো যাচ্ছে না," এ্যারন বলল।

"আর কেউ হতে পারে না?" জায়েদি জিজ্ঞেস করল, "আর তাছাড়া একা তো আর নিশ্চয় করছে না, আরও লোক তো নিশ্চয় লাগবে।"

"এটাই সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার," এ্যারন বলল, "আর যেসব লোক তারা কেউ কোথাও না কোথাও কাজ করছে, মারা গেছে, বা মৃত্যুশয্যায়। কোনো এভিডেন্স নেই পুরো পাকিস্ড়ানে অন্য কেউ.."

"তুমি যখন পাকিস্ড়ানের কথা বলছ তখন কি পূর্ব পাকিস্ড়ানসহ বলছ?" জায়েদি জিজ্ঞেস করল।

"তুমি মনে কর ইয়াহিয়া কোনো পূর্ব পাকিস্ড়ানিকে ওই জিনিসের কাছাকাছি ঘেষতে দেবে?" কায়েস বলল।

"আমাদের মানে ইস্টার্নারদের লাইফ সস্ড়," জায়েদি বলল, "এদের কয়েকজনকে ধরে নিয়ে কাজ করালেই তো হচ্ছে," জায়েদি বলল।

"এটা যে আমার মাথায় আসে নি তা নয়," এ্যারন বলল, "কিন্তু তোমাদের দেশের মানে পুরো পাকিস্ড়ানের কথাই বলছি, তোমাদের ডাটা খুবই ডিজঅর্গানাইজড। আর কিছু কিছু তো নেইই। আর ইস্টার্নারদের ভিতর এই ফিল্ডে সেরকম কোনো নামও আমরা খুঁজে পাই নি। যে ছয়শ লোককে ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠানো হয়েছে তাদের মধ্যে একজনও পূর্ব পাকিস্ড়ানি নেই। এখন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির সিনিয়র টিচার বা কিছু স্টুডেন্টদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারে, কিন্তু এখন ওখানে যে অবস্থা.. খুঁজে বের করা খুবই

BanglaBook.org

কঠিন। পঁচিশে মার্চের পর কে বেঁচেছে, কে মরেছে বা কে পালাতে পেরেছে এটা বের করতে পারা রীতিমত অসম্ভব ব্যাপার। যে পরিমাণ লোক সে এক রাতে হত্যা করা হয়েছে তার অর্ধেকের বেশিই তো বলতে গেলে হয় ইউনিভার্সিটি টিচার না হয় স্টুডেন্ট। তারপর প্রতিদিনই তো মারা হচ্ছে।"

"আনট্রেইন্ড লোকেদের দিয়ে এই জিনিস হ্যান্ডেল করানো যায়?" কায়েস জানতে চাইল।

"এখন যদি গায়ের জোরে করায় তো ঠেকাচ্ছে কে," এ্যারন বলল, "আর ট্রেনিং তো দেয়াই যায়। কিছু ট্যালেন্টেড লোক খুঁজে বের করলেই হল। ট্রেনিং দিলে কি না করা যায়।"

"কম করে হলেও তো পঞ্চাশ জন ভালো মানের ফিজিশিষ্ট আর কেমিষ্ট ওদের দরকার হবে। এত লোক উধাও হয়ে গেলে কেউ টের পাবে না তা কি করে হয়," জায়েদি বলল।

"যদি পঁচিশে মার্চের আগে থেকেই এদের কিডন্যাপ করে কাজ শুরু করে থাকে তাহলে টের পেতে পারে, কিন্তু পঁচিশে মার্চের পরে কে টের পাবে। আর তাছাড়া ধরেও কিন্তু নিতে হয় না, গভর্নমেন্ট সিক্রেট প্রজেক্টে কাজ করার সুযোগ পেলে কে মিস করতে চাইবে," এ্যারন বলল, "আর সেরকম হলে কিন্তু কেউ জানতেও পারবে না। পঁচিশে মার্চের আগেই হবার কথা। এমনিতে ইউরেনিয়াম কিনে বোম অ্যাসেম্বেল করতে বড় কোনো ফ্যাসিলিটি বা তেমন কিছু লাগে না। পঁচিশে মার্চের আগে বলছি আর ফ্যাসিলিটির কথা এ কারণে বলছি যে মোস্তাক নাদিম উধাও হয়েছে এক বছরের বেশি সময় হয়েছে।"

"আমি ঢাকা গিয়ে এ ব্যাপারটা নিয়ে ইনভেস্টিগেট করতে চাই," জায়েদি বলল।

"আগে দিলি- যাও," এ্যারন বলল, "সেখানে একদিন থাক। আর দেখো এজেন্ট রয় কি বের করতে পারে। ওদিক দিয়ে কিছু বের না হলে তো তখন আমাদের আর কোনো উপায়ও থাকবে না ওই লিড ফলো না করে।"

"নেদারল্যান্ডসে যে হারামজাদাটা বসে আছে ওটাকে ধরলেও তো হয়," কায়েস বলল।

"ওকে ধরার সাথে সাথে ফ্যাসিলিটি পালটে দেবে," এ্যারন বলল, "লাভ কিছু হবে বলে মনে হয় না। আর তখন ইয়াহিয়া ডেসপারেট হয়ে যাবে। এখনই এই অবস্থা তখন কি না কি করে ঠিক নাই। এসব থেকে যদি কিছু না আসে তখন সেরকম কিছু না কিছু তো করতেই হবে।"

"হুম," জায়েদি নড করল।

সবাই কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল।

"আমার মনে হয় এই মিটিং এখন শেষ," কায়েস উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, "আপনারা যদি অনুমুতি দেন তো আমাকে একটা চেক ভাঙ্গাতে যেতে হবে।"

"বেশি দেরি করো না," এ্যারন উঠতে উঠতে বলল, "কাল সকালের আগেই ভারত পৌঁছাবে তোমরা। একটু পরই আমি এসে তোমাদের

BanglaBook.org

এয়ারপোর্ট নিয়ে যাব।"

অ ধ্যা য় ৩১

৫ নভেম্বর, ১৯৭১
লোকাল মার্কেট, লাহোর, পাকিস্তান

লাহোরে চলে আসা রুদ্র'র জন্য একেবারে সহজ কিছু ছিল না। এই কাজে তুমি সিক লিভ নিয়ে ঠাস করে দেশের অন্য মাথায় অন্য একটা শহরে গিয়ে হাজির হবে সেটা সম্ভব নয়। তার উপর যে পরিস্থিতি তাতে ও কোনোভাবেই নিজের উপর কোনো প্রকারের সন্দেহ পড়তে দিতে পারে না।

রুদ্র'র অফিশিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট যেটা চলছিল সেটাও যথেষ্ট বিরক্তিকর ছিল। তার কাজ ছিল একটা পাতি ড্রাগ ডিলারকে ফলো করা। খবর ছিল যে যেকোনো দিন এই লোকের সাথে এক বড় নক্সালবাদি লিডারের দেখা করার কথা, আর ঐ লিডারই হল আসল টার্গেট। তো রুদ্র যা করল সেটা হল সে ঐ ড্রাগ ডিলারকে মেরে এক জায়গায় পুঁতে ফেলল, আর এরপর অফিসে এক সিনিয়র অফিসারকে ফোন করে জানাল যে এ লোক লাহোরে পালিয়েছে আর এখন সে লাহোর যাচ্ছে। সাথে এও বলে দিল, অফিস থেকে কেউ তাকে ফলো করার ব্যাপারে টিপ দিয়ে দিয়েছে বলে সে মনে করে, সেজন্যই তার চোখ ফাঁকি দিয়ে পালাতে পেরেছে শয়তানটা। তাই তার লাহোর যাবার ব্যাপারটা গোপন রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ও লাহোরে এসে পৌঁছেছে দুপুরের একটু পর পর। প্রথমে আর্মি বেস এবং আশপাশের এরিয়াটা কয়েকটা চক্কর গিয়ে নিল। সূর্য একেবারে মাথার উপর। ওর পরনে ছিল একটা ইন করা সাদা শার্ট হাতা ভাজ করে পরা এবং কালো প্যান্ট। চোখে বড় সাইজের সানগ-াস। বেশ একটা ব্যাডএ্যস লুক। ট্রেনিংয়ের সময় ওর ট্রেইনার ওকে বলেছিল যে, এই দিকের সাধারণ মানুষগুলোর মধ্যে শাসন করার চাইতে শাষিত হবার টেনডেন্সিটাই বেশি। তোমাকে শুধু সাহস করে দেখাতে হবে তুমিই বস। শুধু ফাপরের উপর চলেই অনেক কিছু করে ফেলা যায় এখানে। আর সেরকম একটা কিছুই সে করতে যাচ্ছে।

এই মুহূর্তে সে একটা লোকাল বাজারে রয়েছে। বেসের একজন গার্ডকে ফলো করছে। মধ্য তিরিশের শ্যামলা চেহারার শুকনো একজন লোক। মুখে একটা চিকন মোচ। এক সবজি বিক্রেতা মহিলাকে বেশ অ্যাডভান্সড

BanglaBook.org

লেভেলের গালাগালি করছিল যখন রুদ্র পিছন দিক থেকে তার কলার চেপে ধরে টানতে টানতে একটা দোকানের পিছন দিকে মোটামুটি জনমানবশূন্য একটা জায়গায় নিয়ে গেল। প্রথমে যখন ও লোকটাকে পিছন থেকে ধরেছিল সে অনেক জোরে চিৎকার করে ওঠে। আশেপাশে শ'খানেক লোক থাকলেও কেউ কিছুই বলল না, প্রথমদিকে একটু কৌতুহলি হয়ে দেখছিল কিন্তু একবার দোকানের পিছনে নিয়ে গেলে কেউ ফিরেও তাকাল না, যেন কিছুই হয় নি।

আর ওই দিকে ওই ব্যাটা চিৎকার করে এলাকা মাথায় তোলার উপক্রম করছে। ওকে একটা দেয়ালের সাথে চেপে ধরে জোরে একটা চড় কষাল রুদ্র। কিন্তু তাতে আরো উল্টো রি-অ্যাকশন হল। চিৎকার কমল না।

"চুপ কর শালা," রুদ্র ওর কলার চেপে ধরে বলল, *"আবে চুপ হো যা বে শালে ভ্যানচোদ।"*

ও ওর বন্দুকটা বের করে লোকটার মুখের সাথে জোরে চেপে ধরলে তাকে থামানো গেল।

পকেট থেকে আইডিটা বের করে এক নজর দেখিয়ে বলল, "আই.এস.আই।" চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকল সে আইডির দিকে।

"তোমরা বেসের মধ্যে ড্রাগ ঢুকাও?" ভারী গলায় বলল রুদ্র।

"না, স্যার," গার্ড বলল, "আমি কিছু করিনি স্যার, আমি কিছু জানি না.."

"চোপ শালা, উলটা করে দুইটা ঘাই দিলে সব বের হবে," রুদ্র বলল।

লোকটা পুনরায় কান্না শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

"খালি অফিসারগুলোর নাম বল," রুদ্র তাড়াতাড়ি করে বলল, "তোর কিছু হবেনা। তোরে দিয়ে আমি কি করব।"

"আমি কিছুই জানি না স্যার," গার্ড বলল।

কলার ছেড়ে দিয়ে একটু পিছিয়ে এলো রুদ্র, "আর একবার জিজ্ঞেস করব। এবার উত্তর না দিলে তোকে অ্যারেস্ট করে জেলে ঢুকিয়ে পুরো মামলা তোর নামে দিয়ে দেব। আমার প্রমোশন আমি পেয়ে যাব আর তুই জেলে বসে তোর বাপেদের বাঁচা। আমার কি!"

"স্যার, স্যার," এবারে কান্না শুরু হয়েছে, "বিশ্বাস করেন স্যার, আমি কিছু জানি না। আমার কাজ খালি গেট খুলে দেয়া আর রেজিস্ট্রিতে নাম্বার এন্ট্রি করা।"

"তা কয় মাস আগে রাতের বেলা যে আখাম্বা ট্রাকটা এসে বেসে ঢুকেছিল ওটার অ্যান্ট্রি করো নি কেন?" অন্ধকারে তীর ছুড়ল রুদ্র, "যেটা এখনো ভিতরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে?"

এবারে লোকটার মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেল, "আমি...আমি করেছিলাম স্যার...মানে...ঠিক আমি না...রুস্তম করেছিল," ঢোক গিলল সে, "কিন্তু স্যার...ক্যাপ্টে..ক্যাপ্টেন আরসাদ....উনি পেজটা ছিড়ে ফেলেছিলেন স্যার। এটার ভিতর কি ছিল আমার কোনো ধারণাই নেই।

ভিতরে বেসের কিছু ছিল না। ড্রাইভার দুজন এটা রেখে চলে যাচ্ছিল। আমরা ধরেছিলাম। একটা নেপালি ছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন আরসাদ আমাকে ঝাড়ি দিয়ে ওদের ছাড়িয়ে দেয়। আর পেজ ছিড়ে ফেলে। কিছু জওয়ান ওই ট্রাকের ভিতর থেকে কিছু ড্রাম নামিয়ে অন্য ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়।"

"উঠিয়ে নিয়ে যায়?" রুদ্র জিজ্ঞেস করল, "কোথায় নিয়ে যায়?"

"ক্যাপটেন আরসাদ ও সাথে গেছে," ঢোক গিলে বলল সে, "ঢাকা।"

মানে ইষ্টে!

"ঐ ট্রাকগুলোর লাইসেন্স নাম্বার দাও," রুদ্র বলল।

"এখন কি করে দেব, স্যার," বলল সে, "বেসে আসলে খাতা দেখে বলতে পারব।"

"গুড," ওর কাঁধে হাত রেখে বলল রুদ্র, "তুমি ভাল লোক। তুমি আমাকে সাহায্য করেছ একথা কেউ জানবে না আর সময়মত তুমি তোমার পুরষ্কার পেয়ে যাবে। খালি কটা দিন নিজের মুখটা বন্ধ রেখো," একটু আশার বাণী আর একশ রুপীর নোটটা পকেটে ঢুকতে দেখে সব দুঃখ ভুলে গেল লোকটা।

আধা ঘণ্টা পর গেটের পাশের ছোট একটা রুমে ঢুকল দুজন। কয়েকটা খাতা ঘেটে অবশেষে আসল খাতাটা পাওয়া গেল।

"স্যার এই যে," বলল গার্ড। রুমে আর কেউ নেই। যে গার্ডটা ছিল তাকে বাইরে একটা কাজ ধরিয়ে পাঠানোর পর রুদ্র ভিতরে এসেছে।

রুদ্র ওর নোটবুক বের করে নাম্বারগুলো লিখে নিল। পেজ ছিড়ে নেবার কোনো মানে হয় না। ক্যাপ্টেন আরসাদ যদি ওই বোকামীটা না করত তাহলে হয়তো এত সহজে পাওয়া যেত না।

নাম্বারগুলো নিয়ে লোকটাকে আরো কিছু বখশিষ ধরিয়ে দিয়ে বের হল সে। কল করার জন্য একটা পে ফোন খুঁজছিল। জানতে পারেনি যে ও বেস থেকে বের হবার মাত্র এক মিনিট পরই গেট দিয়ে দুটো গাড়ি খুব হাই স্পিডে বের হয়ে বেসের দুই পাশের দুই রাস্তায় রওনা দিয়েছে। মেইন রোডের দিকে যাবার সময় যখন সে একটা মোড় ঘুরছিল তখন দেখল একটা গাড়ি বেশ স্পিডে সোজা চলে যাচ্ছে। পরে ওকে দেখেই রিভার্স নিল প্রচণ্ড শব্দে। গাড়ি থামার আগেই দুজন লোক লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। রুদ্র দেখেই বুঝে গেল এরা ওর জন্য এসেছে। কিন্তু ও বুঝেই উঠতে পারল না সমস্যাটা কোথায় হয়েছে। ও দৌড় দিল। কিন্তু লোক দুজন বেশ কাছাকাছিই ছিল। একজন সোজা গুলি করে দিলে সেটা লাগল রুদ্রর বা'পায়ে। একেবারেই সাথে সাথেই মাটিতে পড়ে গেল সে।

ডিপ কভার এজেন্ট রুদ্র শেখর রয় পায়ে কোনো ব্যথা অনুভব করল না। শুধু পেটের ভিতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল। একশ কোটি ভারতীয় আর সাড়ে সাত কোটি বাংলাদেশী মানুষের জীবন হুমকির মুখে ফেলে

BanglaBook.org

দিয়েছে সে।

অ ধ্যা য় ৩২

৬ নভেম্বর, ১৯৭১
এইচ-কিউ, রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং, দিলি- , ভারত

"আই.এস.আইতে আমাদের বেস্ট অ্যাসেট ধরা পড়ে গেছে," সিনিয়র এজেন্ট প্রকাশ মাথুর চিৎকার করে বললেন, "তোমার কোনো ধারণা আছে এরকম একজন এজেন্ট ওখানে ঢোকাতে কি করতে হয়?" পয়তালি-শ বছর বয়স্ক শক্ত চেহারার এই লোকের চোখ দুটিতে অভিজ্ঞতার সাথে সাথে অধৈর্যতার এক অদ্ভুত সঙ্গমিশ্রণ, জায়েদি ভাবল। তবে লোকটার নাকি অসাধারণ একটা কৌশলী ব্রেণ আছে। অন্ড়ত সবাইতো তাই মনে করে।

"আমার কোনো ধারণা নেই আপনি ঠিক কি কারণে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন," জায়েদি ঠান্ডা গলায় উত্তর দিল, "আর হ্যাঁ, আমি জানি। আমি ছিলাম। আপনার অ্যাসেটের অনেক আগে থেকে। তার থেকে অনেক বেশি দিন ধরে।"

"তুমি ভারতীয় নও, তুমি পাকিস্ড়ানি," মাথুর বললেন।

"ও বাংলাদেশি, আপনার সামান্য ভুল হচ্ছে," কায়েস বলল, "আপনার যদি পাকিস্ড়ানি দরকার হয়, তাহলে আমি আছি পাকিস্ড়ানি। আর আসল আই.এস.আই আমি ছিলাম, আসলে...টেকনিক্যালি আমি এখনো আছি। আমি এখনো আমার টার্মিনেশন লেটার পাইনি।"

"আর সেজন্যই তোমার এই মিটিংয়ে থাকার কোনো অধিকার নেই," মাথুর বললেন, "আর তোমারও," জায়েদির দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি, "এটা পুরাপুরি ইন্ডিয়ার ব্যাপার।"

"প্রথমত ও এখানে কারণ ওর কারণেই আমরা এই অপারেশন সম্পর্কে জানতে পেরেছি, আর আমি এখানে কারণ এটার উপর আমার দেশের অস্ড়িত্ব নির্ভর করছে। আর আমার মনে হয় আমরা যদি এসব অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা আর নিজেদের ন্যাশনালিটি নিয়ে বিতর্ক না করে আমাদের সামনের ক্রাইসিসটা নিয়ে কথা বলি তাহলে সময়ের সঠিক ব্যবহারটা করা যাবে।"

প্রকাশ মাথুর আবারো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার পাশে বসা রিসার্চ এন্ড অ্যানালাইসিস উইং-এর ডিরেক্টর কাও বিরক্তমুখে তাকে হাত তুলে থামালেন। তিনি নিজেও যথেষ্ট অস্বস্ড়ি এবং চাপের মুখে ছিলেন। এত বড় একটা বিপদের মধ্যে আছেন অথচ এখনো পর্যন্ড় ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই

BanglaBook.org

হাতে আসে নি।

"উফ, প্রকাশ," বিরক্ত গলায় বললেন তিনি, "প-্যানটা ল্যান্ড করেছে কিনা খবর নাও।" ওরা সবাই ওয়েট করছিল এ্যারন বার্টনের জন্য। যাকে এখানে সবাই চেনে র‍্যান্ডেল স্টার্ক নামে।

"আমি দুঃখিত," মাথুর চলে গেলে তিনি বললেন, "ও আসলে রুদ্র'র হ্যান্ডেলার। রুদ্রকে একেবারে ছেলের মত দেখে ও। আর ট্রাস্ট ইস্যুর ব্যাপারগুলো তো বুঝতেই পারছেন। আর এটা তো অস্বীকার করা যায় না, আপনাদের দুজনের হাতেই ভারতীয়দের রক্ত আছে।"

কেউ কিছু বলল না কয়েক মুহূর্ত।

রুদ্র শেখর রয়ের ধরা পড়ার খবরটা এ্যারনের কাছ থেকেই আসে। জায়েদি তখন কথা বলছিল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর তাজউদ্দিন আহমেদের সাথে। তিনি ছাড়াও এ ব্যাপারে জানতেন দেশটির ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং আর্মি চীফ অফ স্টাফ জেনারেল ওসমানী। স্বভাবতই সবাই-ই খুব চিন্তিত ছিলেন। পাকিস্তান মিলিটারী বাংলাদেশে রীতিমিত খুন-ধর্ষণের একটি উৎসব শুরু করেছে। বাঙালিরা ইতোমধ্যে নিজেদের সুসংঘত করে ফেলেছে এবং তারা এমন একটা পজিশন বানিয়ে ফেলেছে যেখান থেকে আসলেই জয়ের একটা বড় সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এ অবস্থায় এই আন্দোলন যদি ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে খোদা জানেন আর কবে এমন আরেকটা শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

"আপনাদের কি কোনো রেসকিউ অপারেশন করার চিন্তা আছে?" জায়েদি জিজ্ঞেস করল অবশেষে।

"এখনো সে ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় নি," কাও বললেন।

মাথুর ভিতরে ঢুকলেন। "এসে গেছে," বললেন তিনি। তার পিছন পিছনই এ্যারন ঢুকল রুমে।

এ্যারন বসল কায়েসের পাশে। এ্যারন, কায়েস এবং জায়েদি একপাশে আর মাথুর এবং কাও বসেছিলেন অন্যদিকে।

"তাকে কোথায় রাখা হয়েছে সেটা এখনো জানা যায় নি," এ্যারন কোনো রকম সময় নষ্ট না করে বলল, "তবে আমার ধারণা সে এখনো জীবিত আছে।"

"দে উইল কিল হিম রাইট আফটার হি ব্রেকস," মাথুর দু:খিত গলায় বললেন।

"হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। আমার মনে হয় না তারা এত তাড়াতাড়ি তাকে মেরে ফেলবে। সে যথেষ্ট বড় অ্যাসেট আর তার কাছ থেকে অনেক কিছু পেতে পারে তারা। আর আমার মনে হয় এজেন্ট রয় নিজেকে ওদের কাছে ভ্যালুয়েবল রাখতে পারবে," এ্যারন বলল।

"আপনি যদি মনে করেন যে রুদ্র নিজের কয়েক ঘণ্টার জীবনের জন্য দেশকে বেঁচে দেবে তবে আপনি ভুল ভাবছেন," মাথুর কায়েসের দিকে

BanglaBook.org

তাকিয়ে বললেন, "সে ধরনের এজেন্ট সে নয়।"

এ্যারন সামান্য হাসল। "অবশ্যই সে সেরকম নয়।"

"আমাদের একটা রেসকিউ অ্যাটেমট করা উচিৎ," মাথুর বললেন।

"এটা ফেল করে গেলে পাকিস্ড়ান এটাকে অ্যাক্ট অফ ওয়্যার হিসেবে নেবে," জায়েদি বলল, "আর সফল হলেও যে এমন কিছু হবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আর তাছাড়া আমরা এটাও জানি না তার কাছে আদৌ কিছু আছে কিনা।"

"আরে এই ছেলে আমাদের জন্য..আমরা আমাদের এজেন্টকে এভাবে ছেড়ে দেব?" চিৎকার করে বললেন মাথুর।

এ্যারন একটু বিরক্তই হল। এই লোক নতুন নাকি। সে কারো চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে এতদূর আসে নি।

"মি. মাথুর," বরফ শীতল গলায় বলল সে, "প্রথমত আমরা জানি না সে কোথায় তো এই মুহূর্তে রেসকিউ অপারেশন করা সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয়ত আমার মনে হতে শুর" করেছে যে আপনি এই মিটিংটার জন্য একটু বেশি ইমোশনাল।"

মাথুর চুপ করে গেলেন।

"র"দ্র কিছু পেয়েছিল কিনা এটা সবার আগে বের করা দরকার," কাও বললেন।

"সে একজন গার্ডের সাথে কথা বলেছিল," এ্যারন বলল, "সেই গার্ডকেও সরিয়ে ফেলা হয়েছে।"

"সায়েন্টিস্টদের ব্যাপারে কি আর কোনো খবর পাওয়া গেছে?" জায়েদি জিজ্ঞেস করল।

"ডেড এন্ড," এ্যারন বলল, "এখনো। আপনারা কি নতুন কিছু খুঁজে পেয়েছেন?" কাওয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

"নাহ," কাও বলল, "সবাইকে তো অ্যালার্ট করেই রাখা হয়েছে, ব্যাপারটা এত সেন্সেটিভ যে কাউকে পুরোপুরি বলাও যাচ্ছে না। এখানে সেখানে কেউ বেশি গুতাগুতি করতে গেলেও ওরা বুঝে যেতে পারে।"

"বুঝে তো অলরেডি গেছেই," জায়েদি বলল, "লাহোরের বেস থেকে ধরেছে ওকে।"

"এত বড় একটা প্রোগ্রাম কিভাবে করে কাউকে না জানিয়ে?" মাথুর বললেন।

"নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটিতো এদের আগে থেকেই আছে," এ্যারন বলল, "লোক কিভাবে নিয়োগ করেছে এটা এখনো জানা যাচ্ছে না। কোনো ছোট ফ্যাসিলিটি হতে হবে। না হলে চোখে পড়ত।"

"খানকে কিডন্যাপ করলে কেমন হয়?" মাথুর বললেন, "সে তো নিশ্চয় জানে।"

"খানকে ধরার সাথে সাথেই তারা লোকেশন বদলে দেবে। ওরা এখনো মনে করে আমরা লোকেশন জানি না। জানলে এজেন্ট রয় ওখানে যেত না,"

BanglaBook.org

এ্যারন বলল।

"এমনও হতে পারে অলরেডি চেঞ্জ করে দিয়েছে," কায়েস বলল। ও বেশি কথা বলছিল না। ও ভালো করেই জানত, ও যা-ই বলুক না কেন ভালো ভাবে নেয়া হবে না।

"যে ইউরেনিয়াম তাদের হাতে আছে তাতে অন্ড়ত দুটো বোম হবারই কথা," কাও বললেন, "এইগুলো তো নিশ্চয়ই বানিয়ে ফেলেছে।"

"মনে হয়," বলল এ্যারন।

"তাহলে অপেক্ষা করছে কার জন্য?" মাথুর বললেন।

"রুদ্রকে ধরার আগ পর্যন্ড় ওরা এই ভেবে অপারেট করছিল যে কেউ এ ব্যাপারে জানে না," জায়দি বলল, "আর ওরা বাকি ইউরেনিয়ামের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। যেকোনো মুহূর্তে ওরা কিছু করতে পারে।"

"না," কায়েস চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, "আমার মনে হয় না। ইয়াহিয়া মনে করে দুটো বোম দিয়ে কিছুই হয় না। আসলে, দেখেন, মানুষ যখন চিন্ড়া করে বেশিরভাগ সময়ই সে অন্যের মেন্টালিটিটা তার নিজের মত মনে করে। এই যেমন আপনারা ভাবছেন দুটো বোমতো অনেক। তাহলে ইয়াহিয়া কেন কিছু করছে না। ইয়াহিয়া কিন্তু তেমনটা ভাবছে না। আপনার বা আমার কাছে একটা জীবনের যতটা মূল্যবান ইয়াহিয়ার কাছে ততটা নয়। সে সন্দেহ করছে মাত্র দুটো দিয়ে কাজ হবে কি না। সে বাকিটাকের জন্য ওয়েট করছে। তারচেয়ে বড় কথা সে ভয় পাচ্ছে যদি এই দুটো নিউক্লিয়ার বোম দিয়ে যদি কাজ না হয় আর সে হেরে যায় তাহলে এটা তার জন্য কতটা লজ্জাজনক হবে। তার জন্য যুদ্ধটা কোনো দেশ বা দেশের মানুষের জন্য নয়। পুরোটাই তার পার্সোনাল ইগোর লড়াই। নিজেকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে দেখানোর লড়াই। এর বাইরে কিছু সে চিন্ড়া করতে পারে না। সে ক্ষমতাই তার নেই। আর তার আশেপাশের লোকেরাও না। সেজন্যই এসব লোকেরা তার কাছাকাছি আসতে পেরেছে। কিন্তু আবার যদি সে জেনে যায় যে তার ইউরেনিয়ামের সাপ-াই আর তার কন্ট্রোলে নেই, আর সবাই সবকিছু জেনে গেছে তখন আবার সে চিন্ড়া করবে যে লোকে বলবে নিউক্লিয়ার বোম নিয়েও ইয়াহিয়া কিছু করতে পারল না! তো সেক্ষেত্রে সে কি করে বসবে... আমার মনে হয় সে নিজেও জানে না। পুরো খেলাটাই তার কাছে *সে* কেন্দ্রিক।"

"সে পিছনে সরে আসবে কেবল যদি আমরা বাংলাদেশ থেকে পিছনে সরে আসি," কাও বলল, "মি. জায়েদি, আমি খুব ভালো করেই জানি আপনি বাংলাদেশের জন্য কি করেছেন আর কি করছেন। এজন্য আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। বিশ্বাস করেন, কিন্তু...আমার মোটেই ভালো লাগছে না এটা বলতে, কিন্তু ইয়াহিয়া যদি ডিক্লেয়ার করেই বসে আমাদের কিন্তু তখন আর কিছু করার থাকবে না।"

লোহা হজম করার মত কথাগুলো শুনে গেল জায়েদি।

"আমি বুঝতে পারছি," বলল সে।

"যদি কারো কাছে আর কোনো প-্যান না থাকে তাহলে আমি কিছু বলতে চাই," কায়েস বলল।

সবাই তাকালো ওর দিকে।

"আমরা যদি তার ইউরেনিয়ামের সাপ-াই অন করে দেই, আর ট্রান্সপোর্টটা ভালো করে ফলো করি তাহলে কিন্তু কিছু পেতে পারি। আর তারা এমনিতেই এখন আশা করছে যেকোনো দিন বাকিটা হাতে পাবার। তো সন্দেহের কোনো প্রশ্নই আসে না।"

আইডিয়াটা কেউ একেবারে উড়িয়ে দিতে পারল না। কিন্তু এটা রীতিমত জুয়া। মিস করলেই গেম ওভার।

"এটাও কিন্তু বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না," কায়েস বলল, "এই একটা অ্যাডভান্টেজই আমাদের কাছে। সময় থাকতে থাকতে এটা ব্যবহার করে ফেলা উচিৎ। কারণ ওরাও কিন্তু আর বেশিদিন ওয়েট করতে চাবে না। এমনিতেই প্রেশারের মধ্যে আছে। হয়তো এখানে না পেয়ে অন্য কোনো ডিফারেন্ট লোক দিয়ে ট্রাই করবে। আর শোয়েব, মানে র-্যাব যদি আব্বাসীকে বলেই বসে যে আমাদের হাতে ইউরেনিয়ামের কন্ট্রোল তাহলেই কিন্তু সব শেষ। প্রতি সেকেন্ডেই কিন্তু উইন্ডো অফ অপারটিউনিটিটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।"

সবাই চুপ করে থাকল। কেউ কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না। রিস্ক নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

"আমি তাহলে সমস্ড় অ্যারেঞ্জমেন্ট করা শুর- করি।" এ্যারন বলল।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৩৩

৯ নভেম্বর, ১৯৭১

ট্রাকটা বিশাল। আগেরটার মতই। তাই রাতের বেলাও অনেক দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছিল ওরা। কাছে যাওয়ার কোনো দরকারই ছিল না। শুর" থেকেই দুটো ভিন্ন গাড়িতে করে ওরা ফলো করছিল ট্রাকটা। জায়েদি আর এ্যারন একটা কালো এসইউভিতে আর কায়েস আর একজন র' এজেন্ট আরেকটা হলুদ ট্যাক্সি ক্যাবে। এরকম শত শত গাড়ি, ট্যাক্সি ক্যাব ওই চায়না-পাকিস্ড়ান হাইওয়ে দিয়ে দিনরাত চলে। তারপরও ওরা পাকিস্ড়ানে ঢোকার আগে দুইবার এবং পরে একবার গাড়ি পালটে নিয়েছে। আগে থেকেই কয়েকটা পয়েন্টে ওদের সুইচ করার জন্য গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল, যেখানে একজন করে ড্রাইভার ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

কায়েসের গাড়িটা ছিল ট্রাকটার সামনে। তো ট্রাকটা যখন একটা পেট্রল পাম্পে ঢুকল তখন ওর গাড়ির কেউ সেটা দেখতে পেল না। ওরা একটা ছোট গ্রামের মধ্যে দিয়ে ইসলামাবাদের হাইওয়ে ধরার একটা শর্টকাট নিচ্ছিল। এখন ওদের অনেক কেয়ারফুল থাকতে হচ্ছিল। কারণ রাস্ড়ায় গাড়ির সংখ্যা এখন নেই বললেই চলে। কায়েসদের ক্যাব সবার আগে হাইওয়ে টাচ করল। যখন ওরা দেখল পিছনে ট্রাকটা নেই, তখন গাড়িটা ইসলামাবাদের উলটো দিকের রাস্ড়ায় একটু আড়ালে নিয়ে দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

জায়েদি আর এ্যারন ট্রাকটাকে পাম্পে ঢুকতে দেখল। এ্যারন ওদের গাড়িটা একটু দূরে থামিয়ে রাখল। পুরো দশ মিনিট পর ট্রাকটা আবার রাস্ড়ায় উঠল। ওরা পাম্পের পিছন দিক দিয়ে সর" একটা রাস্ড়া দিয়ে হাইওয়ের দিকে যাচ্ছিল। রাতের বৃষ্টি ভেজা পিচ্ছিল রাস্ড়ার উপর দিয়ে সবাই-ই অনেক সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছিল। এলাকাটা বলতে গেলে একেবারেই গ্রাম। রাস্ড়ায় লাইট টাইটও তেমন নেই। ট্রাকটার বেশ খানিকটা দূরে থেকে যখন এ্যারন খুব ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল ঠিক তখনই পাম্পের পিছন থেকে একটা সাদা জিপ শা করে ওদের গাড়ির সামনে এসে আড়াআড়ি ভাবে দাঁড়াল।

"যাহ, শালার কুত্তা," এ্যারন সাথে সাথে রিভার্স নিল। জায়েদি ওর গান বের করে নিয়েছে।

কিন্তু পিছনে আরেকটা একই ধরনের জিপ ওদের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। আড়াআড়িভাবে। ওদের এসইউভির বাম্পার গিয়ে আঘাত করল পিছনের গাড়িটার বামদিকের দরজায়। জায়েদি পিছনে তাকিয়ে দেখল পিছনের গাড়ির

BanglaBook.org

অন্য পাশ থেকে তিনজন লোক লাফিয়ে নামছে। সে সাথে সাথেই গুলি ছুড়তে শুর" করল।

এ্যারন দেখল সামনের গাড়ি থেকে লোক নামছে। সে নিচু হয়ে কিছু একটা উঠিয়ে সোজা সামনের গাড়িটার দিকে ছুড়ে দিল। জায়েদি পিছন দিকে গুলি করছিল। একজনের গায়ে লাগাতে পেরেছে।

"সিটের নিচে," নিজে সিটের নিচে ঢুকতে ঢুকতে জায়েদিকে বলল ও।

"গ্রেনেড," সামনের গাড়ির থেকে একজন চিৎকার করে উঠল।

পিছনের গাড়ির লোকগুলোও সাথে সাথে কভার নিল জিপের পিছনে।

রাতের সুনশান নীরবতা খান খান করে দিয়ে প্রচ" শব্দে গ্রেনেডটা বাষ্ট হল। শক ওয়েভে কেঁপে উঠল ওদের গাড়িটাও। সবগুলো কাচ ভেঙ্গে গেল একেবারে সাথে সাথেই। সামনের গাড়িটা পুরোপুরি দুমড়িয়ে গেছে। এমনকি ব-াস্টের পরও ওরা গাড়ির উপর স্প্রিন্টার পড়ার শব্দ শুনতে পেল।

পিছনের গাড়ির দুজন জীবিত লোক জিপের পিছনে ডাগ করে ছিল। সামনের গাড়ির সবাই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। তীব্র শব্দে সবার কানে তালা লেগে গেছে। এই সুযোগটা জায়েদি ভালোভবেই কাজে লাগালো।

লোক দুজন জাস্ট উঠে দাঁড়িয়েছে তখন। চেষ্টা করছিল এসইউভিটাকে দুই দিক দিয়ে অ্যাপ্রোচ করতে। বামদিকের লোকটা হঠাৎ করেই নিজেকে ঠিক জায়েদির সামনা সামনি আবিষ্কার করল। কিছু করতে পারার আগেই জায়েদি তার কপালের ঠিক মাঝামাঝি শুট করল।

অন্য লোকটা ড্রাইভারের সিটের দিকে এগুচ্ছিল। এ্যারন রিয়ার ভিউ মিররে এক নজর দেখে নিল। বা হাতে নিজের গানটা নিল সে। ডান হাত দিয়ে ধরল গাড়ির দরজার লিভারটা। এরপর সেকেন্ডের ভিতর দরজাটা খুলে চিৎ হয়ে শরীর অর্ধেক বাইরে দিয়ে গুলি করল। গুলিটা সোজা গিয়ে লাগল লোকটার ডান কাঁধে। সাথে সাথেই ঘুরে পড়ে গেল সে। কেউ দেখলে অবশ্য বলতে পারে এ্যারন কপালের দিকে এইম করেছিল, কিন্তু তারপরও মেরে ফেলার চাইতে জ্যান্ড় ধরতেই পারলেই বেশি পয়েন্ট পাবার কথা।

●●●

অন্য গাড়িতে বসে কায়েস আর র'-এর এজেন্ট দেখল ট্রাকটা হাইওয়েতে উঠছে। আর প্রায় সাথে সাথেই ওরা ব-াস্টের শব্দ শুনতে পেল আর একই সাথে আগুনও দেখতে পেল।

"কি হল?" অবাক হয়ে বলল তর"ণ এজেন্ট।

"যাও নেমে দেখো," বলল কায়েস, "আমি ট্রাকের পিছনে আছি।"

ছেলেটা নিচে নামার সাথে সাথে কায়েস গাড়ির ইঞ্জিন অন করল, এরপর সে নিজের গান বের করে তাক করল র'-এর ছেলেটার দিকে। সে একটু সামনেই ছিল।

BanglaBook.org

"ধুর, কি যায় আসে," কায়েস বিড় বিড় করে বলে পিস্তলটা নামিয়ে রেখে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

র'এজেন্টটা এক মুহূর্তের জন্য দৌড়নো থামিয়ে অবাক হয়ে তাকাল ওর সামনে দিয়ে চলে যাওয়া গাড়িটার দিকে।

তারপর আবার দৌড়ানো শুরু করল সে।

●●●

এসইউভিটা স্টার্ট নিচ্ছিল না, আর অন্য জিপের চাকা স্প্রিন্টারের আঘাতে পাংচার হয়ে গেছে। তো জায়েদি আর এ্যারন দুজন কাঁধে দুটো ব্যাগ ভর্তি গোলাবারুদ নিয়ে তাদের আহত কয়েদিকে দুইদিক থেকে ধরে বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে শুরু করল।

কিছু দূর আগানোর পর ওরা কারো দৌড়ে আসার শব্দ শুনতে পেল। দুজনেই নিজ নিজ গান বের করে হাতে নিল। কাছে এলে ওরা চিনতে পারল।

"কায়েস আছে তো ট্রাকের পিছনে?" ছেলেটা কাছে আসার সাথে সাথে এ্যারন জিজ্ঞেস করল।

"এসব ও-ই করেছে," ভারী নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলল সে।

"মানে?" জায়েদি জিজ্ঞেস করল।

"ব-াস্টের সাথে সাথেই সে আমাকে চেক করতে বলে। আমরা ট্রাকটাকে দেখেছি হাইওয়েতে উঠতে। কিন্তু আমি গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথেই সে অন্য দিকে গাড়ি চালিয়ে চলে যায়।"

"গডড্যাম ইট," এ্যারন বলল।

"বানচোত," জায়েদি চিৎকার করে বলল, "শালার শুয়োরের বাচ্চা।"

"হাঁটতে থাকো," এ্যারন বলল।

"ও ওদের সাথে থাকে কি করে? ওর কারণেই তো আমরা প্রথমে জানতে পারলাম...আমি তো টাকাও দিলাম...তাহলে কেন?" জায়েদি বলল।

"ওদিক থেকে মনে হয় আরো ভালো অফার নিয়েছে। আর ওটা তো আরও সেফ," র'-এর ছেলেটা বলল, "ওটা পাবার জন্য এত কষ্ট করতে হবেনা।"

"পুরো আইডিয়াটাই ওর ছিল," এ্যারন বলল, "কিভাবে এত কিছু মিস করে গেলাম!"

"আমি আর হাঁটতে পারব না," আহত লোকটা বলল।

জায়েদির মনে হল ব্যাটাকে ধরে দু ঘা বসিয়ে দেয়। এমনিতেই মন মেজাজ ভালো না। কিন্তু ও কিছু না করে ঠান্ডা গলায় বলল, "অবশ্যই পারবে, কাঁধে শুধু একটা গুলি খেয়েছ। তোমার দেশের সরকার তোমাকে এর থেকে অনেক খারাপ অবস্থায় হাঁটানোর জন্য অনেক পয়সা খরচ করে ট্রেইন করেছে।"

BanglaBook.org

"পি- জ, পি- জ," লোকটা কোনোভাবে বলল।

"আর একটা কথা বলতে আমি তোর জ্বীব কেটে তোকে খাওয়ায় দেব," এ্যারনের মেজাজ খুবই খারাপ হয়ে আছে। সে জীবনে অনেক খারাপ সিচুয়েশন সারভাইভ করে গেছে। আর এরজন্য সে নিজের দুটো গুণকে সব সময় কৃতিত্ব দিত। এক নিজের স্ট্র্যাটেজিক থিংকিং অ্যাবিলিটি আর দুই, নিজেকে খুব ভালো জাজ অফ ক্যারেক্টার মনে করত সে, যেটার উপর আস্থা রাখতে পারত। কিন্তু আজকে কায়েস তার কনফিডেন্সে রীতিমত একটা কলঙ্ক লাগিয়ে দিয়ে গেছে। সম্পূর্ণভাবে লোকটাকে মিস জাজ করেছে সে। শুধু মিস জাজই নয়, কায়েসের ঠিক যা যা দরকার ঠিক তাই তাই ওকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে সে।

"ভিনোদ," জায়েদি র' এর এজেন্টের দিকে তাকিয়ে বলল, "ট্রাকটা খুঁজে বের করার চেষ্টা কর। চান্স খুবই কম। হয়তো কোথাও লুকিয়েও রাখতে পারে। কিন্তু তারপরও। যাও।"

আবার দৌড়াতে শুর" করল ভিনোদ।

ব- াস্টের ঠিক ছয় মিনিট পর ওরা হাইওয়েতে পৌঁছাল।

জায়েদি হাইওয়ের পাশের জংগলে দিকে হাঁটতে শুর" করল।

"কোথায় যাও তুমি?" এ্যারন বলল, "যেকোনো সময় পুলিশ চলে আসবে।"

"এই পাড়া গায়ে পুলিশ আসতে কম করে হলেও আরো এক ঘণ্টা লাগবে, যদি আদৌ আসে।"

"তুমি এখানে এটাকে মুখ খোলাবে?"

"সেই রকমই তো চিন্ড়া ভাবনা," এগুতে এগুতে বলল।

"চেষ্টা করে দেখতে পার," আহত লোকটা সামান্য হেসে বলল।

"হ্যাঁ, দেখি," জায়েদি বলল, "আধা ঘণ্টার মত তো পাওয়াই যাবে, অন্ড় ত তোমার গুলিটা তো বের করি।"

লোকটা কিছু বলল না।

ওরা জঙ্গলের ভিতর কোণাকুণি হাঁটতে শুর" করল। বেশ কিছুদূর হাঁটার পর একটা গাছের নিচে ওরা লোকটাকে বসাল।

"দেখো, হাতে সময় অনেক কম," জায়েদি হাটু গেড়ে বসে বলল, "আমার তিনটা প্রশ্ন আছে। এক, ট্রাকটা কোথায় যাচ্ছে? দুই, নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটিটা কোথায়? আর তিন, ওই র'-এর এজেন্টকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে? এখন আমি তোমাকে মেরে ফেলতে শুর" করছি। এই পুরো প্রসেসের মধ্যে তুমি মোট তিনবার কথা বলার সুযোগ পাবে। যদি কোনো কাজের কথা বল তাহলে জানে বেঁচে যাবে। আর তা না হলে তো বুঝতেই পারছ।"

এ্যারন লোকটার শার্ট ছিড়ে সেটা দিয়ে তাকে বেঁধে ফেলল। লোকটা

BanglaBook.org

চিৎকার করার জন্য মুখ খুললে জায়েদি একটা রুমাল ওর মুখে পুরে দিল।

জায়েদি ওর অ্যাঙ্কেল হোলেস্টার থেকে একটা বড় কমব্যাট নাইফ বের করল।

লোকটার চোখ বড় হয়ে গেল। সে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে শুরু করল।

জায়েদি লোকটার মুখের ভিতর থেকে রুমালটা বের করল। "প্রথম চান্স।"

"আমি...আমি কিছু জানি না।"

"আচ্ছা," জায়েদি ভাবলেশহীন গলায় বলল। এ্যারন চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

বুলেটটা ওর কাঁধের যেখানে ছিদ্র করেছে জায়েদি সেই ফুটোর মধ্যে ছুরিটা পুরো দুই ইঞ্চি ঢুকিয়ে দিল। গলা দিয়ে দীর্ঘ জান্তব একটা শব্দ করে উঠল লোকটা। চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে গেল, মুহূর্তেই তার সারা শরীর ঘেমে উঠল। এ্যারন নিচু হয়ে তার মুখ চেপে ধরল। লোকটা গলা বুক ছেড়ে চিৎকার করতে চাচ্ছিল কিন্তু এ্যারন শক্ত হাতে তাকে আটকে রাখল।

জায়েদি ছুরিটা মোচড় দিয়ে বুলেটটা বের করে আনল। একেবারে সাথে সাথেই জ্ঞান হারাল লোকটা।

এ্যারন সজরে একটা চড় মারল তার মুখে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে বুঝতে পারল সে কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছিল না।

"আরে গুলি বের হয়ে গেছে," জায়েদি বলল। সে আবারও রুমালটা সরাল। লোকটা মুখ দিয়ে বড় বড় শ্বাস নিতে লাগল। জায়েদি পাঁচ সেকেন্ড ওয়েট করে রুমালটা আবার মুখে ঢুকিয়ে দিল। "দেখি আবার ঢোকে কিনা।" এবারে লোকটা পাগলের মত মাথা নাড়তে লাগল।

"এই কিন্তু শেষবার আমি এটা বের করছি," জায়েদি বলল, "আর কিন্তু কোনো চান্স তুমি পাচ্ছ না।"

"আমি...আমি কোনো নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটি বা এই ট্রাক কোথায় যাচ্ছে সে ব্যাপারে কিছু জানি না। হয়তো .. হয়তো জামশেদ জানত। কিন্তু সেতো মরে গেছে। কিন্তু আমি জানি ওই ইন্ডিয়ানকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে," কোনো মতে কথাগুলো গলা দিয়ে বের করল সে।

"কোথায়?" এ্যারন জিজ্ঞেস করল।

নিজেকে পুরোপুরি সামনে দাঁড়ানো দুজনের দয়ার উপর ছেড়ে দিল লোকটা।

"এখান থেকে..মানে হাইওয়ে থেকে পূর্ব দিকে পঞ্চাশ কিলোমিটার যাওয়ার পর একটা বড় বিলবোর্ড দেখতে পাবে। এক মহিলা গায়ে সাবান ডলছে," হতাশ কণ্ঠে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করল সে, "সেখান থেকে ডানে কাঁচা রাস্তা ধরে দুই কিলো। সেখানে দেখবে বিশাল ফাঁকা একটা জায়গা। আশেপাশে কিছু নেই। মাঝাখানে একটা দুইতলা বিল্ডিং। চারপাশে

BanglaBook.org

তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। এখন বড় বড় লাইট জ্বলার কথা। অনেক দূর থেকে দেখতে পাবে। তোমাদেরও বেশ দূর থেকে দেখতে পাবে। দশজনের মত থাকার কথা সেখানে। দোতালায় উঠলে দেখবে সারি বাধা কয়েকটা রুম। লাস্টের আগেরটায় তোমাদের দোস্ড় আছে।"

আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, "দেখো আমি কোনো খারাপ লোক নই। আমি আমার ডিউটি করছিলাম। পি- জ আমাকে ছেড়ে দাও।"

জায়েদি খুব দ্রুত ওর বন্দুকটা বের করে লোকটার দু চোখের ঠিক মাঝামাঝি গুলি করল।

ব- াস্টের ঠিক একুশ মিনিট পর ওরা দুজন আবার রাস্ড়ার দিকে হাঁটতে শুরু করল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অ ধ্যা য় ৩৪

৯ নভেম্বর, ১৯৭১
আই.এস.আই ব-্যাকসাইট, পাকিস্ড়ান

জায়েদি আর এ্যারন যখন বিশাল বিলবোর্ডে সাবান ডলতে থাকা মহিলার ছবিটা দেখতে পেল তখন ভোর হতে দুঘণ্টা বাকি। ব-াস্টের ঠিক দেড় ঘণ্টা পর।

"তুমি শিওর তুমি এটা করতে চাও?" এ্যারনের দিকে তাকিয়ে বলল জায়েদি, "দেখো আমাকে ধরলে তারা এমন কিছু পাবে না যা অলরেডি জানে না। ইচ্ছামত কাটাকাটি করে মেরে ফেলবে। কিন্তু তোমার ব্যাপার তো আলাদা। তোমার এমপে-ায়ারকে খোঁজার জন্য প্রথমে এরা পরে হয়তো আমেরিকানরা তোমাকে নিয়ে রীতিমত..কি জানি কত রকম ক্রিয়েটিভিটি দেখাবে। আর একসময় না একসময় তোমার মুখ খুলতেই হবে। এভরি বডি ব্রেকস।"

এ্যারন চুপ করে থাকল। জায়েদি আবার বলতে শুর- করল, "তোমাকে দেখে তো ইনফর্মেশনের একটা গোল্ডমাইন মনে হয়," ওর দিকে তাকিয়ে হাসল সে।

এ্যারন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "ডিভাইন পাওয়ারে বিশ্বাস কর তুমি?"

"তুমি যদি জানতে চাও আমি আল-াহ-খোদায় বিশ্বাস করি কিনা, তাহলে অবশ্যই করি," জায়েদি বলল।

"ওয়েল, আমি করতাম না," এ্যারন বলল, "করতাম না বললে ঠিক সঠিক হয় না। আমার মধ্যে অনেক সন্দেহ ছিল। অ্যাগনস্টিক আরকি। খুব বেশি যে চিন্ড়া করতাম তাও না। কিন্তু জীবনে আমি অসংখ্যবার খারাপ মানুষদের একেবারে খালি খালি হেরে যেতে দেখেছি। একদম বিনা কারণে। একেবারে পুরো বাজি তাদের হাতে। হঠাৎ করেই দেখা যাবে একটা ক্রেজি টিপ অথবা তাদের দিকে কোনো দুর্ঘটনা। আমি অনেকবার এমন সিচুয়শনে অপারেট করেছি যেখানে লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের জীবন হুমকির মুখে ছিল। আর প্রতিবারই কোনো না কোনোভাবে আমি জিতে গিয়েছি, অবিশ্বাস্যভাবে। এমন এমন জায়গার থেকে জিতেছি যেখান থেকে জেতার কোনো প্রশ্নই আসে না। তবে এটাও ঠিক কোনো বারই আমি এমন ভুল করিনি। কায়েস আমাকে আজ যে শিক্ষা দিল সেটা আমার সারা জীবন মনে থাকবে।"

BanglaBook.org

"সরি, তোমার আধ্যাত্মিক চিন্ড়া চেতনায় বাধা দিচ্ছি," জায়েদি বলল, "কিন্তু তোমার মুভটা কি লজিক্যাল হচ্ছে?"

"লজিক্যালি, যদি তুমি একা যাও তাহলে কোনো চান্সই নেই," এ্যারন বলল, "কিন্তু দুজন গেলে আমাদের জেতার কিছুটা চান্স আছে। আর আমি মনে করি কায়েসের এই ইন্সিডেন্টটা পুরোপুরি আমার ফল্ট। আর এটা ছাড়া আমাদের আর কোনো রাস্ড়া নেই।"

"চিন্ড়া করে দেখো কতগুলো জিনিস একেবারে ঠিক ঠিক হতে হবে," জায়েদি বলল, "আমাদের যে ইনফর্মেশন দেয়া হয়েছে সেটা সঠিক হতে হবে, মানে এজেন্ট রয়ের সেখানে থাকতে হবে, জ্যান্ড়। তাকে সেখান থেকে সেইভাবে বের করে আনতে হবে, এরপর তার কাছে কাজের কিছু থাকতে হবে। আর তারপর আমাদের তাকে নিয়ে বর্ডার ক্রশ করতে হবে। আমার তো হারানোর কিছুই নেই। কিন্তু তোমার আছে।"

"তুমি একা কোনোভাবেই এটা করতে পারবে না," এ্যারন বলল, "এখন আমাকে জ্যান্ড়না ধরতে পারলেই হল।"

দূরে শক্তিশালী স্পট লাইটের আলো দেখতে পেয়ে এ্যারন হাইজ্যাক করা দামড়া সাইজের ট্রাকটা থামাল। হেডলাইট আরো অনেক আগেই বন্ধ করে রেখেছিল।

"ছোট বিল্ডিং," এ্যারন শক্তিশালী বাইনোকুলার দিয়ে দেখতে দেখতে বলল। পুরো বিল্ডিংটা অ্যালুমিনিয়ামের তারের ফেন্স দিয়ে ঘেরা। চারকোণার চারটা বড় বড় স্পট লাইট লাগানো।

"কোনো অ্যালার্ম সিস্টেম তো অবশ্যই আছে," এ্যারন বিড় বিড় করে বলল, "তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। গেটে দুজন দেখছি।"

"উপরে?"

"ছাদে তো কাউকে দেখি না," এ্যারন বলল।

"এখন নেই তো পরে আসবে, সমস্যা কি?" জায়েদি প্যাসেঞ্জার সিট থেকে উঠে জানালা দিয়ে মালবাহী ট্রাকটার মালের উপরে উঠতে উঠতে বলল। ওর কাছে সব মিলিয়ে চারটা গান, আর পাঁচটা গ্রেনেড। অস্ত্রসস্ত্রের কোনো অভাব নেই। এখন টিকতে পারলে হয়।

এ্যারন ইঞ্জিন অন করল। একটা মোড় ঘুরে যন্ত্রদানবটা সোজা ফুল স্পিডে ছুটে যেতে লাগল অ্যালুমিনিয়ামের দরজার দিকে। এ্যারন সিটের নিচে ঢুকে বসল। পা এক্সেলেটরে। গেটে দাঁড়ানো লোক দুজন পাগলের মত ড্রাইভিং সিট লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে লাগল।

হঠাৎ এমন একটা দৃশ্য দেখে হতভম্ব লোকগুলো ট্রাকের ভিতরে গুলি করতে এতটা ব্যস্ড় হয়ে পড়ল যে কেউ পিছনে দাঁড়ানো লোকটাকে খেয়াল করল না। জায়েদি এক নজর ওদের পজিশন দেখে একেবারে হিন্দি সিনেমার নায়কের মত উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাতে দুটো পিস্ড়ল ধরে কাছাকাছি বোকার মত

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে থাকা লোক দুজনকে লক্ষ্য করে একটানা আটটা গুলি ছুড়ল। গেট ভেঙ্গে ট্রাকটা ভিতরে ঢোকার আগেই দুজন মারা গেল।

এ্যারন লাফ দিয়ে নামল। জায়েদি দেখল ছাদে একজন এসে দাঁড়িয়েছে। সে এ্যারনের দিকে তাক করার চেষ্টা করছিল। গুলি করে শুয়ে পড়া জায়েদিকে দেখতে পারে নি লোকটা। সে গুলি করতে পারার আগেই জায়েদি একটানা গুলি করে পুরো ম্যাগজিন শেষ করে ফেলল। কোনটা কোনটা লোকটার গায়ে লাগল বুঝতে পারল না। অন্যদিকে এ্যারন নিচে নেমে বিল্ডিংয়ের দরজা দিয়ে ভিতরে দৌড় দিল। সামনে একজন লোক একেবারে সামনা সামনি পড়ে গেল। চোখের পলক ফেলার আগেই ট্রিগার টেনে ধরল এ্যারন। লোকটার বুকে আর পেটে গুলি লাগল।

জায়েদি দ্রুত ট্রাক বেয়ে নেমে এ্যারনের পাশে এসে দাঁড়ালো।

দরজার ডান পাশে একটা সিঁড়ি। কিন্তু সোজা ডানদিকে সিঁড়ির তলা। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হলে রুমের মাঝামাঝি যেতে হবে। ওরা যে দরজা দিয়ে ঢুকেছে একেবারে তার সোজাসুজিই আরেকটা দরজা। বিল্ডিংয়ের পিছনের দিকে যাওয়ার জন্য। ওদের দেখে সিঁড়ির উপর থেকে একজন গুলি ছুড়তে শুরু করেছে। আর সোজা বিপরীত দিকের দরজা দিয়ে দুজন লোককে ওরা দেখতে পেল যারা অন্য দিকটা গার্ড দিচ্ছিল। এ্যারন আর জায়েদি সোজা সিঁড়ির নিচে কভার নিল।

উপরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। কোনোভাবেই এদের অর্গানাইজড হবার সুযোগ দেয়া যাবে না। জায়েদি একটা গ্রেনেড বের করে রুমের অন্য পাশের দরজার দিকে মারল। গ্রেনেডটা বাষ্ট হল দরজার ঠিক চৌকাঠে।

সেকেন্ডের মধ্যে বিল্ডিংয়ের পিছন দিকটা ফেন্সসহ উড়ে গেল। ওরা দুজনে সিঁড়ির সাথে নিজেদের মিশিয়ে দিল। মুহূর্তেই গরম হয়ে উঠল পুরো মেঝে। ওরা সারা গায়ে আগুনের গরম হল্কা অনুভব করল দুজন। যারা রুমের ভিতর ওপেনে বিনা কভারে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের যাওয়ার কোনো জায়গাই ছিলনা। এক সাথে অনেকগুলো মানুষের আত্মচিৎকার শোনা গেল। যে লোকটা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিল সে গ্রেনেড দেখতে পেয়েই আবার উপরে উঠে গেছে।

এক্সপে-াশনে ফিউজ বক্স উড়ে গেলে সারা বিল্ডিং অন্ধকারে ঢেকে গেছে। এখনো চারজন লোকের থাকার কথা। কিন্তু মনে হচ্ছে না। খোদা জানে সালামান আব্বাসী আছে কিনা। না থাকারই কথা। থাকলে ইতোমধ্যেই তার হাক ডাক শোনা যেত। বাতাসে রক্ত, গোলাবারুদ পোড়া মাংসের তীব্র গন্ধ। বাইরে কোথাও আগুন ধরে গেছে। আগুনের হালকা আলোয় ঘরটা দেখা যাচ্ছিল। সিঁড়ির রেলিঙের অন্য পাশে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। অন্য কোনো লোকের শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না।

এ্যারন জায়েদির কাঁধে হাত রেখে ইশারা করে ক্রাউচ করে যে দরজা দিয়ে ওরা এসেছে আবার সেদিকে গেল আস্তে আস্তে।

BanglaBook.org

দরজা দিয়ে বেরিয়ে ও সোজা ট্রাকের পিছন দিক দিয়ে ছাদে উঠে গেল নিঃশব্দে। দোতালার গ্রিল দিয়ে সহজেই ভেতরটা দেখতে পেল সে। বাইরে ঘুটঘটে অন্ধকার। ওকে দেখতে পাবার কোনো পথই নেই। ভিতরে কেবল একজনই। সে এ্যারনের দিকে পিঠ দিয়ে ডাগ করে বসে আছে সিঁড়ির গোড়ায়, রেলিঙের আড়ালে।

এ্যারন একটা গুলি করল। লোকটার মাথার পিছনটা উড়ে গেল। এ্যারন নেমে এলো।

জায়েদি লোকটার আত্মচিৎকার শুনে সিঁড়ির দিকে এগুলো। ও জানত এ্যারন ওকে কাভার করতে পারবে।

এ্যারনও কয়েক মুহূর্ত পর দোতালায় চলে এল। হাতে একটা ছোট টর্চ লাইট। "আর কেউ নেই।"

"সাতজন মারলাম মনে হয়," জায়েদি বলল।

"তোমার এক্স বস মনে হয় বাকিদের নিয়ে ট্রাক রিসিভ করতে গেছে," এ্যারন বারান্দায় পরে থাকা লোকটার পকেট ঘাটতে ঘাটতে বলল। একটু খুঁজতেই এক গোছা চাবি পেয়ে গেল।

জায়েদি, এ্যারনের হাত থেকে চাবির গোছাটা নিয়ে টর্চের আলোয় দেখতে দেখতে সামনের দিকে এগুলো দুজনে। সবগুলো চাবিই একরকম দেখতে।

সেখান থেকে একটা নিয়ে লাস্টের আগের দরজার তালায় ঢোকাল সে। তৃতীয় চাবিটায় তালা খুলে গেল।

রুমের ঠিক মাঝামাঝি একটা চেয়ার। সেখানে আধমরা একজন লোক হাত পা বাঁধা অবস্থায় বসা। এ্যারন টর্চ ফেলল লোকটার মুখের উপর। সারা মুখে আঘাতের চিহ্ন। ডান চোখ যে আছে সেটা বোঝার কোনো উপায়ই নেই, পুরো বোজা। একেবারে কালো হয়ে আছে। গায়ে একটা শার্ট যেটা হয়ত কোনো এক সময় সাদা ছিল। এখন লালচে হয়ে আছে।

"এজেন্ট রয়?" এ্যারন জিজ্ঞেস করল।

"ইস্ট পাকিস্তান," রুদ্র শেখর রয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৩৫

১০ নভেম্বর, ১৯৭১
এইচ-কিউ, রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং, দিলি- , ভারত
"কি জঘন্য অবস্থা!" বিড়বিড় করে বললেন র'-এর চীফ।

ওরা সবাই আগেরদিনের সেই র—মটাতেই বসে ছিল। মাত্র পাঁচ ঘণ্টা আগে পৌঁছেছে দিলি- তে।

"কিছু তো পেলাম," মাথুর বললেন।

"কোনো ধারণা আছে ঐ বানচোত কেন এ কাজ করেছে?" কাও জিজ্ঞাসা করলেন।

"টাকা ছাড়া আর কি হতে পারে," এ্যারন বলল। এবারে কথা শোনার পালা ওদের।

"ওরা জানে আমরা জানি," জায়েদি বলল। ওর মনের মধ্যে ধুক ধুক করছিল কায়েসের ঘটনার পরে যদি ওদের আর এতে কাজ করতে নাও দেয়া হতে পারে, "এজেন্ট রয় বলেছে ট্রাকগুলো ঢাকায় গেছে। কিন্তু আমার মনে হয় না ঢাকায় এরকম কিছু আছে। ওখান থেকে নিশ্চয় অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলা হয়েছে।"

"ঢাকায় আমাদের অনেক লোক আছে," কাও বললেন, "সবাইকে অ্যালার্ট করে দেয়া হয়েছে, "কিন্তু তারা লোকেশন চেঞ্জ করে ফেলতে পারে। আর ভিনোদ ট্রাকের কোনো হদিস পায় নি। এত বড় একটা জিনিস কি করে হারায় যায় ঈশ্বর জানেন," একটু বিরক্ত হয়েই বললেন তিনি।

"বাকি কাজ শেষ করতে কত দিন লাগতে পারে?" মাথুর জিজ্ঞেস করলেন।

"পঁচিশ তিরিশ দিন তো লাগারই কথা অন্ড়ত," এ্যারন বলল।

"ফ্যাসিলিটি যদি ইষ্টে হয়ে থাকে তাহলে তো আরো কিছু লোকের জানার কথা। গভর্নর, তার কিছু ডাইরেক্ট ডেপুটি অথবা ইস্টার্ন কমান্ডার," জায়েদি বলল, "আমি আজকের মধ্যেই সেখানে যেতে চাই।"

"মি. জায়েদি," কাও বললেন, "আমি কিন্তু এখনো ডিসাইড করিনি এই কায়েসের ইন্সিডেন্টের পর থেকে কিভাবে অপারেট করা হবে।"

"এই পয়েন্টে এসে অন্য লোক ইনভল্ভ করাটা মনে হয় না কোনো ভালো ডিসিশন হবে," মাথুরের কথা শুনে জায়েদি অবাক হয়ে গেল, "আই.এস.আই'র জানোয়ারটার এইটুক ছাড়া কিন্তু তারা যেসব কাজ করেছে তা কিন্তু রীতিমত ইম্পোসিবল।"

BanglaBook.org

"যেসব কাজ আবার কি," কাও বিরক্ত হয়ে বললেন, "তোমার এজেন্টকে বের করে এনেছে তাই এরা রাতারাতি এত ভালো হয়ে গেছে। এর আগে তো পাকিস্ড়ানি টাকিস্ড়ানি কি সব বলছিলে।"

"তাতেও কিন্তু এরা কতটা ডেডিকেডেড সেটাই প্রমাণ হয়," মাথুর বললেন।

মাথুরের দৃষ্টিভঙ্গির এই আমুল পরিবর্তন দেখে জায়েদি আসলেই অবাক হচ্ছিল। ও আড়চোখে এ্যারনের দিকে তাকাল। সে চুপচাপ বসে আছে। এখানে আসার সাথে সাথেই সে গিয়েছিল মাথুরের সাথে দেখা করতে। কি বলেছে আল-াহই জানে!

"একজন আই.এস.আই এজেন্ট এসে এই র"মে বসেছে, যেখানে প্রাইম মিনিস্টারের আসতে হলেও চৌদ্দটা কাগজে সই করতে হয় আর ঐ হারামজাদা এসে বলতে গেলে... আরেকটু হলে তো ও বলত আর আমি এই টেবিলের উপর উঠে ধেই ধেই নাচতাম। লজ্জার কথা।"

"স্যার দেখেন, এটা ঠিক যে আমি ওই সময় ওতো কিছু বলছিলাম, কিন্তু লজিক্যালি চিন্ড়া করলে কিন্তু ওই সময় তাকে বিশ্বাস করাটাই সঠিক ছিল। তার কারণেই.."

কাও হাত উঁচু করে থামিয়ে দিলেন মাথুরকে। তিনি খুবই বিরক্ত হয়েছেন। অন্য কোনো সময় হলে এমন একটা ভুলের পর তিনি জীবনেও কাউকে সেই অপারেশনে রাখতেন না। কিন্তু এই মুহূর্তে আসলেও অন্য কাউকে ইনভল্ভ করা সম্ভব নয়। আর সত্যি বলতে এটা র'-এর অপারেশন হয়েছে পরে। আগে থেকেই এটা সিআইএ বা যার জন্য এই আমেরিকানটা কাজ করছে তাদের অপারেশন। তাছাড়া সিআইএ'র সমস্ড় রকম সাহায্য তাদের দরকার হবে। এরকম নিউক্লিয়ার ডিভাইস হ্যান্ডেল করার অভিজ্ঞতা তাদের কারো নেই। আর জায়েদি...জায়েদিকে আসলেই তিনি শ্রদ্ধা করেন। আর সত্যি বলতে কায়েসের ব্যাপারে জায়েদিকে ঠিক দোষও দেয়া যায় না। কায়েসের হ্যান্ডেলার ছিল ওই আমেরিকান। তার থ্রুতেই কায়েস এখানে আসতে পেরেছে। আর তাছাড়া জায়েদি বহু বছর পাকিস্ড়ানিদের মধ্যে থেকে কাজ করেছে। ওর থেকে ভাল করে কেউ ওদের চেনেনা। *চিনে অবশ্য লাভটা কি হল।* আর সবচেয়ে বড় কথা তিনি যদি এদেরকে বলেন যে কাজ করো না, তার মানে এই না যে এরা বললেই কাজ বন্ধ করে দিবে। আর তিনি তো আর এদের জেলে ভরে রাখতে পারেন না। অবশ্য সেটাও যে করা যায় না তা...

"আমি জানি না আপনাদের মধ্যে কে মাথুরকে কি খাইয়েছেন," কাও এ্যারন আর জায়েদির দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিন্তু আমি তার এতো তেল মাখন লাগানোর জন্য এই সিদ্ধান্ড় নিচ্ছি না। আমার কাছে আর কোনো রাস্ড় া খোলা নেই সেজন্যই..। জায়েদি আপনি আজই ইস্ট পাকিস্ড়ান যাবেন। র-এর সমস্ড় সাহায্য আপনি পাবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর মি.

BanglaBook.org

র‍্যান্ডেল আপনার সাহায্য ছাড়া আমরা এগুতে পারব না। কিন্তু জেনে রাখুন কায়েস ঘটনার জন্য আমি কিন্তু আপনাকেই বেশি দায়ি করি।"

"আমিও," এ্যারন সামান্য হেসে বলল।

"আর যেটা বলা হয় নি," কাও বললেন, "আপনারা যেভাবে এজেন্ট র‍ুদ্রকে বাঁচিয়ে এনেছেন সেজন্য আমি, র' এবং পুরো দেশ আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অ ধ্যা য় ৩৬

পাঁচ দিন আগে
৫ নভেম্বর, ১৯৭১
দিলি- , ভারত

ফিরোজ আল-শাহরিয়ার কায়েস আশে পাশে তাকাল। আরেকটু বিজি জায়গা হলে ভালো হত কিন্তু এখন সময় নেই। ফোন বুথটা মাত্র দশ ফিট দূরে। সে দেখতে পাচ্ছিল ভিতরে একজন মহিলা কথা বলছে। ও ঘড়ির দিকে তাকাল। মহিলা ফোন রেখে দিলে ও বুথের দিকে পা বাড়াল।

এখানে ফোনের বিল দিতে হয় পাশের দোকানদারকে। ইন্ডিয়ায় বেশিরভাগ পে ফোন এমনই। এর অর্থ হল একজনকে মুখ দেখাতে হবে। কায়েস সেজন্য মাথায় একটা ক্যাপ পরে এসেছে।

বুথে ঢুকে পড়ল ও।

সে লম্বা একটা সিরিজের নাম্বার প্রেস করল।

"হ্যাঁ.."

ওপাশের লোকটার কথা শেষ হবার আগেই কথা বলতে শুরু করে দিল ও।

"অথোরাইজেশন কোড, আলফা চার্লি ট্যাঙ্গো 5668472 ব্রাভো," সে ফিসফিস করে বলল। "সালমান আব্বাসীর সাথে একটা লাইন সেট আপ করে আমাকে দুই মিনিটের মধ্যে এখানে কল কর। সালমান আব্বাসী ছাড়া অন্য কেউ না," ও ফোন রেখে দিল।

ও আবার আশেপাশে তাকাল। তেমন কোনো রহস্যজনক কিছু চোখে পড়ল না। কঠিন পার্টটা ছিল হোটেল থেকে সবার অজান্তে বের হয়ে যাওয়া। আবার হোটেলে কাউকে না দেখিয়ে ঢোকাটাও সহজ হবে না।

মিনিট হতে না হতেই ফোন বেজে উঠল। সাথে সাথেই রিসিভার তুলে নিল ও।

"হ্যালো," সালমান আব্বাসীর ভারী গলা শোনা গেল।

"আমার কলটা ঠিক এক্সপেক্ট করেননি, তাই না?"

"আমি আমার এক্সেপক্টেশনের এরিয়া বড় করে নিয়েছি। কি চাও তুমি?"

"এক মিলিয়ন ডলার।"

"কেন?"

BanglaBook.org

"যে পরিমাণ ইউরেনিয়াম আপনারা চাচ্ছিলেন, পুরোটা পেয়েছেন?" কায়েস জিজ্ঞেস করল।

ও পাশ থেকে কোনো কথা শোনা গেল না। কায়েস বলে চলল, "যাই হোক, আমি জানি পান নি। আমি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা করে দেব।"

"সোর্স যদি কম্প্রোপাইজ হয়ে যায় তাহলে খালি খালি রিস্ক। আমাদের কাছে এমনিতেই যথেষ্ট..."

"হা হা হা," কায়েস শব্দ করে হাসল, "যথেষ্ট। আমি ইন্ডিয়াতেই আছি। একটা দুটো ভাঙ্গা বোমে ওদের কিছু হয় না। সেটা তো আপনি ভালো করেই জানেন। আপনার শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতিকে বলে দেবেন সে যদি এমন অর্ধেক অর্ধেক কাজ করে তাহলে এর রেজাল্ট কি হবে জানেন? কোনো একটা ইন্ডিয়ান কোর্টে তার লজ্জাজনক একটা ট্রায়াল।"

সালমান আব্বাসী দাঁতে দাঁত চেপে গালি দিল। সে আর কায়েস খুব ভালো করেই জানত সে এই লাইনগুলো সালমানকে বলা হলেও শোনানো হচ্ছে আসলে ইয়াহিয়াকে। এক মিলিয়ন ডলার দিতে হলে ইয়াহিয়া এই কল শুনবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যদিও সালমানের হাতে ডিসিশন নেবার ক্ষমতা থাকলে সে জীবনেও রাজি হত না। আর সে অনেকবারই আকবর খানকে বলেছে প্রেসিডেন্টকে বোঝাতে আর দেরি না করে এই দুটো বোম নিয়েই কাজ শুরু করে দেয়া উচিৎ। কিন্তু আকবর খান সেকথা প্রেসিডেন্টকে বোঝাতে গেলে সে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে। এই কল শোনার পর তো...আর কায়েসের মত এজেন্ট ভালো করেই বুঝত যে মানুষ সবসময় এটা শুনতেই পছন্দ করে যে সে কতটা সঠিক।

সালমান কিছু বলল না।

"ঠিক চার ঘণ্টা পর আমি একটা নাম্বারে ফোন করে পেমেন্টের ব্যাপারে কনফর্ম হব। যদি সেটা করা হয়ে থাকে তাহলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনারা চায়না থেকে একটা কল পাবেন। এরপর আবার ৩৬-৪৮ ঘণ্টা পর আমি আবার কল করে আপনাদের কি করে সেফলি ট্রান্সপোর্টেশন কমপি-ট করতে হবে সেটা জানিয়ে দেব। আর আমি যদি কল করে পেমেন্ট পুরোটা করা হয় নি, *পুরোটা*, তাহলে নো ডিল।"

"আর আমি কি করে জানব এটা ইন্ডিয়ান গভর্মেন্টের কোনো চাল নয়?" আব্বাসী জিজ্ঞেস করল। সে খুব ভালো করেই জানত ইয়াহিয়া এক মুহূর্তও দেরি করবে না এক মিলিয়ন ডলার পাঠাতে। তো তারও সেভাবেই কাজ করা উচিৎ। ইন্ডিয়ানদের প-্যান ট্রাক ফলো করা এটা সে বুঝে গেছে। কায়েসকে দিয়ে চায়নাতে কল করাতে পারাটাই আসল কাজ। তার ইন্সট্রাকশন না পেলেও বাকিটুকু সে ম্যানেজ করতে পারবে।

"সেটা জানতে পারবেন। এখন কিছু নাম্বার লেখেন," কায়েস পুরোটা প-্যান করেছিল নিউ ইয়র্কে বসেই। সে ব্যাংক থেকে চেক ভাঙ্গিয়ে তার এক

BanglaBook.org

পুরোনো কন্টাকের কাছে যায়। সেই লোকই এই এক মিলিয়ন ডলার রিসিভ করার সব ব্যবস্থা করে দেবে। কায়েস তাকে বিশ্বাস করতে পারে কারণ ওই লোক কায়েসকে ভালো করে চেনে।

কায়েস সালমানকে সারা দুনিয়ায় ছড়ানো পনেরটা ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার দিল।

"এখন আমার গুড উইলের একটা টোকেন," কায়েস বলল, "একটা মোল। আপনার জন্য গিফট।"

"কিসের মোল?"

"শোয়েব আখমেদ। র। ডিপ কভার। আসল নাম রুদ্র শেখর রয়। আমি ভুল না করে থাকলে," ঘড়ির দিকে তাকাল কায়েস, "ঠিক এই মুহূর্তে সে লাহোরের একটা মিলিটারী বেসের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে। আমরা দুজনেই জানি কিসের আশায়।"

এক মুহূর্ত কোনো কথা শুনল না কায়েস।

"ওকে..আপনাদের সময়.."

"ওয়েট..ওয়েট," সালমান আব্বাসী বাধা দিয়ে বলে উঠল, "জায়েদি কে?"

কায়েস কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল।

"সে *বাংলাদেশী*, সে মুজিবকে রিপোর্ট করত। তার চাচা আমেরিকায় মাল্টি মিলিয়নিয়ার," কায়েস ফোন রেখে দিল।

ঠিক ৪৪ ঘণ্টা পর কায়েস আবারো ফোন করল সালমানকে এবং পুরো পরিকল্পনা তাকে বুঝিয়ে বলল, খালি বলল না যে গাড়ি দুটো থাকবে আর সামনেরটায় থাকবে ও নিজে। কিন্তু তার আগে সে সালমানকে প্রমিস করিয়ে নিল যে ওরা জায়েদি বা এ্যারনকে জীবিত ধরার কোনো চেষ্টাই করবে না। ওদের গাড়িটা জাস্ট উড়িয়ে দেবে। আরপিজি বা গ্রেনেড কিছু দিয়ে। কিন্তু সালমান আব্বাসী কায়েসের মত একটা দুমুখো সাপের কথা রাখার কোনো প্রয়োজন মনে করল না।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৩৭

১০ নভেম্বর, ১৯৭১
প্রেসিডেন্ট'স অফিস, ইসলামাবাদ, পাকিস্ড়ান

"এরে বলেটা কি," চিৎকার করে উঠলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, "কি চ্যাটের বাল করেন আপনি বসে বসে?" চিৎকারের চোটে সামান্য থুতু ছিটে পড়ল ডেক্সের উপর পড়ে থাকা একটা কাগজের উপর।

"মি. প্রেসিডেন্ট.."

"আরে রাখেন আপনার মি. প্রেসিডেন্ট..." ইয়াহিয়া খান তার হুইস্কির বোতলের পাশে রাখা ভারী গ-াসটা ছুড়ে ফেললেন মাটিতে। হয়তো ভাঙ্গার আশা করছিলেন। কিন্তু মোটা কার্পেট, ইয়াহিয়ার মাতাল হাত কিংবা গ-াসটার ভাগ্যে হয়তো অন্য কিছু লেখা ছিল, যে কারণেই হোক সেটা না ভেঙ্গে একটা ড্রপ খেয়ে কেবল উলটো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। আকবর খান মুখ বন্ধ করে মাথা নিচু করে শুকনো মুখে গ-াসটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

ইয়াহিয়ার সাথে কাজ করা দিন দিন কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। দিনের অর্ধেক সময়ই তিনি মাতাল হয়ে থাকেন। বাকি অর্ধেক সময় থাকেন ঘুমিয়ে। তার সাথে দেখা করতে আসলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হয়। এমনকি ব্রিফিংগুলোও ঠিক মত না শুনে, রিপোর্ট টিপোর্ট না পড়ে ডিসিশন দিয়ে দিচ্ছেন। আবার ডিসিশন একটা দিয়ে ফেললে তাকে শত বুঝিয়েও সেই ডিসিশন পাল্টানোর কোনো সুযোগ নেই। একদিকে একটা যুদ্ধ চলছে অন্য দিকে এত বড় একটা অপারেশন চলছে, এ অবস্থায় তার এরকম দায়িত্বহীন আচরণ একই সাথে বিরক্তিকর এবং বিব্রতকর।

"আমি কি অবস্থায় আছি সে সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে আপনার," ইয়াহিয়া চিৎকার করে বলতে শুর" করলেন, "এক দিকে এই হারামজাদা ভুট্টো আমার মাথাটা একেবারে খারাপ করে দিচ্ছে। আরে তুই বানচোত করিস রাজনীতি তোর এত কিছু দিয়ে কি দরকার। আমার কাজটা আমারে করতে দে না। তোরে তো আমার দলেই রেখেছিই, না হলে তোর ঘরের মধ্যে ঢুকে মিটিং করতাম নাকি! না, তার সব শোনা লাগবে। দিনের মধ্যে চৌদ্দবার কল করবে। এটার কি হল, ওটা কতদূর, কেউ কি জেনে গেল নাকি, আপনি আমাকে কিছু বলেন না কেন, সব ঠিক আছে কিনা, আরে শালার প্রশ্নের শেষ নেই। এখন তো কলও ধরি না। তাও কিন্তু তার কলে কোনো ঘাটতি নেই। আর অন্যদিকে এই শালার নিয়াজি। আল-াহ জানে কি খেয়ে ওই হারামজাদা

BanglaBook.org

ওইখানে গিয়ে বসছে। *মি. প্রেসিডেন্ট হাগতে পারি না, ট্রুপ পাঠান। মি. প্রেসিডেন্ট মুততে পারি না, ট্রুপ পাঠান,*" মুখ বিকৃত করে বললেন ইয়াহিয়া, "আরে কুত্তার বাচ্চা সব সৈন্য যদি তোর পোঙ্গার মধ্যে নিয়ে গুজে রাখি তাহলে কয়েকদিন পরে এদিকে যুদ্ধ শুর" হলে তখন আমি কার বাল ছিড়ব। আর এর মধ্যে আপনাকে একটা কাজ দিলাম আর আপনিতো সেটার একেবারে চৌদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করে ছেড়ে দিচ্ছেন। একবার বলেন আপনার এই এজেন্ট মালাউন, আরেককবার ঐ এজেন্ট চোর। আরে এত চোর বাটপার যদি আপনার ঐটুক অফিসে বসে থাকে তাহলে আপনি কার বালটা ছিড়ার জন্য বসে আছেন? আপনার ব-্যাক সাইটের ভিতর থেকে কয়েদি ধরে নিয়ে যায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয়ে যায় আপনি টেরও পান না। এভাবে একটা মানুষ কাজ করে কি করে?"

এক টানা নিজের দুঃখগাথা শুনিয়ে ক্লান্ড় ইয়াহিয়া গ-াসটার জন্য হাত বাড়াচ্ছিলেন। এক মুহূর্ত পর মনে পড়ল সেটার কি করেছেন। তো বোতল খুলে বোতল থেকেই খানিকটা খেয়ে নিলেন।

"আমরা ইউরেনিয়াম আরও তিনশ কেজি পেয়ে গিয়েছি," আকবর খান অন্য কিছু খুঁজে না পেয়ে সাফল্যের কথাটা বললেন, যদি একটু ঠা" া করা যায়।

"সারা দুনিয়ার লোক তো জেনে গেছে।"

"সবাই জেনে গেলেও তো কোনো সমস্যা নেই, আমাদের কাছে তো দুটো বোম আছে। আমরা.."

"আরে আবার একই কথা বলে! শুনছেন না আপনার ওই হারামজাদা এজেন্ট কি বলল। মাত্র দুটো দিয়ে কোনো লাভ নেই। বাকিগুলো বানানোর কাজ শুর" করেন। ভাগ্য ভালো ল্যাবটা কোথায় এখনো জানে না। ওটা পাল্টানোর কি কোনো দরকার আছে?"

আকবর খান ভাবলেন একবার বলবেন মাত্র দুটো বোম দিয়েই আমেরিকা বিশ্বযুদ্ধ শেষ করে দিয়েছিল। কিন্তু পরে আবার কি না কি শুনিয়ে দেয় সে ভয়ে আর কিছু বললেন না।

"না, স্যার। ওরা এটার কথা জানে না। আর ছোট আর বড় ল্যাবটা আসলে বলতে গেলে একই জায়গায় বানিয়েছি বলে ওরা টের পায় নি। কিন্তু লোকেশন পুরো পাল্টাতে গেলে চোখে পড়তে পারে," আকবর খান মনে মনে স্বস্ড়ির নিঃশ্বাস ফেললেন যে প্রেসিডেন্টের মাথাটা একটু ঠা" া হয়েছে। তার সাথে তিনি এখন যা নিয়ে কথা বলতে যাবেন সেটা ঠা" া মাথায় শোনা খুবই জর"রি।

"স্যার হোয়াইট হাউজের সাথে কি কোনো কথা হয়েছে?" আকবর খান ধীর গলায় বললেন।

"কি কথা?"

BanglaBook.org

"ওই আমেরিকানটার ব্যাপারে.."

"আপনাদের ওই এজেন্ট...যে ফোন করল সে কিছু বলে নি আমেরিকানটার কথা?"

"আসলে...আসলে," আমতা আমতা করে বললেন আকবর, "প্রথম ফোন কলে জায়েদির ব্যাপারে সামান্য হিন্ট সে দিয়েছিল। কিন্তু পরেরবার তাকে জায়েদি আর ওই আমেরিকানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে...আসলে সে সালমানকে বলেছিল ওদের গাড়িটা উড়িয়ে দিতে। তো...মানে বলেছিল গাড়ি যখন উড়িয়েই দেয়া হবে তখন ও কে-কি তা শুনে কি হবে।"

"তা গাড়ি উড়িয়ে দিতে বলেছিল তো আপনার গুণধর সালমান কি করেছে?"

"ও চেয়েছিল জীবিত ধরতে।"

"যত্তোসব," বিড়বিড় করে চোখ মুখ খিচিয়ে বললেন ইয়াহিয়া।

"আপনি যদি একটু নিক্সনের সাথে কথা বলতেন, তাহলে ভালো হত।"

"আপনার মনে হয় নিক্সন জানে?" ইয়াহিয়া একটু হতাশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

"না জেনে কিভাবে পারে?"

"কিন্তু সে আমাকে তো কখনো এ ব্যাপারে কিছুই বলল না," ইয়াহিয়া খান বললেন, "হিলালীর সাথে কিসিঞ্জারের মিটিংয়েও তো আমাদের সাহায্য করার কথাই বলল।"

"প্রোগ্রামের ব্যাপারে কিছুই বলে নি?"

"আরে বললে আপনাকে বলতাম না?" ইয়াহিয়া বিরক্ত গলায় বললেন।

"এটা কি করে হয়, একদিকে এত..."

"আচ্ছা এজেন্সির কেউ নিক্সনের এগেইনস্টে গিয়ে কাজ করতে পারে না?" ইয়াহিয়া জিজ্ঞেস করলেন।

আকবর খান কিছু বললেন না কয়েক মুহূর্ত। আমেরিকা একটা কমপি- কেটেড জায়গা। ওখানে কে কি চায় সেটাই ঠিকভাবে বুঝে ওঠা যায় না।

"স্যার আমার মনে হয় আপনার নিক্সনের সাথে কথা বলা উচিৎ যত দ্রুত সম্ভব।"

"বলবটা কি তাকে?"

"বুঝে শুনে বলেন আর কি, এটাই সবচেয়ে ভালো সময় সেও খুশি হবে।"

ইয়াহিয়া খান বোকার মত বসে রইলেন। বুঝে শুনে আসলে কি বলবেন মাথায় আসছিল না তার।

"নিক্সনের সব ডিটেইলস জানার দরকার নেই," আকবর খান ধীর গলায় বললেন।

BanglaBook.org

"অবশ্যই অবশ্যই," ইয়াহিয়া খান একটু ব্যস্ড় হবার ভান করে একটা কাগজ টেনে নিলেন।

আকবর খান কয়েক সেকেন্ড কিছু বললেন না।

"খালি বলেন যে পাকিস্ড়ানের একটা নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম আছে, আর সেটা আমেরিকান কেউ স্যাবাটোজ করার চেষ্টা করছে। খালি তাকে জানান যে আপনি মনে করেন কেউ তার বিরুদ্ধে প-ট করছে," অবশেষে বললেন তিনি।

"সে লোক যে আমেরিকান সেটা কি শিওর?"

প্রশ্নটায় সামান্য ঘাবড়ে গেলেও প্রকাশ করলেন না আকবর খান। আসলে সবাই তাকে আমেরিকানই বলছে। কায়েসও ফোনে তার পরিচয় না দিলেও তাকে আমেরিকানই বলেছে।

"জ্বী," আকবর খান বললেন, "আপনার কি মনে হয় আমাদের গোপন নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটি আছে জানলে নিক্সন.."

"আরে নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটি আছে তো কি হয়েছে। এটা কি বেয়াঈনী কিছু নাকি। এখন ফ্যাসিলিটি বানায় জনে জনে বলে বেড়ায় নাকি। আর সেভাবে চিন্ড়া করলে নিউক্লিয়ার ইন্ডিয়ার চাইতে নিউক্লিয়ার পাকিস্ড়ানই সে বেশি প্রেফার করবে।"

ইয়াহিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন।

"আকবর সাহেব দেখেন," নরম গলায় বললেন ইয়াহিয়া, "আপনি আমার সবচেয়ে পুরনো আর সবচেয়ে বিশ্বাসী বন্ধু। আমার দেখা সবচেয়ে জ্ঞানী লোক। নিক্সনের সাথে আমি কথা বলছি, কিন্তু অন্য দিকটা আপনি একটু সামলে নেন। এটা যদি ফেল করে তাহলে কিন্তু এর থেকে লজ্জার কিছু হবে না। বুঝতে পারছেন?"

আকবর খান নড করলেন। তিনি বুঝতে পারছেন।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৩৮

১১ নভেম্বর, ১৯৭১, বাংলাদেশ

জায়েদিকে হেলিকপ্টারে করে দিলি- থেকে জয়ন্তিপুর বর্ডারে পৌঁছে দেওয়া হল। বর্ডারের অন্য পাশেই যশোর বেনাপোল। ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশে ঢোকার সবচেয়ে কমন রুট।

একই সময়ে এ্যারন ডিসির ফ্লাইটে। শেষ ডিসিশন হয়েছে জায়েদি র' আর মুক্তিবাহিনির সাহায্যে বাংলাদেশে অপারেট করবে আর এ্যারন তার বসের সাথে কথা বলে ওর সাথে যোগ দেবে।

জায়েদি প্রায় তিন চার কিলোমিটার পায়ে হেঁটে যখন যশোরের ভিতরের একটা সরু রাস্তায় তখন পাকিস্তান আর্মির প্রথম প্যাট্রল জিপটা দেখতে পেল। মধ্যরাত, কারফিউ চলছে। চারজন সাধারণ সৈন্য নিয়ে জিপটা যখন পার ওকে করছিল ও তখন রাস্তার পাশের গাছ গাছড়ার ভিতর নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল।

জায়েদির পরনে মোটা কালো গ্যাবার্ডিনের শার্ট আর কালো প্যান্ট। পিঠে একটা ব্যাগ। জিপটা যখন ওকে পাস করে যাচ্ছিল ও তখন তীক্ষ্ণ একটা শীষ বাজাল। একেবারে সাথে সাথে, রাস্তায় টায়ার মার্ক বসিয়ে, ব্রেক কষে জিপটা থেমে গেল। পিছনে দাঁড়ানো দুজন ভয়ার্ত চোখে এদিক ওদিক দেখতে লাগল।

"আই.এস.আই," চেচিয়ে বলল জায়েদি, "সি.ও কে তোমাদের?" একেবারে খাটি উর্দুতে।

একজন সৈন্য ভয়ে ভয়ে লাফ দিয়ে নিচে নামল। অন্যজন নার্ভাসভাবে চারপাশ দেখছিল। মুক্তিবাহিনির হামলা একেবারে যখন-তখন হচ্ছে। ঝড়ের মত এসে দুমদাম গোলাগুলি করে আবার হাওয়া। শালাদের পরাণে কোনো ভয় ডর নেই। একদিকে সেই ভয় আবার অন্য দিকে আই.এস.আই শোনার পরও যদি না থামে আর পরে ধরতে পারলে একেবারে ছাল উঠিয়ে নেবে।

সৈন্যটা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে জায়েদিকে বলল, "স্যার কোনো আইডি দেখতে পারি? বুঝতেই তো পারছেন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," জায়েদি বলল, "কেন পারবে না?" ও পকেট থেকে একটা আইডি বের করে লোকটার হাতে দিল, "দুই দিন ধরে এক মুক্তি লিডারের পিছনে ঘুরছি। পালিয়ে গেছে শালা বানচোত।"

লোকটা খুব উলটে পালটে আইডিটা দেখল। জীবনে কোনোদিন সে

BanglaBook.org

আই.এস.আই'র আইডি দেখেনি। অবশ্য দেখলেও কোনো সমস্যা ছিল না। আইডিটা আসলই। জায়েদি তার আন্ডারকভার লাইফে অন্ড়ত শ'খানেক আইডি চুরি করেছে বিভিন্ন এজেন্সির। সেখানে নিজের ছবিও লাগিয়েছে। এই লোকের হাতে যেটা দিয়েছে সেটাও ক্যাডের একজনেরই। সে দুবছর ধরে বেলুচিস্ড়ানে আন্ডারকভার।

তো সেনাসদস্যটি বুঝতে পারল তার সামনে দাঁড়ানো লোকটা একজন মেজর আর এই লোক যদি এখন তাকে নিজের মাথায় গুলিও করতে বলে তবে তাকে সেটাই করতে হবে।

"আমি তো তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছি, নাকি?" কড়া গলায় বলল সে।

"ক্যাপ্টেন শহীদ মালিক জনাব।"

"কোথায়?"

"উনি তো..মানে..।"

"আমি দুই ধরে রাস্ড়ায় রাস্ড়ায় ঘুরছি। তাই ধৈর্য্যের লেভেলটা একটু নেমে গেছে। আমি এখন তোমাকে পিটানো শুর— করার আগে তুমি এসব অপ্রয়োজনীয় শব্দ না করে যেটা জিজ্ঞেস করছি এক বারে সেটার উত্তর দেবে। বুঝতে পেরেছ?"

"জ্বী জনাব," উত্তর দিল সে, "ক্যাপ্টেন কোয়ার্টারে। ঘুমুচ্ছেন।"

"কার সাথে?"

এক মুহূর্তে থেমে উত্তর দিল লোকটা, "আমি জানি না স্যার। মানে..চিনি না।"

জায়েদি বলল, "আমরা এখানে পাছার ছাল তুলে ফেলছি আর তোমরা শালারা....বেস কত দূরে?"

"তিন মাইল, স্যার।"

"আমার হাতে সময় নেই," জায়েদি বলল, "আমাকে ঢাকায় ফিরতে হবে। আমি এখানে এসেছিলাম এটা যেন কেউ জানতে না পারে। কোনোভাবেই না।"

"জ্বী স্যার।"

"নাম কি তোমার?"

"খুরশীদ আলম স্যার।"

"গাড়ি চালাতে পার?"

"জ্বী স্যার।"

"তুমি আমাকে গাড়ি চালিয়ে ফেরী পর্যন্ড় পৌঁছে দেবে। তুমি আর যেটা গাড়ির পিছনে মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমনি এমনি গেলে গেলে তোমাদের কোন মাতাল দোস্ড় কখন গুলি করে দেয় তার ঠিক নেই।"

"কিন্তু স্যার.."

BanglaBook.org

"কিন্তু মানে?" জায়েদি চিৎকার করে উঠল, "ওই সবগুলো নাম জিপ থেকে। সবকয়টা নাম। লাইন দিয়ে দাড়া," খুরশীদ ভড়কে গিয়ে সামান্য পিছিয়ে এল। বাকিরা ভয়ে ভয়ে এসে লাইন করে দাঁড়ালো।

"আমি একজন মেজর," পকেট থেকে আরেকটা আইডির মত দেখতে কিছু একটা বের করতে করতে বলল সে, "দেখ এটা," সেটা ছুড়ে দিল ওদের দিকে। একজন নার্ভাস সেনাসদস্য ভয়ে ভয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে টর্চ ফেলে দেখতে লাগল। অন্যরা কোনো অদ্ভুত কারণে সাহস পাচ্ছিল না ওটা ওই সৈন্যের কাছ থেকে নিয়ে দেখতে, যেন কোনো বিশাল বড় বেয়াদপি হয়ে যাবে। কিন্তু তারাও একটু আধটু আড়চোখে, ঘাড় বাকিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল। জিনিসটা আসলে কিছুই না, সেখানে প্রেসিডেন্সিয়াল একটা সীলের সাথে আর্মি, আই.এস.আই, এম.আই, পুলিশসহ আরও কিছু বাহিনির সীল দিয়ে নিচে লেখা যে, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে উক্ত কার্ডধারী ব্যক্তির সাথে সম্পূর্ণভাবে কো-অপারেট করতে হবে। এরকম জিনিসের বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব আসলে নেই। কিন্তু এই চারজন অশিক্ষিত সেনা সদস্যকে ধোকা দেবার জন্য যথেষ্ঠ ছিল। "এখন তোমাদের অর্ডার হল তোমরা দুজন বেসে গিয়ে অন্য আরেকটা গাড়িতে প্যাট্রল করবে। কোনো ধরনের কমিউনিকেশন হবে না। *কোনো রকম না।* আর তোমরা দুজন এটাতে করে আমাকে ফেরীতে পৌঁছে দেবে। কেউ কোনোভাবে জানতে পারবে না আমার কথা। বেসে গিয়ে বলবে জিপ নষ্ট হয়ে গেছে, আরেকটা জিপ লাগবে। আমাকে পৌঁছে দিয়ে ফেরত আসতে ছয় থেকে সাত ঘণ্টা লাগবে। আটটার আগেই তোমরা পৌঁছে যাবে এখানে। যদি কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পায় আমি নিজে তোমাদের খুঁজে বের করব আর সব কটাকে ঝুলিয়ে পেটাব। অনেক গুরুত্বপূর্ণ মিশন নির্ভর করছে তোমাদের নীরবতার উপর। বোঝা গেছে?"

"ইয়েস স্যার," সবাই এক সাথে বলল।

চার ঘণ্টা পর জায়েদি ফেরিতে উঠল। তার সাথের দুজন ওকে আরেকটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছে। মানিকগঞ্জ পৌঁছে ও গাড়ি ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করে।

আধ মাইল হাঁটার পর চায়ের দোকানটা দেখতে পেল। সেখানে বেশ কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিল। এদের মধ্যে একজন বাইশ তেইশ বছরের একটা ছেলে। গায়ে একটা কালো শাল। ফর্সা মুখ বলতে গেলে পুরোটাই দাড়ি মোচে ঢাকা।

জায়েদি এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে আস্তে করে দোকানের পিছন দিকে চলে গেল। ছেলেটা একটু পরে পাশে এসে দাঁড়াল।

"মিশকাত হাসান?" জায়েদি আস্তে করে জানতে চাইল।

"অ্যাবাউট টাইম," প্রশস্ত হাসি দিয়ে জবাব দিল মিশকাত হাসান।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৩৯

১১ নভেম্বর, ১৯৭১
লিংকন সিটিংরুম, এক্সিকিউটিভ রেসিডেন্স, হোয়াইট হাউজ, ইউএসএ

এক্সিকিউটিভ রেসিডেন্সের সেকেন্ড ফ্লোরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, লিংকন বেডরুমের ঠিক পাশে অবস্থিত হোয়াইট হাউজ বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে ছোট আর প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সবচেয়ে পছন্দের ঘরটা। লিংকন সিটিং রুম।

প্রেসিডেন্ট তার ফেভারেট ব্রাউন আর্ম চেয়ারে ফায়ার পে-সের ঠিক পাশেই বসে ছিলেন। চেয়ারটা তার স্ত্রী তাকে '৬২ সালে গিফট করেছিলেন আর সেই থেকে সেটা ফার্স্ট ফ্যামিলির সাথেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নিউ ইয়র্ক, আর সেখান থেকে এখন ঐতিহাসিক লিংকন সিটিং রুমে।

প্রেসিডেন্ট নিক্সনের অনেক ধরনের দোষ থাকতে পারে। তবে বন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা সেগুলোর মধ্যে ছিল না। সেটা সিনেটর ম্যাকার্থী হোক কিংবা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। এই গুণের কারণেই হয়তো এত বাধা পেরিয়ে তিনি ওভাল অফিস পর্যন্ড় আসতে পেরেছেন, কে জানে।

একটু আগে ইয়াহিয়ার আকস্মিক ফোন কল পাবার পর খুবই অস্বস্ড়ি লাগছে তার। তিনি অপেক্ষা করছিলেন কিসিঞ্জারের সাথে কথা বলার জন্য।

কয়েক মিনিট পর কিসিঞ্জার আসলেন।

"বসো হেনরী," পাশের চেয়ারটার দিকে ইশারা করে বললেন তিনি। কিসিঞ্জার বসার সময় এক মুহূর্ত তার মুখের তাকিয়ে প্রেসিডেন্ট ভাবলেন তার কি হালডেম্যানকে ডাকা উচিৎ ছিল?

এমনিতে প্রেসিডেন্টের সাথে তার চীফ অফ স্টাফের সম্পর্ক অনেক গভীর হয়, অন্যদের তুলনায়। নিক্সনের সাথে হালডেম্যানের সম্পর্ক মোটেই খারাপ ছিল না। তার সাথে ওনাকে এমন অনেক ডেলিকেট সব ব্যাপার শেয়ার করতে হত যেগুলোর কথা অন্য কাউকে বলা সম্ভব না। তবে নিক্সন এমন একজন লোক যার সাথে সহজে কারও বনে না। অনেকে বলে তার তেমন কোনো বন্ধুও কখনো ছিল না। এজন্যই হয়ত যে কজন বন্ধু ছিল, অন্ড়ত তিনি যাদের মনে করতেন বন্ধু হিসেবে, তাদের প্রতি তার এত অনুরক্তি ছিল।

যাই হোক হালডেম্যান তার কাজে ভালো। কিন্তু ফরেন অ্যাফেয়ার্সের জন্য কিসিঞ্জারের থেকে ভালো কেউ হতে পারে না। অন্ড়ত সেটাই ভাবতেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন।

BanglaBook.org

"ইয়াহিয়া ফোন করেছিল ঘণ্টা খানিক আগে," নিক্সন বললেন।

"কেন?"

"সে জানাল পাকিস্ড়ানের নাকি একটা গোপন নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম আছে"

"ক্রাইস্ট!"

"-আর আমাদের কেউ সেটা স্যাবাটোজ করতে চাইছে।"

"আমাদের কে?"

"আমি কি করে বলব?"

"সে আগে কখনও এই প্রোগ্রামের কথা বলে নি? আর প্রোগ্রাম মানে আসলে কি বলতে চাইছে? নিউক্লিয়ার প-ান্ট তাদের অনেক আগে থেকেই আছে, কিন্তু বোম থাকার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।"

"সে আমাকে ডিটেইলস বলে নি। সে আমাকে জানায় নি যাতে আমার প-জেবল ডিনায়বিলিটি থাকে। সে কেবল.. সে আমাকে আমার লোকেদের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য ফোন করেছে।"

"আমরা এদিকে তার জন্য নিজেদের মান সম্মান সব হারাতে বসেছি আর সে আমাদের না বলে এসব কি করে বেড়াচ্ছে," না পেরেই বললেন কিসিঞ্জার।

"আরে একজন মানুষ তার দেশের ক্ল্যানডেষ্টাইন (অতি গোপনীয়) প্রোগ্রামের কথা কি লোকজন ডেকে ডেকে বলে বেড়াবে নাকি?" বিরক্ত হয়েই বললেন নিক্সন।

"তার কাছে কয়টা কি বোম আছে কিছু বলেছে সে?"

"সেসব কিছু বলেনি, তবে বলেছে যা আছে তা ব্যবহার করার কোনো ইচ্ছাই তার নেই। শুধু ইন্ডিয়াকে ভয় দেখানোর জন্য। যুদ্ধ এড়ানোর জন্য।"

কিসিঞ্জারের মনে পড়ে গেল পাকিস্ড়ানে ইয়াহিয়ার সাথে তার ডীনারের কথা। ডীনারের এক পর্যায়ে তিনি ইয়াহিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যুদ্ধ শুরু হলে তার প-্যানটা আসলে কি। যেহেতু ইন্ডিয়ান আর্মি পাকিস্ড়ানের থেকে অনেক বড়। এর উত্তরে তিনি প্রায় পনের মিনিট ধরে মুসলিম শৌর্য-বীর্যের এক মহাকাব্য ফাঁদলেন কিন্তু তারমধ্যে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের সাথে কি করে লড়বেন, যাদের জেট সংখ্যা পাকিস্ড়ানের তিন গুণ, সে সম্পর্কে কোনো প-্যান ছিল না। "গর্ভব," কিসিঞ্জার তখন মনে মনে বলেছিলেন। এখন কি বলবেন, "মহা গর্ভব, নাকি ব্রিলিয়ান্ট?"

"আচ্ছা তার কাছে যদি নিউক থেকেই থাকে তাহলে বলে না কেন? পাকিস্ড়ান যদি নিজেই নিজের খেয়াল রাখতে পারে তাহলে আমরা আমাদের হাড় জ্বালাচ্ছি কেন?"

"তার কথা শুনে যা মনে হল সে এখনো পুরোপুরি প্রস্ড়ুত না, আর তাকে বাধা দেয়া হচ্ছে।"

"ইন্ডিয়ান?"

BanglaBook.org

"তারাও আছে কিন্তু আমেরিকারও কেউ আছে। এজেন্সির।"

"আমাদের..সিআইএ?

"হুম, তাই তো বলল।"

"সে শিওর?"

"হুম," নিক্সন বললেন, "নিজেকে একেবারে ছাগলের মত লাগছিল। আমার ইন্টেলজেন্স এজেন্সির লোক পাকিস্ড়ানে গিয়ে পাকিস্ড়ানের প্রোগ্রাম স্যাবাটজ করে বেড়ায় আর আমি বেকুব আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে আছি সেই প্রোগ্রামের কথাই জানি না!"

"এখানে কেউ আপনার বিরুদ্ধে কোনো রকম ষড়যন্ত্র করছে?"

"কিন্তু কে?"

"হুভার?"

"না না," নিক্সন মাথা নেড়ে বললেন, "হুভার আমাদের সাইডে।"

"হুভারের সাইড একটাই, তার নিজের সাইড।"

"সে ঠিক আছে, কিন্তু আমি শিওর হুভার নয়।"

"যদি হুভার না হয়, তাহলে একমাত্র হুভারই পারে তাকে খুঁজে বের করতে," বললেন হেনরী কিসিঞ্জার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৪০

১১ নভেম্বর, ১৯৭১
একটি পরিত্যাক্ত গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ

জায়েদি একেবারে ক্লান্ড় হয়ে পড়েছিল। আই.এস.আই এর ব-্যাকসাইট প্রিজন থেকে এজেন্ট রয় কে ছাড়ানোর পর থেকে এখন পর্যন্ড় মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পেরেছে সে। আর সেটাও ভাঙ্গা ভাঙ্গা। একটা ভালো ঘুম দেওয়া খুবই জর"রি হয়ে গেছে। ঘুম ঠিকভাবে ফাংশন করার জন্য খুবই গুর"ত্বপূর্ণ। তার উপরে সামনে না জানি কখন কি করতে হয়।

ও আর মিশকাত যখন সাভারের একটা পরিত্যাক্ত ফ্যাক্টরীতে এসে পৌঁছালো তখন প্রায় দশটা। এই জায়গাটাই কমান্ড সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করার কথা।

মিশকাত ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিল। পঁচিশে মার্চের পর কিছু কমব্যাট ট্রেনিং নিয়ে এখন বারোজনের একটা ছোট্ট গেরিলা টিম নিয়ে ঢাকায় অপারেট করছে। এই ছোট টিমটাই সারা ঢাকা এবং ঢাকার আশেপাশের আর্মিদের রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। মাত্র বাইশ তেইশ বছর বয়সের অ্যাভারেজ হাইটের এই ছেলের বুকের ভিতর একটা সিংহের কলজে।

এই গত সপ্তাহেই তার কাছে খবর এলো ভার্সিটির এক পাশে একজন র‍্যাংকিং অফিসার কয়েকজন পাকিস্ড়ানি সৈন্য নিয়ে বেশ কিছু ছাত্রদের এক সাথে করে পেটাচ্ছে। ও সঠিক জায়গাটা কোথায় জানত না। সাথে পাঁচজন লোক নিয়ে সোজা চলে গেল ভার্সিটি এলাকায়। সেখানে দেখল দুজন মিলিশিয়া হেঁটে আসছে। ওর সাথের লোকজনকে লুকিয়ে থাকতে বলে ও সোজা হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল ওদের দিকে। মিলিশিয়া দুজন লক্ষ্যই করল না। ওদের পাস করার সময় ও বিড়বিড় করে একটা গালি দিল। আর যাবা কোথায়! ধরেই মার শুর"। কিছুক্ষণ মারার পর যখন গুলিটুলি করে দেবে এমন একটা অবস্থা ও তখন কোনোভাবে বলে, "পি-জ..পি-জ..আমার কাছে..আমার কাছে খবর আছে.."

"কিসের খবর?" দুজনের একজন জিজ্ঞেস করেছিল।

"আজকে..আজকে একটু পরে একটা অ্যাটাক হবে.."

"কি?"

"আমাকে মেরেন না, পি-জ, আমি আপনাদের নিয়ে যেতে পারব.."

"কোথায়?"

BanglaBook.org

"আমাকে একজন বড় অফিসারের কাছে নিয়ে চলুন যে প্রজেক্ট মদীনা সম্পর্কে জানে।"

মিশকাত খুব ভালো করেই জানত যেকোনো একটা নামের আগে একটা প্রজেক্ট লাগিয়ে দাও, ব্যস।

দুজন মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

"চল। যদি ভুল কিছু হয় তো তোর কি হবে বুঝিস।"

"একদম সত্যি.. একদম সত্যি।"

খানিকটা দূর হাঁটার পর ওরা দেখল সাতজন সেনাসদস্য দশ পনেরজন স্টুডেন্টদের দাঁড় করিয়ে তাদের কাছে মুক্তিবাহিনির খবর জিজ্ঞেস করছে এবং পিটাচ্ছে। এটা আসলে তারা করত তাদের একঘেয়ে জীবনে খানিকটা বৈচিত্র্য আনার জন্য। তারা প্রথমে কিছু লোক বেছে নিয়ে তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন করত আর ইচ্ছে মত পিটাত। কিছুক্ষণ মারার পর জাস্ট গুলি করে দিত। একটু সামনে একজন অফিসার চেয়ারের উপর বসে আছে। ঘেমে টেমে একাকার অবস্থা। পাশে একটা ছেলের রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে। বেঁচে আছে না মরে গেছে বোঝার উপায় নেই।

মিলিশিয়া দুইজন বুক উঁচিয়ে স্যালুট করল তাদের বড় স্যারকে। "স্যার আমি..আমরা এই মুক্তিকে খুঁজে এনেছি। এ বলছে একটু পরে নাকি কোথায় কি অ্যাটাক হবে আর কোন প্রজেক্ট মদীনার কথা বলছে।"

মিশকাত ছিল মিলিশিয়া দুজনের মাঝখানে দাঁড়ানো। অফিসারের পিছনে দুজন ঘাড়ে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আর পিছনে পাঁচজন ছাত্রদের পিটাচ্ছিল।

"কি?" অফিসার নড়েচড়ে বসল, "কে এ?"

"কথা বল শালা," একজন মিলিশিয়া মিশকাতকে একটা চড় দিয়ে বলল।

"আমার কাছে ম্যাপ আছে," মিশকাত বলল।

"দেখা," খেকিয়ে উঠল অফিসার।

মিশকাত ওর পিছন দিকে হাত দিয়ে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটা ছুরি বের করে সাথে সাথে সামনে বসা অফিসারের গায়ের উপর লাফ দিয়ে তার গলায় ছুরি বসিয়ে দিল। দুজনে এক সাথে চেয়ার নিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

ঘটনার আকস্মিকায় হতচকিত সৈন্যরা কোথায় কাকে গুলি করবে বুঝে উঠতে পারল না। কারণ মিশকাত ছিল একেবারে তাদের *বড় স্যারের* গায়ের উপর। অবশ্য বেশিক্ষণ তাদের সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে হল না। মিশকাত আর ওই অফিসার মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথেই আশপাশ থেকে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। সাতজন সেনাসদস্য, একজন অফিসার এবং দুজন মিলিশিয়া নিহত হল দুই মিনিটের মধ্যেই।

ফ্যাক্টরীটা একেবারেই ছোট। একটা ছোট বারান্দার মত জায়গার পাশে দুটো রুম। একটা ছোট রুমে একটা খাট বিছানো আর পাশে আরেকটা বড় রুম। সেখানে এখন একটা কাঠের টেবিল আর ডান দিকের দেওয়ালের সাথে

আড়াআড়ি করে বেশ কয়েকটা সারিবদ্ধ চেয়ার। ঘরের মাঝখানটা ফাঁকা। টেবিলের পিছনের দেওয়ালে একটা ম্যাপ ঝুলানো।

জায়েদি আর মিশকাত এই ঘরটাতে ঢুকল। ভিতরে চারজন ছেলে একটা একটা বিশ একুশ বছরের তেজী চেহারার ফর্সা মেয়ে বসে ছিল। ওদের ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল সবাই।

"ক্যাপ্টেন শফিক কোথায়?" জায়েদি ওদের বসতে ইশারা করে জিজ্ঞেস করল।

"উনি ঘুমিচ্ছেন," একটা ছেলে বলল, "মাত্র ঘণ্টা দুয়েক আগেই তিনি একটা অপারেশন থেকে ফিরেছেন।" ছেলেটা মিশকাতের থেকে ইঞ্চি দুয়েক লম্বা। এরা মিশকাতের গ্রুপের নয়। জায়েদি আসার আগে ক্যাপ্টেন শফিককে সামান্য ব্রিফ করে বলা হয়েছিল ছয় সাতজন লোক খুঁজে রাখতে। অবশ্যই তাকে কিসের কি মিশন সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। "আমি ডেকে আনছি," বলে চলে গেল সে।

জায়েদি টেবিলের পিছনের চেয়ারটাতে গিয়ে বসল। ওর কাঁধের ব্যাগটা রাখল টেবিলের উপর। টেবিলের বা' পায়ের কাছে আরেকটা বড় ব্যাগ।

জায়েদি ভালো করে ঘরের লোকজনের দিকে তাকাল। মেয়েটা মাঝারী হাইটের, পাতলা চেহারা। চোখের দিকে তাকালে দৃঢ়তা, তীক্ষ্ণতা এবং আত্মবিশ্বাস বোঝা যায়। *আগুনের মত চোখ।* জায়েদি ভাবল। মিশকাত ওর সামনের চেয়ারে বসল।

একটু পরই ক্যাপ্টেন শফিক ঘরে ঢুকল। লোকটার বয়স পঞ্চাশের উপরে। লম্বা, চিকন শক্ত পোক্ত চেহারার লোক। মোটা ঠোঁটের উপর একটা মাঝারী সাইজের কাচাপাকা মোচ। বিনয়ের হাসি হেসে জায়েদির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। জায়েদি উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করল। সে বসল মিশকাতের পাশের চেয়ারে। আগের রাতে সে কয়েকজন লোক নিয়ে ফরিদপুরে একটা আর্মি ক্যাম্প উড়িয়ে দিয়ে এসেছে। সেও যথেষ্ট টায়ার্ড ছিল।

"আমি খাবারের ব্যবস্থা করছি," মিশকাত উঠে চলে গেল।

ক্যাপ্টেন শফিক কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু জায়েদি আগেই কথা বলে উঠল, "এরাই কি সবাই?"

"জ্বী," শফিক বলল।

"সবারই কি মিলিটারী ট্রেনিং আছে? যেমনটা বলেছিলাম?" জায়েদি রুমে বসা বাকিদের পুরোপুরি ইগনোর করে বলল। "আসরাফ, মাহফুজ আর সাদী আর্মিতে লেফটেন্যান্ট ছিল," তিনজনকে দেখিয়ে বলল শফিক, "সঞ্জীবের ট্রেনিং হয়েছে মিশকাতের সাথে।"

"নিজেদের হ্যান্ডেল করতে পারবে তো? নাকি এদের জন্য অন্য বডিগার্ড রাখতে হবে," জায়েদি চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল। কেউ কোনো কথা না বললেও চোখে সামান্য অপমানবোধ ফুটে উঠল।

BanglaBook.org

"এখানে বসা একটা ছেলেরও বেঁচে থাকার কথা নয়। এরা সবাই-ই এককথায় আত্মঘাতী মিশন থেকে অকল্পনীয়ভাবে বেঁচে ফিরে এসেছে। এই সঞ্জীবকে আর্মিরা দুই দিন ধরে টর্চার করেছে। যে ক্যাম্পে তাকে রেখেছিল তার এক মাইলের মধ্যেই ছিল মুক্তিবাহিনির ক্যাম্প। অথচ মুখ খোলেনি সে। তৃতীয় দিন আশরাফ আর সাদী মাত্র দুজন যেয়ে ওকে ছাড়িয়ে এনেছে। এদের ডেডিকেশন প্রশ্নাতীত।"

"আর মেয়েটা?" একটু খোঁচা দেবার সূরেই বলল জায়েদি। বলে মেয়েটার দিকে এক নজর দেখে নিল। মুহূর্তের মধ্যেই তার গাল লাল হয়ে গেল, চোখে ক্রোধের ছাপ পড়ল।

"কেন মেয়েদের নিয়ে আপনার কোনো সমস্যা আছে?" ছ্যাৎ করে বলল, "বড় কিছু করতে ছেলেই হতে হবে? আমাদের মেয়েদের মধ্যেও দেশের জন্য একই রকম ভালোবাসা একই রকম ডেডিকেশন আছে।"

ঠিক যেমনটা ও ভেবেছিল। এখানে বলতে গেলে সবার চেহারাই তেজী। চোখে মুখে একটা বেপরোয়াভাব। আগুন নয় জায়েদির দরকার ছিল বরফের মত চোখ। যেমনটা মিশকাতের। এমন ধরনের মানুষ সে খুঁজছিল যারা সকল আবেগের উর্ধ্বে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা ভাবনা করতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা চেইন অফ কমান্ড বোঝে।

"আর সেটা প্রমাণ করার জন্য তুমি তোমার শরীরের শেষ রক্তটুকুও দিয়ে দেবে তাই না?" জায়েদি সোজা ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "কারণ সেটা প্রমাণ করা সবচাইতে বেশি জরুরি। নিজের জেন্ডারের ইন্ট্রিগিটি বজায় রাখা এতটাই জরুরি যে দুইজন সিনিয়র অফিসারের কথার মধ্যে তোমাকে কথা বলতে হবে?"

চুপ করে গেল সে। সে একটু রগচটা হলেও তার মধ্যে বুদ্ধির ঘাটতি ছিল না। বুঝতে বাকি রইল না যে এটা একটা টেস্ট ছিল আর তাতে সে বাজেভাবে ফেল করেছে।

"মেহজাবিন ভার্সিটি এলাকা থেকে অনেক ইন্টেল আমাদের দিয়েছে। আমাকে বলা হয়েছিল একজনকে দরকার যে এখনাকার ফিজিসিস্ট আর কেমিস্টদের খুঁজে বের করতে পারবে। তো এই সেক্টরে ওর কন্টাক আমার চেনা জানা যে কারো থেকে বেশি। কথা একটু বেশি বলে কিন্তু খুব ভালো মেয়ে। ও আমার ভাগ্নী।"

"অবশ্যই," আস্তে করে বলল জায়েদি। এখন এই 'অবশ্যই' তার সাথে ঐক্যমত প্রকাশ করে বলা হল নাকি খোঁচা দিয়ে বলা হল সেটা শফিক ধরতে পারল না।

"সরি, স্যার," মেহজাবিন বলল, "আমি এরপর থেকে আরো সতর্ক থাকব। আসলে আমাদের সামনে যে জিনিস ঘটেছে, যেসব আমরা দেখেছি তাতে আমরা আসলে অনেক ইমোশনাল হয়ে পড়েছি। কিন্তু এইটুকু আপনাকে

BanglaBook.org

বলতে পারি আমি আমার দেশকে ভালোবাসি...আর আমি আমার কাজ করতে পারব..আমি কথা দিচ্ছি নিজের ইমোশনকে কন্ট্রোল করব।"

"গুড," জায়েদি বলল, "তোমরা সবাই একটা ব্যাপার মাথায় ঢুকিয়ে নাও, আমরা এখন যে অপারেশনটা করতে যাচ্ছি সেটা ছাড়া আর কিচ্ছু যায় আসে না। প্রচুর মানুষ তাদের জীবন হারিয়েছে। শুধু এই কয় মাসে নয়। গত কয়েক দশক ধরে। এই সব কিছু বৃথা হয়ে যাবে যদি আমরা যেটা করতে যাচ্ছি সেটা না করতে পারি। আর আমি মোটেই বাড়িয়ে বলছি না। এখন থেকে আমি যা যা বলব তোমাদের এক্সেক্টলি তাই তাই করতে হবে। একেবারে অক্ষরে অক্ষরে। কোনো রকম প্রশ্ন করা যাবে না।"

সবাই নড করল।

মিশকাত জায়েদির জন্য খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল।

"এইগুলোইতো সেই ব্যাগ?" টেবিলের পাশে রাখা ব্যাগটা দেখিয়ে জায়েদি শফিককে জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ এইগুলোই, পাশের ঘরে বাকি ব্যাগগুলো আছে।"

এই ব্যাগ ভর্তি ফাইলগুলো জায়েদি আন্ডারকভার অপারেশনের ইনকাম। কয়েকশ আই.এস.আই এজেন্ট আর অপারেশনের উপর চুরি করা ফাইল, ক্লাসিফায়েড ক্যাবেল, মেমো। প্রত্যেক তিন থেকে ছয়মাসে এই ফাইলগুলো খুব সাবধানে সে এক কপি পাকিস্তানে নিজের কাছে রেখে অন্য আরেকটা কপি স্মাগল করে একটা বিশেষ ঠিকানায় পাঠাত এখানে। ও আসার আগেই ব্যাগগুলো কালেক্ট করে এখানে এনে রাখা হয়েছে। এখানে কেবল আই.এস.আই'র থেকে চুরি করা ফাইলই নয় রাকেশ মেহরার কাছ থেকে নেওয়া র'-এরও অনেক ফাইল ছিল। মেহরা ছিল ওর নিজের এজেন্ট, বলাই বাহুল্য যার কথা আই.এস.আই জানত না। তবে আই.এস.আই'র হয়েও জায়েদিকে র'-এর বিভিন্ন এজেন্ট বা ইনফর্মারদের রান করাতে হত। তাদের কাছ থেকে পাওয়া ফাইল এবং ডকুমেন্টের কপিও সে নিজের কাছে রাখত। অর্থাৎ ব্যাগগুলো ছিল ইন্ডিয়ান ও পাকিস্তানি অসংখ্য মিলিটারি এবং ইন্টেলিজেন্স অপারেশন এবং দুই দেশের বিভিন্ন এজেন্সির এজেন্ট-ডাবল এজেন্টদের ইনফর্মেশনে ভরপুর।

"ক্যাপ্টেন," জায়েদি সোজা ক্যাপ্টেন শফিকের দিকে তাকিয়ে বলল, "যদি কিছু মনে না করেন, আমি ওদের সাথে একা কথা বলতে চাই। আমি এখন যে কথাগুলো বলব সেগুলো যত কম লোক শুনবে ততই ভালো। বুঝতেই পারছেন.."

"অবশ্যই, অবশ্যই," ক্যাপ্টেন শফিক জায়েদির সাথে হ্যান্ডশেক করে চলে গেল।

"ইয়াহিয়া খান খুব গোপনে চায়নিজ ব-্যাক মার্কেট থেকে বেশ বড় পরিমাণের ইউরেনিয়াম কিনেছে। ধারণা করা হচ্ছে তার কাছে অলরেডি, দুটো

BanglaBook.org

নিউক্লিয়ার বোম আছে এবং আরো ৬-৭টা বানানোর কাজ চলছে," শফিক চলে গেলে জায়েদি বলতে শুরু করল। সবার দিকে একবার তাকিয়ে নিল সে। সবার মুখ অন্ধকার এবং চোখে মুখে অবশ্যই বিস্ময়। কিন্তু কেউ কিছু বলল না, "সে যদি এই বোম দিয়ে ইন্ডিয়াকে বা বাংলাদেশকে হুমকি দেয়া শুরু করে তো সেক্ষেত্রে....বুঝতেই পারছ কি হবে। আমরা খুব ভালো করেই জানি যে তার হুমকি শুধু ফাঁকা হুমকিই হবে না। তবে বাকি বোমগুলো হাতে না পাওয়া পর্যন্ড় সে আপাতত কিছু করতে পারছেনা। আমাদের কাজ হল বাকি কাজ শেষ হবার আগেই ফ্যাসিলিটিটা খুঁজে বের করা।"

জায়েদি টেবিলের ওপর রাখা ওর ব্যাগ থেকে একটা ছবি বের করে আশরাফ আর মেহজাবিনকে ডাকল।

"এটা একজন পাকিস্ড়ানি সায়েন্টিস্টের ছবি," ওদের একটা ফটোগ্রাফ দেখিয়ে বলল ও, "এর নাম মোস্ড়াক নাদিম। তোমরা তোমাদের চেনাশোনা যেসব স্টুডেন্ট-টিচার যে কাউকে মনে করো কোনো নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকতে পারে তাদের খোঁজ করবে। যারা আসলে কাজ করছে তাদের পাওয়ার কথা না। এদের বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজনদের খুঁজে বের করার চেষ্টা কর। মনে রাখবে এরা এক বছরের মধ্যে যেকোনো সময়ে মিসিং হয়েছে বা এই কাজ করা শুরু করেছে। কথা বলার সময় নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম বা মোস্ড়াক নাদিম এই নাম কোনোভাবেই মুখে আনবে না। কোনোভাবেই না। চোখ কান খোলা রাখবে ওরা কিছু বলে কিনা। বা ওয়েস্টের অন্য কোনো প্রফেসর বা সায়েন্টিস্ট যেকোনো কিছু। আর এই ছবিটা দেখিয়ে চিনতে পারে কিনা জিজ্ঞেস করবে। এখন যাও। কারফিউয়ের আগে এখানে এসে আমাকে রিপোর্ট করবে।"

ওরা চলে যাবার পর জায়েদি নিচে রাখা ব্যাগটা টেবিলের উপর তুলল। ব্যাগে তালা মারা ছিল। ও ওর কাঁধের ব্যাগের ভিতর থেকে চাবি বের করে তালা খুলে কিছুক্ষণ ঘাটাঘাটি করে কয়েকটা ফাইল বের করল।

এর মধ্যে একটা ফাইল খুলে সবাইকে সামনে ডাকল। "এটা একজন আই.এস.আই এজেন্টের কতগুলো ছবি। ফয়সাল জামিল। খুবই বিপজ্জনক। ভালো করে দেখে রাখ। আমি তোমাদের কাছে ছবি দেব তোমাদের লোকেদের দেখানোর জন্য। কিন্তু খুব-খুবই সাবধান। কোনোভাবে যদি কেউ ধরা পড়ে যাও তাহলে কিন্তু সব শেষ। আমি যতদূর জানি এই লোক ঢাকায় র' এর অপারেটদের ব্যাপারে ইনফর্মেশন কালেক্ট করছে। সে তার রিপোর্ট পাঠায় গভর্নরের অফিসে। তো বিকেলে বা সন্ধ্যায় তাকে ওই জায়গায় দেখতে পাওয়া যাওয়ার কথা। একজন সেখানে গিয়ে নজর রাখো। আর বাকিরা ছড়িয়ে পড়। মোহাম্মদপুরে বিহারী এলাকায় কোনো সোর্সের সাথে দেখা করতে কিংবা হিন্দু প্রধান এরিয়াগুলোতেও সে যেতে পারে। একে যেভাবেই হোক আজকের ভিতর খুঁজে বের করতে হবে। এর নাম কাউকে বলার দরকার নেই। ছবি

BanglaBook.org

শুধুমাত্র তাকেই দেখাবে যাকে পুরোপুরি বিশ্বাস কর। একে খুঁজে পেলে খুব সাবধানে ফলো করবে। এ কোথায় থাকে সেটা আমার জানার দরকার। বাসা খুঁজে পেলে একজন সেখানে থাকবে। আর বাকিরা এসে আমাকে রিপোর্ট করবে। কোনো কোশ্চেন?"

মাথা নাড়ল সবাই।

"গুড। আমার সাথে কোনো ওয়েপন নেই.."

"পাশের ঘরের খাটের নিচে," সাদী নামের ছেলেটা বলল।

"ওকে, আমি অনেকক্ষণ ঘুমাই নি। তো এখন আমি ঘুমোতে যাচ্ছি। এখানে দেশের ভিতরে আর বাইরে কমিউনিকেট করার জন্য ফোনের ব্যবস্থা করা যাবে? সিকিউর?"

"আমি ব্যবস্থা করছি," সঞ্জীব বলল, "কালকের মধ্যে হয়ে যাবে।"

জায়েদি উঠে দাঁড়াল। "আর একটা কথা। আমাকে খোঁজাখুঁজি করা হতে পারে। তোমাদের থ্রুতে আমাকে খোঁজার চেষ্টা করবে। চোখ কান খোলা রেখো। এমন কোনো খবর পেলে আমাকে সাথে সাথে জানাবে।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৪১

১২ নভেম্বর, ১৯৭১
ডিরেক্টর'স অফিস, এফবিআই এইচ-কিউ, ওয়াশিংটন ডিসি, ইউএসএ

ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার এ সময়ের সবচেয়ে ক্ষমতাধর এবং হয়তোবা একই সাথে অনেকের মতে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি জন এডগার হুভার তার ডেস্কের চেয়ারে হেলান দিলেন। শরীরটা বেশি ভালো লাগছে না তার। বয়স হয়েছে, কিন্তু তারপরও, এই ছিয়াত্তর বছর বয়সেও তিনি ত্রিশ বছরের কোনো যুবককেও এনার্জীর দিক দিয়ে ঘোল খাওয়ানোর ক্ষমতা রাখেন।

ডেস্কে হেলান দিয়ে মাথা সিলিঙের দিকে দিয়ে নিজের মাথার তালু স্পর্শ করলেন তিনি। একসময় চুলে ভরে থাকা জায়গাগুলো এখন ফাঁকা সমান হয়ে গেছে। এই তো সেদিনের কথা মনে হয় যখন তিনি ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্ব নিলেন। তার একক প্রচেষ্টায় এটি আজ দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাধর, সবচেয়ে করিৎকর্মা এবং সবচেয়ে স্মার্ট ল'এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি। আর কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। তাকে এমন অনেক কাজ করতে হয়েছে যেসব কাজ হয়তো না করলেই তার ভালো লাগত, কিন্তু সেসব কাজ করা জরুরি ছিল, এবং আজও জরুরি।

বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন রূপের বিভিন্ন শত্রুর সাথে তাকে মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং এতে তিনি প্রশ্নাতীতভাবে সফল আর এজন্যই হয়তো তাকে লোকজন এত অপছন্দ করে। ক্যারিয়ারের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন পলিটিশিয়ান, ইললিগাল ইমিগ্রেন্ট আর কমিউনিস্ট শয়তানদের সাথে যুদ্ধ করে গেছেন এবং যাচ্ছেন। এদের সাথে এখন যোগ হয়েছে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজন্স এজেন্সি। এই হঠকারী সংস্থাটি দিন দিন এফবিআই'র সর্বময় ক্ষমতার প্রতি একটা হুমকি হিসেবে দাঁড়াচ্ছে। বেশ কিছু দিন ধরেই তার কানে কিছু ফিসফিসানি আসছিল যা তিনি মোটেই পছন্দ করছেন না।

এখন তিনি ওয়েট করছিলেন তার একজন এজেন্টের জন্য। তার এজেন্ট মানে শুধু তারই এজেন্ট। সে কাজ করে ডিরেক্টলি তার আন্ডারে। আর কোনো চেইন অফ কমান্ড নেই। তিনিই চেইন, তিনিই কমান্ড।

তার ডেস্কের ফোনটা বেজে উঠল।

"ইয়েস, মিস গ্যান্ডি," হেলেন গ্যান্ডি, তার 'অতুলনীয়' পার্সোনাল সেক্রেটারী, যিনি গত পঞ্চাশ বছর ধরে তার আন্ডারে কাজ করে যাচ্ছেন। এই

BanglaBook.org

সারা পৃথিবীতে মাত্র দুজন লোককে তিনি বিশ্বাস করেন। একজন হেলেন আর অন্যজন এখন বেঁচে থাকার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি এক করে একটা বেডে শুয়ে আছে। জে এডগার একটা দীর্ঘশ্বাস আটকালেন।

"সে এসেছে," গ্যান্ডি বলল।

"হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিন।"

কয়েক মুহূর্ত পরে একজন মাঝবয়সী লোক তার চেম্বারে ঢুকল। চলি-শোর্ধ লোকটার বয়স তার শারীরিক ফিটনেসে খুব কম প্রভাবই ফেলতে পেরেছে। অন্যান্য এফবিআই এজেন্টদের মত কমপি-ট স্যুট সে পরেছিল না। তার পরনে ছিল ব্রাউন বে-জার সাদা শার্ট আর ট্রাউজার। অ্যাপেয়ারেন্স হুভারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভিতরে কি আছে তা কে দেখতে আসছে? আগে বাইরেরটা ঠিক করার নীতিতেই বিশ্বাস করতেন তিনি আর সেটা তার যথেষ্ট কাজেও এসেছে।

"এজেন্ট ক্যাসপার," হুভার তার সামনের চেয়ারের দিকে ইশারা করলেন, "বসুন।"

"থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার," স্পেশাল এজেন্ট মরিস ক্যাসপার ডিরেক্টরের সামনের চেয়ারে বসল।

"সিআইএ'র ভিতরে আপনার সোর্স কেমন?" সোজাসুজি কাজের কথায় চলে আসলেন তিনি।

"বেশ ভালোই বলা চলে।"

"গুড," হুভার সামের দিকে ঝুঁকে এলেন, "সাউথ এশিয়ায় কিছু অশান্তি চলছে এটা আপনি জানেনই নিশ্চয়।"

ক্যাসপার নড করল।

"সমস্যা হল এখানে বসে কেউ ওখানের সুতো নাড়ানোর চেষ্টা করছে যেটা আসলে অগ্রহণযোগ্য।"

"অগ্রহণযোগ্য? কার কাছে?"

"আপনার বেশ কিছু জিনিস আছে এজেন্ট ক্যাসপার যেগুলো আমার খুব পছন্দ। এর মধ্যে একটা হল যেসব জিনিস আপনার জানার কোনো দরকার নেই আপনি কখনো সেসব নিয়ে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করেননা," ঠান্ডা গলায় বললেন হুভার।

মরিস চুপ করে গেল।

"তো যেমনটা বলছিলাম," হুভার বললেন, "এখানের কেউ পাকিস্তানের ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার করছে যেটা সরাসরি আমাদের ফরেন পলিসিকে কনট্রাডিক্ট করছে। আমি চাই আপনি তাকে বা তাদেরকে খুঁজে বের করুন। এই লোকের অনেক উপরের দিকে থাকার কথা, সেজন্য আপনাকে একটু বেশি কেয়ারফুল থাকতে হবে। কোনোভাবেই আপনি তাদের রাডারে পড়ে যেতে পারবেন না। মেথডগুলো সাবধানে বেছে নেবেন। আমি বেশ কিছুদিন

BanglaBook.org

ধরেই কিছু ব্যাপার লক্ষ্য করছি; কিছু লোক স্টেটের কিছু ইন্টার্নাল ব্যাপারেও পর্দার আড়ালে থেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে। আমার মনে হচ্ছে এরা একই লোক।"

"আপনি মনে করেন এরা নিজেরাই কাজ করছে?" ক্যাসপার বলল।

"তাই তো মনে হচ্ছে। তবে হেল্প তো পাচ্ছেই। আর সেটা মনে হচ্ছে সিআইএ থেকেই। আপনি খুব সাবধানে ওখানে কিছু লোক রিক্রুট করেন। উচ্চাভিলাসী লোকের তো অভাব নেই।"

"ইয়েস স্যার।"

"আর বিশ্বের অবস্থা যেহেতু ভালো নয় তো সিআইএতে এখন এক সাথে অনেক কিছু হচ্ছে। আপনি সাবধানে আমাদের দরকারি জিনিস থেকে অদরকারি জিনিসগুলো আলাদা করবেন। একটা ভুল ট্রেইল একবার ফলো করা শুরু করলে কিন্তু আমরা কিছু খুঁজে পাব না।"

"ইয়েস স্যার।"

"আবারো বলছি, সাবধানে কাজ করবেন। কোনো সাহায্য লাগলে আমাকে জানাবেন। আর রিক্রুট করার ব্যাপারেও কিন্তু সাবধান, আপনি জানেন কিভাবে কাজ করতে হবে। সেগুলো নতুন করে বলে দেবার কিছু নেই।"

"ইয়েস স্যার।"

"একেবারে বড় কোনো ব্রেকথ্রু না পেলে এখানে আসতে হবে না। আর কারও ব্যাপারে যদি কোনো তথ্য দরকার হয়ে পড়ে তবে আমাকে ফোন করেবন," হুভার বললেন, "এখন আসুন।"

"ইয়েস স্যার।"

স্পেশাল এজেন্ট মরিস ক্যাসপার চলে গেল। ডিরেক্টর হুভার নিজের চিন্তায় ডুবে গেলেন।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৪২

১২ নভেম্বর, ১৯৭১
ধানমন্ডি, ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রায় দু ঘণ্টা ধরে ওরা ফয়সাল জামিলের বর্তমান বাসা থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা সরু গলির মুখে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বসে আছে। তাকে একটা কোয়ার্টার দেয়া হয়েছিল কিন্তু তার চাইতে আরো অনেক আরামদায়ক জায়গা সে খুঁজে নিয়েছে। বাসার মালিক হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেছে। কেউ বলে আর্মিরা ধরে নিয়ে গেছে, কেউ বলে কোথাও পালিয়ে গেছে।

গতকাল যে টিমটা ফয়সালকে খুঁজতে গিয়েছিল তারা ফিরে এসে জানায় যে ফয়সাল জামিল ধানমন্ডিতে একটা প্রাসাদতুল্য বাড়িতে একা একা থাকছে। গতকাল ও গভর্নরের অফিসে যায় নি। পরে রাত নটার দিকে মাহফুজের এক সোর্স তাকে খুঁজে বের করে খবর দেয় যে যাকে সে খুঁজছে সে লোক ধানমন্ডির একটা চায়ের দোকান থেকে সিগারেট কেনে। পরে সেই দোকানদারের বাসা খুঁজে বের করে তাকে জিজ্ঞেস করলে সে কনফর্ম করে যে এই লোকই তার কাছ থেকে প্রতিদিন সিগারেট কেনে। কোন বাসায় সে থাকে সেটাও সে বলে দেয়। শিওর কিনা জিজ্ঞেস করা হলে সে জানায় যে এই লোককে সে প্রায়ই দেখে আর্মিদের সাথে সিভিল ড্রেসে ঘোরাঘুরি করতে।

অন্যদিকের খবরও বেশ ইন্টারেস্টিং। মেহজাবিন আসলেই অনেক কাজের। সে একদিনের ভিতরই তিন জন ছাত্র এবং একজন প্রফেসরকে খুঁজে বের করেছে যারা হঠাৎ করেই ক্লাসে অনিয়মিত হয়ে পড়ে এবং হঠাৎ করেই মিসিং হয়ে যায়। এদের প্রত্যেকেরই পরিবারের সবাই পঁচিশে মার্চ রাতে নিহত হয় বলে ওরা নিশ্চিত হতে পেরেছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল এই চারজনের ভিতর যিনি প্রফেসর তার বাড়ি ছিল ঢাকার বাইরে, মাগুরাতে। ওই রাতে সমস্ত মারামারি ঢাকা শহরে হলেও তার পরিবারও ঐ রাতের পর থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। আশরাফ আর মেহজাবিন এই লোকের যে বন্ধুর সাথে কথা বলেছে সে জানিয়েছে যে, সে নিজে গিয়েছিল মাগুরাতে ওই প্রফেসরের বাড়ির খবর নিতে। কিন্তু কেউ কোনো পাকিস্তানি সায়েন্টিস্টের ব্যাপারে কিছু জানাতে পারে নি। জায়েদি ওদেরকে আরো খবর নিতে বলেছে।

ফয়সালের দখলকৃত বাসার মেইন গেটটা ওদের গাড়ির পূর্ব দিকে। গাড়িটা এমনভাবে দাঁড়ানো ছিল যে সেখান থেকে বাড়ির গেটটা কেবল সামনের সিটে বসা জায়েদি আর সাদী দেখতে পাচ্ছিল। পিছনের সিটে বসে

মিশকাত আর মাহফুজ কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না দুপাশের কনক্রিট দেয়াল ছাড়া। সঞ্জীব ওদের বেসে সিকিউর ফোনের ব্যবস্থা করছিল।

"সাতটা বাজতে গেছে," মিশকাত বিরক্ত কণ্ঠে বলল, "শালা বের হয়.."

মিশকাত কথা শেষ করতে পারল না। ওর মুখ মুহূর্তেই শুকিয়ে গেল। গাড়ির মধ্যে বসা সবাই মুহূর্তের ভিতর একেবারে শক্ত হয়ে গেল। একটা বিশাল সাইজের আর্মি ট্রাক ডজনখানেক সৈন্য নিয়ে ফুল স্পিডে সোজা ওদের গাড়ির সামনে দিয়ে শা করে চলে গিয়ে ফয়সালের বাসার ঠিক সামনে গিয়ে থামল। হয়তো গাড়ির ভিতরে বসা প্রত্যেকের মা বাবা জীবনে কিছু পুণ্যের কাজ করেছিল বলে উঁচু ট্রাকের ভিতরে বসা কেউ ভোর বেলা গলির মুখে রহস্যজনক ভাবে দাঁড়ানো গাড়িটা খেয়াল করল না।

কেউ একটা কথাও বলল না। কেবল আটকে রাখা নিঃশ্বাসগুলো ছেড়ে দিল।

"আজকে আর কোনো লাক আর পাচ্ছি না," মিশকাত আস্ড়ে করে বলল, "পুরোটা একসাথে শেষ হয়ে গেল।"

"মনে হয় কোনো অপারেশনে যাচ্ছে," জায়েদি বলল।

"এতগুলোর ভিতর দিয়ে একে উঠাব কি করে?" সাদী জিজ্ঞেস করল, "ওই যে হারামজাদা বের হয়েছে।"

জায়েদি আর সাদী দেখল আই.এস.আই'র লোকটা সাদা শার্টের উপর একটা ভেষ্ট পরে ট্রাকে চড়ছে।

ট্রাকটা চলতে শুর" করলে জায়েদি ড্রাইভিং সিটে বসা সাদীর কাঁধে একটা খোঁচা দিল। ট্রাকটা সোজা গিয়ে ডানে ঘুরে গেল। ওরা বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে ফলো করতে শুর" করল।

"ওয়াও," মাহফুজ হাসল, "একটা ট্রাক, এক ডজন আর্মি সাথে আবার একটা আই.এস.আই; একটি গ্রেনেড এবং ধন্য জীবন।"

জায়েদি সর" চোখে এক নজর পিছনে ওর দিকে তাকিয়ে আবার সামনে ফিরল।

"এই রাস্ড়য় কেন ঢুকছে?" সামনের ট্রাকটা বা পাশের চিকন একটা গলির মধ্যে ঘুরতে গেলে অবাক হয়ে বলল সাদী। সামনে হালকা চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেল ওরা, আর সাথে দেখা গেল ফয়সাল পাগলের মত ট্রাক বামে ঢুকাতে নির্দেশ করছে।

সামনে রাস্ড়য় কোনো একটা ঝামেলা হয়েছে। রাস্ড়া জ্যাম হয়ে আছে। জায়েদি সাথে সাথে বুঝে গেল। অ্যামবুস! কেউ ট্রাকটা টার্গেট করেছে। *জীবন ধন্য করার জন্য।* ফয়সাল ব্যাপারটা ধরতে পেরে গাড়ি বামের গলিতে ঘুরিয়ে ফেলতে বলেছে।

"চ্যাটের বাল," চিৎকার করে উঠল জায়েদি, "ফুল স্পিডে যাও ওটার পিছনে। এনগেজের জন্য তৈরি হয়ে থাকো। খবর্দার জ্যান্ড় লাগবে ওটাকে।"

BanglaBook.org

স্পিড উঠাতে গেলে লক্কড় ঝক্কড় গাড়িটা বিকট একটা শব্দ করে উঠল। ওরা গলিতে ঢোকার সময় দেখতে পেল সামনে জ্যামের জায়গাটা পার করে রাস্তার ডান পাশের একটা বাড়ির বাগানের ভিতর লুকিয়ে থাকা একদল ছেলে গলির অন্য মাথা দিয়ে দৌড়ে ভিতরে ঢুকছে।

জায়েদি ওর বাম হাত বাইরে বের করে একটা ফাঁকা গুলি ছুড়ল। এতে করে ফয়সাল সাবধান হয়ে যাবে। গুলির সাথে সাথে ওরা ট্রাক ব্রেক করার শব্দ শুনল।

"সাদী," জায়েদি তাড়াতাড়ি বলল, "এখানে থাক। ইঞ্জিন অন রেখো। অন্যরা আমার সাথে।"

"আপনি জানেন, আমরা ওই ছেলেদের মারতে পারব না?" মিশকাত জায়েদির পিছন পিছন দৌড়াতে দৌড়াতে বলল।

"হুম," জায়েদি আস্তে করে বলল।

গলিটার একপাশে সারিবদ্ধ কতগুলো লো রাইজ বিল্ডিং। বিপরীত পাশে একটা ছোট মাঠের মত। তিন ফিটের মত বাউন্ডারী ওয়াল দিয়ে ঘেরা। ট্রাকটা পড়ে গিয়েছিল জায়েদি আর সামনের মুক্তিবাহিনির ছেলেদের মাঝামাঝি।

ট্রাকের সেনারা দ্রুত নিজেদের অর্গানাইজড করে নিল। দুদলে ভাগ হয়ে একদল সামনের দিকে আর ফয়সালসহ অন্যদল পিছন দিকে পজিশন নিয়ে গুলি করতে শুরু করল। সামনের থেকে ইতোমধ্যে গুলি ছোড়া শুরু হয়ে গেছে।

জায়েদি, মিশকাত আর মাহফুজ লুকিয়ে ছিল একটা বিল্ডিংয়ের পিছনে। দুই দলের লোকেরই দৃষ্টিসীমার বাইরে।

জায়েদি উঁকি দিল। সামনের ডান পাশের টায়ারের পাশে দুটো খাকি ড্রেস পরা রক্তাক্ত নিথর দেহ দেখতে পেল ও।

"রিএনফোর্সমেন্ট চলে আসবে কয়েক মিনিটের মধ্যে," মিশকাত বলল, "বাল।"

"মাহফুজ বাম দিকের থেকে প্রথমটা তোমার, পরেরটা মিশকাতের আর ফয়সালের এই পাশের দুইটা আমার। সাবধান। ওর গায়ে জানি কোনো গুলি না লাগে। শালা না নড়লে হয়," জায়েদি বলল, "শুট।"

সামনের দিকে গুলি করতে থাকা সেনারা বুঝতেও পারল না গুলিগুলো এলো কোনদিক থেকে। জায়েদি ওদের নিখুত শুটিং দেখে খুবই ইমপ্রেসড হল। ফয়সালের সাথের সেনারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ার প্রায় সাথে সাথেই ট্রাকের থেকে একটু সামনে বিকট শব্দে একটা বোম বাষ্ট হল। আত্মচিৎকার আর বারুদের গন্ধে ভারি হয়ে উঠল বাতাস।

হতচকিত ফয়সাল নিজেকে সামলে জায়েদিদের দিকে কয়েকটা গুলি ছুড়ে পাশের মাঠের দেয়াল টপকে কোণাকুণি অন্যদিকে দৌড় শুরু করল। জায়েদি এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে ওর পিছনে ছুটল। দুজন জীবিত পাকিস্তানি সৈন্য তখনও সামনের দিকে গুলি করে যাচ্ছিল।

BanglaBook.org

মাহফুজের পায়ের কাছে বোমা ভর্তি একটা কালো কাপড়ের ব্যাগ পড়েছিল। এটা পুরোটা সময় ধরে ওর সাথেই ছিল। "গাড়িতে চলে যা," মিশকাত বলল, "গাড়ি নিয়ে রাস্ড়ার ওই মাথায় আয়।" জায়েদি আর ফয়সাল যেদিকে দৌড়েছে ওই দিক দেখিয়ে ব্যাগটা নিয়ে সোজা ট্রাকের দিকে দৌড় দিল মিশকাত। ততক্ষণে দুইজন জীবিত পাক সেনার একজন মারা গেছে। যাবার পথে ট্রাকের পাশে দাঁড়ানো বিপরীত দিকে তাকিয়ে থাকা একমাত্র জীবিত সৈন্যের মাথায় একটা গুলি ঢুকিয়ে লাফ দিয়ে ট্রাকে উঠে বসল ও। ব্যাগটা রাখল পাশের সিটে। গোলাগুলি শেষ হয়ে গেছে। মুক্তিবাহিনির দুজনকে ও দেখল দৌড়ে পালাতে। আর জীবিত কাউকে চোখে পড়ল না। সরু গলির মুখে ছড়ানো ছিটানো অনেকগুলো রক্তাক্ত মৃতদেহ আর ছিন্ন ভিন্ন অংগ প্রতংগ। অন্ড়ত চারজন বাঙালি ছেলের দেহ দেখতে পেল ও। দাঁতে দাঁত চেপে ট্রাক স্টার্ট দিয়ে এক্সলেটর চেপে ধরল ও। এদের মধ্যে কেউ কি বেঁচে থাকতে পারে? হয়তো। আমি কোনোদিন জানতে পারব না। ট্রাকটা যখন সামনে এগুচ্ছিল ও চাকার নিচ থেকে শরীর থেতলানোর যে শব্দগুলো শুনলো আর যে ঝাঁকিটা অনুভব করল সেটা মরার আগ পর্যন্ড় কোনোভাবে মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না।

কিন্তু হাতে কোনো সময় নেই। জায়েদি যেকোনো মুহূর্তে পাক সেনা ভরা একটা ট্রাকের সামনে পড়ে যাবে। ওরা যেদিকে দৌড়েছে সেই দিক দিয়েই আসার কথা রিএনফোর্সমেন্ট।

জায়েদি দেয়াল টপকে রাস্ড়ায় নামলে ফয়সাল প্রথমবারের মত ওকে দেখতে পেল। খুবই অবাক হল সে।

দৌড়ানো অবস্থায় জায়েদির দিকে দুটো ব্যর্থ গুলি ছুড়ল সে। তারপরই তার রাউন্ড ফুরিয়ে গেল। ফয়সাল জায়েদির থেকে বয়সে প্রায় পাঁচ বছরের বড় এবং ওর থেকে অনেক সে-া। কিছুক্ষণের মধ্যে জায়েদি দূরত্ব কমিয়ে আনল। ফয়সাল যখন জায়েদির মাত্র কয়েক ফিট সামনে জায়েদি তখন লাফ দিয়ে ওকে সহ মাটিতে পড়ে গেল। দুজনে প্রায় সাথেই সাথেই আবার উঠে দাঁড়ালো। ফয়সাল ডান হাত দিয়ে জায়েদি মুখে আঘাত করার চেষ্টা করল। জায়েদি ওর বা হাত দিয়ে সেটা ঠেকিয়ে ডান হাত দিয়ে ঘুষি মারল ফয়সালের চোখের ঠিক নিচে। ঠিক তখনই ও দেখল দূর থেকে রিএনফোর্সমেন্টের ট্রাকটা আসছে। ফয়সালকে কেউ ওর সাথে দেখে ফেললেই সব শেষ। ফয়সাল ট্রাকটা দেখে নিজের পুরো শরীরের ভর দিয়ে জায়েদিকে ধাক্কা দিল। জায়েদি সামান্য সরে গেলে ফয়সাল ওর ডান পা দিয়ে জায়েদির হাঁটুতে লাথি দিয়ে ওকে মাটিতে ফেলে সোজা ট্রাকের দিকে দৌড় দিল।

ফয়সাল যখন ট্রাকের দিকে দৌড় দিল মিশকাত তখন ফয়সাল থেকে প্রায় বিশ ফিট দূরে। ও সোজা ফয়সালকে ক্রশ করে সামনে এগিয়ে গেল। অন্য ট্রাকটা ওর একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে। ও ব্যাগ থেকে একটা

BanglaBook.org

গ্রেনেডের পিন খুলে সেটা ব্যাগে ভরে ডান হাত দিয়ে পুরো ব্যাগটা সোজা ছুড়ে মারল সামনের ট্রাকটার বনেটের উপর, আর একইসাথে প্রথমে বা হাত ও পরে দুই হাত দিয়ে স্টেয়ারিং ঘুরিয়ে নিজের ট্রাকটা একেবারে একশ আশি ডিগ্রী অ্যাঙ্গেলে ঘুরিয়ে ফেলল এবং সাথে সাথে নিজে বসে পড়ল সিটের নিচে। অর্থাৎ এই মুহূর্তে ওর ট্রাকের পিছন দিক ছিল অন্য ট্রাকটার মুখের দিকে। প্রথমে একটা শব্দ আর তার কয়েক সেকেন্ড পরেই কান ফাটানো শব্দে সবগুলো বোমা একসাথে বাষ্ট হয়ে গেল। শক ওয়েভে ওর ট্রাকটা লাফ দিয়ে উঠল আর ট্রাকের পিছন দিকে আগুন ধরে গেল। পাশের একটা বাউন্ডারি ওয়ালে গিয়ে আঘাত করল সেটা।

ফয়সাল দৌড়াচ্ছিল এক্সপে-াশনের দিকে। শকওয়েভে ও ছিটকে পড়ল মাটিতে। মাঝখানে মিশকাতের ট্রাক থাকার কারণে ডাইরেক্ট কোনো আঘাত ওর গায়ে লাগল না।

রিএনফোর্সমেন্টের ট্রাকটা একেবারে কয়লা হয়ে গেছে ব-াস্টের সাথে সাথেই। ভিতরে বসা মানুষগুলো প্রতিরোধেও সুযোগটুকুও পায় নি। জায়েদি ফয়সালের দিকে দৌড়ে গিয়ে ওকে টেনে তুলল। অজ্ঞান হয়ে গেছে। মিশকাত ওর ট্রাক থেকে নেমে ওদের দিকে দৌড়ে এল।

ওরা ঘুরে দাঁড়ানোর সাথে সাথেই ওদের গাড়িটা দেখতে পেল। ওরা দৌড়ে ফয়সালকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

"ব-াইন্ডফোল্ড কই?" গাড়ি চলতে শুর- করলে জায়েদি চিৎকার করে বলল।

"ও নিয়েছে," মিশকাতকে দেখিয়ে বলল মাহফুজ।"

"কি? আমি? আমি কখন নিলাম?"

"বোমগুলো ছিল ওর মধ্যে," মাহফুজ বলল।

"তুই বোম রাখসছ ব-াইন্ডফোল্ডের মধ্যে?" মিশকাত রেগে জিজ্ঞেস করল।

"কোনো ব্যাগ খুঁজে পাইনি তো।"

"তুই কি একটা ছাগল?" সাদী জানতে চাইল।

"তোমার শার্ট খুলে ওর চোখে বাধো, গর্ভব," জায়েদি বলল মাহফুজের দিকে তাকিয়ে।

"বোমগুলো ইউজ না হলে তখন রাখতি কোথায়, গাধার বাচ্চা?" সাদী জিজ্ঞেস করল এক নজর পিছনে তাকিয়ে।

মাহফুজ বোকার মত হেসে দিল।

"আমি এখনো বুঝতে পারছি না ওই দলের অ্যামবুসটা আমাদের জন্য আসলে ভালো হল না খারাপ," মিশকাত বলল।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৪৩

১২ নভেম্বর, ১৯৭১
একটি পরিত্যাক্ত গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ

জায়েদি যে রুমটা অফিস হিসেবে ব্যবহার করছিল তার মাঝখানে একটা ফোল্ডিং অ্যালুমিনিয়াম চেয়ারের উপর অচেতন ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট ফয়সাল জামিলকে বসান হল।

জায়েদি টেবিলের উপর থেকে একটা পানির বোতল থেকে পানি ছিটিয়ে মারল তার মুখে। চোখ তখনো শার্ট দিয়ে বাঁধা ছিল। দ্বিতীয়বার পানি ছিটানোর পর সে জ্ঞান ফিরে পেল। চোখের উপর থেকে শার্ট খুলে মাটিতে ছুড়ে ফেলে সোজা হয়ে বসল সে। এমনিতে ওকে এখানে নিয়ে আসার কোনো প-্যান ওদের ছিল না। কেবল ওর সাথে একা কিছু সময় কাটানোর দরকার ছিল জায়েদির। কিন্তু ঐ ছোটখাট যুদ্ধের পর ওই এরিয়ার আশেপাশে থাকাও অসম্ভব হত।

ফয়সাল সোজা জায়েদির দিয়ে তাকাল। জায়েদি হাতে কয়েকটা ফাইল নিয়ে ওর ডেস্কে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো ছিল। অন্যরা দরজার কাছে আর ফয়সালের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল।

"সবাই বলছে তুমি নাকি ইন্ডিয়ান এজেন্ট?" ফয়সাল বলল।

"বাংলাদেশ," পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল জায়েদি, "শুরু থেকেই।"

"কি? বাংলাদেশ?" শব্দ করে হেসে বলল, "তাও আবার শুরু থেকেই?"

"ইন্ডিয়ানদের জন্য আমি কখনই কাজ করি নি, আগেও না, এখনো না।" জায়েদি ফাইলটা নাড়তে নাড়তে হেসে বলল।

"আমি যতদূর জানি যখন তুমি জয়েন করেছ তখন বাংলাদেশের নাম গন্ধও ছিল না। তোমাকে কি টার্ন করেছে নাকি?"

"তোমার এত কিছু না জানলেও চলবে.."

"আমার জানার ইচ্ছাও নেই," ফয়সাল বাধা দিয়ে বলল, "আমাকে ধরে এনেছ কি জন্য? আমাকে কিডন্যাপ করে কি গভর্নমেন্টকে কোনো থ্রেট ট্রেট করার.."

"হা হা হা," জায়েদি শব্দ করে হেসে উঠল, "ভাব কি নিজেকে? তোমার কি হল না হল তাতে কার কি এসে যায়?"

"হ্যাঁ, আমিও সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম। তাহলে কি জন্য? কম করে হলেও কুড়িজন লোক মেরেছ আমাকে উঠাতে। নিশ্চয় ইম্পর্টেন্ট কিছু।"

জায়েদি ফয়সালের দিকে একটা ফাইল ছুড়ে দিল, "তুমি চৌষট্টিতে

BanglaBook.org

জয়েন কর আই.এস.আইতে। এরপর থেকে একেবারে একাধারে যার কাছে পেরেছ তার কাছে ইনফর্মেশন বেঁচেছ। আইবি, র, সিআইএ, এমআই সিক্স, মোসাদ কেউ বাকি নেই, এছাড়া লোকালদের কাছেও বেচেছ। তোমার সেল করা ইনফর্মেশনের কারণে সাতটা মিলিটারী অপারেশন একেবারে বলতে গেলে বিধ্বস্ড় হয়ে গেছে। আশি থেকে একশ জন সেনাসদস্য, এর মধ্যে বিশ জন অফিসার, মারা গেছে, আরও প্রায় পঞ্চাশ জন পঙ্গু হয়ে গেছে, কোটি কোটি টাকা নষ্ট হয়েছে, একজন বেলুচ নেতা অ্যাসাসিনেট হয়েছে যার থেকে ওই এলাকায় ব্যাপক দাঙ্গা শুর" হয়ে হয়ে তাতে আরও প্রায় একশ দেড়শ লোক আহত নিহত হয়েছে। এই ফাইলগুলোতে দিন তারিখসহ তোমার ব্যাংক ট্রানজেকশনের রেকর্ড, বিভিন্ন এজেন্সির ইন্টেলিজেন্স অফিসারদের সাথে তোমার মিটিংয়ের ফটোগ্রাফ আর একজন র' এজেন্ট তোমাকে রিক্রুট করেছে তার একটা কনফর্মেশন মেমো আছে, যেটা সে তার সিনিয়র অফিসারের জন্য তৈরি করেছিল," জায়েদি একটানা বলে গেল।

"তুমি বুঝতেই পারছ তোমার শরীরের কয়টা টুকরো হবে যদি আমি ফাইলগুলোকে সঠিক জায়গায় পাঠাই," জায়েদি বলে চলল, "তো নিজের শরীরকে একতাবদ্ধ রাখার জন্য আমি তোমাকে যা যা বলব তুমি ঠিক তাই তাই করবে। শুধু তাই নয় তুমি যেহেতু সব সময়ই বিক্রয়যোগ্য প্রোডাক্ট সেজন্য একই সাথে আমি তোমাকে বিশ হাজার ডলারও দেব।" জায়েদি কোনো রকম ঝামেলা চায় নি। যত ভাবে সম্ভব পুরো ব্যাপারটা স্মুথ করে শেষ করার চেষ্টা করছে ও। ওর মনে পড়ে গেল শেষবার যখন কাউকে টাকা দিয়ে ভাড়া করতে গিয়েছিল কি হয়েছিল তখন। কিন্তু তারপরেও এই সময় এটা করাই স্মার্ট মনে হল ওর কাছে।

ফয়সাল ফাইলগুলো উলটে পালটে দেখল। "কি করতে হবে?"

"এই দেশ, মানে বাংলাদেশের ভিতরে কোথাও একটা সিক্রেট নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটি আছে। সেটা কোন জায়গায় খুঁজে দিতে হবে। আটচলি- শ ঘণ্টা।"

"কখনো শুনিনি," ফয়সাল বলল, "থাকলেও সহজে পাওয়া যাবে না।"

"সেজন্যই আটচলি- শ ঘণ্টা দিচ্ছি," জায়েদি বলল, "আরেকটা কথা এখন থেকে ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পর আমার একজন লোক তোমার সাথে সোবহানবাগ মসজিদে দেখা করবে। তুমি তাকে ওয়েট (wet) লিস্টটা দেবে। এটা তো কঠিন কিছু হবার কথা নয় তোমার জন্য।"

ওয়েট লিস্ট মানে হল সেইসব লোকের লিস্ট যারা মুক্তিবাহিনির ভিতরে পাকিস্ড়ানের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। ফয়সালের কাজ এখানে মূলত কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। সে নিজেই বেশ কয়েকজনকে মুক্তিবাহিনির বিভিন্ন গ্র"পের ভিতরে প-ান্ট করেছে। এমনিতে সব ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বা এজেন্টই নিজেদের এসব স্পাইদের নাম যে কারো সাথেই শেয়ার করার ব্যাপারে খুবই সেন্সেটিভ। কিন্তু এখন কোনো সাধারণ সিচুয়েশন না। এখন

BanglaBook.org

রীতিমত যুদ্ধ চলছে। কো-অর্ডিনেশনের জন্য একটা লিস্ট রাখা ছাড়া উপায় নেই। আর সেটাকে অনেকের সাথেই, বিশেষ করে মিলিটারী অফিসারদের সাথে শেয়ার করতেই হয়। তো আসলেই ফয়সালের পক্ষে সেটা বের করে দেয়া কঠিন কিছু নয়। জায়েদি সেটা ভালো করতেই জানত।

"আমি চেষ্টা করব," বলল সে।

"চেষ্টা করবে না কি করবে সেটা তোমার ব্যাপার," জায়েদি বলল, "আমি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লিস্টটা চাই।"

জায়েদি মিশকাতের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। মুখ ঢাকার জন্য আবারো সেই শার্ট। সাদী মেঝে থেকে শার্টটা উঠিয়ে ফয়সালের চোখ বেঁধে দিল। মাহফুজ আর সে মিলে ফয়সালকে টেনে তুলে দরজার দিকে এগুলো।

"ওরা তোমাকে একটা হসপিটালের সামনে দিয়ে আসবে," জায়েদি বলল, "তুমি স্মার্ট মানুষ। গল্পতো একটা বানিয়ে বলতেই পারবে," জায়েদি বলল, "আর এটা বলার দরকার হয় না, তারপরেও, এরা যদি এক ঘণ্টার ভিতর ফেরত না আসে অথবা তুমি যদি তোমার স্মার্টনেস আমার সাথে দেখাতে চাও এই ফাইলের আরো কপি আছে আরো লোকের কাছে আর তারাও জানে এগুলো কোথায় কোথায় পাঠাতে হবে।"

"আরে এরা তো এমনিতেই যেকোনো সময় ধরা পরে যেতে পারে," ফয়সাল বলল।

"তাহলে তো তোমার জন্য বিশাল ঝামেলায় হবে যাবে," জায়েদি বলল।

"বাল।"

সাদী আর মাহফুজ যখন ফয়সালকে চোখ বাধা অবস্থায় বের করছিল তখন মেহজাবিন আর আশরাফ দাঁড়িয়েছিল বাইরের বারান্দায়। একটু আগেই এসেছে ওরা, তবে ভিতরে ঢোকেনি। ফয়সালের চোখ বাধা থাকলেও ওর মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ফয়সালকে যখন গাড়ির কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল মেহজাবিন তখন ওকে ভালো করে দেখতে পেল। একেবারে জায়গায় স্থির হয়ে গেল সে। ওর মুখ শুকিয়ে গেল। ও পুরোটা সময় যতক্ষণ ফয়সালকে দেখতে পাচ্ছিল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। আশরাফ অবাক হয়ে তাকাল ওর দিকে।

"এ ছিল ওখানে," ফিসফিস করে বলল ও, "এ ছিল ওখানে," ওর চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল।

"কি বল তুমি?" আশরাফ জিজ্ঞেস করল, "কোথায় ছিল?"

"পঁচিশে মার্চ, ইউনিভার্সিটিতে" কোনোভাবে বলেই সোজা জায়েদির অফিসে ঢুকল।

জায়েদি আর মিশকাত নিজেদের মধ্যে কিছু একটা নিয়ে মজা করছিল।

"ওই লোককে কি করবেন আপনি?" মেহজাবিন উদ্ভ্রান্তের মত জিজ্ঞেস করল।

"কে? কি হয়েছে তোমার? ফয়সালের কথা বলছ?" জায়েদি অবাক হয়ে

BanglaBook.org

জিজ্ঞাসা করল।

"যাকে এই মাত্র চোখ বেঁধে বাইরে নিয়ে গেল? কি করবেন তাকে?"

জায়েদি মিশকাতের দিকে এক নজর তাকাল। সেও অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল।

"এখনো কিছু ঠিক করিনি।"

"একে মরতেই হবে," মেহজাবিন বলল, "ও বাঁচতে পারে না। ওকে মরতেই হবে। যেভাবে হোক।"

"এই মুহূর্তে তার জীবন আমাদের সবার জীবনের থেকে বেশি মূল্যবান," জায়েদি নরম গলায় বলল, "এই মুহূর্তে যদি আমাকে তার আর শেখ মুজিবর রহমানের ভিতর থেকে একজনকে বাঁচাতে বলা হয় আমি তাকেই বাঁচাব। আর তুমিও তাই করবে।"

"আপনি জানেন না সে কি করেছে," মেহজাবিন বলল।

"কি করেছে?" মিশকাত জিজ্ঞেস করল।

"সে ছিল ওখানে," বলল মেহজাবিন, "হলে। আমার চোখের সামনে..আমার চোখের সামনে সবাইকে মেরে ফেলেছে..আমি দেখছি তাকে। অর্ডার দিতে, গুলি করে.. করে মারতে...আমার বোনগুলো..আমার সামনে.."

"দেখো মেহজাবিন," জায়েদি নরম গলায় বলল, "এভাবে এই মুহূর্তে চিন্ড্রা করা যাবে না। আমরা পরে ওকে ধরতে পারব। আমি কথা দিচ্ছি। কিন্তু এখন নয়। আমি তোমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছি। আমরা সবাই কাউকে না কাউকে হারিয়েছি.."

"ও তাই না?" চিৎকার করে উঠল মেহজাবিন, "আপনি বুঝতে পারছেন? নিজের চোখের সামনে নিজের প্রিয় মানুষদের কুকুরের মত গুলি করে মারতে দেখেছেন আপ..."

"এই মেয়ে চুপ কর," মিশকাত চিৎকার করে বলল, "কাকে কি বল তুমি? এটা তোমার প্রতিশোধ নেয়ার সময় না। লাখ লাখ লোক মারা গেছে এই দেশের জন্য। তোমাকে বুঝতে হবে। একবার এই কাজটা শেষ হোক আমরা ওকে ওর প্রাপ্য বুঝিয়ে দেব.."

"কি প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবে?" মিশকাতের দিকে তাকিয়ে বলল সে, "বিশ হাজার ডলার?"

জায়েদি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"ওকে তো আর খুঁজেও পাবে না," বলল মেহজাবিন।

"তাহলে কি করতে বল তুমি?" জায়েদি অধৈর্য হয়ে বলল, "আমি ওর গলা কেটে দেই। তারপর কি? ইয়াহিয়া নিউক্লিয়ার বোম ফেলুক আমাদের উপর। সারা জীবন থাকো এইভাবে? এই চাও তুমি? আমরা তো বলছিই একবার ফ্যাসিলিটিটা খুঁজে পাই। তারপর.."

জায়েদি কথা শেষ করতে পারার আগেই মেহজাবিন কিছু না বলে বের হয়ে গেল।

BanglaBook.org

জায়েদি মিশকাতের দিকে তাকাল।

"এখন এই সামলাতে হবে? বালের শফিক। নজর রেখো ওর দিকে।"

অ ধ্যা য় ৪৪

১৩ নভেম্বর, ১৯৭১

সাবস্টেশন, কোভার্ট অ্যাকশন ডিভিশন, ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স, করাচী, পাকিস্ড়ান

একটা শব্দই সালমান আব্বাসীর মনের বর্তমান অবস্থাকে একবারে এক কথায় প্রকাশ করতে পারে। ফ্রাসট্রেশন। সে তার মন মেজাজ ঠিকই করতে পারছে না। একটা কাজ যদি ঠিক ভাবে হয়। পাকিস্ড়ানের ইতিহাসের সবচেয়ে গোপন এবং গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনটি সে নিজের হাতে নষ্ট করছে। এটা কি তার অযোগ্যতা নাকি কেবলই দুর্ভাগ্য। কে বলবে! কিভাবে একেবারে সব ভুল লোকগুলো একেবারে ঠিক ঠিক জায়গায় চলে আসলো। এটা শুধুই কাকতালীয় নাকি খোদার কোনো ইশারা? তার খোদা কি ত্যাগ করেছেন তাকে? তা না হলে, চারজন লোককে অপারেশনে ইনক্লুড করা হল, ভালোটা মরে গেল তার বাকি তিনটার তিনটাই বিশ্বাসঘাতক! মানে কপালটা ঠিক কি প্যাটার্নে পুড়লে এই অবস্থা হয় কোনো মানুষের!

আর এখন আকবর খান একটা ডিফেন্সিভ স্ট্র্যাটেজি নিচ্ছেন। এটা সে মোটেও পছন্দ করছে না। কিন্তু তার পছন্দ অপছন্দ দেখানোর কোনো পজিশনেই সে আর নেই। ইয়াহিয়ার মত একটা গর্ভব আজ শুধু মাত্র তার কারণেই আকবর খানের মত একজন মানুষের সাথে উঁচু গলায় কথা বলে। হোক সে যত বড় প্রেসিডেন্ট। ছিঃ।

এখন যখন ওরা জেনে গেছে ফ্যাসিলিটিটা ইস্ট পাকিস্ড়ানে, সালমানকে অর্ডার করা হয়েছে যেন সে তার তল্পিতল্পা গুটিয়ে সেখানে চলে যায়। জায়গাটার গোপনীয়তাটাই ছিল ওদের সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ আর এখন সেটাও হুমকির মুখে। কেউ কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি ওই রকম একটা জায়গায় এরকম কিছু বানানো যেতে পারে। আর সেটা সহজও ছিল না। একিউ খান আর ইকবাল মেহমুদকে অনেক কাঠখড় পুঁড়িয়ে আর অনেক কিছু ডিজাইন রিডিজাইন করে ওটাকে ওখানে বানাতে হয়েছিল।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল কোনো কিছুরই কোনো রেকর্ড বা কিছুই নেই। খালি ইয়াহিয়া বলেছে *কর*, আর করা হয়ে গেছে। আর এখন একটা রেস হচ্ছে। জায়গাটা খুঁজে পাওয়ার আগেই ওদের বোমের কাজ শেষ

BanglaBook.org

করে ফেলতে হবে। আর মাত্র কয়েকটা দিন আটকে রাখতে হবে যেভাবেই হোক।

সেটা চিন্ড়া করেই সালমানকে পাঠানো হচ্ছে সেখানে। কিন্তু সালমান মনে প্রাণে চাচ্ছিল তার সমস্ড় শক্তি দিয়ে জায়েদি-কায়েস আর আমেরিকা থেকে যেই শুয়োরটা এসেছে ওটার পিছনে লাগতে। এখন নির্ঘাত এরা ঢাকার কোনো একটা কোণায় বসে কল্পণা-পরিকল্পনা করছে। কায়েসের কথাই মনে হয় শোনা উচিৎ ছিল। উড়িয়ে দিত দুইটাকে।

"স্যার আসব?" শরীফ আসলাম দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

"কি এনেছ?" সালমান ওকে ভিতরে ঢুকতে ইশারা করে বলল। শরীফ ঢুকে সালমানের সামনে চেয়ারে বসল। কপালের মাঝখানের দাগটা এখনো পুরোপুরি মিলিয়ে যায় নি। এখনো একটু বাকি আছে। কিন্তু ওর চোখ দুটো একেবারে শান্ড় এবং শীতল।

সালমান শরীফকে আমেরিকাতে পাঠিয়েছিল জায়েদির ব্যাপারে খোঁজ নিতে।

"আসল নাম ইমরান সালেহীন খান," শরীফ বলল, "ঢাকায় জন্ম। বাবা ডাক্তার ছিল। বায়ান্নতে মা-বাবা দুজনের নামেই রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা আনা হয়.."

"আসল রাষ্ট্রদ্রোহ? নাকি?" সালমান জিজ্ঞেস করল। ওই সময়ে অনেক ক্ষমতাবান মানুষদের ভিতর একটা ট্রেন্ডই ছিল কারও সাথে বেশি শত্রুতা থাকলে বা কাউকে ফাঁসানোর দরকার হলে এই মামলা দিয়ে দেয়া।

"নকল," শরীফ আস্ড়ে করে বলল, "ফাইল অনুসারে প্রথমে তার বাবা জেলে আত্মহত্যা করে। আর পরেরদিন মা।"

"আর আসলে?"

"ওখানকার পুলিশ অফিসাররা তার মাকে মেরে ফেলে," বাকিটুকু বলতে ইচ্ছে করেনি শরীফের। আর দরকারও ছিল না। সালমান বুঝে গিয়েছিল।

দুজন কিছুক্ষণ কথা না বলে বসে থাকল। এরপর শরীফ আবার বলতে শুরু করল, "একজন চাচা ছিল আমেরিকাতে। সে এসে ওকে নিয়ে যায় ওখানে। এই চাচা রিয়েল এস্টেট বিজনেস করে অনেক টাকা কামিয়েছিল। ইমরান সালেহীন খান এমআইটি থেকে গ্রাজুয়েশন করে বের হয়। টপ অফ হিজ ক্লাস। পরে তার চাচা কারও সাহায্যে তার ডেথ ফেক করে।"

"চাচা মরে গেছে?"

"হ্যাঁ, গতবছর, তার মৃত্যুর পর তার সমস্ড় অ্যাসেট লিকিউডেড করে ফেলা হয়। কোনো ট্রেস নেই। ডেড এন্ড।"

"হুম।"

"এখন কি করব স্যার?"

BanglaBook.org

"আমি তোমাকে কোনো ডিটেইলস বলতে পারব না, আর তোমার জানারও কোন দরকার নেই। তুমি ঢাকায় চলে যাও। একা। তোমার এতটুকু জানলেই হবে যে মেজর জায়েদি সেখানে একটা নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটি খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটি! তাও আবার পূর্ব পাকিস্তানে? আরেব্বাস! শরীফ অবাক হলেও কিছুই বলল না।

"ঢাকায় নিশ্চয় তারা লোকাল কারো সাথে কাজ করছে। সেদিক থেকে খুঁজে বের করার চেষ্টা কর। কোনো ভাবেই অন্য কাউকে ইনভল্ভ করবে না। আবারো বলছি *কোনোভাবেই না।* একবার যদি তুমি তাদের পেয়ে যাও তারপর ওখানকার সব মিলিটারী ফোর্স তোমার। আগে নয়।"

"ইয়েস স্যার।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অ ধ্যা য় ৪৭

১৩ নভেম্বর, ১৯৭১
একটি পরিত্যাক্ত গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ
জায়েদির ডেস্কের ফোনটা বেজে উঠলে ও সাথে সাথে তুলে নিল।

"হ্যাঁ।"

"শাহবাগের একটা রেস্টুরেন্টে বসে মোরগ পোলাও গিলছে," মাহফুজ বলল।

"বানচোত," জায়েদি বিড়বিড় করে বলল।

চার ঘণ্টা আগে শহরের নামাজের সময় ফয়সালের মসজিদে এসে লিস্টটা হ্যান্ড ওভার করার কথা ছিল। কিন্তু সে আসেনি। গতকাল বিকালে তাকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে দেয়া হয়। তখন থেকেই তার উপর নজর রাখা হচ্ছে। মিশকাত ওর সব কন্টাকদের অ্যাকটিভ করে দিয়েছে ওর উপর নজর রাখতে। বাংলাদেশে অপারেট করতে একটা অ্যাডভান্টেজই ওদের আছে আর সেটা হল ম্যানপাওয়ার। আর সেটার সর্বোচ্চ ব্যবহার করছে ওরা। সেটা ফয়সালের অজানা থাকার কথা না। সে এখন পাবলিক পে-সে বসে আছে এর একটাই অর্থ হতে পারে।

"এখানে নিয়ে আস," জায়েদি বলল।

"আমি বুঝলাম না," মাহফুজ বলল, "আমি কি তার কাছে গিয়ে তাকে আমার সাথে আসতে বলব?"

"হ্যাঁ।"

"সে যদি চিৎকার টিৎকার করে ওঠে?"

"আল-াহই জানে তোমার তখন কি হবে," বলে ফোন রেখে দিল জায়েদি।

মাহফুজ পে ফোনের রিসিভারটা কানের সাথে আরো কিছুক্ষণ ধরে রাখল। হয়তো আশা করছিল কোনো গায়েবি বাণী তাকে পথ দেখাবে। কিন্তু হতাশ হয়েই ফোন রেখে দিতে হল তাকে।

"কি বলে?" এ্যারন জিজ্ঞেস করল, দুঘণ্টা আগেই সে এসেছে।

"জানোয়ারটা রেস্টুরেন্টে বসে খাচ্ছে," বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পাশের ঘরে চলে গেল সে। সেখানে মিশকাত ঘুমিয়ে ছিল।

BanglaBook.org

"ওই মিশকাত," জায়েদি ডাকল। মিশকাত উঠতে গেলে জায়েদি হাত উঁচু করে থামাল, "উঠতে হবে না। মেহজাবিন কি এক দুই ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতে পারে?"

"মনে তো হয় না। কেন?"

"ফয়সাল আসছে।"

"কেন?"

"লিস্ট না দিয়ে পাবলিক পে-সে বসে খাচ্ছে। আমার সাথে দেখা করতে চায় আরকি।"

"ও।"

মিশকাত সকাল পর্যন্ড় ফয়সালের বাসার পিছনে নজর রেখেছে। চাইলে অন্য কাউকে দিতে পারত কিন্তু নিজেই করতে চাচ্ছিল।

জায়েদি আবার ওর ডেক্সে ফিরে এলো।

"এই মেয়ের সমস্যা কি?" এ্যারন জিজ্ঞাসা করল, "ফায়ার করে দিলেই তো হয়।"

"মেয়েটা একটু..বেশি ইমোশনাল। এছাড়া ঠিক আছে। ভালো কাজ করছে। ফায়ার করে আবার কাকে আনব। এই অল্প সময়ে প্রায় দশজন লোককে খুঁজে বের করেছে। এদের সবার ফ্যামিলিকেই মেরে ফেলা হয়েছে বা নিখোঁজ। এখন চেষ্টা করছে জীবিত কাউকে যদি পাওয়া যায় যে কিছু জানে টানে।"

"আবার সমস্যা করবে না তো কোনো?"

"ফয়সাল সামনে না বাঁধলে কোনো ভয় নেই।"

"হুম।"

দশ মিনিট পরই সাদী আর মাহফুজ এলো ফয়সালকে সাথে করে নিয়ে। এবার মাথার উপর একটা কালো ব-াইন্ডফোল্ড ছিল। ঠিক আগের চেয়ারটাতেই বসানো হল তাকে। এরপর ওরা দুজন বেরিয়ে গেল। আর মিশকাত এসে এ্যারনের পাশে বসল।

জায়েদি মাথার উপর থেকে কাপড়টা সরাল।

ফয়সাল কিছু বলল না।

"তো?" জায়েদি বিরক্ত গলায় বলল।

"বিশ হাজারে হবে না। এক লাখ ডলার দিতে হবে," ফয়সাল বলল।

জায়েদির মনে হলে পাশের থেকে একটা চেয়ার উঠিয়ে ওর মাথায় একটা বাড়ি দেয়।

"তার চাইতে আমি ফাইলগুলো জায়গা মত পাঠাতে শুর" করি?" জায়দি বলল।

"আমার বিশ্বাস হতে হবে যে কাজ শেষ হবার পরও তুমি সেগুলো পাঠাবে না।"

BanglaBook.org

"আমার কিচ্ছু যায় আসে না তোমার কি দর.."

"এক্সেক্টলি," জায়েদিকে থামিয়ে বলল সে, "তোমার কিচ্ছু যায় আসে না। আমার জানার দরকার এই কাজটা করার পর আমি সেফ। আর তা না হলে কি লাভ আরো ঝামেলা বাড়িয়ে? আর দেখো, তুমি যদি আমাকে শুধু ফাইলের ভয় দেখিয়ে কাজ করাতে চাইতে তাও আমি করতাম না।"

"আর এক লাখ ডলার দিলে তোমার বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে?" জায়েদি জিজ্ঞেস করল।

"তুমি আমাকে টাকার সাথে ফাইলগুলো.."

পুরো ব্যাপারটা ঘটে গেল চোখের পলকে। ফয়সালের কথা শেষ করার আগেই দরজা দিয়ে মেহজাবিন ঝড়ের মত ভিতরে ঢুকে গেল। ডান হাতে একটা ছুরি। আড়চোখে ওকে ছুরি নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখেই ফয়সাল প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। ও বসে থেকেই প্রথমে ছুরিওয়ালা হাতটা ব-ক করল। তারপর মুহূর্তের ভিতর ও ডানহাত দিয়ে মেহজাবিনের গলা পেঁচিয়ে ধরল আর বা হাত দিয়ে ছুরি ধরে থাকা হাতটা মুচড়ে দিল। মেহজাবিনের হাত থেকে ছুরিটা নিচে পড়ে গেল। ফয়সাল ওকে গলা ধরে টেনে নিয়ে ডান পাশের দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। এমন একটা অ্যাঙ্গেলে যেন ঘরের সকলকে দেখা যায়।

জায়েদির প্যান্টের পিছনে ওর পিস্তলটা গোঁজা ছিল। ও সাথে সাথেই ওটা বের করে ফয়সালের দিকে তাক করল। এ্যারন আর মিশকাত অসহায়ভাবে জায়েদির একটু পিছনে চেয়ারগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকল।

"আমার কিন্তু শট আছে ফয়সাল," জায়েদি চিৎকার করে বলল, "ছেড়ে দাও ওকে।"

চেচামচি শুনে বাইরে থেকে সঞ্জীব, মাহফুজ আর সাদী ঘরে ঢুকল।

"না, না," ফয়সাল ওর গলা আরো জোরে চেপে ধরে বলল, "এটাতো খুবই ভালো, খুব ভালো সময় এসেছে। একদম ঠিক সময়ে। আমি তো শুধু তোমাকে আর আই.এস.আই'কে নিয়ে চিন্তায় ছিলাম। তোমার এই লোকেরাও তো ঝামেলা করতে পারে। সেটা তো আমার মাথায়ই আসে নি। এখন বোঝা যাবে তোমার ডেডিকেশন। এই মেয়েকে আমি এখানেই মারব।"

ফয়সাল মেহজাবিনের গলাটা খুব বাজেভাবে ধরেছিল। মেয়েটার ফর্সা মুখ একেবারে লাল হয়ে গিয়েছে আর ব্যথায় চোখ টলটল করছিল।

জায়েদির হাত ঘেমে গেল। ও টাইট করে দুই হাতে পিস্তলটা ধরল। একেবারে ইমপসিবল একটা সিচুয়েশন।

ফয়সাল ও গ্রিপ আরো টাইট করল। মেহজাবিন ব্যথায় ককিয়ে উঠল। মেরেই ফেলবে।

"ওকে মেরে ফেললে তোমার কি মনে হয় এদের রাগ কমে যাবে?" জায়েদি শেষ চেষ্টা করল।

BanglaBook.org

"একে বাঁচতে দিলে এ আবার আসবে আমার পিছনে। হয়তো আরও লোকজন নিয়ে.."

"তুমি একটা সামান্য মেয়েকে সামলাতে পারবে না?"

"সামলাচ্ছি তো," ফয়সাল বলল। সে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে। জায়েদি ওর চোখে দেখতে পাচ্ছিল।

"আমি কিন্তু শুট করব তোমাকে," জায়েদি ঠান্ডা গলায় বলল।

"হা হা," আস্তে করে হাসল ও, "সেটা দেখা যাবে.." শেষ মোচড়টা দিতে গেল ও।

জায়েদি ট্রিগার টেনে দিল।

গুলিটা লাগল ফয়সালের ডান চোখে। মাথার পিছনটা ভেঙ্গে ওর মগজ ছিটকে পিছনের পুরো দেয়ালটা ভরে দিল। এক বিন্দু ছিটকে এসে পড়ল মেহজাবিনের ডান গালের উপর।

ও কেশে উঠল এবং কাঁদতে শুরু করল।

এ্যারন অন্যদিকে তাকিয়ে বসে পড়ল।

"ড্যাম ইট! ড্যাম ইট! ড্যাম ইট!" জায়েদি ঘুরে চিৎকার করে ওর ডেস্কের উপর পিস্তলের বাট দিয়ে জোরে জোরে তিনটা বাড়ি মারল।

মিশকাত মেজাজ খারাপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"ওকে বাইরে নিয়ে যাও," মাহফুজের দিকে তাকিয়ে এ্যারন আস্তে করে বলল।

জায়েদি জীবনে কোনো দিন নিজেকে এতটা অসহায় মনে করে নি। এমনকি যেদিন ও আর ওর চাচা জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসছিল সেদিনও নয়।

ও ঘুরে আবার ফয়সালের মৃতদেহটার দিকে তাকাল। ওর শেষ ভরসা, ওর দেশের শেষ ভরসা।

পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল সে। অন্যরা সবাই বের হয়ে গেছে রুম থেকে।

ওরা দুজন কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল।

"পিস্তলটা তোমার হাতে থাকলে তুমি কি করতে?" জায়েদি জিজ্ঞেস করল অবশেষে।

"এখনো যদি আমার সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় তাহলে আমার হাতে পিস্তলটা না থেকে লাভ কি হল," আস্তে করে বলল ও। ওর মাথায় তখন একসাথে লক্ষ কোটি হিসাব-নিকাশ-সম্ভাবনা একসাথে চলছে। ও এক দৃষ্টিতে সোজা তাকিয়ে ছিল। এক মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না। *একটা মুহূর্তও না।*

জায়েদি সামান্য হাসল।

সঞ্জীব আর সাদী ঢুকল ঘরে। ওরা প্রথমে ফয়সালের পকেট সার্চ করল। ভিতরে একটা হলুদ খাম। তার ভিতরে একটা লিস্ট। ওয়েট লিস্ট। সাদী দিল

BanglaBook.org

সেটা জায়েদির হাতে। এরপর আবার বডিটা সরাতে শুরু করল।

এ্যারন কিছু না বলে উঠে দাঁড়িয়ে জায়েদির ডেক্সের পাশে ব্যাগটার কাছে চলে গেল। ব্যাগটা খোলা ছিল। এ্যারন ভিতরে দেখল।

"এরকম কতগুলো ফাইল আছে তোমার কাছে?" জায়েদিকে জিজ্ঞেস করল সে।

"আছে বহুত," জায়েদি বলল, "আর কেউ নেই খুঁজে বের করার মত। এক ফয়সালই ছিল এদেশে।"

"হুম," এ্যারন মাথা নাড়ল, "দাঁড়াও," এ্যারন থামাল সঞ্জীব আর সাদীকে, "কি করবে?"

"কবর দেব," সঞ্জীব বলল, "পিছনে জায়গা আছে।"

"দাঁড়াও," এ্যারন বলল, "পরে।" চোখ ছোট করে গভীরভাবে কিছু চিন্ড়া করছে।

জায়েদি তাকাল এ্যারনের দিকে। "কি করবে?"

এ্যারন কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলল না। এক দৃষ্টিতে ফাইলের ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে রইল।

"ওর ফাইল আর ওয়েট লিস্টটাসহ ওকে কোনো একটা চৌরাস্ড়ায় ফেলে দিয়ে আসো," অবশেষে বলল সে, "আর কপালে একটা কাগজে উর্দুতে লেখোঃ

পাকিস্ড়ান আর্মির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার ফল।"

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৪৬

১৮ জানুয়ারি, ১৯৪৪
ক্র্যাকো, পোল্যান্ড

সবচেয়ে কাছের গার্ডটা দাঁড়িয়ে ছিল জেমসের সাইডে। সে পরপর তিনটি গুলি ছুড়লে প্রথমটিই লাগে জেমসের কাঁধের একটু নিচে, তবে একেবারে ঠিক বুকে নয়। স্যাম গাড়ি ভাগালে পিছন থেকে অনেকগুলো গুলি গাড়ির দিকে ছুটে আসে। পিছনে বসা দুই কয়েদির খুলি উড়ে যায় প্রায় সাথে সাথেই। পিছন থেকে রিটার্ন ফায়ার শুর— করে স্ট্যান এবং ফিলিপ। গাড়ি যখন গেট থেকে বেরিয়ে আরো কিছুটা সামনে চলে এসেছে তখন একটা গুলি এসে লাগে ফিলিপের পিঠে।

স্যাম একবার পাশের সিটে রক্তশূন্য মুখে স্থির হয়ে বসে থাকা জেমসের দিকে তাকিয়ে দেখল। ব্যাটা বুকের উপর গুলি খেয়েছে অথচ মুখে একটা শব্দ নেই!

"স্ট্যান?" চিৎকার করে বলল স্যাম।

"জার্মান শুয়োরটা গুলি খেয়েছে," চিৎকার করে বলল স্ট্যান। জিপে বসে থাকা জীবিত কয়েদিরা বুঝে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল এটা কি হচ্ছে ওদের সাথে, আর যেটা হচ্ছে সেটা কি আসলে ভালো কিছু, নাকি খারাপ।

চ্যাটের বাল। জেমসের দিকে আরেকবার তাকাল স্যাম।

"স্ট্যান," আবার চেঁচালো সে, "জেমস গুলি খেয়েছে।"

"ওহ গড, নো, নো, নো" নিজের ভাইকে দ্বিতীয়বার হারানোর কথা মাথায় আসতেই মাথায় চক্কর দিয়ে উঠল স্ট্যানের, "কত খারাপ?" জিজ্ঞেস করল সে।

"ভালোই খারাপ," বলল স্যাম।

ওদিকে ফিলিপ কোনোভাবে নিজের দুচোখ খোলা রেখেছে। ওরা তখনো খুব বেশি দূর আসে নি জেলখানা ছেড়ে। ওদের পিছনে নির্ঘাত আরো গাড়ি লেগেছে। কিন্তু সেটা এই মুহূর্তে ওদের সমস্যা নয়। স্যাম খুব ভালো করেই জানে ওদের কোথায় যেতে হবে। ব্রেক কষল ও। তারপর লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে।

"গাড়ি চালাতে পারে কে?" সিটের পাশ থেকে ফাস্ট এইড বক্সটা একহাতে নিয়ে সিট থেকে নামতে নামতেই চিৎকার করল পোলিশ ভাষায়, কয়েদিদের লক্ষ্য করে, "গাড়ি চালাতে পারে কে? যে পারে সে এসে চালাও।"

BanglaBook.org

স্ট্যানও লাফ দিয়ে নামল। ফিলিপকে ধরে নামাল সে।

"ক..কি করছ?" জার্মান ভাষায় বলল ফিলিপ।

"সাট আপ," বলল স্ট্যান।

স্যাম চলে গেল প্যাসেঞ্জার সিট থেকে জেমসকে নামাতে। বেশ রক্ত চলে গেছে ইতোমধ্যে। ফিলিপের অবস্থাও বেশি ভালো নয়।

"যে পারো সে এসে চালাও," আবারও পোলিশ ভাষায় চিৎকার করে বলল স্যাম। ছয়জন কয়েদির দুজন মারা গেছে।

ওরা পাশের একটা খেতের দিকে এগুচ্ছিল। "আমাদের নিয়ে চলো তোমাদের সাথে," পিছন থেকে একজন বলল।

স্ট্যান এক মুহূর্ত পিছনে তাকাল। কি যেন চিন্ড়া করে সে লোকটা কথা বলল তাকে লক্ষ্য করে বলল, "এসো, শুধু একজন," আবারো চিৎকার করল স্ট্যান, "অন্য আরেকজন আসলেই গুলি করব। বাঁচতে চাও তো গাড়ি চালিয়ে যতদূরে পারো চলে যাও।"

"তাড়াতাড়ি ওখানে রাস্ড়ার পাশে রক্ত পড়েছে, শার্ট খুলে মোছ, তাড়াতাড়ি," পোলিশ লোকটাকে রাস্ড়ার পাশে পড়ে থাকা সামান্য রক্ত দেখিয়ে বলল স্যাম। এমনিতে ওরা দুজনেই কেয়ারফুল ছিল যেন রাস্ড়ার উপর রক্ত না পড়ে। ওরা দাঁড়িয়ে ছিল বিশাল একটা ভুট্টা ক্ষেতের ভিতরে, রাস্ড়ার পাশেই। ক্ষেতটা বিশাল। আসলে একটা নয়, একটার পর একটা ক্ষেত মিশেছে একেকটার সাথে। যতদূর চোখ যায় কেবল ভুট্টা আর গমই চোখে পড়ে। আর এগুলোর সাইজও বিশাল লম্বা লম্বা। সহজেই এর ভিতরে লুকিয়ে থাকা যায়।

রক্ত মুছে দশাসয়ি চেহারার কয়েদি লোকটা কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এলো। অন্যরা কিছুক্ষণ দ্বিধান্বিত হয়ে অবশেষে গাড়ি নিয়ে এগোবারই সিদ্ধান্ড় নিল। পিছনে খানিকটা দূর থেকে এগিয়ে আসা সাইরেনের শব্দ ওদের সিদ্ধান্ড় নিতে আরো সহজ করে দিয়েছিল, না হলে এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র ছিল না তারা।

দুজন বাজেভাবে আহত লোক নিয়ে এভাবে দ্রুত এগুনো কঠিন হয়ে যেত স্যাম আর স্ট্যানের পক্ষে, সেজন্যই তৃতীয় একজন।

"আমি বুঝেছিলাম তোমরা কি করতে চাইছ," বিশাল চেহারার পোলিশ কয়েদিটা দাঁত বের করে হেসে বলল বলল, "নাৎসিগুলো ছুটবে গাড়ির পিছনে আর.."

"অন্যরাও বুঝেছে," স্ট্যান বলল, "নিজের মুখ বন্ধ রেখে এগোও তাড়াতাড়ি," তিনজন সুস্থ সবল লোক দুজন আহত লোককে নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব পারছে বিশাল বিশাল ঝোপের নিচ দিয়ে কোণাকুণি এগুচ্ছে।

মাঝখানে এক জায়গায় থেমে ফিলিপ আর জেমসের ক্ষত জায়গায় কিছু ব্যান্ডেজ জড়িয়ে দেয়া হল, আর দুটো করে পেইন কিলার খাইয়ে দিল

BanglaBook.org

ওদেরকে।

প-্যানটা ঠিক এরকম ছিল না। এই অংশটা আসলে ছিল পুরো অপারেশনের সবচেয়ে সহজ অংশ। জেল থেকে বের নোর পর যদিও আসলে সবচেয়ে কঠিন অংশটা শুর হয়ে যায় তবে এক্ষেত্রে তেমনটা ছিল না। জেলখানা থেকে মাত্র বারো কিলোমিটার গেলেই ওদেরকে রিসিভ করার কথা একজন পোলিশ সেনার। সে ওদেরককে একটা খুবই গোপন সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবে একেবারে ওদের একটা হাইড আউটে। সেখান থেকে দেশ ছাড়ার ব্যবস্থা করতে মোটেই কষ্ট হবে না।

তবে এই গোলাগুলির কারণে সাত কিলো যাবার পরই ওদের নেমে যেতে হয়েছে। এখন বাকি প্রায় পাঁচ কিলো ওদের হেঁটে যেতে হবে। কোণাকুণি এগুনোর জন্য কিছুটা কম হতে পারে। কিন্তু অনেকটা পথ। এরপর সুড়ংগ তারপর হয়তো আরো কিছুদূর। কিভাবে এদের বাঁচাবে কিছু মাথায় আসছিল না ওদের দুজনের।

প্রায় তিন ঘণ্টা হাঁটার পর দূরে জায়গাটা চোখে পড়ল ওদের। স্যাম তাকাল দুই আহত লোকের দিকে। দুজনের চেহারাই নীল হয়ে গেছে। শীষ বাজালো স্ট্যান। একটা বিশেষ শীষ। সাথে সাথে দূরে দুজনের মাথা দেখতে পেল ওরা। ওদের দেখে দৌড়ে এলো দুজন পোলিশ।

"একি অবস্থা?" আশে পাশে তাকাতে তাকাতে বলল একজন পোলিশ। ওরা ভয়ে ছিল কেউ ওদের পিছু নিয়েছে কিনা।

"কেউ পিছনে নেই, ভয়ের কারণ নেই," স্যাম বলল।

"শিওর?" আরেক পোলিশ বলল। ওরা তখনো জায়গা থেকে নড়েনি। দোমনা করছে।

"কেউ থাকলে আমরা থাকতাম না," স্ট্যান বলল, "এখন তাড়াতাড়ি কর। কোন দিকে? এদের অবস্থা খুবই খারাপ।"

"এসো এদিকে, আর আমরা ধরছি এদের দুজনকে, তোমরা নিশ্চয় অনেকদূর থেকে টেনেছ," পোলিশ সেনা দুজন স্ট্যান, স্যামকে আর ঐ তৃতীয় পোলিশ কয়েদি যে নিজের নাম বলেছে হাওয়ার্ড, তিনজনকেই সরিয়ে নিজেরাই ফিলিপ আর জেমসের হাত কাঁধে তুলে নিল।

"সামনে থেকে ডানে যে বড় ঝোপটা দেখছ সেটা ধরে টান দাও," পোলিশ দুজনের একজন বলল, আরো প্রায় দশ মিনিট হাঁটার পর।

"পুরোটাই তো বড় ঝোপ, কোনটা?" এদিক ওদিক দেখতে দেখতে স্যাম বলল।

"ঐ যে," আরেকটু নির্দিষ্ট করে দিল সে।

স্যাম একটা ঝোপের মাথা ধরে টান দিলে সেটা সরে এল।

একে একে করে সবাই নেমে গেল।

"এখান থেকে কতদূর?" স্ট্যান চিন্তিত গলায় বলল।

"বিশ ঘণ্টা সুড়ঙ্গে সেখান থেকে আরো পনের বিশ মিনিটের মত।

BanglaBook.org

তারপরই আমাদের হেডকোয়ার্টার।”

স্ট্যানের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। এভাবে হাঁটা লাগলে তো দুজনই মারা পড়বে। স্যামের কনুই ধরে থামাল সে। পুরো সুড়ঙ্গে আলো নেই। পোলিশ দুজন টর্চ নিয়ে এসেছিল।

স্যাম বুঝতে পেরেছে কি ভাবছে সে। ফিলিপ বা জেমস কেউই কোনো কথা বলছে না।

“একটু দাঁড়াও,” স্যাম বলল।

“জেমস,” আস্তে করে ডাকল স্ট্যান।

জেমস খুব আস্তে করে সাড়া দিল।

“আরো বেশ কিছুদূর হাঁটতে হবে ভাই, আরেকটা পেইন কিলার দেব?”

জেমস আস্তে করে নড করল।

দুজনকেই আবারও পেইন কিলার দেওয়া হল। ওরা পাঁচ মিনিট বিরতি দিয়ে আবারও হাঁটতে শুরু করল।

পচিশ মিনিট হাঁটার পর বেশ খানিকটা রক্ত বমি করল ফিলিপ।

“একবার ওখানে পৌঁছাতে পারলে বেঁচে যাবে,” পোলিশ সৈন্য বলল, “ডাক্তার ওষুধ সবই আছে, আর আধা ঘণ্টা একটু জানটা আটকে রাখো।”

এতটা না হাঁটলে হয়তো জানটা আটকে রাখা যেত। কিন্তু এই ধকলের পর সেটা আর থাকে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে গেল সবার মনেই।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৪৭

১৪ নভেম্বর, ১৯৭১
মোহাম্মদপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ

আই.এস.আই-ক্যাড এজেন্ট শরীফ আসলাম ঢাকা পৌঁছেছে দুই ঘণ্টা আগে। খানিকটা ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা সে করেছিল, কিন্তু প্রতিবারই তার মাথার ভিতর নতুন কোনো প-্যান আসা যাওয়া করছিল জায়েদিকে ধরার। ও বোঝার চেষ্টা করছিল জায়েদির পরের স্টেপটা কি হতে পারে। কি স্ট্র্যাটেজি সে নিতে পারে জায়গাটা খুঁজে বের করার জন্য।

জায়েদি প্রায় ছয় বছর কাজ করেছে আই.এস.আইতে। ছয় বছর ধরে সে মনে হয় কয়েক হাজার ফাইল সংগ্রহ করেছে আই.এস.আই'র। আই.এস.আই'র কাজ করার স্টাইল আর দুর্বলতা সে জানে। *অথবা আই.এস.আই এজেন্টদের দুর্বলতা।* সস্ড়া হোটেলটার সিলিং থেকে চোখ সরিয়ে খাটের পাশের ছোট টেবিলের উপর থেকে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল সে।

দুই বার রিং হতেই সালমান আব্বাসীর ভারী গলা শোনা গেল, "হ্যালো।"

"স্যার, আমি।"

"শরীফ! শুনেছ তুমি?" সালমান জিজ্ঞেস করল।

"কি স্যার?"

"ফয়সাল জামিলের ডেডবডি পাওয়া গেছে, সাথে একগাদা কাগজপত্র ওর সমস্ড় কুকর্মের।"

"কে করেছে? জায়েদি?"

"সবাই বলছে মিলিটারীর কাজ। যেসব ডকুমেন্ট তার বডির কাছে পাওয়া গেছে তার অনুসারে সে সারা দুনিয়ার লোকের কাছে ইন্টেল বিক্রি করে বেড়িয়েছে, আর এজন্য অনেক মিলিটারী অপারেশন ফেল করেছে। অনেক লোক মারা গেছে। আর সবচেয়ে খারাপ কথা যেটা সেটা হল তার পকেটে নাকি ওয়েট লিস্টটাও পাওয়া গেছে। কপালে একটা নোট পিন দিয়ে আটকানো ছিল। 'পাকিস্ড়ান আর্মির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার ফল।'"

"এই অভিযোগগুলো কি সত্য?"

"সেইরকমই ধারণা করা হচ্ছে।"

"কিন্তু..ফয়সালকে মেরে ফেলে জায়েদির কি লাভ হতে পারে। ওই ফাইলগুলো দিয়ে তো খব সহজেই তাকে ব-্যাকমেইল করা যেত। ফয়সাল কি

BanglaBook.org

জানত?"

"না, তবে খুঁজে বের করতে পারত।"

"আমি আসলে আপনাকে কলই করেছিলাম এরকম এজেন্টদের ব্যাপারে কথা বলতে, যাদের জায়েদি কোনোভাবে রিক্রুট করতে পারে। সব সময় এক স্টেপ পিছিয়ে। শিট!" শরীফ বলল, "আচ্ছা আর কেউ আছে এখানে এরকম? ফয়সালের মত?"

"না," সালমান আব্বাসী বলল। সে নিজেও একটু আগে এব্যাপারে খোঁজাখুঁজি করেছে। এই মুহূর্তে ইস্ট পাকিস্তানে ফয়সালের মত কেউ নেই যে একই সাথে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ভিতরে এবং ফিল্ডে এত স্ট্রং সোর্স আছে।

"আচ্ছা এটা কি একেবারে ভিন্ন কোনো ব্যাপার হতে পারে না?"

"এতবড় কো-ইন্সিডেন্স! আমি বিশ্বাস করিনা।"

"কিন্তু মেরে ফেলে তো কোনো লাভ নেই। আর আর্মিকে জড়িয়েই বা তার এমন কি লাভ হবে? আচ্ছা টর্চার করা হয়েছে?"

"না, শুধু ডান চোখে একটা বুলেট।"

"এরমানে তো তার কাছ থেকে কোনো ইনফোর্মেশন বের করারও চেষ্টা করা হয় নি। এমনকি হতে পারে যে সে কারো কাছে ওয়েট লিস্ট সেল করতে গিয়ে.."

"কিন্তু ফাইলগুলো তাহলে এলো কোথা থেকে? এটা জায়েদিরই কাজ।"

"মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের কোনো সেকশনও হতে পারে।"

"বললাম তো সেটা বিশাল বড় একটা কো-ইন্সিডেন্স হবে। তুমি যা করছিলে তাই-ই কর। লোকালদের খুঁজে বের কর, আর সাথে ফয়সালের মার্ডার ইনভেস্টিগেট কর। এই সূত্রে ধরে এগুলে আমার মনে হয় দ্রুত রেজাল্ট পাবে।"

"ইয়েস স্যার।"

"আমি একটু পর রওনা দিচ্ছি। যাওয়ার আগে ফয়সালের কেস ফাইল তোমাকে পাঠাচ্ছি। এ নাম্বারে ফোন করলে আমাকে আর পাওয়া যাবে না। কিছু দরকার হলে ইসফাককে বললেই সে সব রকম ব্যবস্থা করে দেবে। গুডলাক।"

"থ্যাংক ইউ স্যার।"

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৪৮

১৪ নভেম্বর, ১৯৭১
ঘরোয়া রেস্টুরেন্ট, শাহবাগ, ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রায় আধা ঘণ্টা হয়ে গেছে শরীফ আসলাম রেস্টুরেন্টে বসে আছে, এবং খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করছে আশেপাশের প্রত্যেকটা লোককে। কাস্টমার, মালিক, ওয়েটার সবাইকে। প্যাটার্নটা বোঝার চেষ্টা করছে, টাইপটা। প্রত্যেকটা রেস্টুরেন্টেরই একটা টাইপ আছে। কোনোটা মধ্যবয়সী লোকের জন্য, কোনোটা ব্যাচেলরদের জন্য, কোনোটা স্টুডেন্টদের জন্য, কোনোটা বৃদ্ধ লোকেদের জন্য আর কোনোটা বিদ্রোহীদের জন্য। এই রেস্টুরেন্টে এসে এখন পর্যন্ড় সে যা দেখেছে তাতে মনে হচ্ছে এটা মুক্তিবাহিনির মেম্বারদের একটা মিটিং পে-স, ডেড ড্রপ বা কোনো মিটিংয়ের জন্য চা নাশতার সোর্স হতে পারে।

সবাই চাইলেই এগুলো দেখতে পারবে না। ভিতরের গুপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থাটা বুঝতে হলে দরকার একজোড়া ভিন্ন ধরনের চোখ। একে অপরের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট ছোট্ট আই কন্টাক, ইশারা-ইঙ্গিত, এদের মধ্যকার একটা অদৃশ্য বন্ধন, ভালোভাবে না দেখলে ধরতে পারা যাবে না। শরীফ ইন্ডিয়ায় অপারেট করেছিল ছয় মাস। তখন ওদেরও এরকম একটা রেস্টুরেন্ট ছিল। এসব সাইন খুব ভালো করেই বোঝে সে। এখন কথা হল ফয়সাল এখানে কি করতে এসেছিল? কারো সাথে দেখা করতে নাকি কাউকে খুঁজতে?

এই মুহূর্তে শরীফ দেখছে একজন ওয়েটারকে। সব রেস্টুরেন্টেই এরকম একজন লোক থাকে। ম্যানেজার টাইপের। যে সব কিছু ম্যানেজ করে। যেগুলো মালিক বা ক্যাশ কাউন্টারে বসা ম্যানেজার সব সময় করতে পারে না। যেমন কাজের মধ্যে অন্য ওয়েটারদের লাইনে রাখা, স্পেশাল ক্লায়েন্টদের দিকে নজর রাখা, কখনো কখনো ম্যাসেজ আনা নেওয়া করা, বলতে গেলে সে আসলে কাজ করে একজন কাস্টমার কেয়ার ম্যানেজার হিসেবে যে সমস্ড় কাস্টমারের পছন্দ-অপছন্দ জানে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সবাইকে চেনেও।

ছেলেটার ষোল সতের বছর বয়স হবে। পাতলা, অবশ্য পাতলা না বলে রোগা বলাই ভালো, শ্যামলা বর্ণের চামড়ার নিচে কতগুলো হাড্ডি। এখানকার বলতে গেলে অর্ধেক মানুষই ছোট বেলা থেকেই এরকম অপুষ্টিতে ভোগে। অদ্ভুত উর্বর জমিতে হয় না এমন কোনো ফসল নেই, অথচ নিজেদের খাবার

BanglaBook.org

নেই। শরীফ মাঝেমধ্যে চিন্ড্রা করে কিভাবে পলিটিশিয়ানদের লোভ আর দূরদর্শিতার অভাব সাধারণ মানুষের জন্য অকল্পনীয় ভোগান্ড্রির কারণ হয়, আর এই পয়েন্টে এসেই সে চিন্ড্রা করা বন্ধ করে দেয়।

শরীফ উঠে দাঁড়ালো, বিল পে করে বের হয়ে গেল।

বেশ রাত হয়েছে। রেস্টুরেন্টটা একটু পরেই বন্ধ হয়ে যাবার কথা। ও অপেক্ষা করছিল ছেলেটার বের হবার। মালিক আর অন্য ওয়েটারদের বের হয়ে যেতে দেখল ও। কিন্তু ওই ছেলেকে বা বাবুর্চিকে বের হতে দেখা গেল না। অবশ্য পিছনে আরেকটা দরজা থাকতে পারে। অথবা ওই ছেলে রাতে এখানে ঘুমায়। দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগেনি। এরমানে ভিতরে অবশ্যই কেউ আছে। আজ রাতে অবশ্য তার ঘুম হচ্ছে না।

সাটারের সামনে গিয়ে নক করল সে। ছেলেটা হয়তো ভেবেছে মালিক কোনো কিছুর জন্য ফেরত এসেছে। এক টানে সাটার খুলে দিল সে। খোলার সাথে সাথে শরীফ ওকে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকে সাটার বন্ধ করে দিল। ওরা দুইজন ছাড়া আর কেউ নেই। ছেলেটা বেশ কয়েক প্যাকেট খাবার প্যাক করছিল কোথাও নিয়ে যাবার জন্য।

শরীফকে দেখে চেহারা সেকেন্ডের মধ্যে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তার। "ভয় পাওয়ার কিছু নেই," উর্দু অ্যাকসেন্টে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বলল সে।

সেই ভাষা, সেই উচ্চারণ; সেই ভয়ংকর ভাষা, সেই ভয়ংকর উচ্চারণ।

শরীফ বাংলা ভালোই বুঝত। একটু আধটু বলতেও পারত। কিন্তু উচ্চারণ খুবই মোটা ছিল। যুদ্ধের সময়টাতে যেকোনো বাঙালির সামনে কোনো লোক যদি উর্দুতে, বা উর্দু উচ্চারণে কথা বলত, ওই বাঙালি সাথে সাথেই বুঝে যেত তার জীবনের পরিসমাপ্তি এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। আর যদি সেই বাঙালি কোনো হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক হত তাহলে সে নিজেকে মৃত হিসেবেই ধরে নিতে পারত। দুই পাকিস্ড়ানেই সংখ্যাগুর— লোক মুসলিম হলেও প্রচুর হিন্দু এবং মোটামুটি সংখ্যার খ্রিস্টান ধর্মালম্বী মানুষ বসবাস করত। পূর্ব পাকিস্ড়ান, পশ্চিম পাকিস্ড়ানের চাইতে অন্য ধর্মালম্বীদের প্রতি অনেক সহনশীল ছিল। আসলে 'সহনশীল' শব্দটা ব্যবহার করলে ভুল বলা হয় এদিককার মানুষ এ ধরনের ভেদাভেদ করত না বললেই চলে। এমনকি সব ধর্মের মানুষ এক সাথেই নিজেদের ধর্মীয় উৎসবগুলোও পালন করত। আর অন্য ধর্মের মানুষগুলোর প্রতি পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘৃণা না থাকার কারণেই হয়তো অনেক পশ্চিম পাকিস্ড়ানি বাঙালিদের সত্যিকার মুসলিম মনে করত না। যুদ্ধের সময় আর্মির লোকেরা র‍্যান্ডম লোকজন ধরে তাদের কলেমা পড়তে বলত এবং খতনা করা আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখত।

তো সেকারণেই সতের বছরের মুসলিম ছেলেটা উর্দু উচ্চারণ শোনার সাথে সাথেই জোরে জোরে কলেমা পড়তে শুর— করে দিল।

BanglaBook.org

"গুড গুড, ভেরি গুড," শরীফ হাত উঁচু করে থামাল, "আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না..অন্ড়ত করতে চাই না," পকেট থেকে ফয়সালের একটা ছবি বের করে দেখালো ও, "একে দেখেছ?"

ছেলেটা জোরে জোরে মাথা নেড়ে না বলল। শরীফ হতাশ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল।

"কাজটা অনেক সহজে হয়ে যেতে পারত," শরীফ পকেট থেকে একটা বিশাল ছুরি বের করে ছেলেটার মুখের সামনে ধরল। কাপড় নষ্ট না করে ফেলে আবার। ছেলেটার চেহারা দেখে ভাবল সে।

"তুমি কি তোমার উত্তরটা পাল্টাতে চাও?" সে আবারো জিজ্ঞেস করল।

ছেলেটা এবারে উচ্চস্বরে কাঁদতে শুর" করল। শরীফ কোনো বাধা দিল না। কেবল তাকিয়ে থাকল তার দিকে যেন ওর সময়ের কোনো অভাব নেই।

"তো?" ভ্রু উঁচু করে জিজ্ঞেস করল ও।

"এসে..এসেছিল এখানে," ছেলেটা কোনোভাবে বলতে পারল। তাও উর্দুতে। যদি নিজের ফেবারে আরো কিছু পয়েন্ট আনতে পারে।

"ভেরি গুড," শরীফ হেসে বলল, কিন্তু ছুরি যায়গা দিয়ে নড়ল না, "তারপর?"

"মো..মোরগ পোলাও খেয়েছিল।"

"বাহ অনেক ভালো মেমোরি। কিন্তু আমি তার খাবার মেন্যু শুনতে চাচ্ছি না।"

ছেলেটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

"নাহ এভাবে হচ্ছে না," শরীফ বাম হাত দিয়ে ছেলেটার সর" গলার পিছনটা চেপে ধরে তাকে নিচু করে পাশের একটা টেবিলের সাথে মুখের একপাশ ঠেসে ধরল। এরপর ওর একটা কান এমনভাবে ধরল যেন কেটে ফেলবে।

ছেলেটা চিৎকার করে মোচড়াতে শুর" করলে শরীফ আরো শক্ত করে চেপে ধরল তাকে। ওর কানের সাথে বে- ডটা স্পর্শ করালো সে।

"একটা..একটা লোকের সাথে গেছে.." কোনোভাবে কাঁদতে কাঁদতে বলল সে।

"কে?" আরো চাপ দিল শরীফ।

"জানি না..আমি জানি না।"

শরীফ বে- ডের মাথা দিয়ে ওর কানের লতি স্পর্শ করাল।

"একবার দেখেছি, মাত্র একবার.."

"মুক্তি?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়?"

"আমি জানি না, খোদার কসম জানি না। কাজল ভাইয়ের সাথে দেখেছিলাম।"

BanglaBook.org

"কাজল কে?"

"লিডার।"

"মুক্তি লিডার?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়?"

"আমি জানি না ..এক জায়গায় থাকে না কখনো.."

"কে জানে," শেষ করার আগেই শরীফ বলল। ছেলেটা চুপ করে থাকলে শরীফ একটু উঁচু গলায় বলল, "কে জানে?"

"সা..সাজিদ ভাই জানে।"

"কোথায় থাকে সাজিদ?"

"এই ..এই কাছে," ছেলেটার কষ্ট হচ্ছিল শ্বাস নিতে, "আমাকে ছেড়ে দেন, আমি আর কিছু জানি না.."

"এখন বাসায় আছে?"

কোনোমতে নড করল ছেলেটা।

শরীফ ওকে ছেড়ে দিল।

"অন্ড়ত হেগে মুতে এক কর নি," বলল সে।

কিন্তু শরীফ বুঝতে পারে নি ছেলেটার মাথায় আসলে কি কাজ করছিল।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৪৯

১৪ নভেম্বর, ১৯৭১
সাজিদ রেসিডেন্স, শাহবাগ, ঢাকা, বাংলাদেশ

"কত লোক আছে ভিতরে?" সাজিদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল শরীফ। ওরা একটা দোতালা প-াষ্টার খসে পড়া, রঙ ওঠা ফ্যাকাশে রঙের বিল্ডিংয়ের সামনে দাঁড়ানো। অন্ধকারের মধ্যে বাড়িটা দেখে একেবারে ভূতুড়ে বাড়ির মত মনে হচ্ছিল। দোতালা একটা জানালার পাশ থেকে একটা অল্প পাওয়ারের বাল্ব ঝুলছে।

"শুধু সাজিদ ভাই," জাহাঙ্গীর নামের ওয়েটার ছেলেটা বলল, "ওনার আব্বাকে আর্মিওয়ালা মেরে.." বলতে গিয়ে থেমে গেল সে, "ওনার আব্বা মারা গেছেন। পরিবারের সবাই গ্রামে চলে গেছে। কিন্তু কখনো কখনো দুই একজন বন্ধু এসে থাকে।"

শরীফ কিছু বলল না। একজন লোক থাকার জন্য বাসাটা অনেক বড়।

"তুমি ওকে বলবে আমার কাছে খবর আছে, আমি বেচতে এসেছি।"

জাহাঙ্গীর নড করল। এরপর নক করল জোরে।

মাথার উপর একটা জানালা একটু ফাক হল। শরীফ বিশালদেহী একজনের অবয়ব দেখতে পেল এক মুহূর্তের জন্য। সাথে সাথেই আবার সরে গেল।

"খুলবে?" শরীফ জিজ্ঞেস করল।

জাহাঙ্গীর নড করল।

শরীফ চারপাশে একবার দেখে নিল। পিছনে গুজে রাখা নিজের পিস্ড়লটা একবার স্পর্শ করে যেন নিজের ভরসাটা একটু বাড়িয়ে নিল।

একজন মানুষের নিচে নামার শব্দ শোনা গেল।

এবার লোকটাকে পুরোপুরি দেখতে পেল সে। শরীফের বয়সীই কিন্তু আরো চওড়া কাঁধ এবং মোটা গলা। সাইজেও বেশ বড়। পরনে একটা পাতলা লুঙ্গী এবং গেঞ্জী।

"এইটা কে?" দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

"পাকিস্ড়ানি," বলল জাহাঙ্গীর, "খবর বেঁচতে চায়।"

"এইখানে আনছস ক্যান?" রাগি গলায় বলল সে।

"কাজল ভাইয়ের সাথে দেখা করতে চায়।"

"তুই এরে কাজলের কথা বলছস?" সর— চোখে বলল সাজিদ।

BanglaBook.org

"আরে ভাই, আমার কাছে একটা আর্মি অপারেশনের খবর আছে," শরীফ বলল, "চাই কিনা বল।"

সাজিদ কোনো কথা না বলে দরজা খুলে দিল। বডি চেকও করল না।

"উপরে যা," সাজিদ গেট আটকাতে আটকাতে বলল।

শরীফ নড়ল না। সাজিদ বড় বড় চোখে ওর দিকে একনজর তাকাল।

শরীফ হাঁটতে শুর" করল। উপরে আর কেউ আছে কিনা জানে না সে। যা বলে তাই শুনতে হবে এখন।

তিনজন উপরে উঠে এলো। সামনে একটা র"মের দরজা সামান্য খোলা ভিতরে আলো জ্বলছিল।

যেই শরীফ র"মের ভিতরে পা দিল, জাহাঙ্গীর পিছন থেকে জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে ওকে মাটিতে ফেলে দিল, "ভাই পাকি, ভাই পাকি," চিৎকার করে বলল সে।

শরীফ চেষ্টা করছিল নিজের পিস্ড়ল বের করতে, কিন্তু দেখতে পেল একসাথে অনেকগুলো বন্দুক একেবারে তার মাথা বরাবর তাক করা।

জায়গাটা আসলে ছিল একটা মুক্তিবাহিনি কমান্ড সেন্টার। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল সবাই ড্রয়িংর"মে বসে নিজেদের অস্ত্র পরিষ্কার করছিল ঠিক যখন শরীফ ঢোকে।

সতের বছরের অপুষ্ট হোটেল বয় সে রাতে হাইলি ট্রেইন্ড আই.এস.আই-ক্যাড এজেন্টকে একশ টাকায় বিক্রি করে দিল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অ ধ্যা য় ৫০

১৪ নভেম্বর, ১৯৭১
একটি মুক্তিবাহিনি কমান্ড সেন্টার, শাহবাগ, ঢাকা, বাংলাদেশ

শরীফ তার চারিদিকে একবার তাকাল। সাজিদসহ, জাহাঙ্গীর ছাড়া পাঁচ জন। রুমের ভিতরেই ছিল চারজন। একটা টেবিলের উপর অনেকগুলো স্টেন গান, গ্রেনেড, পিস্তল, চাপাতি, দা রাখা ছিল। তারা সেগুলো পরিষ্কার করছিল। শরীফের দেহ মাটি স্পর্শ করার আগেই সবাই তার দিকে কিছু না কিছু তাক করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শরীফ নিজের পিস্তল বের করার কোনো সুযোগই পেলনা, আর পেলেই বা কি!

একজন লোক এসে ওকে শোয়া অবস্থাতেই চেক করে ওর ছুরি আর পিস্তল নিয়ে নিল। "রাস্তাটা দেখে আয়," সাজিদ বলল। দুজন বের হয়ে গেল।

"শুয়োরটাকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে ঐ রুমে নিয়ে বসা," বলে জাহাঙ্গীরের দিকে প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সাজিদ। "বল তো কাহিনি কি?"

●●●

সাজিদ আর আরো দুইজন ওকে আধা ঘণ্টা ধরে পেটাল। কিন্তু এখনো কোনো রকম ইন্সট্রুমেন্ট ইউজ করেনি। তবে পরের রাউন্ডে কিছু নতুন আকর্ষণ নিয়ে তারা একটু পরেই ফিরে আসছে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে একজনকে রুমের ভিতরে দরজার সামনে পাহারায় বসিয়ে সাজিদ আরেকজনকে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

শরীফের হালকা বমিভাব হল। মাথা খুব ভারী লাগছে। টর্চারের প্রথম ঝড়টা গেছে মুখের উপর দিয়েই। একটা কাঠের চেয়ারে বসানো হয়েছে তাকে। সামনে একটা টেবিল। হাত পিছনে হ্যান্ডকাফ দিয়ে বাধা।

একটা ছোট বর্গাকৃতির জানালাবিহীন ঘরে তাকে রাখা হয়েছে। মনে হল কোনো ধরনের ইন্টারোগেশন রুম।

বা'হাতে একটা ব্যাগ ধরে একটা পাতলা চেহারার ছেলে ঘরে ঢুকল। একটু আগে আরেকজনের সাথে সে-ই গিয়েছিল রাস্তা চেক করতে। শরীফের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে সামান্য হাসল সে। মাথা ভর্তি কালো চুল আর মুখে বেশ কয়েকদিনের জমে থাকা দাড়ি। সে যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে, এবং অবশ্যই সে দেখে, সে সামনে একজন নব্য বেপরোয়া ছেলেকে দেখতে পায়, এবং যেটা তাকে অনেক আত্মবিশ্বাস দেয়। কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়।

BanglaBook.org

চলি- শ মিনিট আগে শরীফ যখন মাটিতে পড়ে গিয়েছিল একেবারে প্রথম কথা যেটা তার মাথায় এসেছে সেটা হল, তাকে কি দিয়ে বাঁধা হবে? কাফ পরানো হবে না দড়ি দিয়ে বাঁধা হবে? তাকে কি কোনো চেয়ারে বেঁধে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে নাকি কোনো একটা স্টোররুমে ফেলে সবাই একসাথে তাকে লাথি ঘুষি মারতে থাকবে যতক্ষণ না তার হার্ট বন্ধ হয়ে যায়?

দেখা গেল এরা ততটা ইনডিসিপি- নড নয় যতটা তাদের বলা হচ্ছে, বা সে ভেবেছিল। তবে এটা এখনই বলা যাচ্ছে না যে এ জিনিসটা তাদের জন্য ভালো হল নাকি খারাপ।

ছেলেটা ওর সামনে এসে টেবিলের কোণায় বসল। একটা হাসির পিছনে নিজের নার্ভাসনেসটা লুকানোর চেষ্টা করলেও পুরোপুরি পারল না। অভিজ্ঞতার অভাব যে কত বড় একটা অভিশাপ এই ছেলেটা সেটা বুঝতে পারবে যেকোনো মুহূর্তে।

ছেলেটা ব্যাগের জিনিসগুলো শরীফের সামনে টেবিলের উপর ফেলল। প- ায়ার্স, স্ক্রু ড্রাইভার, একটা হাতুড়ি। ছেলেটা একবার জিনিসগুলোর দিকে তাকাল, এরপর শরীফের মুখের দিকে।

টুলে বসে পাহারা দিতে থাকা ছেলেটা অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল। যেন এসব অমানবিক দৃশ্য দেখার কোনো ইচ্ছেই তার নেই।

ছেলেটা এরপর ওর পকেট থেকে শরীফের কমব্যাট নাইফটার মত দেখতে আরেকটা ছুরি বের করল।

শরীফ হাসল। ছেলেটাও হাসল।

"আমি দুঃখিত, আমাদের কালেকশন আসলে আপনাদের ওতটা উন্নত নয়," নির্ভুল ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে ইংরেজীতে বলল সে। তারপর ছুরিটার মাথাটা শরীফের কানের লতির সাথে লাগাল।

ঠিক এটার জন্যই হয়তো শরীফ অপেক্ষা করেছিল। নিজের মুক্ত ডান হাত দিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই সে ছেলেটার ডানহাতটা নিচের দিকে ঘড়ির কাটার দিকে মুচড়িয়ে দিল, যাতে ছুরি ধরা হাতটা ওর মুখের থেকে দূরে যায়। একই সাথে উঠে দাঁড়িয়ে সে বা হাত দিয়ে চিমটি দেবার মত করে ছুরিটার বে- ড ধরে সেটা বের করে নিয়ে আসলো হতবিহ্বল ছেলেটার লুজ গ্রিপ থেকে। ছেলেটা ব্যালান্স হারিয়ে জোরে চিৎকার করে উঠল। পুরো ঘটনাটা ঘটল দুসেকেন্ডেরও কম সময়ে।

পিছনে বসা লোকটার এক মুহূর্ত লাগল বুঝতে কি হয়েছে। কিন্তু সেই এক মুহূর্তই এখানে অনেক দেরি। সে কেবল দেখতে পেল একটা বিশাল ছুরি তার দিকে উড়ে আসছে। ছুরিটা এসে বিঁধল ঠিক তার বুকের একেবারে মাঝামাঝি। শরীফ নিরিখ করে ছিল গলার দিকে, কিন্তু তাও বা হাত গিয়ে এক মুহূর্তের এইমের শটে এর চেয়ে ভালো আর কি রেজাল্ট আশা করা যেতে

BanglaBook.org

পারে। আত্মচিৎকার করে মেঝেতে একেবার দরজার সামনে পড়ে গিয়ে কাশতে থাকল ছেলেটা।

শরীফ নিজের বা হাত দিয়ে টেবিলের উপরে পড়ে থাকা স্ক্রু ড্রাইভারটা তুলে, একেবারে সাথে সাথেই সেটা সোজা ঢুকিয়ে দিল ছেলেটার কানের মধ্যে। ছেলেটা চেষ্টা করছিল ওর পায়ের উপর একটা লাথি মারতে।

কানের পর্দা ছিড়ে স্ক্রু ড্রাইভারটা ভিতরে ঢুকে যাবার শব্দটা ছিল মারাত্মক, আর যে লোক এই দোযগের মধ্যে দিয়ে গেল তার চিৎকারটাও।

খোদার নাম নিয়ে এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট না করে সে ছেলেটার পিছনে হাত দিল। যাক আছে তাহলে একটা কিছু। ভাবল সে, রিভলবারটা বের করে আনতে আনতে।

ইতোমধ্যেই রুমের বাইরে থেকে চিৎকার চেচামচি শুনতে পেল সে। বাইরে থেকে লোকজন ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করছিল কিন্তু মেঝেতে পড়ে থাকা ছেলেটার বডিতে বেঁধে দরজা খোলা যাচ্ছিল না।

জোরে ঠেলা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল একজন। পুরো রুমটা স্ক্যান করতে পারার আগেই একটা গুলি সোজা ঢুকে গেল তার বা চোখে। *Three gone, one to go, one to stay alive.*

শরীফ এক সেকেন্ডের মধ্যে রিভালবরের গুলি চেক করে নিল। তিনটা আছে। পুরো ছয়টা ছিল না। যাক তিনটেতেই কাজ হবে, হতে হবে।

শরীফ ছেলেটাকে তখনো ধরে ছিল। গার্ডটা আর কাশছে না। কানের ভিতর থেকে স্ক্রু ড্রাইভারটা টেনে বের করল ও। একট অদ্ভুত গন্ধ পেল নাকে। সাথে বেশ খানিকটা রক্ত বের হল।

বাইরে থেকে সাজিদের চিৎকার শোনা গেল। তার বন্ধুদের নাম ধরে ডাকছিল সে। যখনই সে বুঝে যাবে ঘরে ও ছাড়া জীবিত আর কেউ নেই সাথে সাথে ও আর জীবিত আরেকজন গুলি করে সারা ঘর ঝাঝরা করে দেবে।

শরীফ বাল্বে একটা গুলি করল।

"আমার কাছে হোস্টেজ আছে," ঘরের সবচেয়ে অন্ধকার কোণায় সরে যেতে যেতে বলল সে।

হলওয়ে থেকে সামান্যই আলো আসছিল ঘরে। সাজিদের বাইরে থেকে বোঝার কোনো উপায় ছিল না ভিতরে ওর বন্ধুদের কেউ জীবিত আছে কিনা।

শরীফ ডেডবডিটা দেয়ালের সাথে ভর দিয়ে ফেলে রেখে কোনো রকম শব্দ না করে ঘরের অন্যপাশের দেয়াল অর্থাৎ দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

বাইরে থেকে কোনো রকম শব্দ এলো না। কেউ বলল না হোস্টেজ আছে তার প্রমাণ দিতে। শরীফ ভাবল এদের এত কম ট্রেনিং না থাকলে আজকে একরাতের মধ্যে এদের হাতে যে ওকে কতবার মরতে হত। কেবল সাহসের বলেই যুদ্ধ করে যাচ্ছে এরা।

BanglaBook.org

সাজিদ নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। ওর কোনো ধারণাই ছিল না ভিতরে কি হয়েছে। ভিতরে কোনো আলো নেই আর সে দরজার কাছেও যেতে পারছে না। অলরেডি একজনের পা দেখা যাচ্ছে। একজন নিরস্ত্র বাঁধা লোক কি করে সেকেন্ডের মধ্যে তিনজন লোককে মেরে ফেলতে পারে? কিন্তু এখন সেটা ভাবার সময় নেই। আবার বলছে নাকি হোস্টেজ আছে। থাকতে তো হবেই। নাহলে বাঁচবে কি করে। যেটাই হোক এখানে দাঁড়িয়ে থেকে তো লাভ নেই। ভিতরে তো যেতেই হবে।

সাজিদ ওর পাশে দাঁড়ানো উনিশ বছরের ছেলেটাকে ইশারা করল। সে ঘরের ডান দিক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। ওর এক স্টেপ পিছনে বাম দিক থেকে ঢুকল সাজিদ। দুজনের হাতেই স্টেন গান।

উনিশ বছরের ছেলেটা মুক্তিবাহিনিতে ঢুকেছে মাত্র তিন দিন আগে। জীবনে কোনোদিন সামনা সামনি যুদ্ধ দেখে নি। ঘরের ভিতর কে তার প্রতিপক্ষ তার সম্পর্কে সে কিছু না জানলেও এতটুকু সে জানে যে হাত বাধা অবস্থায় এই লোক মারুফ ভাইকে (টর্চার করতে এসেছিল যে) মেরে ফেলেছে অথবা আটকে ফেলেছে সে সহজ কোনো লোক নয়। সে ঘরে ঢুকল ড্রামের মত ধুক ধুক করতে থাকা হার্ট, ঘর্মাক্ত হাত এবং মনের ভিতর অজানা সুতীব্র আতংক নিয়ে।

রুমের অন্য পাশে একটা আবছা অবয়ব দেখেই সে ট্রিগার টেনে দিল। সাজিদ যে ছেলেটার এক স্টেপ পরই ঢুকেছে রুমে মনে মনে হয়তো একটা ডিস্ট্রাকশন আশা করছিল কিন্তু ছেলেটাকে গুলি করতে দেখে সেও নিজের অজান্তে তার মৃত বন্ধুর দিকেই গুলি চালাতে উদ্যত হল।

ঠিক যা শরীফ চেয়েছিল। সাজিদ গুলি না করলেও তার সমস্ত অ্যাটেনশন ওই সময়ের জন্য ওদিকেই ছিল। শরীফ ঠিক একটা বিড়ালের মত তীব্র ক্ষিপ্রতায় এবং নিঃশব্দে দরজার পাশ থেকে এসে সাজিদের গলা পেচিয়ে ধরল এবং অন্য হাতে ধরে থাকা রিভালবর দিয়ে গুলি করে দিল পাশে দাঁড়িয়ে গুলি করতে থাকা ছেলেটার মাথায়।

সাজিদ চিৎকার করে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু শরীফের হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে পারল না। বন্দুকটা সাজিদের গলার সামনে ধরল শরীফ।

"ফেলো," শরীফ বলল।

সাজিদ নড়ল না। শরীফ এবারে সদ্য গুলি করা রিভালবরের গরম নলটা ওর উন্মুক্ত গলার সাথে চেপে ধরল।

"আহ," সাজিদ ছেড়ে দিল ওর সাথে ধরে থাকা বন্দুকটা।

"চেয়ারে গিয়ে বস," শরীফ বলল।

সাজিদ কথা মত কাজ করল।

শরীফের বা হাত থেকে হ্যান্ডকাফটা তখনো ঝুলছিল। হ্যান্ডকাফের চাবিটা যে গার্ডের কাছে দেয়া হয়েছিল সেটা ও দেখেছিল। গার্ডের শার্টের

BanglaBook.org

পকেট থেকে সেটা বের করল ও। রিভালভরের নল সাজিদের দিকেই থাকল সর্বক্ষণ। চাবিটা নিয়ে ও সাজিদকে দিয়েই কাফটা খোলাল।

"পরো এটা," শরীফ বলল।

সাজিদ ওর হাত পিছন দিকে নিতে যাচ্ছিল।

"সামনে," বলে উঠল শরীফ, "টেবিলের পায়ার সাথে। ডানেরটা।"

সে টেবিলটা সামান্য সরিয়ে দিল।

সাজিদ হ্যান্ডক্যাফ পরে ফেললে, শরীফ সোজা হেঁটে চলে গেল গার্ডটার কাছে। তার বুকের মধ্যে থেকে ছুরিটা বের করে ঐ লোকের শার্টেই মুছে নিল।

"প্রোপার টেনিং অনেক জরুরি," শরীফ এগিয়ে আসতে আসতে বলল, "যদি তোমার প্রোপার ট্রেনিং থাকত তবে তুমি জানতে কখনোই পিছনে হ্যান্ডকাফ পরাতে হয় না। সামনে পরাতে হয় যাতে তুমি দেখতে পারো তোমার কয়েদী কোনো পিন ইউজ করে হ্যান্ডকাফ খুলে ফেলছে কিনা, অথবা আমার ক্ষেত্রে," শরীফ রিভালবরটা প্যান্টের পিছনে আটকে রেখে ছুরিটা বা হাতে নিল, "কয়েদি নিজের বুড়ো আঙ্গুল ডিসলোকেট করতে পারে কিনা," সে সাজিদকে নিজের ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা ডিসলোকেট করে দেখালো, "ছোট্ট একটা ম্যাজিক ট্রিক, ছোট বেলা থেকেই হুডিনির ফ্যান ছিলাম। আজকে কাজে এসে গেল," হাসল সে।

সাজিদ একবার চারিদকে তাকাল। অনেকগুলো ডেডবডি, এইটুকু জায়গায়। তার বন্ধুদের ডেডবডি, এক ঘণ্টা আগেও যাদের সাথে রাতের খাবার খেয়েছে। যাক, সে নিজেও মরতে যাচ্ছে, শুধু সমস্যা হল ওদের মত এতো সহজে মরবে না সে।

একটু আগে শরীফকে টর্চার করতে আসা মারুফ নামের ছেলেটা যেখানে বসেছিল ঠিক সে জায়গাটায় বসল শরীফ।

"কে মেরেছে ফয়সাল জামিলকে?" শরীফ জিজ্ঞেস করল।

সাজিদ খুব খারাপ পজিসনে বসে ছিল। হাত সামনের দিকে বাধা থাকার কারণে সে হেলান দিতে পারছিল না। ওর মাজা ব্যথা করছিল।

"আমি জানি না," দৃঢ় গলায় উত্তর দিল সাজিদ।

"আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি," শরীফ বলল, "কিন্তু সমস্যা হল এতে আমার কোনো লাভ হচ্ছে না, আর তুমি তো এখন বলতে গেলে লাভ লোকসানের উর্ধ্বে। আমি এখন কি করব জানো? আমি এখন তোমার একটা একটা করে আঙ্গুল নেব, আর সেগুলোর নখের নিচ থেকে আমার এই ছুরিটা ভিতরে ঢুকিয়ে দেব আর খুব আস্তে আস্তে একটা একটা করে পোচ দিতে দিতে একেবারে আঙ্গুলের গোড়া পর্যন্ত যাব, যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি কোনো কাজের কথা আমাকে বলতে পারো," শরীফ ছুরিটা নিয়ে সাজিদের চোখের সামনে আড়াআড়ি বাতাসে পোচ দিয়ে দেখাল, "তুমি চাইলে চিৎকার করতে

BanglaBook.org

পারো, তোমার বাসা যেখানে সেখানে তো গুলি চালালেও কেউ শুনতে পায় না। দেখো চেঁচিয়ে কতদূর পর্যন্ড় শব্দ নিতে পারো।”

রুমটা অন্ধকার হলেও ওরা একে অপরের চেহারা দেখতে পাচ্ছিল আবছা আবছা। সাজিদ অনেক চেষ্টা করল কোনো রকম এক্সপ্রেশন না দেখাতে, কিন্তু শরীফ খুব ভালো করেই বুঝতে পারছিল তার মনের অবস্থা।

শরীফ একটু নিচু হয়ে সাজিদের কেনো আঙ্গুলটা একটু উপরে তুলল। সাজিদ বুঝতে পারল না ওর বাধা দেয়া উচিৎ কিনা।

শরীফ সাজিদের দিকে একবার তাকাল।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আঙ্গুলটা ফেঁড়ে ফেলতে শুরু করল সে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৫১

১৫ নভেম্বর, ১৯৭১
কাকরাইল, ঢাকা, বাংলাদেশ

শাহবাগের মরা বাড়িটা ছেড়ে শরীফ যখন কাকরাইলের দিকে এগুতে শুরু করেছে তখন প্রায় রাত দুটো। সাজিদকে ভাঙ্গতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেছে। চারটা আঙ্গুল। চার চারটা আঙ্গুল। আর কাজটা মোটেই সহজ ছিলনা। সাজিদের জন্য তো নয়ই, এমনকি ওর নিজের জন্যও না। ছুরির প্রতিটি মোচড়, প্রতিটা চিৎকার, ফিনকি দিয়ে বের হতে থাকা রক্ত... এগুলো করা কিন্তু সহজ কিছু নয়। শরীফ কোনো স্যাডিস্ট নয়, এসব সে মোটেই উপভোগ করে না। সাজিদের সাথে যখন সে কথা বলছিল তখন অবশ্য এসব কিছু তাকে বুঝতে দেওয়া হয় নি। তুমি যদি টর্চার করার সময় নিজের দুর্বলতাটাই ঢাকতে না পারলে তাহলে এত ট্রেনিং হাকিয়ে লাভটা কি হল।

ওর সব সময় পছন্দ স্ট্র্যাটেজিক্যালি কাজ করা। ক্রিটিকাল ইন্টারোগেশন গুলো ওর কাছে মনে হত একটা জটিল খেলার মত, জটিল কিন্তু কাজ হলে একেবারে জ্যাকপট।

যাই হোক সেসব করার কোনো উপায়, রিসোর্স কিংবা সময় কোনোটাই এখন ওর হাতে নেই। না আছে কোনো ফাইল বা হিস্ট্রি, অথবা লোভ দেবার জন্য তেমন কিছু সে অফারও করতে পারবে না। মুখে বলার সময় হয়তো বলতে পারবে, কিন্তু কোনো কাগজপত্র তো দেখাতে পারবে না। আর তাছাড়া এই বাঙালিদের মানসিকতা এখন এমন হয়েছে যে এরা এখন কোনো কিচ্ছুরই পরোয়া করছে না। এই সাজিদের কথাই ধরা যাক। সে খুব ভালো করেই জানত সে মারা যাচ্ছে। কিন্তু একবারের জন্যও সে নিজের প্রাণ ভিক্ষা চায়নি। প্রথম দিকে ভুল ইনফর্মেশন দিয়ে শরীফকে বোকা বানানোর চেষ্টাও সে করেছে। কিন্তু বেচারার ভাগ্যটাই খারাপ। তার কাছে ইনফোর্মেশনই এত কম ছিল যে সে সুবিধা করতে পারে নি। সে তো এটাও জানত না যে ফয়সাল কে ছিল। যতক্ষণ পেরেছে পাগলের মত চেঁচিয়েছে। জ্ঞান হারিয়েছে বেশ কয়েকবার। শেষের দিকে একেবারে ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিল। কি বলছিল না বলছিল কোনো আগা মাথা ছিল না। তখনই শরীফ একের পর প্রশ্ন করে ওর ঠিক যা দরকার তাই পেয়ে যায়। ক্যাপ্টেন শফিক নামে কোনো এক মুক্তিসেনার ভাগ্নী কাজ করছিল খুব গোপন আর গুরুত্বপূর্ণ একটা মিশনে।

BanglaBook.org

কিন্তু সে কোনো একটা গড়বড় করে ফেললে তাকে বের করে দেয়া হয়। আর সেই ভাগ্নী থাকে কাকরাইলে, তার ফ্যামিলির সাথে।

শরীফের যখন মনে হল একটু পরে ওকে একটা মেয়েকে ঠিক এইভাবেই টর্চার করতে হবে, ওর শরীর গুলিয়ে এলো।

সারা এরিয়ায় কোথাও ইলেকট্রিসিটি ছিল না। একটা ছোট্ট দুই ব্যাটারির টর্চ লাইট দিয়ে একটা অজানা অচেনা দেশে, একজন মৃতপ্রায় মানুষের দেয়া অর্ধেক ঠিকানা নিয়ে সে বাড়িটা খুঁজে বের করল।

একটা মুদি দোকানের পাশেই একটা একতলা বিল্ডিং। দোকানটা ঐ ভাগ্নীর বাবা, মানে ক্যাপ্টেন শফিকের দুলাভাইয়েরই। দোকান আর বিল্ডিংয়ের মাঝখানের সরু গলিটা দিয়ে বাড়ির পিছন দিকে চলে গেল শরীফ।

আগের থেকেও আরো সতর্কভাবে হাঁটতে থাকল সে। অ্যাড্রেস তো ভুল হতেই পারে, আর তাছাড়া আগেরবারের মত ফাঁদে পড়াও অসম্ভব নয়।

বাসার সমস্ড় দরজা জানালা বন্ধ। অন্যান্য অনেক বাসার মতই রান্নাঘরটা বাসার বাইরে গোলপাতা দিয়ে কোনো মতে দাঁড় করানো, আর সাথে বাড়ির ভিতরের সাথে একটা হালকা কাঠের কানেক্টং দরজা।

এখান দিয়ে ঢুকতে হবে।

শরীফ পকেট থেকে একটা তার বের করল। যেমনটা কায়েস ব্যবহার করেছিল ওয়াদুদের বাড়িতে ঢোকার সময়। এরপর খুব সাবধানে, একেবারে নিঃশব্দে একইভাবে দরজার অন্যপাশে লাগানো ছিটকিনিটা খুলে ফেলল।

কোনো শব্দ না করে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে। দুপাশে মোট তিনটা ঘর। ওর হাতের ডান দিকে একটা বা দিকে দুটো। বা দিকের একটা ঘর থেকে আবছা মোমবাতির আলো আসতে দেখল ও। অন্য ঘরগুলোর দরজা বন্ধ।

শরীফ পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে উকি দিল ঘরের ভিতর। ভিতরে একটা অল্প বয়স্ক মেয়েকে সে দেখল মোমের আলোতে মুখ গুজে একটা ঢাউস সাইজের বই পড়ছে। না চাওয়া সত্ত্বেও তাকে দেখতে হল কিভাবে অপ্সরীর মত দেখতে মেয়েটার গালে মোমের হলুদ আলো খেলা করছে। ঠিক তখনই শরীফের আবার মনে পড়ে গেল তাকে একটু পরে কি করতে হবে। সাথে সাথে সে এটাও বুঝে গেল কোনোভাবেই এই মেয়েকে টর্চার করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। শরীফ অন্য একটা প-্যান তৈরি করতে শুরু করে দিল একেবারে সাথে সাথেই।

ঘরের ভিতর, দরজার ডান দিকে একটা সিঙ্গেল বেড। অন্য পাশে একটা স্টাডি টেবিল, একটা বড় সাইজের বুক সেলফ আর দুটো চেয়ার। বিছানার সাথে আরেকটা ছোট টেবিল লাগানো। মেয়েটা বিছানায় বসে সেই টেবিলের উপর বইটা রেখে পড়ছে। দুই হাতই টেবিলের উপর। বইয়ের পাশেই মোটা মোমবাতিটা। শরীফ দরজার পাশ থেকে কেবল মেয়েটার বাম দিকটা দেখতে পাচ্ছিল।

BanglaBook.org

হঠাৎ করেই মেয়েটা তার বা হাতের উপর মাথাটা হেলান দিলো, শরীফের দিকে পিঠ দিয়ে। শরীফ ঝড়ের বেগে ঘরের ভিতর ঢুকে পিছন থেকে ডান হাত দিয়ে মেয়েটার মুখ চেপে ধরল, বা হাত দিয়ে একটা পিস্তল চেপে ধরল মেয়েটার মাথার সাথে। আচমকা আক্রমণে মেহজাবিন বেশ জোরে কেঁপে উঠলেও শরীফ ওকে বেশ শক্ত করে ধরে রাখল, যাতে চিৎকার না করে ওঠে।

"একটা শব্দও না," শরীফ ফিসফিস করে বলল। মেহজাবিনের মুখ না দেখতে পেলেও ওর গলা থেকে বের হওয়া অস্ফুট শব্দ শুনতে পাচ্ছিল সে। শরীফ দেখল মেহজাবিন তার ডান হাত দিয়ে মোমবাতিটা ধরার চেষ্টা করছে।

"খবর্দার, চিন্তাও করো না," শরীফ আবার বলল, "আমি কিন্তু সবাইকে মেরে ফেলব।"

মেহজাবিন চিৎকার করে উঠলেই ঝামেলা। বাসার অন্য লোকেরা এক সাথে বের হয়ে গেলে সামলানো কঠিন হবে। তাছাড়া তাদেরকে গুলিও করা যাবেনা। এদেরকে দরকার হবে।

"ওঠো," উর্দুতেই কথা বলছিল শরীফ।

মেহজাবিন উঠে দাঁড়ালে ওকে ধরে স্টাডি টেবিলের পাশের একটা চেয়ারে নিয়ে বসালো সে। তখনো মুখ চেপে ধরে আছে। পিস্তল ধরা হাতটা দিয়ে নিজের পকেট থেকে ওর রুমালটা বের করে। মেহজাবিন কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুহূর্তের ভিতর সেটা ওর মুখের ভিতর গুঁজে দিল শরীফ।

মেহজাবিনের পরনে ছিল একটা কোয়ার্টার স্লিভ কালো আর লাল সালোয়ার কামিজ। গলার উপর একটা কালো ওড়না। ওড়নাটা দিয়ে মেহজাবিনের দুই হাত একসাথে বেঁধে ফেলল সে চেয়ারের ডান হাতলটার সাথে।

"তুমি যদি কোনো রকম ঝামেলা কর আমি তোমার ফ্যামিলির সবাইকে মেরে ফেলব, আর তাদের মৃত্যু মোটেই সহজ হবে না," শরীফ বলল।

মেহজাবিন সোজা তাকিয়ে ছিল শরীফের চোখের দিকে। মেয়েটার চকচকে কালো চোখের তেজস্বীতা আর তীক্ষ্ণতা শরীফের চোখ ধাধিয়ে দিল। তবে চোখ সরিয়ে নিল না সে। মেয়েটার চোখে জমে থাকা ঘৃণা আর ক্রোধ খুব ভালো ভাবেই সে অনুভব করতে পারছিল। হঠাৎ করেই শরীফের মনে হল এই মেয়ে যেকোনো কিছু সহ্য করতে পারবে।

লম্বা ব্যারেলের পিস্তলটা ডান হাতে নিয়ে শরীফ মেহজাবিনের ঘরের ঠিক অপোজিটের দরজাটা নক করল।

"কে? রনি?" মেহজাবিনের বাবার চিন্তিত দয়ালু কণ্ঠ শোনা গেল। শরীফ কোনো উত্তর না দিয়ে আবার নক করল। "দাঁড়া, দাঁড়া আসছি।"

পিছনের ঘর থেকে আসা মোমের আলোয় শরীফ দেখল ষাটোর্ধ একজন নিরীহ চেহারার লোক দরজা খুলে ঘুম ঘুম চোখে বের হয়ে এসেছে। "কি.." শরীফকে দেখে এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল সে। তখনই তাকে ধরে টেনে নিয়ে মেহজাবিনের ঘরে নিয়ে এলো শরীফ।

চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় নিজের মেয়েকে দেখে চিৎকার করতে গিয়েও থেমে গেল সে। শরীফ তার চোখ আর হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিল চিৎকার করলে বাঁচবে না তার মেয়ে।

"কি হয়েছে?" এবার অন্য ঘর থেকে একজন মহিলার কণ্ঠ শোনা গেল, "রনি? জাবিন?" বোঝা যাচ্ছিল মহিলা বিছানা ছেড়ে উঠে আসছে।

"ভিতরেই থাকেন," নিজের পিস্তলসহ মূর্তি মহিলাকে দেখিয়ে বলল শরীফ।

নিজের সর্বশক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মহিলা। কিন্তু ঘর থেকে বের হল না।

"মা.."

চিৎকারের প্রায় সাথে সাথেই তৃতীয় ঘর থেকে একজন কিশোর ছেলের গলা শোনা গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে দরজা খুলে সেও কমন স্পেসে বেরিয়ে এলো।

শরীফ ছেলেটার ঘাড় ধরে তাকে তার মায়ের সাথে তার মা বাবার বেডরুমে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা আটকে দিল। ভিতরে আটকা পড়া দুইজন এক নাগাড়ে চিৎকার করতে লাগল, আর সাথে দরজা ধাক্কাতে শুরু করল।

শরীফ ভালো করেই জানত চিৎকার শুনে কেউ সাহায্য করতে আসবে না। কিন্তু এমন চিৎকার চেঁচামেচি চলতে থাকলে ওর কাজ করতে সমস্যা হবে।

"তোমরা আর একটা শব্দ বের করলে তোমাদের মেয়েকে আমি মেরে ফেলব," শরীফের কথা গুলো ম্যাজিকের মত কাজ দিল। মুহূর্তেই ঠান্ডা হয়ে গেল পুরো বাড়ি।

মেহজাবিনের বাবা তখনো ঘরের মধ্যে বোকার মত দাঁড়িয়ে ছিল। শরীফ তাকে ঘরের অন্য চেয়ারটাতে বসাল। মেহজাবিনের সামনা সামনি করে। তারপর একটান দিয়ে বিছানার চাদরটা টেনে নামিয়ে এনে সেটা দিয়ে লোকটার শরীরের ডানদিকটা চেয়ারের সাথে বেঁধে দিল। বা'হাতটা ছাড়াই থাকল।

এরপর সে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল মেহজাবিনের দিকে। ওর মুখ থেকে রুমালটা সরাল।

"জায়েদি," আস্তে করে বলল সে, "আমি জায়েদিকে চাই।"

মেহজাবিন মুখ শক্ত করে বসে থাকল। কিছু বলল না।

শরীফ পকেট থেকে একটা বড় ছুরি বের করল।

"এই ছুরিটা দেখছ?" ছুরিটা মেহজাবিনের মুখের সামনে নাচালো সে, "এটা দিয়ে কিছুক্ষণ আগেই আমি দুজন লোককে মেরেছি। ছুরিটা আমারও না। যার ছুরি তুমি তাকে চিনতে পারো। সাজিদ।"

মেহজাবিন কিছু না বলে কেবল ঘেন্না ভরা চোখে তাকিয়ে রইল।

"সে-ই তোমার ঠিকানাটা দিল। ভদ্রলোক যেহেতু নিজের সম্মান রক্ষা করার জন্য বেঁচে নেই, তো তার পক্ষ থেকে আমাকেই বলতে হচ্ছে, তোমার

BanglaBook.org

অ্যাড্রেস দেবার আগে সে চারটে আঙ্গুল হারিয়েছে। অনেক কষ্ট পেয়ে মরেছে। সাহসী লোক ছিল। সে হয়তো নিজেও জানে না সে তোমার ঠিকানা দিয়ে ফেলেছে। শেষ দিকে একেবারে বেহুশের মত হয়ে গিয়েছিল," শরীফ মেহজাবিনের বৃদ্ধ বাবার দিকে তাকাল, "এখন আমি ঠিক সেটাই করব তোমার বাবার সাথে। ছুরিটা নখের ভিতর থেকে ঢুকিয়ে সোজা নিচ পর্যন্ড় নিয়ে যাব। উনি বুড়ো মানুষ আল-াহই জানে কতক্ষণ টিকবে। তবে দেখলাম তো, আরো দুজন আছে রিজার্ভে।" থামল শরীফ।

"তোর লজ্জা করে না?" প্রথমবারের মত বলল মেহজাবিন।

"নাহ, নিজের দেশের জন্য তো কত কিছুই তো করতে হয়। আর লজ্জা শরমের মাথা অনেক আগেই খেয়েছি," শরীফ নির্লিপ্ত ভাবে বলল। তারপর এগিয়ে গেল মেহজাবিনের বাবার দিকে।

"সরি," হঠাৎ করে ডুকরে কেঁদে উঠল সে, শরীফ ঘুরে তাকাল, "সরি, বাবা, আমি সরি। আমাকে মাফ করে দাও।" কাঁদতে কাঁদতে বলল সে। এটার জন্য মেহজাবিন প্রস্ডুত ছিল না। নিজের উপর হওয়া অত্যাচার সহ্য করা যায়। কিন্তু..।

বুড়ো লোকটার চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়ালো শরীফ। তারপর হাতের রুমালটা ভরে দিল লোকটার মুখের ভিতর। অনেক চিৎকার চেঁচামেচি হবে। ভাবল সে। লোকটার চোখের দিকে তাকাল সে। সেখানে আতংক।

শরীফ লোকটার বা' হাতটা উঠিয়ে নিল। এরপর ছুরির ডগাটা ঢুকিয়ে দিল নখের ভিতর। তারপর থেমে গেল। গুঙ্গিয়ে উঠল লোকটা। মেহজাবিন এত জোরে কেঁদে উঠল যে মনে হল গলা দিয়ে রক্ত বের হয়ে যাবে। ওর চিৎকার শুনে অন্য ঘর থেকে তার মা আর ভাই চিৎকার করে উঠল।

শরীফ ছুরিটা বের করে মেহজাবিনের দিকে তাকাল।

"আমি পারব না বাবা...আমাকে মাফ কর বাবাআআ.."

বাল।

শরীফ আবার একই যায়গায় ছুরি ঢুকিয়ে আরো কিছু দূর গেল। ব্যথা সহ্য করতে না পেরে লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেল।

"ইনি দেখি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এতো সেকেন্ড আঙ্গুল পর্যন্ড় টিকবে বলে মনে হয় না। তোমার ভাই টিকতে পারে। দেখি কি হয়।" শরীফ বলল।

মেহজাবিন কাঁদতে থাকল।

লোকটা মুখে ঠাস করে একটা চড় মেরে তাকে জাগালো শরীফ। অসহায় লোকটা একটু কেঁপে জেগে উঠল।

"আগেরটা থেকেই শুরু করব না ফ্রেশ আরেকটা ধরব? কি বল?" শরীফ মেহজাবিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "এখানে তো অর্ধেকের বেশি বাকি থেকে গেল।"

তৃতীয় বারের মত আঙ্গুটার ভিতর ছুরি ঢোকালো শরীফ।

কিন্তু মেহজাবিন কিছুই বলল না। সে কাঁদল, চিৎকার করল, গালি দিল কিন্তু কিছুই বলল না।

BanglaBook.org

তার বাবা দুবার বমি করল। পাঁচবার জ্ঞান হারাল এবং অবশেষে কাপড় ভিজিয়ে ফেলল। শরীফের মনে হল সে নিজের আত্মাকে আজ এখানে এই ছোট্ট বাড়িটায় হত্যা করে যাচ্ছে। আর মনে হয় না জীবনে কোনো দিন এই চিৎকার গুলো থেকে মুক্তি পাবে সে।

অবশেষে শরীফ যখন লোকটার বা হাতের শেষ আঙ্গুলটায় ছুরি ঢোকাতে যাবে তখন মেহজাবিন কথা বলল।

"ওকে...ওকে," বলল সে, "বলছি...বলছি।"

শরীফ ছুরিটা সরিয়ে মেহজাবিনের দিকে এগিয়ে এল। "কোথায়? জায়েদি কোথায়?"

মেহজাবিন নিজের চিবুক একেবারে বুকের সাথে মিশিয়ে মাথা নিচু করে কাঁদতে লাগল।

"তাকাও আমার দিকে," শরীফ চেঁচিয়ে বলল, "কোথায় জায়েদি?"

মেহজাবিন মুখ না সরিয়ে ওই অবস্থায়ই কিছু বলল বিড়বিড় করে। ঠিকভাবে শুনতে পেল না শরীফ।

শরীফ ছুরির মাথাটা ওর চিবুকের নিচে দিয়ে সেটা দিয়ে ওর মাথাটা তুলে ধরল। "কোথায়?"

এক মুহূর্তের জন্য মেহজাবিনের সাথে ওর চোখ মিলল। একটা অদ্ভুত উজ্জ্বলতা দেখতে পেল সে মেহজাবিনের চোখে। যেন কোনো অসম্ভব অবস্থা থেকে বেঁচে যাওয়ার রাস্তা পেয়ে গেছে সে।

কি হতে যাচ্ছে সেটা বুঝতে এক মুহূর্ত দেরি করে ফেলল শরীফ, যেটা অনেক আগেই তার মাথায় রাখা উচিৎ ছিল। আর এই এক মুহূর্তই ছিল মেহজাবিনের জন্য যথেষ্ট।

মেহজাবিন নিজের শরীরের সমস্ত ভর দিয়ে নিজের গলা সোজা ঢুকিয়ে দিল শরীফের হাতে ধরে থাকা ছুরিটার উপর। তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরি মাখনের মত ওর গলাটা চিরে ফেলল। রক্ত ছিটিয়ে পড়ল চারিদিকে। একটা অদ্ভুত শব্দ হল যেটা শরীফের কানে থেকে যাবে সারাটা জীবন। হয়তো শব্দটা ছিল হাসির। শরীফের পরাজয়ের উপর মেহজাবিনের মৃত্যুঞ্জয়ী হাসি।

"নো...নো..নো...নো..." এবার চিৎকার করে উঠল শরীফ। একেবারে সাথে সাথেই ও ছুরিটা বের করে আনল। পাগলের মত হাত দিয়ে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করল সে। কিন্তু কোন কাজ হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা গেল মেহজাবিন।

মুখের ভিতর রুমাল নিয়ে অসহায়ভাবে মেয়ের রক্তাক্ত মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে রইলেন মেহজাবিনের বাবা। হয়তো বোঝার চেষ্টা করছিলেন এটা কোনো দুঃস্বপ্ন কিনা।

ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট শরীফ আসলাম অসহায় ভাবে পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৫২

১৫ নভেম্বর, ১৯৭১
ঢাকা, বাংলাদেশ

ক্যারাম বোর্ডের স্ট্রাইকের মত আসরাফকে আজকে ঢাকার এমাথা ও মাথা করতে হচ্ছে। প্রথমে সে গিয়েছিল তার নিজের বাড়িতে, ঠিক দুই সপ্তাহ পরে। প্রতিবারই যখন ঘরে ঢোকে মনে হয় হয়তো এটাই শেষবার, কিংবা হয়তো সে আশা করে এটাই যেন শেষবার হয়। ইট পাথরের এই দালানটা আসলে একসময় বাড়ি ছিল। এখন আর নেই। এখন কেবলই...ইট পাথরের দালান। দালানটা বাড়ি ছিল যখন এখানে ছিল তার মা, বাবা, ভাই আর ভাবী। বলতে গেলে পারফেক্ট একটা ফ্যামিলি ছিল, আটাশ মার্চের আগ পর্যন্ত। যখন বাড়ির ভিতরের সবাইকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে গুলি করে মারা হয়। ওহ..সবাইকে নয়। একজনকে ছাড়া। একজন..যার জন্য বাইরের থেকে ঘরের ভেতরটাই বেশি আনন্দদায়ক মনে হয়েছিল তাদের কাছে।

আশরাফ ছিল না সেদিন বাড়িতে।

লাকি আশরাফ।

ও ছিল চিটাগঙ্গে। চিটাগং ক্যান্টনমেন্টে। মেজর জিয়াউর রহমান যখন লে. কর্নেল জানজুয়াকে অ্যারেস্ট করে তখন ঠিক সেখানেই ছিল সে।

আর চিন্তা করতে পারল না সে। চোখ বন্ধ করে ফেলল। কেন যে বারবার এখানে আসে, কি খুঁজে ফেরে ও নিজেই জানে না। হয়তো ভাবে হঠাৎ করে একদিন গিয়ে দেখবে সব আবার আগের মত হয়ে গেছে।

প্রতিবারই ও বাড়িতে ঢুকে ড্রয়িং রুমের সোফাটায় বসে থাকে। আসার সময় কাউকে সাথেও আনে না। একাই আসে। কোনো জিনিস স্পর্শ করে না। পা টিপে টিপে ঢুকে সোফাটার উপর স্থির হয়ে বসে এক দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে। কয়েক সেকেন্ড বসে থাকার পর সে নিঃশ্বাস নেয়া বন্ধ করে দেয়, যেন শূন্য ঘরের বাতাসের প্রতিটি অণু পরমাণু ওর বুকের ভেতরটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেবে।

কাঁদার চেষ্টা করলেও কাঁদতে পারে না সে। অন্তহীন হতাশা আর তীব্র অসহায়ত্বতের একটা দুর্নিবার অনুভূতি প্রতিটি মুহূর্তে তাকে মনে করিয়ে দেয়, সে যত যাই করুক না কেন, যত অসম্ভবকেই সম্ভব করে ফেলুক না কেন, কোনো কিছুই আর কোনোদিন আগের মত হবে না। ঘর শূন্য করে যারা চলে গেছে আর কোনো দিনই ফিরে আসবে না তারা।

BanglaBook.org

কিন্তু তারপরও, বারবার সে ফিরে আসে সেখানে।

এবার প্রায় সাত মিনিটের মত সে থাকতে পেরেছিল সেখানে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল ওর সোর্সদের কাছে। ইন্টেল জোগাড় করতে, আর তখনই সে জানতে পারল মেহজাবিনের ব্যাপারে, আর সাজিদের গ্রুপের ব্যাপারেও। আর এক মুহূর্তও দেরি না করে মেহজাবিনের বাড়ির পাশে ওর আরেকজন সোর্সের সাথে কথা বলে সোজা চলে গেল সাভারে, জায়েদিকে খবর দিতে। মেহজাবিনের বাড়িতে যায় নি কারণ নজর রাখার ভয় আছে।

ওদের আগের রাতের অপারেশনটা ছিল অসাধারণ। ফয়সালকে মেরে ফেলার পর যখন সব পথ বন্ধ মনে হচ্ছিল তখনই জায়েদির ফাইলগুলোর উপর চোখ পড়ে এ্যারনের। হাজার হাজার ফাইল। লক্ষ্য লক্ষ্য গোপন ইনফোর্মেশন। এ্যারনের বুদ্ধিটা ছিল এক কথায় ব্রিলিয়ান্ট। জায়েদির ফাইলগুলোর সাহায্যে, সেখান থেকে ইনফোর্মেশন নিয়ে আই.এস.আই, মিলিটারী আর গভর্মেন্টের মধ্যে সত্য-মিথ্যা, সন্দেহ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং গুজবের অভেদ্য এক ভুলভুলাইয়া বানাতে শুরু করে সে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই। প্রথমে ফয়সালের মৃতদেহ পাবলিক পে-সে ফেলে আসা হয় তার ফাইলগুলোসহ আর ওয়েট লিস্টসহ, যাতে মিলিটারীর লোকেদের মধ্যে আই.এস.আই নিয়ে একটা সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এরপর নিজের সোর্সদের দিয়ে খুব স্ট্র্যাটেজিকালি আই.এস.আই, মিলিটারী, মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স, নেভী, গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল এবং বিভিন্ন রাজনীতিবিদদের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের গুজব আর মিথ্যা ইনফোর্মেশন ছড়াতে শুরু করে সে। সবার মুখে মুখে গুঞ্জন শুরু হয়ে যায় নানা অদেখা ডকুমেন্ট, মেমো, ক্যাবেল আর ডিব্রিফ রিপোর্টের। তবে কেবল মুখের কথা নয়, জায়েদির ডকুমেন্টগুলো থেকে কিছু অথেন্টিক ফাইল নিয়ে এখানে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর শুধু ঐ ফাইলগুলোই নয়, সেখান থেকে তথ্য নিয়ে ওরা নিজেদের সুবিধামত অনেক মিথ্যা ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টও বানিয়ে ফেলা হয়। সবাই একদল বিদ্রোহী সেনাসদস্য বা এমআই'র মেম্বারদের কল্পনা করতে থাকে এর পিছনে। অন্যদিকে আই.এস.আই'র মধ্যে যারা আসল সত্যটা জানতেন তারাও আসল কথা বাইরে বলতে পারছিলেন না। তারা কেবল এসব গুজব বলেই উড়িয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু তারা এটা বুঝতে পারছিলেন না যে এটা করে নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটি খোঁজার ব্যাপারে কি লাভ হবে। তারা ধারণাই করে নিয়েছিলেন যে এটা কেবল তাদের একটু বিব্রত করার জন্য করা হচ্ছে।

এরপর শেষ পেরেকটা পোঁতা হয় গতরাতে। জায়েদির নির্দেশে পাঁচজন আই.এস.আই এজেন্টের বাসা খুঁজে বের করা হয় গত দুইদিনে, ফয়সালের মতই যাদের কুকর্মের সমস্ড় খবর জায়েদির কাছে ছিল। তারপর গতরাতে ওরা সবাই মিলে মিলিটারী ইউনিফর্ম পরে একে একে এদের বাড়ি চলে যায় একটা আর্মি ট্রাকে করে এবং একেকটাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়। ঠিক

BanglaBook.org

ফয়সালের মতই সবার কপালে একটা করে নোট পিন দিয়ে লাগিয়ে দেয়া হয় এবং সাথে সাথে এদের ঘরভর্তি করে দিয়ে আসে সত্য-মিথ্যা ভরা ঐসব ফাইল আর রিপোর্টে। এমন একটা অবস্থা তৈরি করা হয় যে এখন যদি আই.এস.আই তাদের সিক্রেট আর্কাইভ সবার জন্য উন্মুক্তও করে দেয় তাতেও মানুষের মন থেকে সন্দেহ দূর হবে না।

জায়েদি আগের রাতের ওই আই.এস.আই এজেন্টদের বাসা থেকে পাওয়া বিভিন্ন ফাইলপত্র ঘেটে দেখছিল যখন আসরাফ এলো। এ্যারন চলে গেছে পশ্চিম পাকিস্ড়ানে। বিগত কয়েকদিনের সমস্ড় পরিশ্রমের ফলাফল পাওয়া যাবে পশ্চিম পাকিস্ড়ানেই, যদি কিছু পাওয়া যায় আরকি।

ঝড়ের মত জায়েদির অফিসে ঢুকে পড়েছিল আসরাফ। জায়েদির সাথে মিশকাতও ছিল সেখানে।

"কি ব্যাপার?" জায়েদি চিন্ড়িত গলায় জানতে চাইল।

"মেহজাবিন মারা গেছে," আসরাফ বলল।

"কি?" মিশকাত চেচিয়ে বলল।

"ইশ," দুঃখের ছায়া পড়ল জায়েদির চোখে। এরকম কিছু সে আশা করেনি, "কিভাবে?"

"কেউ একজন খোঁজাখুজি করছে," আসরাফ বলল, "আমি খুব বেশি কিছু জানতে পারিনি। খবরটা পেয়েই আগে এখানে চলে এসেছি সাবধান করার জন্য। যেটুকু জানতে পেরেছি এদিক সেদিক থেকে সেটা হল, লম্বা চওড়া একজন লোক, ত্রিশের মত বয়স হবে, সে কালকে এসেছিল ফয়সালকে আমরা যে রেস্টুরেন্ট থেকে ধরে এনেছিলাম সেখানে। সেখানে গিয়ে সে একটা ওয়েটারকে পিটিয়ে তার কাছ থেকে ইনফর্মেশন জোগাড় করতে চেষ্টা করে। ঐ পিচ্চি ছেলে আবার তাকে ভুল খবর দিয়ে কাছাকাছি একজন মুক্তিবাহিনির লিডারের আড্ডায় নিয়ে যায়। সেখানে নাকি আরো কিছু মুক্তিযোদ্ধা ছিল, তারা ওই লোককে ধরে বেঁধে ফেলে। এরপর ওই ওয়েটার চলে আসে ওখান থেকে। পরে সকালে গিয়ে দেখে সেই লোক নেই, আর প্রত্যেকটা মুক্তিবাহিনির লোক মরা। সাজিদ...মানে ওই লিডারকে সে বেধে টর্চার করেছিল। আঙ্গুলের মধ্যে থেকে ফাড়া।"

জায়েদি চোখ সর— করে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না।

"সময় হিসেব করে বোঝা যাচ্ছে, সেখান থেকে সে যায় মেহজাবিনের বাসায়। সেখানে গিয়ে মেহজাবিনের মা আর ভাইকে এক ঘরে আটকে রেখে ওর বাবাকে ওর ঘরে নিয়ে দুজনকে সামনা সামনি বেঁধে মেহজাবিনের বাবাকে টর্চার করতে শুর— করে। ওই একই ভাবে আঙ্গুল ফেড়ে। সে মেহজাবিনকে আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিল। আর সে একাই ছিল। সাথে অন্য কেউ ছিল এমন কোনো ইনফর্মেশন পাইনি।"

জায়েদি কিছু বলল না।

BanglaBook.org

"ওর বাবা নাকি বলছে," আসরাফ বলল, "মেহজাবিন মুখ খোলেনি। এসময় সে চান্স বুঝে নিজের গলা একেবারে ওই লোকের ছুরির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। সুইসাইড।"

"বাসার আর কাউকে কিছু করে নি?" মিশকাত জিজ্ঞাসা করল।

"নাহ, তবে ওর বাপের অবস্থা খুব খারাপ। পাঁচটা আঙ্গুল একেবারে মাঝখান থেকে ফেড়ে ফেলেছে। তার উপরে মেয়ে চোখের সামনে এভাবে মারা গেছে। আমি নিজে তার সাথে কথা বলিনি। সে নাকি বলেছে মেহজাবিন মারা যাবার পর নাকি লোকটা অনেকক্ষণ মেঝের উপর বসে ছিল। তারপর ওর মা আর ভাইয়ের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে যায়।"

থামল আসরাফ।

মিশকাত বা জায়েদি কেউ-ই কোনো কথা বলল না কয়েক মুহূর্ত। ওরা দুজনেই মেহজাবিনের উপর বেশ রেগে ছিল। কিন্তু বাইশ বছরের যে মেয়ে নিজের চোখের সামনে নিজের বাপের আঙ্গুল ফেড়ে ফেলতে দেখেও মুখ বন্ধ রাখে এবং হাত বাঁধা অবস্থায় নিজের গলায় ছুরি ঢুকিয়ে দিতে পারে, তার প্রতি কেউ রাগ বোধ করতে পারে না। যেটা বোধ করতে পারে সেটা হল চরম শ্রদ্ধা আর হয়তো সামান্য অপরাধবোধ। কিন্তু রাগ? কখনই নয়।

নিজের ইমোশনকে কোনোভাবেই পাত্তা না দিয়ে জায়েদি চিন্ড্র করতে লাগল। এক সাথে অনেক কিছু। ইমোশন কোনো কাজের জিনিস না। সব সময়ই ব্রেনকে সে-া করে দেয়। আর এই মুহূর্তে সে-া হওয়া আর মারা যাওয়া একই কথা।

কে হতে পারে? কে লেগেছে ওর পিছনে? কে হাত বাঁধা অবস্থায় চারজন লোককে মেরে একজনকে জ্যান্ড ধরতে পারে। অবশ্যই সে সেভাবেই প-্যান করে কাজটা করেছে। হাত বাধা অবস্থায়!

আঙ্গুল ফেড়ে ফেলা!

একটা মধ্যযুগীয় টর্চার। ওর জানা মতে আই.এস.আই বা অন্য কোনো এজেন্সির কাউকেই এমন কিছু করতে সে কখনো শোনে নি বা দেখেনি।

হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ড় নিয়ে নিল ও কি করবে।

ডেক্সের উপর থেকে কয়েকটা ফটোগ্রাফ তুলে আসরাফের হাতে দিল। "ওই ওয়েটার ছেলেটাকে দেখাও। দেখো চিনতে পারে কিনা এদের কাউকে। আর সাবধানে থেকো।"

আসরাফ রেস্টুরেন্টে এসে ছবিগুলো দেখালে জাহাঙ্গীর তৃতীয় ছবিটা দেখে রীতিমত লাফিয়ে উঠল।

ছবির পিছনে লেখা ছিল শরীফ আসলাম।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৫৩

১৫ নভেম্বর, ১৯৭১
ঢাকা, বাংলাদেশ

জাহাঙ্গীর যখন শরীফের ছবি আইডেন্টিফাই করছিল শরীফ তখন বেশ ভারী ছদ্মবেশ নিয়ে বসে ছিল ওদের থেকে মাত্র দুইটা টেবিল দূরে। আগে থেকেই জানত কেউ না কেউ আসবে এই ছেলের সাথে কথা বলতে। মেহজাবিনদের বাসার থেকে এখানে আসার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ একে তো ওই বাড়িতে কেউ ওর চেহারা খুব ভালো করে দেখেনি আর মেহজাবিনের বাবা যেটুকু যা দেখেছে তাও হয়তো বলতে পারবে না। কিন্তু এই ছেলে খুব ভালো করেই ওকে দেখেছে।

উইগ, নকল দাড়ি, চিক প্যাড সব মিলিয়ে ওকে চেনা একেবারে বলতে গেলে অসম্ভব। ওই ছেলে যত চালাকই হোক না কেন মানুষের দিকে কি করে তাকাতে হয় তার ট্রেনিং সে কখনই পায় নি।

আসরাফ আসার আগে শরীফ বসে ছিল রেস্টুরেন্টের সামনের চায়ের দোকানে। আসরাফকে দেখেই বুঝে গিয়েছিল এ-ই হবে। সতর্ক দৃষ্টি, মাপা মাপা স্টেপ, আর চুলের কাটিং, এই লোক না হয়ে যায়ই না। আসরাফ ঢোকার একটু পরেই সে গায়ের শালটা আরো ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে নিঃশব্দে রেস্টুরেন্টের দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল। ও ঢুকেই দেখে আসরাফ জাহাঙ্গীরকে ডাকছে। ও চুপ করে পাশের একটা টেবিলে বসে ছিল আর খুব সতর্ক দৃষ্টিতে দেখছিল ওদের। জাহাঙ্গীর ওকে দেখতে পাবার আগেই ও অন্য একজন ওয়েটার ডেকে এক কাপ চা চেয়ে বসল। অনেক আস্তে করে কথা বলল যেন জাহাঙ্গীর শুনতে না পায়।

ও দেখল আসরাফ জাহাঙ্গীরকে কিছু ছবি দেখাচ্ছে, আর একটা দেখে ছেলেটা রীতিমত লম্ফজম্ফ শুরু করে দিয়েছে যেন পারলে লোকটাকে ছবি থেকেই বের করে মারবে।

আমার ছবি!

জ্যাকপট! এই লোক একেবারে জায়েদির কাছ থেকে এসেছে।

আর এখানে থাকার কোনো দরকার নেই। ও আস্তে করে উঠে আবার বেরিয়ে এলো। ব্যস্ত ম্যানেজার খেয়ালই করল না তার একজন কাস্টমার অর্ডার না নিয়ে বেরিয়ে গেল।

BanglaBook.org

বাইরে দাঁড়িয়ে ও অপেক্ষা করতে লাগল আসরাফ কখন বের হয়। জাহাঙ্গীরকে কিছু টাকা আর এক্ষুনি ঢাকা ছেড়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে দু মিনিট পরেই সে বেরিয়ে এলো। সময়টা প্রায় সন্ধ্যা। তারপরও বেশ সাবধানে আসরাফকে ফলো করতে লাগল ও। আসরাফ জানে শরীফ আসলাম দেখতে কেমন, ছদ্মবেশ আছে, তাও অজথা রিস্ক নেবার কি দরকার। যাক এতক্ষণ পরে কিছু একটা পাওয়া গেল। এখন সমস্যা হল সে এখনো আর কাউকে এখানে ইনভল্‌ভ করতে পারছে না। গেম সেভ করার কোনো অপশন তার হাতে নেই। সালমান শক্ত অর্ডার দিয়ে দিয়েছে। সে-ই বা কি আর করবে। কায়েস আর জায়েদি ব্যাটাকে একেবারে ইচ্ছেমত নগেন বানিয়ে ঘুরিয়েছে। শুধু সালমানের কথা বলে কি লাভ, সে নিজেই বা কোন চাক নরিস। নিজের অজান্তেই কপালের মাঝখানটায় হাত চলে গেল শরীফের। সালমান তো প্রথমে ওকেও ইনক্লুড করতে চাচ্ছিল না। ও-ই গিয়েছিল সালমানের কাছে। রীতিমত অনুনয় করেছিল জায়েদির অ্যাসাইন্টমেন্টটা নেবার জন্য। কিন্তু প্রথমে রাজি হয় নি সালমান। পরে আবার তাকে ফোন করে ডেকে পাঠানো হয়।

আসরাফ পায়ে হেঁটে এগুচ্ছিল। শরীফ যথেষ্ট দূরত্ব রেখেই ফলো করছিল, আর চিন্তা করছিল এখন কি করা উচিৎ।

ধরব না ফলো করব? ধরব না ফলো করব? ধরব না ফলো করব?

যদি ধরে বসে তাহলে একে টর্চার করতে হবে। এতে টাইম লাগবে। জায়েদি কিছু সন্দেহ করে ফেললেই জায়গা বদলে ফেলবে। আর তাছাড়া এই লোকের সাথে জায়েদির সরাসরি কোনো যোগাযোগ না-ও থাকতে পারে। হয়তো মাঝখানে আরো একজন আছে। এতকিছু ভেবে এখনই কিছু না করার সিদ্ধান্ত নিল শরীফ।

এখান থেকে সাভার অনেক দূর। পায়ে হেঁটে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এখানে আসরাফ এসেছিল বাসে করে আর হেঁটে। কিন্তু একটু পরেই কারফিউ শুরু হয়ে যাবার কথা। তো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে না। এখন ওর যেটা দরকার সেটা হল একটা সাইকেল। একটা সাইকেল ম্যানেজ করা কঠিন কিছু হবে না। পুরো শহরেই জানা শোনা লোক ভরা। আর বলতে গেলে সবার ঘরেই অন্তত একটা করে সাইকেল আছে। হঠাৎ করেই পাশের একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল আসরাফ। গলির মাথায় একটা ছেলের বাড়ি আছে। তার কাছ থেকে একটা সাইকেল পাওয়া যাবে।

শরীফ দেখল আসরাফকে গলির মধ্যে ঢুকতে। কিন্তু ও সাথে সাথেই ওর পিছনে গেল না। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেই দেখতে লাগল ওকে। আসরাফ যখন প্রায় গলির অর্ধেক রাস্তা পার করে ফেলেছে তখন আস্তে করে ভিতরে ঢুকল শরীফ।

গলিটা ইংরেজী 'L' আকৃতির। ওরা মেইন রোড থেকে পূর্ব দিকের এন্ট্রি

BanglaBook.org

পয়েন্টটা ব্যবহার করে ভিতরে ঢুকেছে। এই এন্ট্রি পয়েন্ট থেকে সোজা হেঁটে তারপর ডানে গেলে গলির আরেকটা মাথা দেখা যায়। বায়ে কোনো রাস্ড়া নেই। অন্য মাথা থেকে বের হলে আরেকটা রাস্ড়া, এই রাস্ড়ার অপজিটে একটা মোটামুটি সাইজের বস্ড়ি। ওই রাস্ড়া থেকে ডান দিকে গেলে আবার মেইন রোড।

আসরাফ একটা মোটামুটি বড় বিল্ডিংয়ের দিকে এগুচ্ছিল। বিল্ডিংটা একেবারে কোণায়, মানে 'L'-এর দুই লাইনের ইন্টারসেকশনে, উলটা দিকে একটা ইলেক্ট্রিক পুল। গলির দুই পাশেই দুই-তিন তলা অনেকগুলো সারিবাঁধা বিল্ডিং। বেশিরভাগ অবশ্য দোতালাই, একটা দুটো তিনতলা।

পুলটা ক্রশ করে আসরাফ যখন বাড়িটার ভিতরে ঢুকছে, শরীফ তখন প্রায় গলির মাঝামাঝি। সমস্যা হল আশে পাশে আর কেউ নেই। ও সিদ্ধান্ড় নিল এক জায়গায় লুকিয়ে পাহারা দেবে। আসরাফ যদি এখান থেকে বের না হয় তাহলে বুঝে নিতে হবে এটাই লোকেশন। কারণ জায়েদির পিছনে যে শরীফ লেগেছে এই খবর যে করেই হোক আজকের মধ্যেই জায়েদির কাছে কেউ না কেউ পৌঁছে দেবে। এখন আরেকজন লোকের ভীষণ দরকার ছিল। কারণ যদি আসরাফ এখান থেকে বেরিয়ে আসে, তাহলে ও কার পিছু নেবে? আসরাফের নাকি এই বাড়ির অন্য কেউ? আবার বাড়ির ভেতর থেকে ফোনও তো করতে পারে.

অনেকগুলো ভেরিয়েবল, অনেকগুলো পসিবিলিটি।

আর এই সমস্ড় পসিবলিটিগুলো যখন ওর মাথায় জট পাকিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনই ওর সিদ্ধান্ড় নেওয়া একেবারে সহজ হয়ে গেল। বলতে গেলে কোনো সিদ্ধান্ড় নেয়ারই দরকার পড়ল না।

"*শরীফ মিয়া,*" পিছন থেকে মৃদু কণ্ঠে আচমকা নিজের নাম শুনে একটু আৎকেই উঠেছিল শরীফ। কার গলা সেটা জানার জন্য পিছনে ফিরে তাকানোর কোনো দরকার ছিল না তার।

শরীফ পিছনে ফিরে দেখল ওর থেকে মাত্র কয়েকফুট দূরেই দাঁড়িয়ে আছে একটি কালো ছায়া মূর্তি, হাতে সাইলেন্সার লাগানো একটি পিস্ড়ল, সোজা ওর দিকে তাক করা। কালো হুডি পরা, মুখ দেখা যাচ্ছে না। মুখ দেখার দরকারও নেই।

জায়েদিও যে আসরাফের পিছু নিতে পারে এতগুলো পসিবিলিটির ভীড়ে সেই পসিবিলিটাই হারিয়ে গিয়ছিল।

"চাদরটা আস্ড়ে করে ঝেড়ে ফেলো," সূর্য বলতে গেলে একেবারেই ডুবে গেছে, সামান্য একটু নীল আলো লেগে আছে আকাশে। ওদের দুজনের দুজনকে দেখার জন্য অবশ্য যথেষ্ট।

শরীফ চাদরটা ফেলে দিল।

BanglaBook.org

"হাত তুলে ঘুরে দাঁড়াও, তোমার ওয়েপন কোথায়?"

"তোর মত নরকের কীটকে মারার জন্য কোনো ওয়েপেন লাগে না আমার," গলা মোটা করে সস্ড্র অ্যাকশন সিনেমার নায়কের মত বলল শরীফ। বলে নিজেই হেসে দিল।

আমাকে জ্যান্ড় দরকার ওর। কিন্তু আমার ওকে জ্যান্ড় লাগবে না।

ওর ডায়লগ শুনে এরকম একটা টেনসড মুহূর্তেও হেসে দিল জায়েদি। "ফাইজলামি কর? দেখো তুমি যদি মনে কর আমি এখন তোমার কাছে এসে আমার পিস্ড়ল দিয়ে তোমাকে গুতাবো আর আমার আঙ্গুলের প্রেশার মুহূর্তের জন্য ট্রিগার থেকে সরে হ্যান্ডেলের পিছনে চলে যাবে আর সেই মুহূর্তেই তুমি আমাকে ধরাশায়ী করে সিতারা-ই-জুরাতের জন্য নমিনেশন পেয়ে যাবে, ব্যাপারটা সেরকম হবে না। সাইলেন্সার তো দেখতেই পাচ্ছ," এক পা এগিয়ে এলো জায়েদি।

বাল।

এক্সেকটলি এমনটাই চাচ্ছিল শরীফ। সমস্যা হল ওর ওয়েপনটা ওর অ্যাঙ্কেল হোলেষ্টারে। ও আশা করেনি এত তাড়াতাড়ি এভাবে সেটা দরকার হয়ে পড়বে।

সে জীবিত ধরতে চায় আমাকে।

তার জীবিত দরকার আমাকে।

তার ধারণা সে যা খুঁজে ফেরে তা আমি জানি...

এই আশা আর জায়েদির থেকে নিজের দেড় ইঞ্চি বেটে হবার সুযোগ নিয়ে, মাথা এগিয়ে দিয়ে নিজেকে জায়েদির দিকে ছুঁড়ে দিল শরীফ। জায়েদি ওর বেশ কাছেই চলে এসেছিল। এইম শিফট করারও কোনো সুযোগ জায়েদি পায় নি। গুলি করলে মাথায়ই করতে হত।

পিস্ড়ল ধরা ছিল জায়েদির ডান হাতে, বা হাত দিয়ে সে শরীফকে আটকানো চেষ্টা করল। আর শরীফ নিজের বা' হাত দিয়ে জায়েদির পিস্ড়ল ধরা হাত সরিয়ে নিজেকে ফায়ারিং লাইন থেকে সরিয়ে নিল।

কিন্তু এর সাথে সাথে শরীফ যেটা করল সেটা ঠিক জায়েদি আশা করে নি। শরীফের বাম হাত ধরে ছিল জায়েদির ডান হাতকে। একই সাথে সে পাশ ফিরে নিজের ডান কাঁধ জায়েদির বুকের সাথে চেপে ধরল আর ডান হাত জায়েদির গলার সাথে আটকে দিয়ে ওর পিস্ড়ল ধরা হাতের দিকে কন্সেনট্রেট করল। শরীফ সোজা জায়েদির ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল কামড়ে ধরল।

জায়েদি হ্যান্ড টু হ্যান্ড ফাইটিঙ্গের যত বড় মাস্টারই হোক না কেন একজন ধেড়ে লোকের কামড় খেয়ে পিস্ড়ল ধরে রাখতে পারল না। পিস্ড়লটা বলতে গেলে সাথে সাথেই হাত থেকে পড়ে গেল।

কামড় খেয়ে সামান্য চিৎকার করে উঠলেও জায়েদি নিজের নার্ভ ধরে রাখল আর যতটা পারল ড্যামেজ কন্ট্রোল করল। পিস্ড়লটা পড়েছিল ওর পায়ের কাছে। ও সেটা লাথি দিয়ে ওদের দুজনের থেকেই দূরে সরিয়ে দিল,

BanglaBook.org

ওটা পাশের একটা নর্দমার মধ্যে গিয়ে পড়ল।

জায়েদি ওর ডান হাত সরানোর চেষ্টা করল আর বাম হাত দিয়ে শরীফের মাজা স্পর্শ করল। সেখানে কোনো পিস্তল ছিলনা। জায়েদি নিজের হাত ছুটিয়ে আনল। এখন দুজনেই নিরস্ত্র।

জায়েদি শরীফকে একটা ছোট্ট ধাক্কা দিয়ে নিজের গায়ের উপর থেকে সরালো। স্পেস পেয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় শরীফ নিজের দুহাত ব্যবহার করে জায়েদির মুখ লক্ষ্য করে বিভিন্ন দিক থেকে মোট সাতটা জ্যাব ছুড়ে দিল। তবে ওর থেকেও দ্রুততায় জায়েদি নিজের দুই হাত দিয়ে প্রত্যকটাই ঠেকিয়ে দিল, আর সাথে সাথে শরীফের দুই হাতের মাখখান দিয়ে একটা ঘুষি দিল শরীফের মুখ বরাবর। ঠিক ভাবে লাগে নি। ঘুষি খেয়ে দমে না গিয়ে শরীফ উলটো আরো দুটো ঘুষি মারল জায়েদির মুখ লক্ষ্য করে। বা হাতেরটা ঠেকাতে পারলেও ডান হাতেরটা লাগল মুখের উপর।

এরপর শরীফ আবার বা দিক থেকে আরেকটা ঘুষি এগিয়ে দিলে জায়েদি ঝুঁকে পড়ে ডান হাত দিয়ে শরীফের বুকের পাজরের একেবারে শেষ হাড্ডিটায় একটা ঘুষি দিল। কঁকিয়ে উঠল শরীফ। একই সাথে জায়গাটা চেপে ধরে এক স্টেপ পিছিয়ে গেল।

শরীফ আবার এগিয়ে এল। জায়েদি ওর পুরো শরীর সামান্য বায়ে সরিয়ে নিল আর বাম হাত দিয়ে আঘাতগুলো ঠেকাল। সাথে সাথে শরীফের ডান হাটুর পিছনের জয়েন্টে একটা লাথি দিলে শরীফ ব্যালান্স রাখতে না পেরে ডান হাটুর উপর বসে পড়ল, আর জায়েদি সাথে সাথেই এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট না করে ওর ডান কনুই দিয়ে একেবারে শরীফের মাথার তালুর উপর সজোরে তীর্যকভাবে একটা আঘাত বসিয়ে দিল।

মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ার আগেই শরীফ জ্ঞান হারাল।

এই পুরো ঘটনাটা ঘটল দুই মিনিটেরও কম সময়ে।

জায়েদি শরীফের ডান পাশের অ্যাঙ্কেল হোলেস্টার থেকে ওর পিস্তলটা বের করে আনল।

জায়েদি যখন শরীফের বডি কাঁধে করে নিয়ে আসরাফ যে বিল্ডিংটায় ঢুকেছে সেটার দিকে এগুচ্ছিল তখনই আসরাফ একটা সাইকেল নিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে হা করে তাকিয়ে রইল জায়েদির দিকে।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৫৪

১৫ নভেম্বর, ১৯৭১
ঢাকা, বাংলাদেশ

"আরে...আরে...কোথায় যান আপনি?" আসরাফ এদিক ওদিক তাকিয়ে নিচু গলায় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

জায়েদি থামল না।

"আরে ভাই আপনি যান কোথায়?" আসরাফ জায়েদিকে আটকালো।

"তোমার বন্ধু আছে না এই বাসায়?" জায়েদি জিজ্ঞেস করল।

"আরে কিসের বন্ধু? এটা একজনের বাসা। ঘরের মধ্যে দুনিয়ার লোকজন। আপনি এর মধ্যে কোথায় যাবেন? আর এটা কে? আর আপনি এখানে কেন..?" অসহিষ্ণুভাবে একের পর এক প্রশ্ন করে গেল আসরাফ।

কোনটা রেখে কোনটা জিজ্ঞেস করবে বুঝতে পারছিল না সে। কেউ দেখে ফেললে আরেক ঝামেলা।

"এটাই সেই লোক। তোমাকে ফলো করছিল," আসরাফ এক মুহূর্তের জন্য একটু থেমে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু অন্ধকারে ভালো করে দেখতে পেল না।

"যাই হোক.." আবার বলল আসরাফ, "বাসার মধ্যে যাওয়া যাবে না।"

"তা কি তোমার সাইকেলে করে এরে ঘাড়ে নিয়ে সাভার যাব নাকি এখন?"

"দাঁড়ান...দাঁড়ান আমাকে একটু চিন্তা করতে দেন," আসরাফ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "আমার বাসাটাও বেশ দূরে। এই হারামজাদাকে এভাবে নিয়েও তো যাওয়া যাবে না।"

"এটা যেকোনো মুহূর্তে জ্ঞান ফিরে পাবে। আরেকবার উঠে পড়লে কিন্তু..." জায়েদি আবারও বাড়ির ভিতরে ঢুকতে গেল।

"আরে ভাই," আসরাফ আবার আটকালো, "দাঁড়ান, আমাকে যেতে দেন। আমি কথা বলে দেখছি।"

"তাড়াতাড়ি কর।" বিরক্ত হয়ে বলল জায়েদি।

আসরাফ দ্রুত ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। প্রায় এক মিনিট পরে নেমে এলো সে।

"আসেন," বলল আসরাফ হাতে একটা চাবি।

আরেকটা গেট দিয়ে একটা বড় ঘরের সামনে এল ওরা। আসরাফ চাবি

BanglaBook.org

দিয়ে তালাটা খুলে ফেলল।

জায়গাটা একটা ছোটখাট ওয়্যারহাউজের মত। এখানে নারকেল তেল বানানো হত। কারখানার মালিক ছিল একজন হিন্দু ব্যবসায়ী, তার বাড়িও পাশেই। তবে এই জায়গাটার মালিক ওই ছেলেটার বাবা। যুদ্ধ শুরু হলে যখন এলাকায় হিন্দুদের থাকা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন সে পালিয়ে যায়।

"এখানে নাকি দড়ির অভাব নেই," আসরাফ আশে পাশে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল। পেয়েও গেল অনেকটা দড়ি।

জায়েদি আর আসরাফ তাড়াতাড়ি করে একটা চেয়ার খুঁজে শরীফকে সেখানে বসাল। ভিতরের সব বন্ধই। একেবারেই অন্ধকার। আলোর একমাত্র উৎস ছিল জায়েদির ছোট্ট টর্চ লাইট। লাইটের আলো দিয়ে ওরা দুজনে মিলে শরীফকে চেয়ারের সাথে বেধে ফেলল।

জায়েদি চারপাশে টর্চ মেরে দেখল। মাঝখানের দিকে একটা বাল্ব ঝুলছিল। জ্বললে হয়।

জায়েদি আসরাফকে ইশারা করল। আসরাফ সুইচ বোর্ডের সমস্ড় সুইচ টিপতে শুরু করলে কোনো একটাতে লাইটটা জ্বলে উঠল।

"আপনি কি করে জানলেন যে এ আমাকে ফলো করছে?" অবশেষে আসরাফ ওর মনের মধ্যে পুষে রাখা প্রশ্নগুলো করতে শুরু করল।

"এছাড়া আর করবেটা কি?" জায়েদি শরীফের পকেট সার্চ করছিল। কিছু টাকা আর হোটেলের চাবি ছাড়া কিছু নেই।

"আপনি আমাকে ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করেছেন?" আসরাফ বলল, "ওওওহ, আমি এখন বুঝতে পেরেছি।"

"কংগ্রাচুলেশন্স," জায়েদি ওর দিকে না তাকিয়েই বলল, ও শরীফের দাড়ি গোফ তুলছিল।

হঠাৎ করে কিছু একটা মনে পড়ে গেল ওর। "আরো কিছু দড়ি দিয়ে ওর কনুই বেঁধে ফেলো।" আসরাফকে বলল। জায়েদি শরীফের গালের একটা বিশেষ জায়গায় চাপ দিলে চিকপ্যাড বেরিয়ে এল। এরপর পকেট থেকে একটা কাপড় বের করে শরীফের মুখ বেধে ফেলল।

আসরাফ যখন শরীফের দ্বিতীয় হাতটা কনুই থেকে বাধছিল শরীফ তখন জ্ঞান ফিরে পেল। সে কিছুই করল না, শুধু আশে পাশে একবার তাকাল। এরপর জায়েদির দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। ওর অপজিটে একটা চেয়ারে বসে সোজা ওর দিকে তাকিয়ে ছিল জায়েদি।

জায়েদি সবার আগে শরীফের চোখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল ওর সম্পর্কে ঠিক কোন ধরনের মনোভাব শরীফ পোষণ করে। যা দেখল তা দেখে খুব বেশি ভালো লাগল না ওর। কিছুই নেই।

হতশাজনক।

BanglaBook.org

"মুখটা খুলে দাও।" জায়েদি বলল, "তুমি দেখি আজকাল বেশ ব্যস্ড় দিন কাটাচ্ছ।"

"আমি একা নই," শরীফ ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "আমার চাইতেও ব্যস্ড় লোক আছে।"

জায়েদি হাসল। কিন্তু ও বুঝতে পারল না গতরাত ওরা যে আই.এস.আই'র লোকেদের মেরেছে সেই ব্যাপারে বলছে নাকি এমনি বলছে। "তা শুনলাম কাল রাতে নাকি হাত বাঁধা অবস্থায় পাঁচজন লোক মেরে ফেলেছ। ভালোই তো উন্নতি হয়েছে দেখছি।"

"অ্যামেচার ছিল," শরীফ বলল, "তোমার মত প্রফেশনাল না। একেবারেই আনট্রেনিন্ড বলতে গেলে। তবে সাহস আছে স্বীকার করতে হবে।"

"এখানে সবাই সাহসের জোরেই টিকে আছে," জায়েদি বলল, "আর ভালোই তো বেয়াদপ হয়েছ দেখছি, আপনি থেকে একেবারে তুমি?"

শরীফ হাসল, "শালা তোর মত একটা গাদ্দার শুয়োরের বাচ্চা..."

ওকে হাত তুলে থামাল জায়েদি, "আমি গাদ্দার না কি সে ব্যাপারে এই মুহূর্তে বিতর্কে না জড়িয়ে আমরা কাজের কথা বলি। তোমাকে কি সালমান পাঠিয়েছে নাকি?"

"আর কে পাঠাবে?"

"না ভাবছিলাম এখনো আকবর খান তাকে রেখেছে নাকি..তার রিসেন্ট পারফর্মেন্স ইভালুয়েশন করলে তো...আর তাছাড়া সে থাকলে আমি ভাবছিলাম সে নিজেই আসবে আমাকে ধরতে। কিন্তু মনে হচ্ছে এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কাজ তার হাতে রয়েছে।"

শরীফ কিছু বলল না। যতক্ষণ জায়েদি ভাবছে যে ও লোকেশন জানে ততক্ষণই বেঁচে থাকতে পারবে।

"তুমি জান সালমানের ভুলটা আসলে কি?" শরীফ বলল।

"আমি বেশ কয়েকটা বলতে পারি," জায়েদি বলল।

"না আসলে একটাই," শরীফ বলল, "সে কায়েসের কথা শোনেনি।"

জায়েদি কিছু বলল না।

"কায়েস যখন আমাদের সাথে কন্টাক করেছিল সে কি বলেছিল জানো?" শরীফ বলল, "সে সালমানকে একেবারে স্পেসিফিকভাবে বলেছিল তোমাকে আর ওই আমেরিকানটাকে যেন ধরার কোনো চেষ্টাই না করা হয়। তোমাদের যেন সাথে সাথেই উড়িয়ে দেয়া হয়।"

"কায়েসকে কত দিয়েছ তোমরা?"

"এক মিলিয়ন।"

"আরেব্বাবা।"

"তুমি তো মাল্টি মিলিয়নিয়ার, কিছু বেশি টাকা দিয়ে কায়েসকে রেখে

BanglaBook.org

দিলেই পারতে।"

"তুমি জানো তাহলে আমি কে?"

"ইমরান সালেহিন খান।"

"হুম," জায়েদি কিছু বলল না।

"বেশ কঠিন ইতিহাসই তো দেখলাম তোমার," শরীফ জায়েদিকে খোঁচাতে চেষ্টা করল, "বাপকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে ...আর মাকেও গ্যাংরেপ...মার্ডার সুইসাইড। তুমি প্রোগ্রামটার জন্য ভলেন্টিয়ার করেছিলে?"

জায়েদি কোনো কথা বলল না। আসরাফ শুনে যথেষ্ট অবাক হল। এসব কথা জানত না ওরা। আসলে জায়েদির ব্যাপারে অনেক কমই জানত। ওদের খালি বলা হয়েছিল একজন বাঙালি কোনোভাবে আই.এস.আইতে ঢুকে অনেক দিন আন্ডারকভারে ছিল, আর এখন সে এখানে এসে একটা খুব গোপন মিশন চালাবে।

জায়েদি কিছুই বলল না। কোলের উপর হাত রেখে হাটুর উপর আস্তে আস্তে তাল দিতে লাগল যেন কোনো গান শুনছে।

"যাও তোমার বন্ধুর কাছ থেকে একটা হাতুড়ি নিয়ে আসো," আসরাফের দিকে তাকিয়ে বলল জায়েদি।

"আচ্ছা, মেহজাবিনকে বাদ দিয়ে ওর বাবাকে টর্চার করছিলে কেন?" আসরাফ চলে গেলে কয়েক সেকেন্ড শরীফের দিকে তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ করে হাত নাড়ানো থামিয়ে জিজ্ঞেস করল জায়েদি।

শরীফ একেবারে সাথে সাথে উত্তর দিল না। "আমার মনে হয়েছিল সেটা করলে আরো...ভালো কাজ হবে।"

জায়েদি হাসল।

"নাহ, তুমি সেটা ভাবো নি," জায়েদি বলল, "তুমি আসলে একটা মেয়েকে টর্চার করতে চাওনি। তুমি আঙ্গুল নিয়ে কাজ কর কারণ এটা আসলে তুলনামূলক সহজ মনে হয় তোমার কাছে। তুমি টর্চার পছন্দ কর না।"

"হতে পারে।"

শরীফ একবারও পাঁচ আই.এস.আই'র কথা তুলছে না। ওদের কথা জানলে এখনই বলত কিছু। এর অর্থ হল ও একাই কাজ করছে। ওর সাথে যদি আর কেউ কাজ করত তাহলে ও জানত।

শরীফের প-্যান হল এখন, যতক্ষণ বেঁচে থাকা যায়। ও মোটামুটি শিওর এটা ওদের কোনো জায়গা নয়। আর এখানে ওদের জায়গা হবার কথাও নয়। কাছেই ঢাকা ইউনিভার্সিটি। পুরো এলাকায় মিলিটারী গিজগিজ করে। এখান থেকে ওকে ওদের সরাতেই হবে। আর তখন হয়ত কিছু করা যেতে পারে।

টর্চার যে কোনো সময় শুর" হয়ে যাবে। ওকে গায়ে শক্তি রাখতে হবে যে করেই হোক।

"আমি প্রথমে একটা একটা করে তোমার দাঁত ভাঙ্গব, এরপর তোমার

BanglaBook.org

কপালের চামড়া ছিলে ফেলব," জায়েদি হালকা গলায় ওর পরিকল্পনার কথা জানাল।

"আমি তোমাকে এত ভুল ইনফর্মেশন খাওয়াব যে কোনটা..." চোখ মুখ শক্ত করে শরীফ বলতে শুর" করেছিল, কিন্তু জায়েদি ওকে হাত তুলে থামালা।

"এক মিনিট... এক মিনিট," জায়েদি ভ্রু কুঁচকে বিড়বিড় করে বলল, "সালমান তোমাকে একা পাঠিয়েছে...এর মানে সে নিশ্চয় কিছু ঠিক করে রেখেছে...তুমি ধরা পড়লে.." জায়েদি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে প্রথমে গেল গেল দরজার দিকে। রাস্ড়ার দুই দিকেই দেখল সে। তেমন কিছু পেল না। এবার দৌড়ে গেল ওয়্যারহাউজটার অন্য একটা দরজার দিকে। এই দরজার বাইরে ছোট্ট এক টুকরো জমি। ময়লা আর্বজনা আর আগাছায় ভরা। জমিটার অন্য পাশে একটা রাস্ড়া। বাইরের ওই দুটো গলি ছাড়াও এদিক দিয়েও এই ওয়্যারহাউজের ভিতর দিয়ে এই এরিয়াতে ঢোকা সম্ভব।

লোহার দরজাটা খোলার সাথে সাথেই বেশ কয়েকটি সাইলেন্সার লাগানো অটোমেটিক মেশিন গানের এক পশলা গুলি এসে বিধল দরজা আর পাশের দেয়ালে। পাঁচজন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অধ্যায় ৫৭

১৫ নভেম্বর, ১৯৭১
ঢাকা, বাংলাদেশ
কুত্তার বাচ্চা সালমান আব্বাসী।

সে শরীফকে ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করেছে, ঠিক যেমন ও করেছে আসরাফকে। নাকি এটা শরীফেরই চাল? শরীফই এদের রেখেছে? যদি তাই হবে এরা আগের রাতে কেন কিছু করেনি, নাকি করেছিল? এক সাথে অনেক রকম চিন্তার ঝড় বয়ে গেল জায়েদির ব্রেনের ভিতর দিয়ে, যখন বুলেটগুলো ওর আশপাশ দিয়ে যাচ্ছিল।

পাঁচজন লোক। স্পেশাল ফোর্স। ফুল ট্যাক্টিক্যাল গিয়ার। ওর থেকে বিশ ফিটেরও কম দূরে। এরা গোপনে অ্যাম্বুশ করতে আসছিল।

জায়েদি সাথে সাথে দরজা আটকে ঘুরে দৌড় দিল অন্য দরজার দিকে। যাবার পথে এক নজর শরীফের মুখের দিকে তাকাল। সে-ও যথেষ্ট অবাক হয়েছে। মানে এটা আব্বাসীরই কাজ।

জায়েদি যাওয়ার সময় দড়ির গোছাটা সাথে নিয়ে নিল আর দরজা আটকে দিল। দড়ি সবসময়ই কাজে লাগে। বের হয়েই ও দেখতে পেল আসরাফকে। হাতুড়ি নিয়ে হেলতে দুলতে আসছে।

"দৌড়াও!" জায়েদি চিৎকার করে বলল। ও দরজা দিয়ে বের হলে ওর সামনেই বাঁধল ইলেক্ট্রিকের পুলটা। সেখান থেকে একটা রোড লাইট জ্বলছিল। জায়েদি ওর পিস্তল দিয়ে একটা গুলি করে ফিউজ বক্সটা উড়িয়ে দিল। মুহূর্তে মধ্যে পুরো এলাকায় গাঢ় অন্ধকার নেমে এল।

এখন আবার কি হল?

আসরাফ আবারও এক রাশ প্রশ্ন জমিয়ে রেখে জায়েদির সাথে সাথে উত্তর দিকে দৌড়াতে শুরু করল।

কিন্তু ওরা বেশি দূর যেতে পারল না। উত্তর আর পূর্ব দুই গলির মুখের সামনেই বড় বড় আর্মি ট্রাক এসে দাঁড়ানোর শব্দ পেল ওরা। সেগুলোর পাওয়ারফুল হেডলাইট ওরা দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছিল।

পাছায় লাথি মারতে কতবড় পা ওঠালে খোদা!

আর কোনো রাস্তা না পেয়ে জায়েদি আর আসরাফ দুজনে ঢুকে পড়ল আসরাফের বন্ধুর সেই বাড়িটার ভিতরে। ঘরের বারান্দায় খালি গায়ে বসে

BanglaBook.org

থাকা বুড়ো লোকটা মোমের আলোতে দেখল দুজন লোক, একজনের এক হাতে একগাছি দড়ি আরেক হাতে একটা লম্বা ব্যারেলের পিস্ড়ল, আর পিছন পিছন অন্য একজন একহাতে একটা পরিচিত চেহারার হাতুড়ি নিয়ে তার বাড়ির ছাদের দিকে দৌড়াচ্ছে। এই অবস্থায় তার ঠিক কি করা উচিৎ সেটা বুঝতে না পেরে ঠায় বসেই থাকল সে। সময়টা এমনিতেও লোডশেডিঙ্গেরই ছিল, সেজন্য সে মোম আর ম্যাচ নিয়েই বসে ছিল।

ছাদের দরজাটা খোলাই ছিল। ওরা সোজা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল। আসরাফ হাতের হাতুড়ির হ্যান্ডেলটা দিয়ে দরজাটা লক করতে গেলে জায়েদি ওকে থামাল। বাইরে থেকে লক করে দিলে সাথে সাথেই বুঝে যাবে ওরা এরা এই র"ট ব্যবহার করেছে। তার চাইতে কষ্ট করে বের কর"ক।

নিচ থেকে যাতে ওদের দেখা না যায় ওরা সেভাবেই দৌড়াচ্ছিল। কিন্তু ওরা যা দেখল তাতে ওদের আত্মা শুকিয়ে গেল। কম করে হলেও চলি-শ থেকে পঞ্চাশ জন সৈন্য, সবার হাতে ভারী অস্ত্র। ট্রাকগুলো থেকে নেমে দুই মাথা দিয়েই ভিতরে ঢুকছে। কিছু দূরে আরও কিছু গাড়ির লাইট দেখতে পেল ওরা। সেগুলো নড়ছিল না, পুরো এলাকাটাই ঘিরে ফেলা হয়েছে।

জায়েদি আর আসরাফ লাফ দিয়ে দিয়ে বেশ কয়েকটা বিল্ডিং পার করে উত্তর দিকের গলিটার একেবারে মুখের বিল্ডিংটার আগের বিল্ডিংটার ছাদে এসে থামল। সামনের বিল্ডিংটা তিন তলা। ওদের সামনে গলির শেষ বাড়িটার দোতালার খোলা বারান্দা। ওরা নিঃশব্দে লাফিয়ে বারান্দায় নামল।

"ভাগ্য ভালো কোনো গ্রিল নেই," আসরাফ বলল।

"হ্যাঁ, জীবনে আর কি চাওয়ার থাকতে পারে," জায়েদি আস্ড়ে করে বলল।

ওরা দুজনেই নিচু হয়ে বারান্দার অন্য মাথায় গিয়ে উঁকি দিল। বাসার ঠিক নিচেই একটা বিশাল ট্রাক দাঁড়ানো। রাস্ড়ার ওপারেই বস্ড়ি। রাস্ড়ার উপর বেশ কয়েকজন সেনাসদস্য দৌড়াদৌড়ি করছে এবং একে অপরকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বিভিন্ন ইন্সট্রাকশন দিচ্ছে, রাস্ড়ার ভিতরে একের পর টর্চ লাইট জ্বলে উঠতে দেখল ওরা। ট্রাকের উপর লাফিয়ে পড়ে দৌড় দেওয়ার আইডিয়া আগেই বাদ।

ফাঁদে পড়ে গেছে।

জায়েদি আরেকবার বাইরেটা দেখে ঘরের দিকে মন দিল। বাইরে সেন্যদের চেঁচামেচি ছাড়াও এলাকার অনেকেরই ভয়ার্ত চিৎকার চেঁচামেচি আর কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ওরা ওদের পাশের ঘরে কোনো শব্দ শুনল না। বারান্দা দিয়ে দুটো দরজা গেছে ভিতরের দিকে। জায়েদি একটা দরজা খোলার চেষ্টা করল। ভিতর থেকে আটকানো। পাশেরটাও তাই। কোনো উপায় না দেখে, মনে মনে দোয়া পড়ে ভারী কাঁধ দিয়ে জোরে গুতো দিল একটা দরজায়। হালকা দরজার দুর্বল ছিটকিনিটা ওর কাঁধের ভার রাখতে না পেরে

BanglaBook.org

ছুটে গেল। নিচ পর্যন্ড় পৌঁছানোর মত পর্যাপ্ত শব্দ হল না বলেই মনে হল ওদের।

তারপরেও ওরা কয়েক মুহূর্ত স্থির থেকে বোঝার চেষ্টা করল। না কিছুই না। ঘরের বাইরে অন্য শব্দের মধ্যে এই শব্দ শুনতে না পেলেও ঘরের ভিতরের লোকের তো শোনার কথা। কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

পা টিপে টিপে ওরা ঘরে ঢুকে পড়ল। কেউ নেই দেখে ওরা আরো ভিতরে ঢুকল। দুটো বেড রুম পাশাপাশি। বারান্দার দরজা দুটো দিয়ে দুই বেডরুমে ঢোকা যায়।

ঘরের এক পাশে একটা ড্রেসিং টেবিল। উপরে কিছুই নেই। অন্য পাশে একটা বড় সাইজের খাট। খালি ড্রেসিং টেবিল দেখেই জায়েদি বুঝে গেল এবাড়িতে কেউ থাকে না।

সামনে একটা বড় সাইজের ড্রয়িং রুম। ড্রয়িং রুমের অন্য দিকে কিচেন আর ডাইনিং রুম।

ওরা যে রুমটা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে সেটা থেকে বের হয়েই, বাম দিকে একটা সোফা সেট। মেঝেতে গাড় লাল কার্পেট বিছানো। ঘরে কোনো আলো জ্বলছিল না, কেবল জায়েদির ছোট্ট টর্চটা ছাড়া।

ওরা বিশ সেকেন্ডেই পুরো ফ্ল্যাটটা চষে ফেলল। কেউ নেই। ঘরে হিন্দু দেবদবীর ছবি আর মূর্তি দেখেই বুঝে গেল কাউকে পাওয়াও যাবে না।

"হচ্ছেটা কি এখানে?" আসরাফ জিজ্ঞাসা করল।

"শরীফকে একজন ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করেছে, যেমন আমি করেছি তোমাকে।"

"আপনাকে বোকা বানিয়েছে?" আসরাফ দাঁত বের করে হেসে বলল। জায়েদি আসরাফকে নার্ভাস হতে না দেখে স্বস্ড়ি পেল।

"সেভাবেও বলা যায়।"

"সেভাবেও কি? এটা ছাড়া আর কি বলা যায়?"

জায়েদি বিরক্ত চোখে আসরাফের দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না।

"আপনি কি চিন্ড়া করছেন? কোনো প-্যান আছে?" আসরাফ অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

ফ্ল্যাটে ঢোকার দরজাটা ড্রয়িং রুমের বাম কোণায়।

"চারটার মত প-্যান ছিল," জায়েদি আস্ড়ে করে বলল, "এখন প-্যান 'ই'।"

"ই?"

"কিচেনে চলে যাও, সেখান থেকে কেরোসিনের ক্যানটা নিয়ে আসো, আর একটা তোয়ালে, একটা খালি জগ। আর তোমার কাছে যদি ছুরি না থাকে তাহলে ছুরি," জায়েদি তাড়াতাড়ি বলল, নিজের ঘড়ি দেখে কিছু হিসেব করতে করতে, "সব নিয়ে বারান্দায় আসো।"

BanglaBook.org

"ওহ, আর যদি কোনো ময়দা পাও," জায়েদি আবার বলল।

আসরাফ জিনিসগুলো আনতে গেলে জায়েদি সেই বেডরুমটায় ফিরে এলো। এটাই মনে হচ্ছে মাস্টার বেডরুম। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে ফেলল ও। ভিতরে আরো কিছু জিনিসের সাথে একটা পিতলের বাটিতে কয়েক মাস পুরনো ট্যালকম পাউডার। পাউডারের পাত্রটা বের করে রেখে ও খাটের দিকে এগুলো। খাটের মাথার কাছে একটা জানালা। জায়েদি খাটের ম্যাট্রেসটা তুলে ফেলল। যা চাচ্ছিল তাই! পলিব্যাগ রাখার জন্য বাঙালিদের প্রিয় জায়গা।

পাউডারটা ঢালল পলিব্যাগের মধ্যে। এবার জানালাটা সামান্য একটু ফাঁক করল। তারপর ও যে দড়ি নিয়ে এসেছিল তার একমাথা জানালার নিচের দিকটা দিয়ে বারান্দায় ফেলল। ফেলার আগে খানিকটা কেটে নিজের কাছে রেখে দিল। বড় দড়ির বাকি অংশটা খাটের পায়ার কাছে ফেলে রাখল।

ও আসরাফকে ঘরে ঢুকতে দেখল। যা যা চেয়েছে সবই আনতে পেরেছে। "ক্যানটা আমাকে দাও, ছুরি আছে তো?"

আসরাফ নড করল। জায়েদি ওকে শরীফের পিস্তল থেকে পাঁচটা গুলি আর পাউডার ভরা পলিথিন ব্যাগটা দিল। পিস্তলে গুলি ছিল আর মাত্র তিনটে। কাজ হলে এতেই হবে, আর এতে কাজ না হলে আর কোনো কিছুতেই হবে না।

"ছুরি দিয়ে বুলেট গুলো থেকে গান পাউডার বের করে এই ব্যাগে ভর। আর কিছু ময়দাও ভরে দাও। খুব বেশি তো নেই মনে হচ্ছে।"

"কি করতে চান একটু বলবেন দয়া করে?" আসরাফ জানতে চাইল।

"নিচে চলি-শ থেকে পঞ্চাশ জন লোক আছে," জায়েদি কেরোসিনের ক্যানটা খুলে সেখান থেকে কিছু পরিমাণ কেরোসিন জগে ঢালতে শুরু করল, "এতক্ষণে ওরা বুঝে গেছে আমরা ঐ বাড়িতে নেই। তো ওদেরকে এখন এই এলাকার সবগুলো বাড়ি আর সবগুলো রুম সার্চ করে দেখতে হবে," জায়েদি বারান্দার দিকে হাঁটতে শুরু করল, বারান্দায় এসে দড়ির যে মাথাটা সে ওখানে ফেলে রেখেছিল তারপাশে কেরোসিনের ক্যান, জগ আর তোয়ালেটা ফেলে রাখল। এরপর আবার চলে এলো ঘরে, "এদের বাইরের দিকটা পাহারা দেবার জন্য মিনিমাম দশ জন লোক রাখতে হবে। এখন লোক থাকল ত্রিশ বা চলি-শ। ধরলাম চলি-শ, বাইরে বিল্ডিং আছে আট থেকে নয়টা। সেভাবে হিসেব করলে এদের প্রতি ফ্লোরে লোক পাঠাতে হবে তিন থেকে চার জন। দোয়া কর যেন তিন জন হয়।"

জায়েদি একটু থেমে আবার বলল, "কয়েক মিনিটের মধ্যেই দরজায় লাথির শব্দ শুনবে তুমি, এই তিন বা চারজনকে আমাদের মারতে হবে একেবারে নিঃশব্দে, একটু শব্দ করলেই খেল খতম।" আসরাফের গান পাউডার বের করা হয়ে গিয়েছিল, জায়েদি ওকে পলিথিনটা খাটের নিচে

BanglaBook.org

রাখতে ইশারা করল।

"তুমি কখনো ছুরি দিয়ে কাউকে মেরেছ?"

আসরাফ মাথা নাড়ল। না।

জায়েদি ওর কথায় হতাশ হল কিনা বোঝা গেল না। হলেও সেটা প্রকাশ করল না। "তুমি আর আমি দাঁড়াব বারান্দায়, দুই দরজার পাশে। ঐ দরজা দিয়ে একজন বারান্দায় আসবে, তোমাকে বাম হাত দিয়ে তার মুখ পেচিয়ে ধরে ডান হাত দিয়ে গলায় পোচ দিতে হবে। সে যেন কোনোভাবেই ট্রিগার চাপতে না পারে।"

আসরাফ ঢোক গিলে মাথা নাড়ল। একটু আগে তেমন নার্ভাস না লাগলেও এখন গলা বুক শুকিয়ে গেছে। ওর সামান্য ভুলের জন্য শুধু ওর নিজের না জায়েদির জীবনও চলে যাবে। আর ক্ষয়ক্ষতি কেবল ওদের দুজনের জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না। সে শুকনো মুখে জায়েদির দিকে তাকিয়ে থাকল। জায়েদি সামান্য হাসল।

জায়েদির কাছে সাইলেন্সার লাগানো বন্দুক ছিল। কিন্তু সাইলেন্সার লাগানো বন্দুকেও কিছু শব্দ হয়। আর সেই শব্দ নিচ পর্যন্ত না গেলেও একজনকে গুলি করলে অন্যরা শুনে ফেলবে। আর একটা শব্দ করলেই কাহিনি সেখানেই শেষ। আর যদি চারজন এসে পড়ে তখন বন্দুক ব্যবহার করা আর অপসোনাল হবে না।

জায়েদির ক্যালকুলেশন অনুসারে যদি তিনজন লোক ঢোকে তবে একজন যাবে কিচেনের দিকে। আর অন্য দুজন চলে আসবে দুই বেডরুমে আর সেখান থেকে শেষে বারান্দায়।

এরপর দুই মিনিটের কিছু কম সময় পর ওরা দরজায় শব্দ শুনল। ওরা আগে থেকে পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

আসরাফের মনে হচ্ছিল ও বমি করে দেবে।

"পড়ে যেতে দেবে না, হাতে লাইট থাকলে ধরে ধরে থাকবে।"

এটাই ছিল জায়েদির লাষ্ট মিনিট অ্যাডভাইজ।

শব্দ করে ফ্ল্যাটের মেইন দরজাটা ভেঙ্গে গেল। আসরাফের মনে হল হার্ট অ্যাটাকেই মরে যাবে। হঠাৎ করে মনে হল, এটা যদি করেও ফেলে এরপরে কি? এত লোকের মধ্যে দিয়ে বের হবে কি করে?

ওরা দুজনেই পায়ের শব্দ শুনল। তিন জনই মনে হচ্ছে।

বেডরুমের দিকে পায়ের শব্দ আসতে শুনল ওরা। জায়েদি যে ঘরটা বেছে নিয়েছে সেটা কাছাকাছি। সেজন্য ওর টার্গেটেরই আগে আসার কথা। ব্যবধানটা অবশ্য সামান্যই হবে।

ঘরের ভিতর থেকে সৈন্যদের ফ্ল্যাশ লাইট বারান্দার রেলিঙে এসে লাগল। জায়েদির টার্গেট সবার আগে বারান্দায় পা রাখল। একটু ভুল হলেই...

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৫৬

১৫ নভেম্বর, ১৯৭১
ঢাকা, বাংলাদেশ

জায়েদিকে লেজ গুটিয়ে পালাতে দেখে শরীফ যতটা না অবাক হল তার চাইতে বেশি কৃতজ্ঞ হল সালমান আব্বাসীর উপর। লোকটা মনে হচ্ছে ধরেই নিয়েছিল শরীফ ধরা খাবে। ব্যাপারটা লজ্জাজনক হলেও এই মুহূর্তে লজ্জার চাইতে স্বস্তিটাই বেশি অনুভব করল সে। ব্যাপারটা এমন নয় যে ওর জান বেঁচে গেছে সেজন্য। এজন্য যে জায়েদিকে ধরার আরেকটা সুযোগ পাওয়া গেল।

জায়েদি দৌড়ে পালানোর প্রায় এক মিনিট পরে সে লোহার দরজার ধাক্কাধাক্কির শব্দ শুনল। এরপর আরও তিরিশ সেকেন্ড পরে একটা হালকা এক্সপে-াশন এবং দরজার ভারি ছিটকিনি ছুটে গেল।

স্পেশাল ফোর্সেস! ভালোই। ভাবল শরীফ। ইতোমধ্যে বাইরেও পাকিস্তানি সেনাদের শোরগোল শুর" হয়ে গেছে।

যাই হোক অন্তত ব্রাশ করার জন্য কাল সকালে দাঁতগুলো তো থেকে যাচ্ছে।

"আপনারা আমাকে ফলো করা শুর" করেছেন কখন থেকে?" শরীফ পাঁচজনের টিমের একজনকে জিজ্ঞেস করল যে ওর বাঁধন খুলে দিচ্ছিল। অন্যদের দুইজন বাইরে যাবার দরজাটায় ধাক্কা দিচ্ছিল আর উর্দুতে চিৎকার করছিল যাতে বাইরে থেকে কেউ খুলে দেয়। আর বাকি দুইজন বের হবার আর কোনো রাস্তা আছে কিনা দেখছিল। ওরা এই দরজায় আগে থেকে এক্সপে-াসিভ ব্যবহার করতে ভয় পাচ্ছিল কারণ বাইরে সেনারা জমা হতে শুর" করেছে, যারা আসলে ঠিক মত জানেও না কি করতে হবে। হঠাৎ যদি সামনে এক্সপে-াসনের শব্দ শুনে দুমদাম গুলি চালিয়ে দেয়, তখন হবে আরেক ঝামেলা। সারাদিন মুক্তিবাহিনির আতংকের মধ্যে থাকতে থাকতে এদের আত্মা এমনিতেই ছোট হয়ে থাকে। কি না কি করে বসে ঠিক নেই।

"আমাদের টিম ফর্ম করে দেওয়া হয় কাল রাতেই। কিন্তু আমরা জানতাম না আপনি কোথায় আছেন। তো আমরা আপনার হোটেলের কাছে অপেক্ষা করছিলাম। পরে আপনি ছদ্মবেশ নিয়ে বের হলেও আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম। আপনাকে এই গলির মধ্যে ঢুকতে দেখে আমরা বাইরে গাড়িতে ওয়েট করছিলাম। আপনি না বেরোলে আমাদের একজন গলির মধ্যে উকি

BanglaBook.org

দিলে দেখতে পায় এরা আপনাকে নিয়ে এই ঘরে ঢুকাচ্ছে।"

"কত লোক এনেছেন সাথে?"

শরীফ বাইরের শোরগোল শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"আমরা পাঁচজন, কিন্তু আমরা কাছের একটা মিলিটারী ক্যাম্প থেকে লোক পাঠাতে বলেছি। তারা পয়ত্রিশজন লোক পাঠিয়েছে। তাছাড়া.."

বাইরে থেকে কেউ একজন দরজা খুলে দিলে সবাই দৌড়াল বাইরে।

"পয়ত্রিশ?" শরীফ উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে বের হতে হতে বলল, "এই জায়গার মধ্যে এত লোক কেন এনেছেন? এদের ম্যানেজ করাই তো আরেক ঝামেলা হবে।"

বাইরে হঠাৎ ইলেক্ট্রিসিটি চলে যাওয়ায় সৈন্যদের মধ্যে আরো এক্সট্রা চেঁচামেচি শুরু হয়েছে। আর তাতে এলাকার লোকজন আরো ভয় পেয়ে গেছে। সব মিলিয়ে বাইরে কান পাতা যাচ্ছে না। মেজাজ খিচড়ে গেল শরীফের।

"আমরা জানতাম না কত লোক দরকার হবে," বলল স্পেশাল ফোর্সের লোকটা, আর তাছাড়া ঐ লোক যে আমাদের দেখে ফেলবে, তবে চিন্তা করবেন না, পুরো এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। এই পয়ত্রিশ জন তো শুধু এখানে। বাইরে আশে পাশের সমস্ত এন্ট্রি-এক্সিট পয়েন্টেই লোক রয়েছে। পালানোর কোনো পথ নেই।"

"ধরতে পেরেছ কেউ?"

শরীফ চিৎকার করে বলল। প্রশ্নটা কোনো স্পেসিফিক কাউকে করা হয় নি। তাই কে উত্তর দেবে, কি উত্তর দেবে এটা বুঝতে না পেরে সবাই একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। অবশেষে একজন উত্তর দেবার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে সামনে এগিয়ে এসে গলা বুক উঁচিয়ে বলল, "আমরা জানি না কাকে ধরতে হবে, জনাব।"

"গ্রেট," মুখ বিকৃত করে বলল শরীফ, "কাউকে পালাতে দেখো নি?"

"জ্বী না, জনাব।"

শরীফ দেখল কয়েকজন সৈন্য ফ্ল্যাশ লাইট বিলি করছে। অন্তত সেইটুক তো এনেছে।

"আমাদের কাছে ছবি আছে," স্পেশাল ফোর্সের আরেকজন বলল।

ছবি থেকেই বা কার বালটা ছিড়ে এনেছ! আমার পাছায় যখন লেগেছিল তখন..

"সেগুলো তাড়াতাড়ি ডিস্ট্রিবিউট করে দেন," শরীফ অসহ্য হয়ে বলল, "আর প্রত্যেকটা বাড়ি প্রত্যেকটা রুম সার্চ করার অর্ডার দিয়ে দেন। এক্ষুনি।"

পাঁচজন লোক পকেট থেকে ছবি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। জায়েদির ফ্যাক্স

BanglaBook.org

করা পাঁচটা ছবি। সাদা কালো। এই অন্ধকারের মধ্যে টর্চের আলোতে তিন সেকেন্ডে এরা কি দেখবে আর কাকে ধরবে আল-াহই জানে। ধুর।

শরীফ এটা শিওর ছিল যে এই জায়গা থেকে জায়েদি কাজ করছিল না। এটা সেরকম কোনো জায়গা হলে এখানে এখন রীতিমত যুদ্ধ শুর" হয়ে যেত। কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট কেউ অবশ্যই থাকে। তা না হলে ওই লোক এখানেই কেন ঢুকবে! ঐ লোক জানত না যে জায়েদি ওকে ফলো করছিল। জানলে ওর আর জায়েদির মারামারির সময় সে অংশ নিত। জায়েদি ওকে ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করেছে। ঠিক সালমানের মত।

"তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি" শরীফ আবার চিৎকার করে বলল, এতগুলো লোকের ছবি দেখতে অনেক সময় লাগছিল, "এরা এখানেই কোনো না কোনো বিল্ডিংয়ে আছে। এক্সিট গুলোতে আটজন লোক রাখেন, আর পাঁচজন রাস্ড়টা পেট্রোল করবে। বাকিরা সবাই সার্চ করবে। সবাইকে শুট অ্যাট সাইট অর্ডার দেয়া হল। টার্গেট হাইলি ট্রেইনড, কেবল মাত্র ওয়ান টু থ্রি অর ফোর থাকলেই ক্যাপচারের চেষ্টা করবেন, না হলে দরকার নেই। শুট টু কিল, কিচ্ছু যায় আসে না। তার সাথে কিন্তু একজন পার্টনার রয়েছে।"

শরীফ একজন স্পেশাল ফোর্সের অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই পাশের বাড়িটায় কেউ আছে যে এদের সাহায্য করছে। ওরা এই বাসায় নেই কিন্তু তারপরেও সার্চ করে দেখেন। আর বাসার সবাইকে এখানে এনে জড়ো করেন।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরো আর্মি নিজেদের ছোট ছোট টিমে বিভক্ত করে সার্চ শুর" করে দিল।

অন্য দিকে ওয়্যারহাউজে ডেপুটি শরীফ আসলাম ঐ বাড়ির সদস্যদের ইন্টারোগেট করতে শুর" করল। ন্যাচেরালি সবাই প্রথমে অস্বীকার করল যে তাদের বাড়ির কারোর সাথে মুক্তিবাহিনির লিঙ্ক আছে। আসরাফের যে ছেলের সাথে কন্টাক ছিল তার চেহারা আর বয়স দেখেই শরীফের মনে হল এই ছেলের সাথে মুক্তিবাহিনির কোনো না কোনো সম্পর্ক আছে। তার কাছ থেকে দ্র"ত কনফেশন আদায় করতে শরীফ বাড়ির সবচেয়ে বৃদ্ধ লোকটার পায়ে গুলি করে দিল। লোকটা ছিল ওই ছেলের দাদা। বয়স আশির উপরে। এই বুড়ো বয়সে এসে জীবনে প্রথম খাওয়া গুলিটা হজম হল না তার। যদিও শরীফ লোকটাকে জানে মারতে চায় নি, কিন্তু গুলি পায়ে লাগা সত্ত্বেও লোকটা স্ট্রোক করে বসল এবং সবার চোখের সামনেই মারা গেল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সে-ই একমাত্র লোক ছিল যে আসলে জায়েদি আর আসরাফকে শেষবার দেখেছিল। সেটা বললেও অবশ্য তেমন কোনো লাভ হত না।

এটা শরীফের করা দ্বিতীয় ভুল।

ওর প্রথম ভুলটা ছিল সময়ের থেকে আগে চিন্ড়া করার। হতে পারে রিসেন্ট ফেইলিয়রগুলো, বা অপর্যাপ্ত বিশ্রাম কিংবা গতরাতে মেহজাবিনের ও

BanglaBook.org

ধরনের মৃত্যু যেগুলো বারবার ওকে সন্দেহ করতে বাধ্য করছে যে ওকি আসলে একজন ভিলেনই হয়ে গেছে? এই চিন্ড্রটাই বারবার আরও ডেসপারেট করে ফেলছে ওকে। এই মুহূর্তে সার্চে মন দেবার বদলে ও জায়েদির প-্যান খুঁজে বের করতেই বেশি তৎপর ছিল। জায়েদির থেকে ওর প-্যানটাই ছিল শরীফের কাছে বেশি ইম্পর্টেন্ট। ওর মাথায় একবারের জন্যও আসে নি যে আসরাফ এখানে এসেছিল শুধু একটা সাইকেল নিতে। আর ওই ছেলের সাঈদ খন্দকার জায়েদির অস্ড়িত্বের ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই।

আর দাদা মরে যাবার পরে কেমন জানি ছেলেটার উপর জিদ চেপে গেল। সে একটু আগে অনেক রকম অনুনয় বিনয় করলেও এখন রীতিমত গালাগাল করতে শুর" করে দিয়েছে।

এরপরে যখন শরীফ ওর পরিবারের অন্য সদস্যদের পিটাতে শুর" করল তখন ও ভেঙ্গে পড়ে বলল যে আসরাফ এখানে এসেছিল একটা সাইকেল ধার নিতে। কথাটা শরীফ বিশ্বাস করবে কি করবে না বুঝতে পারল না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অ ধ্যা য় ৫৭

১৫ নভেম্বর, ১৯৭১
ঢাকা, বাংলাদেশ

সৈন্যটার চোখ আসরাফের উপর পড়তে যাবে ঠিক এমন সময় জায়েদি পিছন থেকে মুহূর্তের মধ্যেই লোকটার মুখ চেপে ধরে গলায় ছুরি বসিয়ে দিল। গলা থেকে হাত সরিয়ে সে লোকটার ফ্ল্যাশ লাইটটা ধরে থেকে সেটাকে স্থির রাখল, এবং লোকটার দেহ ড্রয়িং রুমের লাইন থেকে সরিয়ে আনল।

ও ভয় পাচ্ছিল ড্রয়িং রুমে যে লোকটা আছে সে কিছু দেখে ফেলে কিনা। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সব কিছু স্বাভাবিকভাবেই ঘটল সেদিকে। তিন জন ঘরে ঢুকে দুই জন দুই বেডরুমের দিকে চলে আসল আর একই সাথে অন্যজন হাঁটা দিল কিচেন আর ডাইনিং-এর দিকে। জায়েদি যখন লোকটার গলা কাটছিল ঐ লোক কিচেনেই ছিল।

ঠিক যখন জায়েদি তার টার্গেটের গলায় ছুরিটা স্পর্শ করাল তখনই আসরাফের টার্গেট এসে দাঁড়ালো দরজার গোড়ায়। আসরাফ এতটাই নার্ভাস হয়ে পড়েছিল যে নিজের দেহকে শক্ত রেখে গা-হাত-পায়ের কাঁপাকাঁপি ঠেকাতে হচ্ছিল।

কিন্তু তাতেও কাজ হল না। লোকটা বারান্দায় পা রাখার সাথে সাথেই আসরাফ তাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরেছিল ঠিকই কিন্তু সমস্যা ছিল লোকটা আসরাফের চাইতে বেশ লম্বা। ঢ্যাঙ্গা টাইপের। ও যখনই মুখ চেপে ধরতে গেল ওর হাত জায়গা মত পড়ল না। লোকটা চিৎকার করার জন্য মুখ হা করতেই যাবে এমন সময় আসরাফ না পেরে পুরো মুখের মধ্যেই হাত ঢুকিয়ে দিল আর একই সাথে সে গলা না কেটে গলার ভিতর ছুরি ঢুকিয়ে দিল। পুরো ব্যাপারটা খুব বিশৃঙ্খলভাবে ঘটলেও আপাতদৃষ্টিতে সেটাকে একটা সাফল্যই ধরে নেওয়া গেল।

আসরাফ যখন এই কান্ডগুলো ঘটাচ্ছিল জায়েদি তখন ওর টার্গেটের ফ্ল্যাশ লাইট ধরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। এরপর আসরাফের কার্যক্রম শেষ হলে জায়েদি হাত তুলে ওকে স্থির থাকতে ইশারা করল।

জায়েদি ধরে থাকা সৈন্যটার হাত থেকে তার লাইটটা নিল এবং তার হেলমেটটা পরে নিয়ে তাকে বারান্দার দেওয়ালের সাথে বসিয়ে রেখে দিল।

এবার ও হেঁটে এসে দাঁড়ালো ঠিক বেড রুমটার মাঝখানে। ফ্ল্যাশ

BanglaBook.org

লাইটটা ধরল বা হাতে, আর বা হাতের কব্জির উপর শরীফের সাইলেন্সার লাগানো পিস্ড়লটা ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ওর দ্বিতীয় এবং শেষ টার্গেটের, যে এখন কিচেন আর ডাইনিং সার্চ করে ফিরে আসছে। ও লোকটার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল সাথে সাথে তার ফ্ল্যাশ লাইটের আলোও দেখছিল।

হাতের লাইট নাচাতে নাচাতে যখন লোকটা জায়েদির ফায়ারিং লাইনে চলে এলো জায়েদি সাথে সাথে দুবার ট্রিগার টিপে দিল। প্রত্যেকেই যেহেতু হেলমেট পরে ছিল সেজন্য মাথায় গুলি করা ঝামেলার হতে পারে চিন্ড়া করে জায়েদি গুলি দুটো করল লোকটার গলা লক্ষ্য করে। প্রথম গুলিটা গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল আর দ্বিতীয়টা লাগল পুরো মুখে। হতভাগ্য যে যোদ্ধা এক বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে যুদ্ধ শেষ হলে দেশে ফিরে, বাংলাদেশে যে নোংরা কাজগুলো করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত করবে, সে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারার আগেই ঢাকা শহরের এক হিন্দু বাড়ির কার্পেটের উপর লুটিয়ে পড়ে নিজের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

জায়েদি স্বস্ড়ির নিঃশ্বাস ফেলল।

ফার্স্ট ফেজ কমপি- টেড।

●●●

"তো প-্যান 'ই'?" আসরাফ হেসে বলল, ওরা মৃত সৈন্যদের ইউনিফর্মগুলো পরে নিচ্ছিল। আসরাফের এখন নিজেকে অনেক বেশি কনফিডেন্ট মনে হচ্ছে।

"প-্যানের অ্যালফাবেটিক্যাল নাম্বার যত বাড়ে, পরিস্থিতির উপর তোমার কন্ট্রোল তত কমে," জায়েদি শার্ট গায়ে দিতে দিতে বলল, "মানে প-্যান 'ই' এর অর্থ হল পুরো সিচুয়েশনে তোমার কন্ট্রোল সামান্যই, তোমার সাফল্য বেশিরভাগই নির্ভর করছে তোমার ভাগ্য আর অন্য লোকের ভুলের উপর।"

"এখন?" আসরাফ জিজ্ঞেস করল।

জায়েদি তখনও বুট পরেনি, পায়ে শুধু মোজা ছিল। ও বারান্দা থেকে জগ আর তোয়ালেটা নিয়ে এলো। এরপর তোয়ালেটা চুবালো জগের মধ্যে। আর খাটের নিচে গান পাউডার, ট্যালকম পাউডার আর ময়দা ভরা যে পলিথিনের ব্যাগটা ছিল সেটা ঢুকিয়ে দিল ক্যানের ভিতরে, কেরোসিনের মধ্যে।

এরপর আবার বারন্দায় গিয়ে কেরোসিনের বড় ক্যানটা পুরো জড়ালো তোয়ালে দিয়ে। এমনভাবে গিট বাধল যেন ক্যানের হ্যান্ডেলটার পাশে জায়গা থাকে। তারপর হ্যান্ডেলের সাথে বাঁধল বড় দড়িটা, যেটা জানালা দিয়ে বের করে দিয়েছিল।

আর ও যে দড়িটুকু আগে থেকে কেটে নিয়েছিল সেটার একমাথা বাঁধল

BanglaBook.org

জানালার উপরের দিকে, আর অন্য মাথা বাঁধল ক্যানের হ্যান্ডেলের সাথে।

এবারে আস্তে করে একেবারে নিঃশব্দে ক্যানটা ঝুলিয়ে বারান্দার রেলিং থেকে। যার ঠিক নিচেই ছিল ট্রাকটা দাঁড়ানো।

"ড্রয়িং রুমে আসো," তেলের জগ আর যে দড়ির গোছাটা আগে খাটের কাছে ফেলে রেখেছিল সেটা নিয়ে দুজনে চলে গেল ড্রয়িং রুমে। দড়িটা যথেষ্ট বড় ছিল। সেটা কিচেনের দরজা পর্যন্ত চলে আসল। ওটাকে ও দরজার হ্যান্ডেলের সাথে বেধে দিল। এরপর জগের কেরোসিনের মধ্যে নিজের রুমালটা চুবিয়ে সেটা দিয়ে পুরো দড়িটায় কেরোসিন মাখিয়ে দিল।

তো যেটা হল, সেটা হচ্ছে, বড় দড়ির একমাথা মাথা বাধা কিচেন ডোর আর অন্য মাথা কেরোসিন ক্যানের হ্যান্ডেলের সাথে, আর ছোট দড়িটার একটা মাথা বাধা জানালার সাথে আর অন্য মাথা আবার সেই ক্যানের হ্যান্ডেলের সাথে।

জায়েদি হেলমেট আর বুট পরে নিল।

ও আসরাফকে নিজের গ্যাস লাইটারটা ধরিয়ে দিল। "আমি এখান থেকে বের হয়ে যাবার ঠিক দশ সেকেন্ড পরে এই দড়িটায় আগুন দিয়েই নিচে দৌড় দেবে। আর মেইন রোডের দিকে যাবে না। বেরিয়ে গলির ভিতরের দিকে যাবে। আর কারো সাথে কথা বলতে যেও না। তোমার উর্দু শুনেই বুঝে যাবে। গুড লাক।"

জায়েদি নিচে নেমে গেল।

সেকেন্ড ফেজ কমপি- টেড।

সোলজাররা ফ্ল্যাটে ঢোকার আড়াই মিনিট পরে; এরা বারান্দায় লাফিয়ে পড়ার তেরো মিনিট পরে।

নিচের অবস্থা একেবারে জগা খিচুড়ি, পুরো গলিটা লোকজনে ভরে গেছে। সেনা সদস্যরা জায়েদির ছবি ঠিক মত দেখতেও পারেনি সবাই, এখন যাকেই দেখে তাকেই জায়েদি মনে হয়। বলতে গেলে যাকে পাচ্ছে তাকেই টেনে হিচড়ে বাইরে নিয়ে আসছে। ভয়ার্ত, চিৎকার, কান্নাকাটি আর চেঁচামেচিতে বাতাস ভারি হয়ে গেছে। হঠাৎ করেই জায়েদির মনে হল তার জন্য এসব লোকের কি অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট আর আতংকের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। এদের মধ্যে হয়তো অনেকের জীবন আর কখনও আগের মত হবে না। নিজের হাতে এদের ডেথ সেনটেন্সে সই করে দিয়েছে সে। এতক্ষণ এসব তার মাথায় না আসলেও এখন এদের এভাবে দেখে ওর তীব্র অনুসূচনা হল।

জায়েদি ধীর পায়ে এগুচ্ছিল। একজন সেনা সদস্য ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। "কই নেহি মিলা?" উর্দুতে জিজ্ঞেস করল সে।

"কাফির কা ঘ্যর হ্যাঁয়। সব শালা গ্যায়া ইন্ডিয়া," জায়েদি উর্দুতে বলল।

পাশের সৈন্যটাও ওই কাফের পরিবারের ব্যাপারে নিজের তিক্ত মনোভাব ব্যক্ত করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক তখনই উত্তর দিকের গলির মাথা থেকে

BanglaBook.org

চিৎকার চেঁচামেচি শোনা গেল।

আর ঠিক তখনই আসরাফ এসে দাঁড়ালো জায়েদির পাশে।

প-্যানটা ছিল এরকম যে বড় দড়িটায় আগুন লাগানো হবে, কিন্তু সেটাতে আগুন লাগানোর সাথে সাথেই যেন ক্যানটা পড়ে না যায় সেজন্য ছোট দড়িটা। আগুন কেরোসিনের ক্যান পর্যন্ড় পৌঁছানোর সাথে সাথেই পুরো তোয়ালেটা ক্যানসহ ধরে যাবে, এবং দড়ি ছিড়ে নিচে পড়বে। আর পলিথিনের মধ্যে যে দাহ্য পদার্থগুলো রাখা হয়েছে সেগুলোর কারণে আগুন নেভানো আরো কঠিন হয়ে যাবে। এতে অবশ্য বিশাল কোনো অগ্নিকা— সৃষ্টি হবেনা, কিন্তু বিশাল অগ্নিকা— সৃষ্টি করাটা এখানে পয়েন্ট নয়।

পুরো দড়িটা পুড়ে ক্যানটা পড়েছে ঠিক ট্রাকের পিছনের টায়ারের একেবারে কাছে। সেখান থেকে টায়ারে আগুন লেগে গেছে।

ট্রাকটা ব-াস্ট হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে বাইরে থাকা অর্ধেক লোক ছুটল ট্রাকের আগুন নেভাতে, আর বাকিরা ছুটল ওই শেষ বাড়িটায় যেখান থেকে ক্যানটা পড়েছে। জায়েদির সাথে যে সেনাটা কথা বলছিল সে কোথা থেকে কি হয়েছে বুঝতে না পেরে গেল আগুন থামাতে। সাথে সাথে পিছন পিছন গেল জায়েদি আর আসরাফও।

"পানি লাও, পানি লাও," চিৎকারে পুরো গলি একেবারে ফেঁটে পড়ছিল। কেউ কারো কথা শুনতে পাচ্ছে না। যার কাছে যখন যেটা ঠিক মনে হচ্ছে সে সেটাই করছে। শরীফ উদ্ভ্রান্ড়ের মত বাইরে বেরিয়ে এল। ও সাথে সাথেই বুঝতে পেরেছিল এটা একটা ডিস্ট্রাকশন। ও চিৎকার করে উঠল সবাইকে অর্ডারে রাখার জন্য। কিন্তু যখন আগুন লাগে তখন কোনো অর্ডার থাকে না।

বেশিরভাগ সেনারা দৌড়ালো পাশের বস্ড়ি থেকে পানি আনার জন্য, তাদের সাথে জায়েদি আর আসরাফও দৌড়ালো বস্ড়ির ভিতর। ওদের থেকে আরেকটু দূরে, আরেকটু জোরে।

তো যখন ওই বিল্ডিংয়ের উপর থেকে কয়েকজন সেনা সদস্য চিৎকার করে বলছিল ওদের টার্গেট এখন আর্মি ইউনিফর্ম পরা সেই তথ্য সবার কান পর্যন্ড় পৌঁছাতে পৌঁছাতে জায়েদি আর আসরাফ অন্ধকারে ঢাকা বস্ড়ির ভিতর দিয়ে দৌড়ে এলাকার অন্য দিকে চলে গেছে।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৫৮

২৬ নভেম্বর, ১৯৭১
কনফারেন্স রুম, ইসলামাবাদ আর্মি বেজ, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান

আই.এস.আই ডিরেক্টর আকবর খান একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। একদিক সামলানোর চেষ্টা করছেন তো অন্যদিক ভেঙ্গে পড়ছে। তিনি কোনোভাবে একটা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় আসতেই পারছেন না। সফলতার কত কাছে থেকেও তিনি কত দূরে!

তিনি কেবল শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন যখন মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের ডেপুটি ডিরেক্টর রীতিমত টেবিল চাপড়ে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন। টেবিল চাপড়ে! অথচ এরাই কয়েকদিন আগ পর্যন্ত তার সাথে কথা বলতে গেলে চোখের দিকে তাকানোর সাহস পেত না।

শুধু এমআই'র ডেপুটি ডিরেক্টর না, ইস্টার্ন কমান্ডারের দুইজন ডেপুটি, তিন জন হাই র‍্যাংকিং নেভি অফিসার, একজন এয়ার মার্শাল (থ্রি স্টার), ভাইস এয়ার মার্শাল (টু স্টার) এবং পাঁচজন সিনিয়র এমআই অপারেটিভ ছিলেন কনফারেন্স টেবিলে। সালমান আব্বাসী বসেছে তার পাশে। তার মত সেও হতাশ হয়ে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে।

ঘটনার শুরু হয় আই.এস.আই'র সিনিয়র এজেন্ট ফয়সাল জামিলকে দিয়ে। মাথায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তার লাশ পাওয়া যায় ঢাকায়, শ্যামলীর কাছে। পাশে এক গাদা কাগজপত্র। আর মাথায় পিন দিয়ে একটা কাগজ আটকানো, যাতে লেখা 'পাকিস্তান আর্মির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার ফল।'

তার সাথে যেসব ফাইল পাওয়া যায় তাতে তার সমস্ত কৃতকর্ম আর তার ফলে আর্মি আর এমআই'র কি কি রকম দুর্দশা হয়েছে তার সুবিস্তারিত বর্ণনা। এই ব্যাপারটাকে কোনোমতে চেপে রাখা গেলেও আস্তে আস্তে আর্মি, আই.এস.আই আর এমআই তিন বাহিনিতেই বিভিন্ন রকম গুজব ছড়াতে শুরু করে।

এই গুজবগুলোকে গুজব বলেই উড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল কিন্তু ঠিক তখনই আসে আরেকটি বড় ধাক্কা। ঢাকায় মোট পাঁচ জন আই.এস.আই অপারেটিভকে একদল সেনাসদস্য (এটাই সবাই জানত, এজেন্টদের প্রতিবেশীরা দেখেছে খাকি ড্রেস পরা সেনাসদস্যদের গভীর রাতে তাদের বাড়িতে ঢুকতে) এক রাতের মধ্যে ফাঁসি দিয়ে দেয় তাদের বাড়িতে, আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে যেখানে তারা থাকছিল সেখানে। মৃতদেহের সাথে

BanglaBook.org

সেই একই নোট, আর সাথে তাদের কৃতকর্মের ডকুমেন্ট ছাড়াও আরো অনেক ক্লাসেফায়েড ডকুমেন্ট। এখন সমস্যা হল এই সব ডকুমেন্টের অনেক কিছুই সত্যি, যেগুলো চেক করলে তার সত্যতা পাওয়া যায়। এইসব অপারেটিভ কোনো না কোনো সময় কারো না কারো কাছ থেকে টাকা খেয়েছে। কিন্তু এই সব সত্যের সাথে কিছু কিছু মিথ্যা তথ্য এমনভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে দুটো আলাদা করে দেখানো রীতিমত অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

শুধু এই সব অপারেটিভদের মৃতদেহের সাথে পাওয়া ডকুমেন্টই নয়, অনেক ডকুমেন্ট পাঠানো হয়েছে অনেক আর্মি আর এমআই'র অফিসারদের কাছে। এসব ডকুমেন্টের মধ্যে রয়েছে কয়েকশত ক্যাবেল, ডিব্রিফ রিপোর্ট আর মেমো। অনেক ডকুমেন্ট অনুসারে এই সব দুর্নীতিবাজ অপারেটিভ যেসব কাজ করেছে তাতে হাই কমান্ডের সায় ছিল, আবার কোনো কোনো জায়গায় ডাইরেক্ট ভাগ ছিল। কিছু কিছু মেমো অনুসারে আর্মিকে ইচ্ছে করে খারাপ ইন্টেল দেওয়া হয়েছে যাতে আর্মির মধ্যে ক্যাজুয়ালটির সংখ্যা বাড়ে, পাবলিসিটি স্টান্টের জন্য। আর খারাপ ইন্টেলের জন্য যে আর্মি অফিসাররা মারা গেছে, তাদের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে যারা আর্মি বা এম আইতে বড় পজিশনে আছেন তাদের কাছেই এই সব মেমো পাঠানো হয়েছে। এখন কার কাছে কি কি আছে সেটা জানা হয়ে গেছে একেবারে অসম্ভব। এই সব ডকুমেন্টের সাথে যোগ হয়েছে আরো ভয়ানক সব গুজব। যেমন শোনা যাচ্ছে আকবর খান আর প্রেসিডেন্টের কনভার্সেশনের একটা মেমো নাকি আছে তাতে এরা দুই জন মিলে আলাপ করছেন কি করে ইচ্ছে করে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে দিয়ে এর জন্য নিয়াজীকে দো- ম করা যায়।

এখানেই শেষ নয় জানা গেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির নেতাদের কাছেও বিভিন্ন ডকুমেন্ট পাঠানো হয়েছে যেখানে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে কিভাবে ইয়াহিয়া তাদের বিরুদ্ধে সত্য-মিথ্যা বিভিন্ন দুর্নীতি আর রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ এনে এদের বিরুদ্ধে মামলা চালাবে এবং এরপর ইলেকশন আরো পিছিয়ে ক্ষমতা নিজের কাছে রেখে দেবে। এমনকি তাদের দুর্নীতির সত্য-মিথ্যা রিপোর্ট বানিয়ে তাদের কাছেই পাঠানো হয়েছে, এটা বোঝানোর জন্য যে এগুলোই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে।

এরকম একটা জগা খিচুড়ি মার্কা অবস্থায় আকবর খান আর সালমান আব্বাসী দুজনেই চেয়েছিলেন এই মিটিংটা না করতে। না করেও উপায় ছিল না, কারণ অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছিল আর সামনে যুদ্ধ আরো বড় আকার ধারণ করলে এইসব লোককে যদি লাইনে না রাখা যায় তাহলে খুবই বাজে অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যাবে। কিন্তু এখন এখানে এসে এদের কথাবার্তা শুনে তিনি বুঝেই উঠতে পারছেন না কি বলবেন আর কি বিশ্বাস করাবেন। আর তার চেয়ে বড় কথা এরা বিশ্বাস করতে চাইলে তো!

কেউ যদি পাকিস্তানের আমলাতন্ত্রে একদিন কাজ করে থাকে আর তাকে

BanglaBook.org

যদি এক কথায় পুরো ব্যবস্থাটাকে ব্যাখা করতে বলা হয় তবে শব্দটা হবে, 'পরশ্রীকাতরতা'। প্রত্যেকটা লোক একেবারে এক পা খাড়া করে থাকে কি করে উপরের জনের ঘাড়ে উঠে সেটাকে নামিয়ে নিজে উপরে উঠে বসবে। আর এই সব গুজব এদের জন্য একেবারে ঈদ মোবারকের চেয়ে কম নয়, আসলে বেশিই।

এই যেমন এই যে এমআই'র ডেপুটি ডিরেক্টর এত লাফালাফি করছেন, কেন? আকবর খান গেলে তার জায়গায় বসার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা এমআই'র ডিরেক্টরের, আর তখন ডেপুটি ডিরেক্টর হয়ে যাবে ডিরেক্টর।

"...এখন বলেন এটা সম্পর্কে আপনার কি বলার আছে? সতেরজন সেনাসদস্য মারা গেছে, এতগুলো এক্সপে-াশন হয়েছে অথচ আপনার এজেন্টের গায়ে একটা আচড়ও লাগে নি। এটা কি কেবলই কাকতালীয়?" জ্বালাময়ী বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে এসে একটা ফাইল টেবিলের উপর ছুড়ে দিলেন ডেপুটি ডিরেক্টর অফ মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স মাকসুদ-আল-আমিন।

আকবর খান তার দিকে স-াইড করে আসা ফাইলটা দেখলেন। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে তিনি তার সামনে রাখা পানির গ-াস থেকে একটু পানি খেলেন, "আমি জানি আপনারা এই ফাইলের তথ্যগুলো সঠিকতা যাচাই করে দেখেছেন। কিছু সত্য যে এর মধ্যে নেই সেটা আমি অস্বীকার করছি না.."

"আপনি অস্বীকার করতে পারেনও না," বলে উঠলেন নিয়াজির একজন ডেপুটি।

আকবর খান শীতল দৃষ্টিতে সোজা তাকালেন তার দিকে।

"আমার মনে হয় এই মিটিংটা ডাকা হয়েছে এই সব ডকুমেন্টের ব্যাপারে আমার কি বলার আছে সেই কথাগুলো শোনার জন্য। তো আমাকে যদি একটু কথা বলতে দিতেন তাহলে মনে হয় ভালো হত," বরফ শীতল গলায় বললেন তিনি।

চুপ করে গেলেন তার সামনে জন। "তো যা বলছিলাম, প্রত্যেক এজেন্সিতেই কিছু খারাপ এজেন্ট থাকে। এটা আপনারা কেউ-ই অস্বীকার করতে পারেন না। আর এই সুযোগ নিয়েই কেউ আমাদের মধ্যে একটা ঝামেলার সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। আপনারা একটু ঠা-া মাথায় বোঝার চেষ্টা কর-ন। আমি বলছি না সবই বেজলেস। কিন্তু সামান্য সত্যের মধ্যে মিথ্যে মিশিয়ে আমাদের...আমাদের বিভ্রান্ড় করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সময়টার কথা চিন্ড়া করে দেখেন, এটা আমাদের দেশের জন্য কত নাজুক একটা সময়। আপনারা কে না জানেন কিভাবে ইন্ডিয়ানরা কাজ করে।"

"খুব ভালো," নিয়াজির অন্য ডেপুটি কথা বললেন, মেজর জেনারেল ইব্রাহিম খলিল। পাথরের মত চেহারার এই লোক সব সময়ই কম কথা বলেন, কিন্তু যখন কথা বলেন সবাই তার কথা শোনে, "সত্যের সাথে মিথ্যের কথা বলছেন তো? তাহলে আমরা সেসব ব্যাপারেই কথা বলি যেগুলো আমরা

BanglaBook.org

একেবারে শিওর জানি। কোনোরকম গুজব নয়?"

"হ্যাঁ," এয়ার ভাইস মার্শাল বললেন, "তাহলে আগে বলুন এগুলো বের হচ্ছে কি করে?"

"আমাদের একজন এজেন্ট ছিল..." আকবর খান কোনটুক বলবেন আর কোনটুক ছাড়বেন বুঝতে পারছিলেন না, তিনি এক নজর তাকালেন সালমানের দিকে, সে এক নজরে মাথা সামান্য কাত করে টেবিলের মাঝখানে তাকিয়ে ছিল, "আসলে একজন আন্ডারকভার এজেন্ট র'-এর। সে এগুলো করছে।"

"মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন সে এগুলো বিভিন্ন আর্মি অফিসারদের কাছে লিক করছে আর সেই আর্মি অফিসারদের কোনো একটা দল প্রতিশোধের জন্য আপনার লোক মারছে?" খলিল জিজ্ঞেস করলেন।

"সেরকমই মনে হচ্ছে, ঠিক নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে...," আকবর খান বললেন। আর্মির লোকজন আইএসআই মারছে এটা হাতে রাখলে তারও কিছু লাভ আছে।

"ঠিক কোনটা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারবেন আপনি?" বিরক্ত গলায় আকবর খান শেষ করতে পারার আগে বললেন নিয়াজীর অন্য ডেপুটি মেজর জেনারেল আশফাক হামিদ।

আকবরের খানের চোখ জ্বলে উঠল। এরা তার সাথে যা শুরু করেছে তা রীতিমত বেয়াদপি। এসব লোক তার বাসায় ঝাড়ু দেবার যোগ্যতা রাখে না, "ইউ ইউল নট এন্টারাপ্ট মি এগেইন, স্যার," চিৎকার করে বললেন তিনি, "আমি সারা জীবন এই দেশের সেবা করেছি। পাকিস্তানের ভালোর জন্য আমি করিনি এমন কোনো কাজ নেই। আপনি আমাকে অশ্রদ্ধা করে কথা বলেন! আপনারা নিজেদের সৈন্যদের কন্ট্রোল করতে পারেন না? আমি কিছু বলছি না! আগে আমাকে বলুন ঠিক কি করে আপনার সেনারা আপনার অজান্তে আমার লোকেদের এভাবে হত্যা করছে?"

"আপনার লোক?" গলা তুললেন খলিল, "হাহ..আপনার লোকেদের কাজ তো দেখাই যাচ্ছে। এরাই তো আপনার লোক। সব শালার চোর বাটপার। আমরা এখানে পাছার ছাল তুলে হাজার মাইল দূরে একটা অসম্ভব যুদ্ধ করছি আর আপনার লোকেরা আমাদের দশ পয়সায় বেঁচে দিচ্ছে।"

"অসম্ভব যুদ্ধ?" সালমান আব্বাসী প্রথমবারের মত মুখ খুলল, "আপনার লোকেরা কি করছে জানা আছে। শুধু আমাদের নাকি সারা দুনিয়ার লোকের জানা আছে কি করছে *আপনার লোকেরা*। দেশে-বিদেশে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে আজকে রেপিষ্ট আর ম্যানিয়াকের অন্য নাম হয়েছে পাকিস্তান আর্মি। একেবারে একটা ইয়ার্কি বানিয়ে রেখেছেন! কয়দিন আগে পর্যন্তও যে মিলিটারী ফোর্সকে বলা হত দুনিয়ার অন্যতম শক্তিশালী আর ডিসিপি-নড ফোর্স সেখানে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে আপনারা তাদের কি বানিয়ে ফেলেছেন? শুনেছি আপনাদের কোন ক্যাপ্টেন আছে, সে নাকি মেয়েদের রেপ

BanglaBook.org

করে তাদের নিপল ছিড়ে ফেলে? ফাকিং সাইকো। আর এরা নাকি করছে *অসম্ভব যুদ্ধ!*"

ডেপুটি দুজন কোনো কথা না বলে লাল চোখ করে তাকিয়ে থাকলেন সালমানের দিকে, কিন্তু এমআই'র ডেপুটি ডিরেক্টর আজ তার পে রেইজের একটা ব্যবস্থা না করে এখান থেকে যাচ্ছেন না। "তো এখন পর্যন্ড় ছয়জন খারাপ এজেন্ট আর একজন আন্ডারকভার এজেন্ট পাওয়া গেল। আরো কতজন আছে এরকম?" সবাইকে পয়েন্টে ধরে রাখলেন তিনি।

"আপনি, আমাদের দেশের সবচেয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মিলিটারী মাইন্ড, আপনি বলতে চাচ্ছেন এইসব ঘটেছে আপনার নাকের নিচে আর আপনি কিছুই জানেন না?" ঠান্ডা গলায় বললেন একজন নেভি অফিসার।

"আরেকটা ব্যাপার," এয়ার মার্শাল বললেন, "আমরা কি করে জানব এগুলো শুধু গুজবই। কারণ এগুলো তো শুধু এইসব ডকুমেন্টের উলটা দিকে আপনার কথা। আর সত্যি কথা বলতে ডকুমেন্টের তথ্যগুলোর সত্যতা তো আমরা পেয়েছিই যা যা চেক করেছি। এখন তো..শুনতে খারাপ লাগলেও বলতে হয়, আপনি হয় অপরাধী না হয় একেবারেই.....অদক্ষ। এছাড়া আর কি!" বুঝে শুনে শব্দ নির্বাচন করে সম্মতির আশায় মাথা ঘুরিয়ে সবার দিকে তাকালেন তিনি। কয়েকটা নড দেখে ভালো লাগল তার।

"উইথ ডিউ রেসপেক্ট স্যার," সালমান বলল এয়ার মার্শালের দিকে তাকিয়ে, "আপনি এমন একজন লোককে এরকম নোংরা অসত্য সব অভিযোগে অভিযুক্ত করছেন যিনি তার সারা জীবন..."

"আরে ভাই, রাখো তো," মাকসুদ আল-আমিন বললেন, "এসব পালিশ মারা কথাবার্তা আমরা অনেক আগেই ছাড়িয়ে এসেছি। এখন যেসব কথাকে শুধু গুজব বলেই উড়িয়ে দিচ্ছেন সেগুলোর একটার কথায় আসা যাক। ওয়াদুদ আখতারের ব্যাপারে বলেন। একে নাকি অ্যারেস্ট করে ছেড়ে দিয়েছেন আর এখন সে আই.এস.আই'র টাকার বিদেশে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে?"

আকবর খান শকড হলেন। কিন্তু তার এটা আশা করাই উচিৎ ছিল। এ অবস্থায় কোনো রকম মিথ্যে বললেই আরো সমস্যায় জড়াতে হবে।

"তার সাথে একটা ডিল করা হয়েছে। যার ডিটেইলস আমি এই মুহূর্তে শেয়ার করতে পারছি না," বললেন তিনি।

"ও তাই? ডিল? আচ্ছা ঠিক আছে ডিটেইলস না হলে না বললেন," মাকসুদ বললেন, "খালি এইটুকু বলেন যে টিমটা তাকে অ্যারেষ্ট করেছে সেই টিমের কি হয়েছে?"

আকবর খান চুপ করে বসে থাকলেন শক্ত মুখে।

"আচ্ছা আমি-ই বলছি," বললেন মাকসুদ, রুমের সবার দিকে তাকিয়ে, "ক্যাডের চারজনের একটা টিম তাকে অ্যারেষ্ট করে। উনার এক ভাগ্নেও ছিল টিমে। ছেলেটা নাকি অ্যাকশনেই মারা যায়। অন্য তিনজন ছিল মেজর

BanglaBook.org

ফিরোজ আল-শাহরিয়ার কায়েস, মেজর সাঈদ খন্দকার জায়েদি আর ক্যাপ্টেন শোয়েব আখমেদ। কি হয়েছে এদের?" আবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

আকবর খান কি বলবেন বুঝতে পারলেন না।

"কায়েসকে ক্লাসিফায়েড ইনফোর্মেশন সেল করার সময় অ্যারেস্ট করতে যাওয়া হয়, জায়েদি তাকে বাঁচিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যায়। আর শোয়েব আসলে র'-এর এজেন্ট। আর আসল নাম রুদ্র শেখর রয়।"

"বাহ, কি কনভিনিয়েন্ট কো-ইন্সিডেন্স!" বললেন ডেপুটি ডিরেক্টর, "একটা ডিল হয়, যার ডিটেইলস জানার মত যোগ্যতা আমাদের নেই আর অ্যারেস্টিং এজেন্টরা হয় মারা গেছে না হয় তারা বিশ্বাসঘাতক," আরো কিছু ফাইল বের করে টেবিলে ছুড়ে দিলেন তিনি, "এই দেখেন জায়েদি আর কায়েসের ফাইল। এই ফাইল অনুসারে এরা নাকি ক্যাডের বেস্ট এজেন্ট। রেকর্ড দেখেন এদের! আর এরা এক রাতের মধ্যেই সব বিশ্বাসঘাতক- র' এর এজেন্ট হয়ে গেল!"

পুরো রুম নীরব হয়ে গেল। কেউ কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না। যে কথাটা মাকসুদ-আল-আমিন বলার সাহস পাচ্ছিলেন না, সেটা বললেন ইব্রাহিম খলিল, "আমার কি মনে হয় জানেন? আমার মনে হয় এরা কোনো গুরুতর কিছু জেনে গিয়েছিল আর সেগুলো লিক করে দেবার কথা ভাবছিল তখনই এদেরকে মারার কোনো চেষ্টা করা হয়। আর এরা পালিয়ে যায়.."

"আরে কি সব আবোল তাবোল কথা এসব!" সালমান বলল।

"আচ্ছা সেই মেমোর কথা বলেন যেইটাতে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে দিয়ে নিয়াজী সাহেবকে বে-ম করার কথা বলা হচ্ছে," মাকসুদ একের পর এক বলেই যাচ্ছিলেন। রিকভারি বা জিজ্ঞেস করারও কোনো সুযোগই তিনি দিচ্ছিলেন না।

"এরকম কোনো কথা হয় নি আমাদের মধ্যে," বললেন আকবর খান, "আর কারো কাছে কোনো প্রমাণও নেই। প্রেসিডেন্ট শত বার মরে যাবেন ইস্ট ছেড়ে দেবার আগে। দেখেন, আমরা একটা নাজুক সময়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। কিছু দুর্নীতি হয়েছে, সেটা ঠিক, আর আমি কথা দিচ্ছি আমি নিজে এসব খুঁজে বের করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেব। কিন্তু এই সময়টা খারাপ। এখন আমরা যদি একে অপরকে সাহায্য না করে যদি একে অপরের বিরুদ্ধে লাগি তাহলে শত্রুরা যা চাচ্ছে তাই কিন্তু হয়ে যাবে। আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা আপনাদের ফোর্সের ডিসিপি-ন বজায় রাখুন। এই দুঃসময়টা একবার কেটে যাক আমি, আকবর খান, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পক্ষ থেকে কথা দিচ্ছি এর তলা পর্যন্ত আমি যাব। আর আমাকে নিয়ে যদি আপনাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকে আমি রিজাইন করব নির্দ্বিধায়। আপনারা শুধু কয়েকটা দিন একটু শান্ত থাকুন। আমাদের দেশের কথাটা একবার ভাবুন।"

BanglaBook.org

কেউ কোনো কথা বলল না। এই প্রথমবারের জন্য আকবর খানের মনে হল সব কিছু এখনো শেষ হয়ে যায় নি।

"প্রেসিডেন্ট তো ইস্টার্ন কমান্ডারের ফোনই ধরেন না," মেজর জেনারেল আশফাক হামিদ বললেন, "যখনই কোনো আর্জেন্ট ব্যাপারে তার সাথে কথা বলার দরকার হয় তাকে পাওয়া যায় না।"

প্রেসিডেন্টকে নিয়ে হয়েছে আরেক যন্ত্রণা। আকবর খান তাকে অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছেন তাকে এখন এসব দিক অবহেলা না করে কৌশলীভাবে সামলাতে হবে। কে শোনে কার কথা। উলটো নিজের মান-সম্মান নিয়েই টানাটানি। সব কাজ যেন আর্মি চীফ অফ স্টাফ আর আকবর খানের। সারা দিন মাতাল হয়ে পড়ে থাকেন, কেমন যেন একটা ভাব সব কিছু একা একাই ঠিক হয়ে যাবে।

"প্রেসিডেন্টের শরীরটা কয়েকদিন একটু খারাপ যাচ্ছে," অন্য কিছু না পেয়ে বললেন আকবর খান।

"কত খারাপ যাচ্ছে?" খলিল বললেন, "আমাদের তো জানতে হবে। তিনি কি এই যুদ্ধের মধ্যে দেশ চালানোর মত ফিট আছেন? আমি চিন্ড়িত।"

"আপনার চিন্ড়িত না হলেও চলবে," আকবর খান বললেন, "তবে আমি জানাব তাকে আপনি কতটা *চিন্ড়িত।*"

"অন্ড়ত তার নুনুটায় তো কোনো সমস্যা নেই, সেটা তো বেশ জোরেসরেই চলছে," সবাই চুপ করে গেলে টেবিলের অন্য পাশ থেকে এম আই'র একজন কর্নেল বলে উঠলেন। এখানে আসার আগেই তিনি একটা ডকুমেন্ট পেয়েছেন যা থেকে তিনি জানতে পেরেছেন দুমাস আগে খারাপ ইন্টেলের কারণে যে অপারেশনে তরুণ ছেলে নিহত হয়েছে সেখানে ইচ্ছে করেই খারাপ ইন্টেল দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে আর কোনো কিছুর ব্যাপারে কোনো ভয়ডর নেই এখন। আর কিছুই কেয়ার করেন না তিনি। "পাড়ায় তো রেগুরালই যাচ্ছেন।"

তিনি কিসের কথা বলছেন সেটা বুঝতে কারো সময় লাগল না। ইয়াহিয়া খানের সাথে একজন নিষিদ্ধ পল-ীর মালিক আকলিমা আকতারের সম্পর্কের কথা মোটামুটি সবাই-ই জানে। আড়ালে এই মহিলাকে ডাকা হয় জেনারেল রাণী নামে। কোনো রকম অফিসিয়াল পজিশন না থাকা সত্ত্বেও তাকে এমন অনেক রকম সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় যা অনেক বড় বড় অফিসারেরাও পায় না। এ নিয়ে অনেকের মধ্যেই তীব্র অসন্ড়োষ কাজ করছে অনেক দিন ধরে।

"কি বললে তুমি?" আকবর খান চিৎকার করে উঠলেন, "প্রেসিডেন্ট অফ পাকিস্ড়ান সম্পর্কে কি বললে তুমি?"

"তোমরা সব এক সাথে," কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে পালটা চিৎকার করলেন, "শালা বুড়া বানচোতগুলো। তোমরা সব এক সাথে। তোমার সবাই মিলে

BanglaBook.org

আমাদের ছেলেদের আমাদের ভাইদের মারছ...তুমি আর ঐ শুয়োরের বাচ্চা ইয়াহিয়া...”

আকবর খান আর সহ্য করলেন না। হাতের কাছে থাকা গ-াসটা সোজা মেরে দিলেন কর্নেলের মাথা লক্ষ্য করে। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে চেয়ার ছেড়ে কর্নেল দৌড়ে এসে আকবর খানের কলার চেপে ধরলেন। সালমান তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করল। এমআই'র ডেপুটি ডিরেক্টর চুপচাপ বসে দেখতে লাগলেন। অন্য এমআই'র লোকেরা তাদের বন্ধু এবং একজন শোক শন্তড়প্ত্য পিতার সাহায্যে দৌড়ে গিয়ে সালমানকে জাঁপটে ধরল।

বলা যায় এভাবেই শেষ হল মিটিংটা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অ ধ্যা য় ৫৯

২৬ নভেম্বর, ১৯৭১
হোটেল প্যাসিফিক, ইসলামাবাদ, পাকিস্ড়ান

পুরো ব্যাপারটা জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে একেবারেই ঘোলাটে মনে হচ্ছে। বেশ কয়েকদিন ধরেই তিনি চরম ইনসিকিউরিটিতে ভুগছিলেন, কার কথা শুনবেন, কাকে বিশ্বাস করবেন কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছেন না। সমঝোতাটা ছিল এমন যে একটা ডেমোক্রেটিক সিস্টেমের আন্ডারে তিনি হবেন প্রাইম মিনিস্টার আর ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহে ইয়াহিয়ার মতিগতি কিছুই মাথায় আসছে না তার। ইয়াহিয়া কি করছে না করছে তাকে একেবারে কিছুই জানতে দিচ্ছেনা। প্রথম দিকে যা একটু কল-টল দিলে ধরত, এখন তো কল ধরাও বন্ধ করে দিয়েছে। তার উপর এখন চারিপাশ থেকে এইসব ভয়ংকর সমস্ড় গুজব। শুধুই কি গুজব? নাকি আসলেই সত্যি, সেটা কোনোভাবেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না তিনি। *শুধু কি আর গুজব হয়? কিছু সত্যতো থাকবেই।*

ভুট্টো নিউক্লিয়ার বোম বানানোর ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিলেন অনেক আগে থেকেই, সেটা সবাই জানে, কিন্তু তার মানে এই নয় ইয়াহিয়ার আইডিয়া তার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু তিনি কি-ই বা করতে পারতেন। তিনি কিভাবে ইয়াহিয়াকে বলতেন যে তিনি এসবের মধ্যে নেই? বললেই তো ইয়াহিয়া তাকেই ফাঁসিয়ে দিত। আর ক্যান্ডিডেটের তো অভাব নেই। একটাকে না একটাকে তার জায়গায় বসিয়ে দেয়া তো কোনো সমস্যাই না। এদিকে সব হয়েছে তার বাড়িতে বসে, সায়েন্টিস্টদের সাথেও তার কানেকশন সরাসরি। আর মানুষজন পাকিস্ড়ানের নিউক্লিয়ার ফেস হিসেবে তাকেই চেনে, ইয়াহিয়াকে নয়। ভালো খবরটা হল, প্রেসিডেন্ট এখন ইয়াহিয়া, তো অথোরিটিও তার কাছে। ইয়াহিয়া বোম যদি ফেলেও দেয় কেবল ভুট্টোর ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারবে না।

ইয়াহিয়া খুব ভালো করেই জানত সারা জীবন ক্ষমতা নিজের হাতে রেখে দিতে পারবে না। একদিন না একদিন সেটা ছেড়ে দিতেই হবে। এখন কাকে দেবে সেটাই ছিল প্রশ্ন। আর সাথে কতটা ক্ষমতা নিজের হাতে রাখতে পারছে সেটাও প্রশ্ন।

এসব দুশ্চিন্ড়া করতে করতে যখন ভুট্টোর দিন কাটছিল তখনই গতকাল নিউজ পেপারের ভিতরে চিরকুটটা দেখতে পান তিনি। দেখেই তার গলা বুক

BanglaBook.org

শুকিয়ে গিয়েছিল।

"আপনার জীবন হুমকির মুখে। আপনার পুরো অফিস আর বাড়িতে আড়ি পাতার যন্ত্র বসানো হয়েছে। আগামীকাল রাত ৮.১৫ মিনিটে আমার সাথে হোটেল প্যাসিফিকের ৪০৪ নম্বর রুমে দেখা করুন, একা। খুব সাবধান! আপনার উপর নজর রাখা হচ্ছে। বাগগুলো সরানোর চেষ্টা করতে যাবেন না।"

শুধু এইটুকুই নয়। সাথে তার বাড়ির একটা লে-আউটও তাকে দেওয়া হয়েছে। সেখানে কোন কোন জায়গায় বাগ বসানো হয়েছে সেটা লালকালি দিয়ে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। সেগুলো দেখে ভুট্টো প্রথমে আৎকে উঠলেও নিজেকে ঠাণ্ডা রেখেছিলেন। ইয়াহিয়া কি তবে তার ঘাড়ে কাঁঠাল ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছে?

ভুট্টো লে-আউটটা হাতে নিয়ে ধীরে পায়ে নিজের স্টাডির দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। ম্যাপ অনুসারে একটা বাগ ছিল তার ডেস্কের কোথাও। এদিক সেদিক তাকিয়ে তার চোখ স্থির হল তার পেন হোল্ডারটার উপর। একটা মোটা কালো গ-াস। তিনি খুব সাবধানে গ-াসটা তুলে ধরলেন। আশা করছিলেন গ-াসের নিচে ট্রান্সমিটারটা দেখতে পাবেন। কিন্তু কিছুই ছিলনা সেখানে। তিনি সেটা নামিয়ে রেখে আবারও এদিক ওদিক তাকালেন। এরপর হঠাৎ করে কি যেন মনে হল তিনি আবারও গ-াসটার দিকে তাকালেন। তারপর গ-াসের ভিতর থেকে কলম আর পেন্সিলগুলো সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিলেন। দেখার সাথে সাথেই ঘেমে গেলেন তিনি। ছোট্ট কালো একটা ট্রান্সমিটার নিচে গ-ু দিয়ে আটকানো। তিনি কাঁপা কাঁপা হাতে কলম পেন্সিলগুলো জায়গা মত রেখে দিলেন।

তিনি আর কোনো রুম চেক করলেন না। কিন্তু তিনি যদি করতেন তিনি ম্যাপ অনুসারে প্রত্যেকটাই জায়গামত খুঁজে পেতেন।

দ্বিধা-দ্বন্দিত মন আর হাতে একটি সাদা রুমাল নিয়ে, কমপি-ট গ্রে কালারের স্যুট পরে ভুট্টো যখন ৪০৪ নম্বর রুমের দরজায় নক করলেন তখন ৮.১০ বাজে। কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ পেলেন না। আরেকবার নক করে নার্ভাসভাবে আশপাশ দেখলেন। এভাবে উন্মুক্তভাবে একটা হোটেলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে তার খুবই অস্বস্তি লাগছিল। অগত্যা তিনি ডোর নবে একটা মোচড় দিলেন চলে যাবার জন্য পা বাড়ানোর আগে। মোচড় দেবার সাথে সাথেই দরজা খুলে গেল। নার্ভাসভাবে ভিতরে উঁকি দিলেন তিনি। কাউকে দেখলেন না। সাহস করে ভিতরে ঢুকে পড়লেন।

ঘরের ভিতর লাইট জ্বলছিল। কিন্তু কেউ নেই। একটা বিশাল সাইজের বিছানা ঘরে বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে। খাটের পাশে, কোণার দিকে একটা সিঙ্গেল সোফা, সামনে একটা গ-াসের টেবিল। টেবিলের উপরে একটা ভারী কাচের গ-াস। গ-াসের পুরোটা হুইস্কিতে ভরা। কি হুইস্কি জানার জন্য তার কাছ থেকে দেখার প্রয়োজন ছিল না। রয়েল স্যালুট, তার ফেভারেট

BanglaBook.org

ব্র্যান্ড। একেবারে পিউর। টেবিলে থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে গন্ধ শুকেই বলতে পারছিলেন তিনি। ঘড়ির দিকে আরেকবার তাকালেন। ৮.১১। তিনি সোফাটার উপর বসলেন। কিন্তু গ-াসটা স্পর্শও করলেন না।

পরের চার মিনিট, চার ঘণ্টার মত মনে হল। এই চার মিনিটে মনে হয় চার লাখ রকমের খেয়াল তার মাথায় আসল আর গেল। সবশেষে যেটা ভেবে নিজেকে সোফাটায় স্থির রাখলেন সেটা হল ইয়াহিয়া যদি ঠিক করেই রাখে বাঁশটা তাকেই দেবে, তাহলে সেটা কারো সাহায্য ছাড়া অ্যাভোয়েড করা সম্ভব নয়।

ঠিক ৮.১৫ তে রুমের দরজাটা খুলে গেল এবং একজন লোক ঘরে ঢুকল। লম্বা, ফর্সা, ক্লিন শেভ করা চেহারা, চওড়া কাঁধ, ছোট ছোট করে কাটা চুল। বয়সের তুলনায় অনেক ইয়াং দেখতে। ভুট্টোর মনে হল তিনি কোথাও দেখেছেন এই লোককে। কিন্তু কবে কোথায় কিছুই মন করতে পারলেন না। এই লোকও তার মত দামী একটা কমপি-ট স্যুট পরেছিল। তারটার রঙ গাড় নীল। সাথে দামী কোনো পারফিউম। ভুট্টো পারফিউমের নাক খুবই ভালো। কিন্তু লোকটার চেহারার মত তার পারফিউমটাও মনে করতে পারলেননা তিনি।

"আমি ভেবেছিলাম এটা আপনার প্রিয় ব্র্যান্ড," হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে হুইস্কির গ-াসটার দিকে ইশারা করে বললেন ভুট্টোর হোস্ট। ভুট্টো বসেই হ্যান্ডশেক করলেন। "আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি যে আপনি এটা কোনো ধরনের সন্দেহ ছাড়াই খেতে পারেন," খাটের কোণায় বসতে বসতে বলল লোকটা, "আমি আপনার শত্রু নই, আরও সঠিকভাবে যদি বলতে হয় আমি আপনার বন্ধু।"

"আমার এ দিকটায় বসে আসলে এতটা সহজে সেরকম কোনো একটা সিদ্ধান্তে চলে আসা বেশ কঠিন," ভুট্টো শুকনো গলায় বললেন।

"সেটা অস্বীকার করছি না," লোকটা হেসে বলল, "আমি মাকসুদ-আল-আমিন, ডেপুটি ডিরেক্টর, পাকিস্তান মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স।"

ভুট্টোর ঠিক কি বলা উচিৎ বুঝে উঠতে পারলেন না। "আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?"

মাকসুদ হেসে দিলেন, "আসলে সাহায্যটা এই মুহূর্তে আপনার দরকার, নয়কি?"

"বুঝতে পারলাম না।"

"আপনি বাগগুলো পেয়েছেন?"

ভুট্টো নড করলেন।

"তাহলে তো আপনার না বোঝার কিছু নেই," বললেন মাকসুদ।

"আমি ঠিক সেরকম বলতে পারছি না," ভুট্টো বললেন।

"দেখেন, আমার সাথে এখন, 'জানি না' বা 'বুঝতে পারছি না' এগুলো

BanglaBook.org

বললে শুধু আমাদের সময়টাই নষ্ট হবে, তাই না? যেসব ডকুমেন্ট গত কয়েকদিন ধরে লিক হচ্ছে সেগুলোর ব্যাপারে আপনি নিশ্চয় জানেন। সব না জানলেও কিছু তো জানেনই। আপনি বুদ্ধিমান লোক। ইয়াহিয়া খান কি করতে চাচ্ছে সেটা তো আপনাকে বুঝিয়ে বলার কিছু নেই। তাকে যদি এখন থামানো না হয় তবে পাকিস্ড়ান শান্ড়ির মুখ দেখবে না। মুজিব এমনিতেই ইক্যুয়েশনে থাকছে না। এখন বাকি রইলেন আপনি। আপনার সমস্যাটা হল পুতুল হিসেবে রাখার জন্য যেসব গুণাবলি দরকার সেসব আপনার মধ্যে নেই। এটাতো ইয়াহিয়াও জানে। তো আপনার জায়গায় সেসব গুণাবলি সম্পন্ন কেউই কি তার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হবে না?"

"আপনি আসলে এখানে ঠিক কি করতে চাচ্ছেন?" ভুট্টো ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি শুধু পাকিস্ড়ানকে বাঁচাতে চাই, আর সাথে নিজেকেও। ঐ ফাইলগুলো আসলে খোদার রহমত ছাড়া কিছু নয়। ওগুলো ছাড়া আমরা কোনোদিনও জানতে পারতাম না ইয়াহিয়া কি করতে চাচ্ছে। কেবল ধারণাই করতে পারতাম।"

ভুট্টো চুপ থাকলেন।

"আমরা এখন নিজেদের বাঁচাতে পারি।"

"কিভাবে?"

"সেটা আসলে আপনার উপর নির্ভর করছে।"

"আমি কি করতে পারি?" ভুট্টো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"কিছু লোক আপনার সাথে কথা বলতে চান। তারা আমাকে বিস্ড়রিত বলেনি.."

এবারে ভুট্টো বুঝে গেলেন আসলে কি হয়েছে। এটা আসলে অন্য টিম। আকবর খান ঢাকনা রাখতে পারে নি। খবর বেরিয়ে গেছে, আর এখন অন্য কনসার্ন পার্টি মাঠে নেমে পড়েছে। তবে কি এজন্যই তাকে অ্যাভোয়েড করা হচ্ছে। বিপদে আসলে পড়েছে ওরা, ইয়াহিয়া। তবে কি ইয়াহিয়া তাকে সন্দেহ করে লিকের জন্য? এজন্যই কি তার বাড়িতে বাগ বসানো হয়েছে? (বাগ ইয়াহিয়া বসায় নি) নাকি বিপদ এতই ঘনীভুত হয়েছে যে ইয়াহিয়া কাঁঠাল ভাঙ্গার জন্য ঘাড় খুঁজছে? এতে অবশ্য তার অবস্থা চেঞ্জ হয়ে যায় না, কিন্তু ...কিন্তু তার সামনে দল বদলের একটা সুযোগ চলে আসছে।

ভুট্টো গ-াসটা ডান হাতে নিয়ে একটা চুমুক দিলেন।

মাথার মধ্যে একশ অপসন আর একশ পসিবিলিটি উঁকি দিচ্ছে। তিনি আবারো চুমুক দিলেন। হুইস্কিটা অন্য সময়ের থেকে বেশি ভালো লাগল। কেন ভালো লাগল সেটা বুঝতে পারলেন না।

ভালো লাগল এই কারণে যে, এখানে হুইস্কির সাথে একটা বিশেষ ড্রাগ মেশানো আছে। কোনো ক্ষতিকারক কিছু নয়। কোনো রকম শারীরিক ক্ষতি

BanglaBook.org

করবে না। যে নিচ্ছে সে কিছু টেরও পাবে না। এটা কেবল অ্যাংজাইটি লেভেলটা একটু বাড়িয়ে দেবে। ভিকটিম কিছুই ডিটেক্ট করতে পারবে না, কারণ সে আগে থেকেই জানে যে সে অ্যাংসাস। চাপের মধ্যে কাউকে ম্যানিপুলেট করার জন্য আদর্শ ড্রাগ।

"ইন্ডিয়ান?" ভুট্টো জিজ্ঞেস করলেন।

"না," মাকসুদ বললেন, "আপনি চাইলে এখনই দেখা করতে পারেন।"

ভুট্টো নড করলে, এম আই'র ডেপুটি ডিরেক্টর উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভুট্টো এক ঢোকেই বাকি হুইস্কিটা শেষ করে ফেললেন। একটু পরেই ঘরে দুইজন লোক ঢুকল।

আমেরিকান! ভুট্টো অবাক হলেন।

দুইজনের পরনেই কালো পোষাক। বয়সে একটু ছোট জনকে দেখে মনে হল সে মধ্য ত্রিশের। বয়স্ক জন পঞ্চাশের কাছাকাছি বা সামান্য বেশি, কিন্তু যথেষ্ট ফিট।

কম বয়স্ক লোকটা, দরজা লক করে দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে থাকল, অন্য জন মাকসুদের জায়গায় এসে বসে ভুট্টোর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

"এরিক রে'বার্ণ, ডেপুটি ডিরেক্টর অফ অপারেশন্স, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি।"

ভুট্টোর মুখ হা হয়ে গেল অবিশ্বাসে। নিজের অজান্তেই হ্যান্ডশেক করে নিল সে। আড়চোখে একবার পাশের লোকটাকে দেখে নিল। ঠান্ডা চোখ। খুনির দৃষ্টি, সোজা তার দিকে তাকানো। ভুট্টোর একটু অস্বস্তি লাগল। কিন্তু তাতে মনে হয় না ঘরের অন্য কারোর কিছু আসে যায়।

"আমরা নিউক্লিয়ার প্রজেক্টের ব্যাপারে জানি," কোনো রকম রাখ ঢাক না রেখে সরাসরি বললেন এরিক রে'বার্ণ, "এখন আমি যেটা জানতে চাই সেটা হল আপনি কি ভাবেন এটা সম্পর্কে?"

"আমি কি ভাবি?" ভুট্টো কি বলবেন বুঝতে পারলেন না।

"মি. ভুট্টো," রে'বার্ণ বললেন, "আমি আমার জীবনে বেশ সফল একজন মানুষ। আর আমার সাফল্যের পিছনে সবচেয়ে বেশি কাজ যে গুণটা করেছে সেটা হল আমি মানুষ চিনতে পারি। খুবই ভালো করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে সামনের মানুষটা নিজেকে না যত ভালো করে চিনে, আমি তাকে তার থেকে বেশি ভালো করে চিনে ফেলি," সামান্য হাসল সে, "এখন আসা যাক আপনার কথায়, আপনি একজন খুবই উচ্চাভিলাষী লোক। কিন্তু আমি আপনাকে কোনো উন্মাদ মনে করি না। বরং উল্টোটা। আমার মতে আপনি যথেষ্ট বাস্তববাদি এবং যুক্তিবাদী একজন মানুষ। এখন আপনি দয়া করে একটু আমাকে বলুন, ইয়াহিয়া যখন এখানে সেখানে নিউক্লিয়ার বোম ফেলা শুরু করবে তখন ঠিক কি ঘটবে বলে আপনি মনে করেন?"

ভুট্টো লোকটাকে খুব ভালো করে লক্ষ্য করলেন। লোকটার কথা বলার

BanglaBook.org

স্টাইল, তাকানোর স্টাইলের মধ্যে একটা কিছু আছে। তার চোখ দুটো কাচের মত স্বচ্ছ। তার দৃষ্টি, আর তার বলা প্রতিটি বাক্য সামনে বসা লোকটার উপর নিজের অথোরিটি স্থাপন করে ফেলে। সে যেভাবে ভুট্টোর চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, মুহূর্তের জন্য ভুট্টোর নিজেকে নগ্ন মনে হল। ভুট্টো লক্ষ্য করলেন নার্ভাসনেসের জন্য তিনি পরিষ্কারভাবে চিন্ড্র করতে পারছেন না। অন্ড়ত তার সেটাই মনে হল।

"আমার মনে হয় না সে রকম কিছু হবে," অবশেষে বললেন তিনি, "এটা কেবল ইন্ডিয়ানদের ভয় দেখানোর জন্য.."

"খুব ভালো," রে'বার্ণ বললেন, "তাহলে এখন আমাকে বলুন যখন ইন্ডিয়া ভয় পেয়ে সরে যাবে...আরেকটু বাস্ড়বসম্মতভাবে বলতে গেলে, *যদি* ইন্ডিয়া সরে যায়, তখন কি হবে?"

"আমাদের দেশ অবিভক্ত থাকবে," ভুট্টো উত্তর দিলেন, "মুজিব তার কৃতকর্মের সাজা ভোগ করবে। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি প্রধানমন্ত্রী হব," নিজের কণ্ঠে কথাটা এভাবে শুনে একটু কেমন যেন লাগল ভুট্টোর। *এতই কি স্বার্থপর হয়ে গিয়েছি আমি? এসব করছি শুধু প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য? এটা কি ঠিক? এত লোকের জীবন..ওহ না না..আমাকে এটা করতে হচ্ছে, ইয়াহিয়ার কারণে, কারণ আমার অন্য কিছু করার নেই..সেজন্য..*

"আর ইয়াহিয়ার কি হবে?" রে'বার্ণ তাকে এমনভাবে প্রশ্ন করছিলেন যেন তিনি একজন টিচার আর ভুট্টো একজন ছাত্র যে কোনো একটা থিওরির ভুল ব্যাখ্যা বুঝে বসে আছে আর রে'বার্ণ তাকে সঠিক দিকটা দেখাচ্ছেন।

"সে প্রেসিডেন্ট হবে," ভুট্টো অনিশ্চিতভাবে বললেন।

"ওকে, আপনি প্রধানমন্ত্রী হলেন, আর ইয়াহিয়া হল প্রেসিডেন্ট, আর হয়তো সেনাবাহিনির কন্ট্রোলও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার কাছেই থাকবে, যাইহোক এখন যদি ইস্ট আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তখন কি হবে? কারণ সেটা হবেই। অলরেডি সেখানে অনেক লোক মারা হয়ে গেছে। হয়তো ছয় মাস শান্ড় করে রাখা গেল। কিন্ড় তারপর?"

ভুট্টো আবারো চুপ করে গেলেন।

"আমি বলছি কি হবে," রে'বার্ণ বলল, "মার্শাল ল' জারি করা হবে, আপনি ক্ষমতা হারাবেন। আবারও সেই ইলেকশন। আবারো ওরাই জিতবে কারণ ওদের সংখ্যা বেশি। আর এদিকে তো আপনারা ওদের ক্ষমতা দেবেন না। আবারও সেই একই অবস্থা। আর ইন্ডিয়া তো আছেই। দেখেন, ইন্ডিয়া একটা দেশ যার দুপাশেই শত্রু। সবচেয়ে বড় শত্রু হল পাকিস্ড়ান। সেই পাকিস্ড়ান যদি ভেঙ্গে অর্ধেক হয়ে যায় আর সেই অর্ধেক যদি আবার হয়ে যায় মিত্র এর থেকে বেশি ভালো ইন্ডিয়ার জন্য কি হতে পারে। তারা যতই বলুক পাকিস্ড়ান এক থাকলেই তাদের ভালো, তাদের রাজ্যগুলো এর থেকে সেরকম কোনো স্বাধীন হবার আইডিয়া পাবে না, এইসব, কিন্তু আসলেই কি তাই?

শুধুই ইন্দিরা গান্ধী বাঙালি পছন্দ করেন সেজন্যই এত কিছু? কিভাবে আপনি বাঁধা দেবেন তাদের? আপনারা আসলে আটকে পড়েছেন একটা প্যারাডক্সে। একটা ইনফিনিট লুপে। এখন আপনি আমাকে বলুন ছয় মাসের জন্য প্রধানমন্ত্রী হতে আপনি রাজি আছেন?"

"আমি বুঝতে পারছি না," ভুট্টো বললেন, "আপনার গভর্নমেন্ট তো ইয়াহিয়ার সাথেই আছে। নিক্সন তো যেভাবে পারছেন সেভাবেই ইয়াহিয়াকে সাহায্য করছেন। আপনি এখানে এসেছেন আসলে কার হয়ে? কি করতে?"

"মি. ভুট্টো," গলা নামিয়ে বরফ শীতল কণ্ঠে বললেন রে'বার্ণ, "নিক্সনের থেকেও ক্ষমতাবান লোক আছে। বিশ্বাস কর ন প্রেসিডেন্ট নিক্সন নিজেও আর খুব বেশি দিন নেই।"

একথা শুনে ভুট্টো রীতিমত আৎকে উঠলেন। কি বলতে চায় এই লোক?

"কি..কি বলতে চান আপনি?"

"সেটা আপাতত আপনার না জানলেও চলছে। আপনার যেটুকু জানার দরকার সেটা হল, এমন কিছু লোক আছেন যারা রক্তপাত পছন্দ করেন না। আর রক্তপাতকারীকে আরও অপছন্দ করেন। পাপকে ঘৃণা করে, পাপীকে নয় টাইপ থিওরি তারা বিশ্বাস করেন না। তাদের মতে পাপীকে এমন শাস্তি দাও যাতে আর কেউ পাপ করার কথা চিন্তাও না করে। যারা নিজেদের সুবিধার জন্য রক্তপাত ঘটায় তাদের প্রতি এনাদের চিন্তা যারা...রক্তপাতপন্থি। বুঝতে পারছেন আমার কথা? মি. ভুট্টো, এখন আমি আপনাকে আপনার হাতে কি কি অপশন রয়েছে সেগুলো একটু দেখাই। এক, আমাদের সাথে কো-অপারেট কর ন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আপনিই হবেন। আর পাকিস্তান মানে কিন্তু পাকিস্তানই। বাংলাদেশকে ছেড়ে দেন। তাদের কম কষ্ট দেন নি। আপনারা যতই ধরে রাখার চেষ্টা করবেন গায়ের জোরে, ততই জটিলতায় পড়বেন। কয়েকদিন পর পরই পুরো অঞ্চলটা অস্থির করে ফেলবেন। আমি আপনাকে প্রমিস করছি এতকিছুর পরও আপনাদের নিউক্লিয়ার বোম ডেভেলপ করতে দেওয়া হবে। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে আপনারা এখান থেকে সেখান থেকে ইউরেনিয়াম কিনে এখানে সেখানে বোম ফেলে একটা বিশ্বযুদ্ধ শুর করে দেবেন। আর অপসন দুই, আপনি থাকেন ইয়াহিয়ার সাথে, সেক্ষেত্রে আমি জানি না ইয়াহিয়া আপনাকে নিয়ে কি করবে। কিন্তু আমি আপনাকে এইটকু বলতে পারি যখনই প্রথম বোমটা ব-াস্ট হবে.. আমি পার্সোনালি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি তাতে নিহত হওয়া প্রতিটি মানুষের রক্তের মূল্য আপনাকে দিতে হবে। কারণ এই মুহূর্তে আপনার হাতে পূর্ণ ক্ষমতা আছে সেরকম কিছু ঠেকানোর।"

রে'বার্ণ স্থির দৃষ্টিতে, দ্রুত কিন্তু খুব পরিষ্কারভাবে কথাগুলো বলে গেলেন। ভুট্টো ঢোক গিললেন। নিজের অজান্তেই হাত চলে গেল সামনে খালি গ-াসটার দিকে। কিন্তু পরে মনে পড়ল সেটাকে আগেই খালি করে

BanglaBook.org

ফেলেছেন। রে'বার্ণ ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগলেন ভুট্টোকে। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন কি অবস্থা তার। সে একটা চিন্ড্র শুর্ করতে পারছে কিন্তু কোনো এক জায়গায় এসে চিন্ড্রর ট্রেনটা ভেঙ্গে যাচ্ছে।

"দেখেন," নরম গলায় বললেন রে'বার্ণ, "ইক্যুয়েশনে যদি ইয়াহিয়া না থাকে সেটাই কিন্তু আপনার জন্য বেশি সুবিধাজনক, তাই না? আর সে আপনাকে এভাবে কেন জড়িয়েছে? যাতে সময়মত আপনাকে ফাঁসাতে পারে। কি করতে হবে? আপনাকে ফাঁসি দেবে, মুজিবকে তো দেবেই, আর সাথে কিছু মিলিটারির লোকেদের, আর কি? আমার কথা বিশ্বাস কর্ন, আমি দেখেছি এসব স্ট্র্যাটেজি। একাধিক বার। আর কিছু কিছু তো নিজেই বানিয়ে দিয়েছি," হাসলেন তিনি। "একটা লাইন বলি, শুনে বলুন তো কেমন লাগে, *একদল বিশৃখল সেনাসদস্য পিপিপি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে ষড়যন্ত্র করে ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যই এই ন্যাক্কারজনক পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এই দলটি সাথে সাথেই একটি সেনা অভ্যুত্থানেরও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তা ঘটাতে পারার আগেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অপরিসীম সাহসিকতা এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এসব দুষ্কৃতিকারীদের হাত থেকে এই দেশকে রক্ষা করেছেন। এটা চরম দুর্ভাগ্য যে বোমা হামলার আগে এই ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচন করা সম্ভব হয় নি।"*

লাইনটা শুনে একটু থমকে গেলেন ভুট্টো, কিন্তু সাথে সাথেই কিছু বললেন না।

"কি করতে হবে আমাকে?" ভুট্টো জিজ্ঞেস করলেন অবশেষে।

"আসলে তেমন কিছুই না, যা করার আমরাই করব। আপনি শুধু আপনার মত থাকুন আর আমরা এখানে যেটা করার চেষ্টা করছি তাতে বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না।"

ভুট্টো চুপ করে রইলেন।

"আপনি আছেন আমাদের সাথে?" রে'বার্ণ জিজ্ঞেস করলেন।

ভুট্টো নড করলেন।

মিলিয়ন ডলার প্রশ্নটা আসল এরপরে। যার জন্য এতকিছু।

"ফ্যাসিলিটিটা কোথায়?" রে'বার্ণ জিজ্ঞেস করলেন।

ভুট্টো চোখ বড় করে তাকালেন প্রশ্ন শুনে, "সেটা আমি কি করে বলি?"

"আমরা জানি একিউ খানকে দিয়ে আপনিই কাজটা শুর্ করান। আপনি খুব ভালো করেই জানেন সেটা কোথায়। এটার উত্তর না দেওয়া পর্যন্ড় আপনি কিন্তু অন্য দলেই রয়ে গেলেন। এখানে দুই নৌকায় পা দিয়ে চলা যাবে না ভুট্টো সাহেব। আর ঐ নৌকায় আপনার কি অবস্থা হচ্ছে সেটা তো আপনাকে বললামই।"

রে'বার্ণ খুব সুচার্ভাবে ভুট্টোকে বুঝতে চেষ্টা করছিলেন যে তার কাছে আসলে আর কোনো রাস্ড় খোলা নেই। তাছাড়া ভুট্টো নিজেও কিন্তু অনেক

BanglaBook.org

গুরুত্বপূর্ণ। কেবল ভুট্টোকে দলে রেখেই ভবিষ্যৎ সিকিউর করা সম্ভব।

ভুট্টো কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন।

"আমার কিছু শর্ত আছে," ভুট্টো বললেন।

"বলুন।"

"পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার পর আমি যে নিউক্লিয়ার প্রজেক্ট শুরু করব তাতে কোনো রকম বাধা দেওয়া যাবে না.."

"সেটা তো আমি আপনাকে একটু আগেই বললাম.."

"আরো আছে, একিউ খানকে টাচ করা যাবে না। আর এই পুরো ব্যাপারটা, মানে নিউক্লিয়ার প্রজেক্ট, আমার বাসার মিটিং কিংবা আমার বা খানের ইনভল্‌ভমেন্ট সবকিছু সম্পূর্ণ গোপন থাকবে এবং কেউ জানবে না।"

রে'বার্ণ নড করলেন।

কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে অবশেষে ভুট্টো বলতে শুরু করলেন।

"খুলনার নামের একটা শহরের একটা গ্রামের মধ্যে। জায়গাটার নাম রামপাল। আমি নিজে কখনো দেখিনি। তবে সেখানেই প্রথমে পাইলট ফ্যাসিলিটিটা বানানো হয়েছিল। জায়গাটা অনেক ভিতরে। আর যে সমস্ত রিসোর্স দরকার ছিল সেগুলো নাকি সেখানে জমা করা সম্ভব ছিল। পরে ইউরেনিয়াম কেনা হলে আরেক জায়গায় ফ্যাসিলিটি সরিয়ে নেওয়া হয়। তবে সেটাও ঐ রামপালেই। পাইলট ফ্যাসিলিটিটা আসলে ভাঙ্গার জন্যই বানানো হয়েছিল। খালি দেখার দরকার ছিল ডিজাইনগুলো কাজ করে কিনা।"

"সুপারভাইজ কে করত?" এই প্রশ্নের উত্তরের অপশনগুলো এরিকের জানা। প্রশ্নটা তেমন গুরুত্বপূর্ণও নয়। তবে এটার উত্তর শুনেই বোঝা যাবে ভুট্টো সত্যি বলছে কিনা।

"একিউ খানই সব ডিজাইন করে, কিন্তু জায়গাটা সুপারভাইজ করে ইকবাল মেহমুদ নামে একজন সায়েন্টিস্ট.."

রে'বার্ণ চোখ সরু করে তাকাল। "এ নামে কেউ.."

"এটা তার আসল নাম নয়। লোকটাকে আগে অনেক জায়গায় ট্রেনিংয়ে পাঠানো হয়েছিল। আর ইয়াহিয়া চাচ্ছিল ব্যাপারটা একেবারে গোপন রাখতে," ভুট্টো আগে থেকেই বলল, "সে হয়তো পাকিস্তানের রেকর্ড চেঞ্জ করে দিতে পারত কিন্তু অন্য দেশেরগুলো পারত না। সেজন্যই এই সায়েন্টিস্টের সমস্ত রেকর্ড মুছে ফেলে তাকে নতুন পরিচয় দেয়া হয়। এর আসল নাম আমাকে একবার একিউ খান বলেছিল। মোস্তাক। বাকিটুকু আমার মনে নেই।"

মোস্তাক নাদিম।

ভুট্টোর মনে না থাকলেও, ঘরের অন্য দুজনের ঠিকই মনে আছে। রে'বার্ণ আড়চোখে তাকাল দরজার সামনে দাঁড়ানো এ্যারনের দিকে।

একটা হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেল ওর মুখে।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৬০

২৮ নভেম্বর, ১৯৭১
রামপাল, বাগেরহাট, বাংলাদেশ

জায়গাটা বলতে গেলে একেবারেই অজ পাড়া গা, এবং ব্যাপারটা মোটেই এমন নয় যে কয়েকশ' সৈন্য-সামন্ড় নিয়ে জায়গাটাকে একেবারে দুর্গ বানিয়ে রেখেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এরকম একটা জায়গায় কয়েকশ' সৈন্য বসিয়ে রাখলে যে কারো দৃষ্টিই আকর্ষণ করবে। আর জায়গাটাকে কেবল বাইরের লোকই নয়, ভিতরের লোকেদের কাছ থেকেও গোপন রাখার প্রয়োজন ছিল, যেহেতু সব জায়গায়ই বিদেশীদের চর। তো সার সংক্ষেপে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এরকম যে, মেইন ফ্যাসিলিটিটা গার্ড দিচ্ছিল এক প-াটুন সৈন্য (ত্রিশ জনেরমত), তবে সাথে আরেকটা যে কাজ করা হয় জায়গাটাকে আরেকটু সিকিউর করার জন্য সেটা হল, রামপালের আর্মি ক্যাম্পটা বানিয়ে দেওয়া হয় ফ্যাসিলিটিটা থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের দূরত্বে। সেখান থেকে আরো তিন প-াটুন সৈন্য পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রথম হিটটার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আক্রমণকারীদের মোকাবেলা করতে হবে মোট চার প-াটুন হেভিলি আর্মড সৈন্যের।

লোকসংখ্যাটা মুক্তিবাহিনির জন্য কখনওই সমস্যা ছিল না। বিশ্বের অন্যতম ক্ষমতাবান সেনাবাহিনির একটির সাথে, এশিয়ার ইতিহাসের অন্যতম, হয়তোবা সবচেয়ে নির্মম যুদ্ধটা করতে মুক্তিবাহিনিকে অনেক ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হলেও সাহসী মানুষের অভাব সেসব অসুবিধার মধ্যে কখনই ছিল না। লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিল যারা কেবল মুখের কথায়, খালি হাতেই ভয়াবহ থেকে ভয়াবহতর পরিস্থিতির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস রাখত। কিন্তু সমস্যাটা ছিল এসব লোকেদের একসাথে করা। জায়গাটা খুবই ছোট। যেকোনো মুভমেন্টই চোখে পড়ার মত।

এ্যারন জায়েদিকে ফোন করে মিটিংটা শেষ হবার সাথে সাথেই। আর জায়েদি সাথে সাথেই মিশকাতের আর র'-এর সাহায্যে আশপাশের মুক্তিবাহিনির লিডারদের সাথে কন্টাক করে ফেলে। বাগেরহাট, চিতলমারী, কচুয়া অঞ্চল থেকে প্রায় তিনশ লোককে স্ট্যান্ডবাই রাখা হয়, কিন্তু চরম গোপনীয়তা বজায় রেখে। অবশ্য গুটিকয়েকজন খুবই বিশ্বাসী লোক ছাড়া টার্গেটের ডিটেলস কাউকেই জানানো হয় নি। জায়েদিকে ওর পাঁচজনের টিমের সাথে রামপাল পৌঁছাতে সময় লেগে যায় বারো ঘণ্টার কিছু বেশি। ওই

BanglaBook.org

রাতে শরীফের কবল থেকে পালানোর পর জায়েদি আর ঢাকায় থাকে নি। ওর আর দরকারও ছিলনা ঢাকায় থাকার। ওর কাজ তখন কেবল একটাই ছিল, ওর ফাইলগুলো আর ওর মেমোরি থেকে ভুয়া ইন্টেল বানিয়ে সেগুলো এ্যারনের দেওয়া একটা বিশেষ নাম্বারে ফ্যাক্স করে দেওয়া, আর সেটা সে যেকোনো জায়গা থেকেই করতে পারত। তাই ও ঢাকা থেকে বেরিয়ে চলে আসে নারায়ণগঞ্জে।

সে রামপালে এসে পৌঁছানোর আগেই জায়গাটার একটা সার্ভিলেন্স রিপোর্ট রেডি করে রাখা হয়। ফ্যাসিলিটিটা একটা আন্ডার কন্স্ট্রাকসন বিল্ডিং কমলেক্সে। আসলে কাগজে কলমে আন্ডার কন্স্ট্রাকসন। বিল্ডিং বানানোর কাজ বলতে গেলে সবই শেষ। এটা একটা হাসপাতাল হবার কথা ছিল। অন্ড়ত রামপালের লোকজন সেরকম ভাবত।

জায়েদি জায়গাটা দেখার সাথে সাথেই বুঝে গেল নিচে নিশ্চয় একটা এয়ারটাইট বেসমেন্ট চেম্বার রয়েছে, মনের ছবিতে দেখল সেখানে সারিবদ্ধ ভাবে সাজানো বিশাল সাইজের কতগুলো ওয়েপেন অফ ম্যাস ডিস্ট্রাকশন, আংশিক বানানো।

জায়েদি আশপাশের এলাকাটা ঘুরে দেখে সুবিধা-অসুবিধাগুলো যাচাই করে নিল। বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রামাঞ্চলের মতই এ জায়গাটাও 'ডেভলপমেন্ট' শব্দটা থেকে অনেকদূরে। রাস্ড়াগুলো সব সর— সর—, জীবনেও পিচের মুখ দেখেনি। সবই মাটি আর ইট দিয়ে বানানো। যা আবার গত কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিতে একেবারে কাদায় ভরে গেছে এবং সি- পারি হয়ে গেছে। দ্র—ত মুভ করা বলতে গেলে অসম্ভবের কাছাকাছি। এমনিতে নভম্বের মাস এদেশে শীতকাল। কিন্তু এর আগের বছরও এসময় তীব্র বন্যা এবং জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল।

অন্যান্য অঞ্চলগুলোর মত এখানেও রাস্ড়ার দুইপাশে বন-বাদাড় ভরা। দেখলে মনে হয় জংগলের মধ্যে রাস্ড়া কেটে বানানো হয়েছে। ফ্যাসিলিটিটা একটা কোণার দিকে, সুতরাং আর্মি বেসটাও এক কোণায়ই। স্ট্যাটেজিক্যালি জায়গাটা আর্মি বেস বানানোর জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। সেন্টার থেকে এতদূরে, কোণার মধ্যে। বিল্ডিংটা চারপাশ দিয়ে উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। সামনে থেকে ঢোকা বা বের হবার একটাই রাস্ড়া। তবে পিছনের দিকে একটা ছোট এক্সিট আছে। সেখান থেকে একটা কাদায় আর আগাছা ভরা জমি হয়ে রাস্ড়ায় ওঠা যায়।

পুরো ম্যাপটা জায়েদির মাথায় ছেপে গেছে। গোপনে দলবল নিয়ে ওই জায়গাটার আশেপাশে যাওয়াও একেবারেই অসম্ভব। তো সেজন্য ওদেরকে অন্যভাবে এগুতে হবে। আগেরদিন থেকেই অল্প অল্প করে মুক্তিবাহিনির লোকজন অলরেডি গ্রামটায় ঢুকে পড়ছিল। এরা আশ্রয় নিয়েছে লোকালদের ঘরে। তবে অনেক মুক্তিযোদ্ধা তখনও বাইরে ছিল।

BanglaBook.org

পুরো এলাকাটা মাত্র সাড়ে তিনশ স্কয়ার কিলোমিটার। যেকোনো পয়েন্ট থেকে যেকোনো পয়েন্টে মোটর ভিহেকেলে পৌঁছাতে সময় লাগে সর্বোচ্চ পনের মিনিট। আর্মি ক্যাম্পটা একেবারে উত্তর-পূর্ব কোণায়। প্রায় বিশজন সৈন্য, দুটো ভিন্ন আর্মি ভিহেকেল, দুটো ভিন্ন রুটে এলাকাটা পেট্রোল দেয়। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যাচ্ছে বিশ জন সেনা মোবাইল, টার্গেট থেকে দূরে। এখন ফ্যাসিলিটিতে রইল ত্রিশজনের সেনা আর ক্যাম্পে আরও সত্তর, মোট একশ জনের মত।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আকাশ পাতাল ভেঙ্গে বর্ষা নামল। যে সময়টার জন্য এ্যারন আর জায়েদি অপেক্ষা করছিল। এ্যারন রামপালে পৌঁছেছে মাত্র এক ঘণ্টা আগে। একজন ককেশিয়ান লোকের জন্য দিবালোকে এসব এরিয়ায় আসা মানে সমস্ড় লোকের চোখে পড়া। সাদা চামড়ার লোক দেখলে এমনিতেই এসব এলাকার লোক কিচ্ছুক্ষণের জন্য হ্যাং হয়ে যায়। গতরাতে একটা রেডক্রশ টিমকে জানানো হয় বাংলাদেশের দক্ষিণ দিকের একটা জেলা বাগেরহাটে রিলিফের খুব দরকার।

তো ঐ টিমের সাথে এ্যারন বাগেরহাটে এসে নামে, ওরা সেখানে রিলিফ দেবার জন্য লোক খুঁজতে লাগে আর এ্যারন চলে আসে রামপালে। তবে সে একা আসেনি। সাথে করে নিয়ে আসে পাঁচজন নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারকে। এই ইঞ্জিনিয়াররা আগেরদিন রাত পর্যন্ড়ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কোম্পানি বা গভর্নমেন্ট প্রোজেক্টে কাজ করছিল। এদের কাজ হবে একটাই, যেহেতু বোমগুলোকে কোনোভাবেই সরানো যাবে না, এদেরকে কেবল ফিসনেবল ম্যাটরিয়ালটা বের করে ফেলতে হবে। আর এদেরকে জড়ো করে আনতেই অ্যাসল্ট অপারেশনটা দেরিতে শুরু করা হল। তা না হলে পরেরদিন অ্যাটাক করতেও খুব বেশি অসুবিধা ছিল না। লোকেশন পেয়েই জায়েদি আর দেরি করেনি। ও এখানে এসে একদিন থেকে যায়। যাতে অ্যাটাক না করলেও অন্ড়ত নজর রাখতে পারে।

ঠিক পাঁচটা বত্রিশ মিনিটে এগারোজন সেনার প্রথম আর্মি ভিহেকেলটা একদল উন্মত্ত বিদ্রোহীর আক্রমণের শিকার হয় গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব কোণায়, এর ঠিক চার মিনিট পরে দ্বিতীয় ভিহেকেলটাও একইভাবে আক্রমণের শিকার হয়, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। প্রায় সাথে সাথেই রিএনফোর্সমেন্টের জন্য রিকোয়েস্ট করা হয় রেডিওতে। আর এই সময়টাতেই আশপাশের বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে বাইরে স্ট্যান্ডবাই থাকা মুক্তিযোদ্ধারা ভিতরে ঢুকতে শুরু করে।

যারা এতক্ষণ এলাকাবাসীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে ছিল তারাও বেরিয়ে পড়ল। হঠাৎ করেই দেড় প-াটুন পাকিস্ড়নি সেনাসদস্য নিজেদের আবিষ্কার করল প্রায় একশ' মুক্তিযোদ্ধার মাঝখানে, স্যান্ডউইচড অবস্থায়। একটা খুবই ধীরগতির বন্দুকযুদ্ধে।

BanglaBook.org

পরবর্তী আট মিনিটে প্রায় দুইশ মুক্তিসেনা চলে আসে আর্মি ক্যাম্প আর ফ্যাসিলিটিটার একেবারে কাছাকাছি। এইসব লোকেদের কাছে কোনো ডিটেইলসই ছিল না। তাদের খালি বলা হয়েছিল মরার আগ পর্যন্ড় তারা যেকটা পাক সেনা মারতে পারে। আর এইটুকেই খুশি তারা।

দুই গ্রুপই বলতে গেলে প্রায় একই সময় রিএনফোর্সমেন্ট চেয়ে খবর পাঠায়। তবে কোনো এক অজানা অর্ডারে দ্বিতীয় গ্রুপের সাহায্যার্থে গমনকারী রিএনফোর্সমেন্ট ট্রাকটাকে কিছুদূর যাবার পরই আগের অর্ডার ক্যানসেল করে আন্ডার কন্সট্রাকশন হাসপাতালটার দিকে যেতে অর্ডার দেওয়া হয়। কিন্তু সে পর্যন্ড় পৌঁছানোর আগেই তারা মিশকাত হাসানের নেতৃত্বাধীন তাদের সাইজের প্রায় তিনগুণ বড় একটি মুক্তিবাহিনির ফোর্সের সম্মুখিন হয়। এরা ছিল ফ্যাসিলিটি আর ক্যাম্পটার মাঝে।

এ্যারন আর জায়েদির নেতৃত্বে আরেকটি ফোর্স ঢুকে পড়ে হাসপাতাল কম্পাউন্ডে। কম্পাউন্ডটা বাইরে থেকে দেখলে বেশ ছোট মনে হলেও, ভেতরটা আসলে বেশ বড়। ভিতরে বেশ কয়েকটা বিল্ডিং। ডানদিকের দোতালা বিল্ডিংটা দেখে হাউজ কোয়ার্টার মনে হল। এর অপজিটে, বা দিকে আরেকটা বিল্ডিং। সেন্টারে বড় একটা বিল্ডিং। এটা মেইন বিল্ডিং হবার কথা। গেটে দাঁড়ানো মাত্র তিনজন গার্ড সেকেন্ডের মধ্যে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ল। দলটা বলতে গেলে কোনো রকম বাধা ছাড়াই ভিতরে ঢুকে পড়ল, এরপর তিনটে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তিন বিল্ডিংয়ের দিকে এগুলো। দুটি অপেক্ষাকৃত ছোটদল এ্যারন আর আসরাফের নেতৃত্বে পাশের দুইদিক দিয়ে এগুলো। অপেক্ষাকৃত বড় দলটা জায়েদির নেতৃত্বে এগুলো মাঝখানের বিল্ডিংটার দিকে। ওরা ধরেই নিয়েছিল ল্যাবটা মাঝের বিল্ডিংয়ে এবং বড় অংশের সৈন্যবাহিনির প্রতিরোধ সেখান থেকেই আসবে।

পিঁপড়ের মত ঢুকে পড়া মুক্তিবাহিনির দলটা গেট দিয়ে ঢোকার সাথে সাথেই বিভিন্ন বিল্ডিংয়ের উপর থেকে পজিশন নেয়া পাক সেনাদের হেভী ফায়ারিঙ্গের মধ্যে পড়ে গেল। মাঝখানের জায়গাটা বলতে গেলেই ফাঁকাই। কভার নেবার তেমন কোনো জায়গাই নেই। বৃষ্টির মতন গুলি বর্ষণ সত্ত্বেও এরা দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে গেল। ক্যাজুয়ালটি যে হাই হবে সেটা এখানে আসা প্রতিটি মানুষই জানত। জনা পঁচিশেক পাকিস্ড়ানি সেনারা যতক্ষণ পারল পঁচাত্তর জনের বিশাল বাহিনিটাকে কমানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ঐ মাঝখানের অংশটুকুতে থাকা ঐ দেড় মিনিটই। এরপর যখন সবাই বিল্ডিংয়ের ভিতর ঢুকে যেতে শুরু করল তখন তাদের বিভিষীকাময় মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার থাকল না।

জায়েদির দল যখন বিল্ডিংয়ে পা রাখল তখনই ও শুনল একটা ট্রাকের ইঞ্জিনের শব্দ। বিল্ডিংয়ের পিছনের দিকে।

পনের মিনিট আগে..

সালমান আব্বাসী দেখল একটা আর্মি ভিহেকেল পাগলের মত হাসপাতাল কম্পাউন্ডের সামনে দিয়ে ছুটে গেল। ও তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রাকটাকে যেতে দেখে ও ব্যাপারটা চেক করে দেখতে কল করল আর্মি ক্যাম্পে। অচিন্ড়নীয় ব্যাপারটা যে ঘটে গেছে সেটা তখনো সে বুঝতে পারে নি।

এক রিং হতেই ফোনটা ধরে ফেলল অফিসার ইন চার্জ ক্যাপ্টেন লতিফ হক।

"কি ব্যাপার?" পিছনে বেশ চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ শুনতে পেল সালমান।

"আর বলবেন না, স্যার, শালার মুক্তি," হক বলল, "দুটো প্যাট্রোল ভিহেকেলই একসাথে হিট করেছে। এই মাত্র আরেকটা ট্রাক পাঠালাম.."

"কি?" বিদ্যুৎ খেলে গেল সালমানের শরীরে, "থামাও ওদের," চিৎকার করে উঠল সে, "এক্ষুনি, এখানে আসতে বলে দাও।"

"কিন্তু, স্যার, ওদিকে তো দরকার.."

"লতিফ, তোমাকে যা বলা হচ্ছে তাই কর, আর একটা কথাও না। সমস্ড় দল নিয়ে আমার এদিকে রওনা দাও এক্ষুনি," বলেই ফোন নামিয়ে রাখল সালমান।

সে ভালো করেই বুঝে গেছে কি ঘটছে। রামপাল মুক্তিবাহিনির এত সামর্থ্য নেই যে তাদের জন্য দুইবার রিএনফোর্সমেন্ট পাঠাতে হবে। মনে মনে একটা হিসেব কষে নিল সে। তার কাছে এখানে আছে আটাশ জন, যে রিএনফোর্সমেন্টটা রওনা হয়ে গেছে সেটাসহ ধরলেও লতিফ আর পয়তালি- শজনের বেশি দিতে পারবে না। আশিজনও থাকছে না তার কাছে। এসব হিসাব করতে করতে নিচে ল্যাবের দিকে দৌড় দিল সে।

এয়ারটাইট চেম্বারের বাইরের ঘরের ইন্টারকমটা উঠিয়ে ভিতরে কল করল সে।

"কয়টা বোম রেডি আছে এই মুহূর্তে?" সালমানের গলা শুনেই ইকবাল মেহমুদ বুঝে গেল কি হচ্ছে, "কয়টা?"

"আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা বোম ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য রেডি করে দিতে পারব," বলল সে।

"মাত্র একটা?" গলাটা কান্নার মত শোনাল।

এই প্রশ্নের কোনো উত্তর হয় না। এই মুহূর্তে ল্যাবে ও ছাড়া আর কেউ ছিল না। ওর সাথের তিনজন অ্যাসিস্ট্যান্টকে কোয়ার্টারে পাঠানো হয়েছে বিশ্রামের জন্য। আর কোনো কথা না বলে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ইকবাল দৌড়ে গেল ল্যাবের এক কোণায়। তার পক্ষে এসব আনট্রেইন্ড লোকের সামলাতে একেবারে হিমশিম খেতে হচ্ছিল অনেক দিন ধরেই। প্রতিটি কথা, প্রতিটা কাজ দুই দুইবার করে দেখাতে হচ্ছিল। সময়ও লাগছিল দ্বিগুণ। তার

BanglaBook.org

উপর যুদ্ধ শুর" হয়ে যাবার পর এদেরকে রীতিমত জোর করে কাজ করাতে হচ্ছিল।

"ঐ," বাইরে দাঁড়ানো দুইজন সেনাসদস্যকে ডাকল সে, "ভিতরে যাও, প্রফেসর যেটা দিচ্ছে বের করে আনো।"

সেনাসদস্য দুজন হ্যাজম্যাট স্যুটের জন্য এগুলে সালমান খেকিয়ে উঠল, "এক্ষুনি।"

অসহায় সেনা দুজন একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। এরা সব সময়ই দেখে এসেছে, ভিতরে যারা ঢোকে তারা কত রকম আটোশাটো হয়ে স্যুট পরে ঢোকে। পরার পর আবার বারবার চেক করে দেখে। এখন ওদের এভাবে ঢোকার সাহস হল না। তারা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে কর্নেলের দিকে তাকাল। কর্নেল তাদের যে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল তাতে ওদের সাহসের ঘাটতি পূরণ হয়ে গেল সাথে সাথে।

এখন...

শব্দটা শুনেই জায়েদি ওর দৌড়ানোর ডিরেকশন পালটে বিল্ডিংয়ের পিছন দিকে দৌড় দিল।

জায়েদিকে দৌড়াতে দেখল এ্যারন। ওর পাশে থাকা সাদীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাকে কাভার দাও, ইউ আর দ্য ম্যান।" বলেই জায়েদির ফোর্সের দিকে দৌড় শুর" করল সে। ঐ ফোর্সটাই আসল। ওটাকে ঠিক ভাবে গাইড না করতে পারলে সমস্যা। জায়েদি কি করছে বুঝতে পারল না ও।

জায়েদি দেখল ওর থেকে বেশ খানিকটা দূরে দুজন সৈন্য একটা নিউক্লিয়ার বোম তুলছে একটা আর্মি ট্রাকের উপর। তারা জায়েদিকে দেখতে পাবার আগেই জায়েদি গুলি চালিয়ে দিল। সেনা সদস্য দুজন দেখতেও পেল না তাদের হত্যাকারীকে।

প্রায় সাথে সাথেই ড্রাইভিং সিট থেকে একটা পশলা গুলি ছোড়া হল জায়েদিকে লক্ষ্য করে। জায়েদি পাশে কভার নিল।

ট্রাকটা আগে থেকেই স্টার্ট দেয়া ছিল। সৈন্যরা পিছনের ফেন্স লক করতে পারার আগেই মারা যায় তো সেই অবস্থায়ই ট্রাকটা পিছনের কাদা আর আগাছা ভরা এরিয়াটার দিকে এগুলো। ওখান থেকে যদি মাটির রাস্ড়ায় উঠে যেতে পারে তাহলে পাঁচ মাইল পরেই হাইওয়ে। পিছনে ফেলে গেল গুলি আর গোলাবার"দ ভরা কালো একটা ব্যাগ যেটা একজন সৈন্য কর্নেলের জন্য নিয়ে এসেছিল।

জায়েদি দৌড় শুর" করল। ট্রাকটা ওর থেকে বেশ দূরে।

কাদা ভরা এরিয়াটা পার হতে ট্রাকটার যতটা ঝামেলা হবে বলে মনে হচ্ছিল তেমন কিছুই হল না। বাইরে মুক্তিবাহিনির লোকেরা দেখল একটা বিশাল ট্রাক পাগলের মত স্পিডে তাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

"গুলি থামাও," জায়েদি ট্রাক চেস করার জন্য রাস্ড়য় ওঠার আগে চেঁচিয়ে বলল। বাঙালি সেনারা দেখল তাদের মতই একজন বাঙালি দৌড়াচ্ছে ট্রাকটার পিছনে। দুই একজন ভাবল তার সাথে যাবে কিন্তু তারা আগে থেকেই ব্যস্ড় ছিল।

ট্রাকটার চলি-শ সেকেন্ডের পর একটা রাইট টার্ণ নিতে হবে, এরপর একটা লেফট। রাস্ড়টা বিষমবাহু ত্রিভুজাকৃতির, আর এর দুইবাহু জুড়ে হল রাস্ড়টা। আর তৃতীয় বাহু হল জংগল, এবং ত্রিভুজের দুই বাহুর সমষ্টি অবশ্যই তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর। সুতরাং জংগলের রাস্ড়টা শর্টকাট। এখন প্রশ্ন হল এতটাই কি শর্টকাট যে সেটা একজন কাদার মধ্যে দৌড়ানো ব্যক্তির, একটা মোটামুটি স্পিডি ট্রাক ধরতে পারার জন্য যথেষ্ট হবে?

যদি সব কিছু ঠিকভাবে চলে তবে ওই লেফট টার্নটা নেবার আগেই জায়েদি ট্রাকটা ধরতে পারবে সামনে থেকে।

জায়েদি রাস্ড়া দিয়ে নেমে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। গাছের ফাক দিয়ে ট্রাকটা দেখতে পাচ্ছিল। নিজের গতি আরো বাড়ালো। বর্ষার গতি একটু কমেছে, কিন্তু তারপরেও মনে হচ্ছিল সারা দুনিয়া ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে। সামনে দেখতে সমস্যা হচ্ছিল ওর। সেটা সালমানেরও হচ্ছে। ছোট্ট জঙ্গলমত জায়গাটা শেষ হয়ে আবার যখন রাস্ড়য় উঠল তখন ট্রাকের পিছনটা দেখতে পেল। একটু লেট হয়ে গেছে জায়েদির।

কিন্তু সেটা সালমানের জন্য যথেষ্ট ছিল না। জায়েদি এক মুহূর্তও দেরি না করে সোজা ট্রাকের চাকা লক্ষ্য করে গুলি চালালো।

তিনটে গুলির একটা বেশ ভালোভাবেই পিছনের ডান চাকাটায় গিয়ে লাগল, আর বিশাল ট্রাকটা সি-প্পিড সর= রাস্ড়য় ব্যালান্স হারিয়ে বাম পাশের জঙ্গলের মধ্যে কাত হয়ে পড়ল।

ট্রাকটা বেশ স্পিডেই ছিল। ওটা যখন ধাক্কা খেল পিছনের গোলাকৃতি বোমটা বলতে গেলে একরকম একটা লাফ দিল। পিছনের ফেন্স আটকানো ছিল না। ভারী বোমের ওয়েট সেটা রাখতে পারল না। বোমটা ছিটকে দড়াম করে রাস্ড়য় এসে পড়ল।

জায়েদি ট্রাকটা থেকে মাত্র পনের ফুট দূরে ছিল। সে দানবাকৃতির জিনিসটাকে ছিটকে পড়তে দেখল। সেটা যখন বিকট শব্দে মাটি স্পর্শ করল জায়েদি মনে হল ওর হার্টটা গলা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু ঐ বিকট শব্দ পর্যন্ড়ই। আর কিছু হল না। এক্সপে-াসনের জন্য আরো প্রেশার লাগে। আল-াহ বাঁচিয়েছে।

বৃষ্টি তখন আরো কমে এসেছে। জায়েদি ট্রাক বরাবর হাঁটতে শুর= করল। দুই হাত দিয়ে পিস্ড়ল ধরা। ওর কাছে ভারী অস্ত্র ছিল। কিন্তু দৌড় শুর= করার আগে ফেলে এসেছে। ও সোজা ট্রাকের মাঝ বরাবর হাঁটছিল, সালমান বসা ছিল ড্রাইভিং সিটে। ট্রাক গুতা খাবার আগেই নিজেকে সামলে

BanglaBook.org

নিয়েছিল বলে তেমন কিছুই হয়নি। এখন মাথা নিচু করে রেখেছে বলে দেখা যাচ্ছে না। পাশের সিটে বসা ইকবাল মেহমুদ ড্র্যাশ বোর্ডের সাথে একটা বাড়ি খেয়েছিল। সে পর্যন্ড়ই।

জায়েদি একটা গুলি করল। প্যাসেঞ্জার সাইড মিররটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ড্রাইভিং সিট থেকে একটা একে ৪৭ দিয়ে রিটার্ন ফায়ার ছুটে আসল ওর দিকে। জায়েদির অ্যাঙ্গেলটা এমন ছিল, কাছ দিয়েও গেলনা সেগুলো। গুলির সাথে একটা ক্লিক শব্দও ও শুনল। সালমানের গুলি শেষ। তবে আরো ম্যাগাজিন থাকার কথা।

জায়েদি সাবধানে এগিয়ে আসছিল ড্রাইভিং সিট বরাবর। হঠাৎ করেই দেখল একজোড়া হাত সারেন্ডারিং পজিশনে ড্রাইভিং সিটের জানালা দিয়ে বেরিয়ে। বৃষ্টির জন্য ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না। তবে জায়েদি খুব ভালো করেই সালমানকে চিনত। ও খুব ভালো করেই জানত ওকে রেঞ্জে পাওয়ার সাথে সাথেই সালমান ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

দরজাটা থেকে পর্যাপ্ত দূরত্ব বজায় রাখল ও। কিন্তু লাথিটা আসল ট্রাকের নিচ থেকে। ড্রাইভিং সিটে বসে ছিল ইকবাল মেহমুদ। নিজের অ্যাঙ্গেল ঠিক রাখতে গিয়ে এবং ভারী বর্ষার কারণে ও টের পায় নি কখন সালমান ইকবালকে ড্রাইভিং সিটে বসিয়ে নিজে কাত হয়ে যাওয়া পাশ থেকে নেমে গিয়ে ট্রাকের নিচে পজিশন নিয়েছে।

ইকবাল মেহমুদ ওরফে মোস্ড়াক নাদিম খালি একে ৪৭ হাতে ট্রাক থেকে লাফিয়ে নামল। সে জায়েদির গানটা নেবার চেষ্টা করল, যেটা ওর ডান পায়ের পাশে পড়ে ছিল। বন্দুকটায় গুলি থাকলে জায়েদি এতক্ষণে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে ফেলত। দুনিয়া বাঁচাতে গেলে কিছু লাক তো থাকতেই হয়।

জায়েদি দ্রুত অ্যাক্ট করল। লাথি দিয়ে পিস্ড়লটা অনেক দূরে সরিয়ে দিল। সালমান ছিল ইকবালের পিছনে। উঠে দাঁড়াচ্ছিল। ক্রোধের কারণেই হোক কিংবা হাতে ধরা একে ৪৭'র কারণেই হোক বিজ্ঞানী ইকবাল মেহমুদ সালমানকে জায়গা না দিয়ে নিজেই বন্দুক উঁচু করে আঘাত করতে গেল জায়েদিকে। কিন্তু সে কিছু ওঠার আগেই থাই তে একটা লাথি খেয়ে পড়ল সালমানের গায়ের উপর, যে মাত্রই উঠে দাঁড়িয়েছে। দুজনে গিয়ে ধাক্কা খেল ট্রাকের সাথে। এই সময়ে জায়েদি উঠে দাঁড়াল।

লাথি খেয়ে ইকবালের আত্মবিশ্বাস যেন আরো বেড়ে গেল। আবারো সালমানের আগেই কেজিবি ট্রেইন্ড স্পাইয়ের সাথে লড়াইয়ের নেতৃত্ব দেবার জন্য এগিয়ে গেল সে। কিন্তু সে কোথায় মারবে সেটা চিন্ড়া করতে পারারও আগে, জায়েদি রাইফেলের ব্যারেলটা বাম হাত দিয়ে ধরে টান মারল। বন্দুকটার সাথে বন্দুকধারীও জায়েদির দিকে স্প্রিঙ্গের মত ছুটে এল। জায়েদি কেবল ওর ডান হাতের কনুইটা স্টেডি রাখল ইকবালের নাক বরাবর। লোকটা সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে উলটো দিকে পড়ে গেল। তবে সাথে সাথে বন্দুকটাও

BanglaBook.org

জায়েদির হাত থেকে ছুটে গেল, ইকবালে ওয়েট আর বৃষ্টির পানি লেগে ওটা সি- পারি হয়ে যাওয়ার কারণে।

সালমান একটা ষাঁড়ের মত ফুঁসছিল।

"শালার বানচোত, কুত্তার বাচ্চা," সালমান চিৎকার করে বলল, "ভাবছিস জিতে গেছিস? তোর কোনো ধারণাই নেই। আমি তো মরবই, আজকে মরার আগে তোরে ছিড়ে দিবে যাব।"

জায়েদি কিছুই বলল না। ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে রইল। সালমান আব্বাসী ওর দিকে এগিয়ে এসে ওকে একটা বক্সিং ম্যাচে ইনভাইট করল। কিন্তু জায়েদির কোনো আগ্রহ ছিল না। তার মধ্যে কোনো রাগও ছিল না, যেটা ওর চিন্তা ভাবনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। ও কেবল হাফ স্টেপ পিছনে গিয়ে একটা হিল কিক বসিয়ে দিল সালমানের পেটের উপর। কিন্তু রাগে অন্ধ হলেও সালমানের ফাইটিং স্কিল এবং স্পিড ছিল অসাধারণ। সে বাম হাত দিয়ে লাথিটা ঠেকিয়ে দিল। যদিও পুরোটা পারল না। পেটে আর বাম রিস্টে বেশ ভালোই ব্যথা পেল। টাল সালমাতে না পেরে ট্রাকের সাথে ধাক্কা খেল সে।

সমস্ত ব্যথা উপেক্ষা করে সে আবারও এগিয়ে এলো। এবারে আরো সতর্কতার সাথে। লাইনটা একটু চেঞ্জ করে নিল যাতে জায়েদি লাথি মারার স্পেস না পায়। সে জায়েদির মুখের ডান পাশ লক্ষ্য করে একটা ঘুষি দিল, জায়েদি সহজেই সেটা ঠেকিয়ে দিল। কিন্তু সালমান তাতে দমে গেল না। সে জায়েদির উন্মুক্ত নাক বরাবর নিজের কপাল ছুড়ে দিল। একেবারে শেষ মুহূর্তে জায়েদি নিজের মুখটা সরিয়ে নিল। কপালটা সজোরে গিয়ে লাগল ওর মুখের পাশে। ঠোটের সাথে দাঁত লেগে খানিকটা জায়গা কেটে রক্ত বেরিয়ে গেল। হিটটা বেশ জোরদার ছিল। জায়েদি এক পা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হল।

সালমান উৎসাহ পেয়ে ডিফেন্সিভ জায়েদির বুক লক্ষ্য করে একটা ফ্লাইং কিক দেবার চেষ্টা করল। জায়েদি চেষ্টা করল লাইন থেকে সরে যেতে। কিন্তু পুরোটা পারল না। লাথিটা লাগল ওর ডান পাশে। লাথিতে ব্যথা সে তেমন পায় নি তবে তাল সামলাতে না পেরে ও মাটিতে পড়ে গেল।

বাম পায়ে ল্যান্ড করেই সালমান জায়েদিকে তার মোটা বুট দিয়ে পাড়ানোর জন্য এগিয়ে গেল। জায়েদি ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু সালমানের লাথি খেয়ে পারা গেল না। সালমান ওর ডান পা ওঠালো আবারো লাথি মারতে। জায়েদি ওর বা হাত দিয়ে কোনোভাবে সেটা ঠেকাল, আর সাথে সাথে ডান হাত মুঠ করে নিচ থেকে সোজা উঠিয়ে আনল সালমানের দুপায়ের মাঝের অংশটায়, যেটা লাথি অ্যাটেমট করার কারণে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল।

যদিও আঘাতটা ওতটা জোরদার ছিল না, কিন্তু জায়েদি কয়েক মুহূর্ত সময় পেয়ে গেল হাটুর ভর দিয়ে বসার জন্য। হাটুর উপর বসেই অ্যাবডোমেনের উপর সজোরে, একেবারে ফুল ফোর্সে একটা ঘুষি মারল। আগেই একই জায়গায় একটা লাথি খেয়েছিল সালমান। এবারে আবার আঘাত

BanglaBook.org

খেয়ে ওক করে ঝুঁকে গেল সে। ঝোকার সাথে সাথেই বা হাত দিয়ে ওই অবস্থায় বসেই উপরের দিকে ওর মুখ বরাবর একটা ঘুষি দিল জায়েদি। এবারে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না সালমান। তাল সামলাতে না পেরে ট্রাকের সামনে পড়ে গেল সিনিয়র আই.এস.আই-ক্যাড এজেন্ট।

জায়েদি উঠে দাড়ালো। হেঁটে একটু সামনে গিয়ে ওর পিস্ড়লটা তুলে নিল। বৃষ্টি একেবারেই কমে গেছে। ও পিস্ড়লটা উঠিয়ে দাড়িয়েছে মাত্র, তখনই দূর থেকে এ্যারনের গলা শুনতে পেল।

"ঐ, দাঁড়াও," সে দৌড়ে আসতে লাগল ওর দিকে।

জায়েদি তাকাল ওর দিকে।

এ্যারন কাছে এসে হঠাৎ করে নিউক্লিয়ার বোমটা ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে একটু কেঁপে উঠল।

"হোয়াট দ্যা.." একবার বোমটার দিকে তাকিয়ে আবার জায়েদির দিকে ফিরল সে, "ওদের মেরে ফেলো না।"

সালমান ছিল ট্রাকের একদম সামনে। জায়েদি একটু পাশে। এ্যারন সালমানকে দেখতে পাচ্ছিল না পিছন থেকে।

"আমাদের হাতে সবগুলো বোম নেই," এ্যারন বলল।

জায়েদির মনে হল মাথায় আগুন ধরে গেছে, "কি?"

"তিনটা মিসিং।"

জায়েদি সালমানের দিকে তাকাল। রক্তমাখা মুখে কাশতে কাশতে হাসছিল সে জায়েদির দিকে তাকিয়ে। জায়েদিও অন্য দিকে তাকিয়ে পাগলের মত হাসতে শুরু করল। এ্যারন বোমটা দেখছিল।

হঠাৎ করে গুলির শব্দে আর সালমানের আত্মচিৎকারে তার হুশ ফিরল।

পৃথিবীর সমস্ড় বিস্ময় নিয়ে সে জায়েদির দিকে তাকিয়ে রইল।

মেহজাবিনের মনে হয় অনেকটা এরকমই লেগেছিল। জায়েদি ভাবল।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৬১

২৮ নভেম্বর, ১৯৭১
রামপাল, বাগেরহাট, বাংলাদেশ

জায়েদি আসলে সালমানকে মেরে ফেলে নি। সেটা খুবই আনপ্রফেশনাল এবং ইমোশনাল হত। যাইহোক সে ওর ডান পায়ের হাটুর ইঞ্চিখানেক উপরে একটা গুলি করেছে মাত্র। এতে আর কি হবে। ভাবল সে। সালমানের কাছ থেকে সময়মত ইনফর্মেশন বের করতে পারার ব্যাপারে মোটেই আশাবাদি নয় ও। আল-াহই জানে কোথায় নিয়ে গেছে ওই বোমগুলোকে। ইয়াহিয়া কি এতটাই ডেসপারেট হয়ে যেতে পারে যে এখনই, এগুলো দিয়ে..

পারবে না কেন? পারেই তো। ভাগ্য যেমন ওদের সাথে সবসময় ছিল না, ইয়াহিয়ার ভাগ্য তো সেই হিসেবে আরো খারাপই বলতে হয়। তার সমস্ড় প-্যানই তো একের পর ফেল করেছে। করতেই পারে এই তিনটা বোম দিয়ে কাজ শুর—। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই জেনে যাবে রামপাল অপারেশনের কথা। তারপর? সিগারেটে একটা টান দিয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে রইল জায়েদি।

পাঁচজন নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ার নিচের ল্যাবে দুর্দান্ড় গতিতে কাজ করে যাচ্ছে। ইউরেনিয়াম হিসেবে বোম থাকার কথা মোট ন'টা, যার মধ্যে দুটোর কাজ অনেক আগেই শেষ করা হয়েছে, মানে প্রথম ব্যাচে। সেগুলো এখন মিসিং, সাথে আরও একটা আর বাকি ছ'টার মধ্যে মাত্র দুটো বোম বলতে গেলে অপারেশনাল ছিল। একটা তো যেটা নিয়ে সালমান আর ইকবাল পালাতে চেষ্টা করছিল, আরেকটার কিছু ফাইনাল টাচ বাকি ছিল। কাজের প্রোগ্রেস ওরা যতটা আন্দাজ করেছিল তার থেকে অনেক সে-া ছিল বলেই দেখা যাচ্ছে। ইকবাল বেশ কয়েকবারই এক্সপার্ট লোকেদের ইনক্লুড করার জন্য রিকোয়েষ্ট করেছিল, কিন্তু প্রতিবারই একই কথা শুনেছে। এই অবস্থায় অন্য কাউকে ইনভল্ভ করা যাবে না। আর এক্সপার্ট সবার উপর কখনও না কখনও কেউ না কেউ নজর রাখে। আবার এক্সপার্ট বাদেও নতুন কাউকেই ঢুকানো যাচ্ছিল না, আর চাচ্ছিলও না। এরা কাজ করছে অনেক আগে থেকে। এদেরকে ট্রেনিংও দেওয়া হয়েছে অন্ড়ত কিছু। একদিকে এক্সপার্টের জন্য করা রিকোয়েষ্টও বারবার ডিনাই করা হচ্ছিল, আবার অন্য দিকে ইয়াহিয়া হয়ে যাচ্ছিল অধৈর্য। সে এক আজব সিচুয়েশন। লোকবল একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইকবালের জন্য। অথচ একসময় লোক ওদের কাছে বেশিই ছিল একাজের জন্য। কিন্তু তারপর যেটা হল....

BanglaBook.org

"চারটা আমরা দেড় ঘণ্টার মধ্যেই নিউট্রোলাইজ করে ফেলতে পারব," এ্যারনকে জানিয়েছে একজন ইঞ্জিনিয়ার, "আসলে সেগুলোতে করার কিছুই নেই। বেশিরভাগে এখনো ইউরেনিয়ামই ইউজ করা হয়নি। আমরা আনইউজড ইউরেনিয়াম পেয়েছি ল্যাবে। এদের আরো মিনিমাম সপ্তাহ দুয়েক লেগে যেত পুরোটা শেষ করে উঠতে। বাকি দুটো কিন্তু একটু সময় নেবে।"

"একটু আধটু বুঝি না," এ্যারন বলেছে, "সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে শেষ করতে হবে।"

"সেটা অনেক বিপজ্জনক হয়ে যাবে, এসব কাজ এত তাড়াহুড়া করলে হয় না। একটু সময় লাগে.."

"তাহলে আমার মনে হয় আপনার এখনই কাজ শুর" করে দেয়া উচিৎ," এ্যারন হাত উঁচু করে বলেছিল, "সাড়ে তিন ঘণ্টা।"

পুরো ফ্যাসিলিটিটা এখন গার্ড দিচ্ছে পঞ্চাশ জন লোক। পুরো অপারেশনে সতেরজন বাঙালি মারা গেছে, আহত হয়েছে আরো ছত্রিশ জন। এদের মধ্যে পাঁচ ছয়জনের অবস্থা খুবই ক্রিটিকাল। কোনো পাকিস্ড়ানি সেনা জীবিত নেই পুরো রামপাল এলাকায়। এরা যাতে বাইরে কন্টাক না করতে পারে সেজন্য বিশেষ জ্যামার ব্যবহার করা হয়েছে এবং ফোন লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। তবে এভাবে আর কতক্ষণ একটা এলাকাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা যাবে?

পাকিস্ড়ানিরা যখন বুঝতে পেরেছিল আর কোনো চান্স নেই, তার সমস্ড় বাঙালি সায়েন্টিস্টদের মেরে ফেলে। একজন ছাড়া।

ড. শাহাদুল আলম ক্যাফেতে হাত ধুচ্ছিলেন যখন প্রথম গুলিটা ছোড়া হয় কম্পাউন্ডে। তাদেরকে তিন ঘণ্টার বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। আগের আঠারো ঘণ্টা একটানা কাজ করিয়েছে। অন্যরা খাবার আগে গোসল করে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু শাহাদুলের অনেক ক্ষিদে লেগেছিল। ক্যাফেতে যে গার্ডরা ছিল তারা গুলির শব্দ শুনে দৌড়ে বাইরে চলে যায়, আর ফিরে আসেনি। এই সুযোগে তিনি কিচেনের বাথর"মে লুকিয়ে পড়েন।

লোকটাকে খুঁজে পায় একজন বাঙালি সেনা। বাঙালি ছেলেটাকে দেখে তাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন তিনি। ঐ ছেলেটা ওকে নিয়ে আসে আসরাফের কাছে। তিনি কেবল পাগলের মত বিড়বিড় করে একটা কথা বলছিলেন, "আমি বাসায় যাব..আমি বাসায় যাব।"

সবাই সিদ্ধান্ড় নিল তাকে কিছুটা সময় দেবার।

এ্যারন জায়েদির পাশে এসে দাঁড়াল বিশাল বারান্দাটায়। জায়েদি চিন্ড়া করছিল কিভাবে সালমানের মুখ খোলাবে। হাতে সময় অল্প। একবার খবর বাইরে চলে গেলেই এই ছোট্ট গ্রামটার উপর একেবারে দোজখ নেমে আসবে। অনেক লোক মারা যাবে। কিন্তু এদেরকে পালানোর সুযোগও দেওয়া যাচ্ছিল না। পাহারা বসানো হয়েছে চারিদিকে যাতে কেউ এলাকা ছাড়তে না পারে।

BanglaBook.org

ভালো খবর একটাই। পাক আর্মির আশেপাশের এলাকায় এত পরিমাণ লোক নেই যে পট করে এখানে দলবল নিয়ে চলে আসতে পারে। এই কয়েকদিন আগেই বয়রার যুদ্ধে তাদের বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এয়ার সাপোর্ট নেই বললেই চলে। তারা খবর পাবার পরেও অনেকটা সময় লেগে যাবে পুনরায় এখানকার কন্ট্রোল নিতে। কিন্তু সমস্যা হল জেনে যাবার পর ইয়াহিয়া কি করে ফেলে সেটাই ঠিক ভাবে আন্দাজ করা যাচ্ছে না।

"তো?" এ্যারন জায়েদির দিকে তাকাল।

"কি?"

"শুর" করা যাক," বলল এ্যারন।

"তোমার লোকেদের কতক্ষণ লাগবে?"

"সাড়ে তিন ঘণ্টা।"

"আমি যখন সালমানকে গুলি করেছিলাম, তোমার চেহারাটা দেখার মত ছিল," হেসে বলল জায়েদি।

"আমি ভাবছিলাম মানুষ চিনতে আজকাল আমি কতটা আনাড়ি হয়ে গিয়েছি," এ্যারন বলল।

"আমি ওকে মেরে ফেলব," জায়েদি বলল।

এ্যারন তাকাল ওর দিকে।

"কায়েসের কথা বলছি।"

"হয়তো আমরা শেয়ার করব," এ্যারন বলল, "ফার্স্ট ব্যাচটা এরা সরিয়ে ফেলেছে। যেকোনো জায়গায় থাকতে পারে।"

"সায়েন্টিস্টটা জানতে পারে?"

"সালমান জানে।"

"সায়েন্টিস্টটা সহজ," এ্যারন বলল, "অবশ্য দুটোই সহজ।"

জায়েদি একটু অবাক হয়ে থাকাল।

ওরা ভিতরে ঢুকতেই যাবে তখনই মিশকাত এলো শাহাদুল আলমকে নিয়ে। তাকে রেখেই আবার নিচে চলে গেল সে।

"আপনি ঠিক আছেন?" এ্যারন জানতে চাইল।

"ওরা কি সবাইকে মেরে ফেলেছে?"

ওরা নড করল।

ড. শাহাদুল আলম ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিলেন। তার মত আরো দুইজন ছিল। একজন রাজশাহী ইউনিভার্সিটির টিচার আরেকজন খুব ট্যালেন্টেড একজন স্টুডেন্ট। ওরা সবাই জানত যে ওদেরকে মেরে ফেলা হবে। কিন্তু তাও মানুষ তো, আশা কি আর ছাড়ে। ক্যান্সারের পেসেন্টও তো আশা ধরে রাখে যে হয়তো রাতারাতি একটা কিওর বের হয়ে যাবে। এরা ভাবতেন একটা রেসকিউ টিমের কথা। আগে আরও লোক ছিল। পঞ্চান্নজন। কিন্তু যুদ্ধ শুর" হবার সাথে সাথে সবাই একেবারে ডেসপারেট হয়ে পড়ে।

BanglaBook.org

এদেরকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। প্রতিদিনই কেউ না কেউ পালানোর চেষ্টা করতে থাকে। পরে একরাতে হঠাৎ করে তাদের উপর গজব নেমে আসল। একে একে সবাইকে মেরে ফেলা হল। বাঁচিয়ে রাখা হল মাত্র পাঁচজনকে। আগের বড় জায়গা ছেড়ে তাদের নিয়ে আসা হল এখানে, যাতে কন্ট্রোল করতে সহজ হয়।

দ্য ব্রিলিয়ান্ট ফাইভ। এদের মধ্যে একজন ছিল যাকে বলা যায় একেবারেই পাগল, জায়েদুল আলম তুহিন। কিন্তু সুপার ট্যালেন্ডেড। একজন স্টুডেন্ট। সে খুব ভালো করেই বুঝে যায় কি হতে যাচ্ছে। সে এদের দুর্বলতা ধরে ফেলে। এদের কাছে তখন ছিল ম্যানপাওয়ারের ঘাটতি। যে ম্যানপাওয়ার ছিল তারাও হস্টাইল। সে একটা ক্যালকুলেটিভ স্যাকরেফাইস করে তার দেশের জন্য। সে আত্মহত্যা করে। আর সেটা করার আগে আরেকজন বাঙালি সায়েন্টিস্টকে মেরে ফেলে বিষ দিয়ে, সেও ছিল তার মতই ট্যালেন্ডেড। অন্যদের থেকে অনেক বেশি। তার ধারণা ছিল এই দুই জন ছাড়া গতি একেবারেই অর্ধেক হয়ে যাবে, এবং সেটাই ছিল সঠিক ধারণা। সবাইকে মেরে ফেলার চিন্তা যে তার মাথায় আসে নি তা নয়। কিন্তু ঐ সেই সেসকিউ টিমের ভরসায় তাদের রেখে যায় সে। কড়া পাহারায় প্রোজেক্ট স্যাবাটোজ করার চাইতে এটা করাই সহজ ছিল।

"আপনি কি অন্য বোমগুলোর ব্যাপারে জানেন?" জায়েদি জিজ্ঞেস করল। আড়চোখে লোকটার হাতের দিকে তাকাল সে। কাঁপছিল সেগুলো। লোকটা মধ্য তিরিশের। অ্যাভারেজ হাইটের শুকনো একজন মানুষ। তবে ভারি চশমার পিছনে কালো চোখ দুটো অস্বাভাবিক চকচকে। "স্মোক করেন?" জায়েদি একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিল।

"না," সিগারেট ফিরিয়ে দিলেন তিনি, "তারা বেশি কথা বলত না।"

"আপনি কি কিছু শুনতে পেয়েছেন কখনো?" জায়েদি জিজ্ঞেস করল, "আর বোমগুলো এখান থেকে নিয়ে গেছে কবে সেটা কি জানেন?"

"সেকেন্ড ব্যাচের প্রথম বোমটার কাজ অনেক তাড়াহুড়া করে শেষ করতে হয়েছিল, আমাদের কাজ শেষ হয়েছিল ১৩ তারিখ রাতে, পরেরদিন এসে দেখি তিনটা বোম নেই। আর কোনো কিছু শুনে ফেলার কোনো স্কোপ ছিল না। ইকবালের সাথে কাজ ছাড়া আর কোনো বিষয় নিয়ে কথা হত না। সেই ব্যাপারে সে খুব কেয়ারফুল থাকত। মনে হয় আমাদের সাথে কোনো অ্যাটাচমেন্ট করতে চাইত না," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল শাহাদুল।

"ইকবাল মানুষ হিসেবে কেমন?" এ্যারন বলল।

"সে তার কাজ ছাড়া আর কোনো ব্যাপারে কেয়ার করত না। সে রীতিমত তার কাজটাকে পূজা করত। আমার যেটা মনে হয়েছে তার মধ্যে কোনো পলিটিক্যাল ফিলোসফি নেই। এসব করার পিছনে যে ইনটেনশন বা ইমোশনগুলো কাজ করছে তাতে তার কিছু যায় আসে না। কাজের সুযোগটা

BanglaBook.org

সে পেয়েছে এটাই তার কাছে আসল। যেন একটা ছোট বাচ্চার হাতে একটা সুন্দর খেলনা ধরিয়ে দেয়ার মত

"অনেক ধন্যবাদ," এ্যারন বলল।

"আমরা এখান থেকে বের হচ্ছি কখন?"

"কয়েক ঘণ্টা," জায়েদি বলল, "আপনি একটু ঘুমিয়ে নেন।"

"ধন্যবাদ," শাহাদুল বলল, "অনে..অনেক ধন্যবাদ আমার জীবন বাঁচানোর জন্য," চোখ বেয়ে পানি পড়ছিল তার।

এ্যারন তার কাঁধে হাত রাখল। "আপনি এখন সেফ।"

"শাহাদুল আলম," এ্যারনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

"ডেভিড অর্টন," এ্যারন হেসে হ্যান্ডশেক করল।

"সাঈদ খন্দকার জায়েদি," জায়েদির সাথে হ্যান্ডশেক করল সে।

শাহাদুল চলে গেলে জায়েদি আর এ্যারন ভিতরে ঢুকে গেল।

জানালাবিহীন সাদা পেইন্ট করা একটি ঘরের এক কোণায় হাত পা বাধা অবস্থায় পড়েছিল ইকবাল মেহমুদ। নাক-মুখে জমে যাওয়া রক্তের ছাপ।

ওরা দুজন দরজা খুলে ঘরে ঢুকলে ওদের দিকে শক্ত মুখে তাকাল সে।

"আপনি কি আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলবেন নাকি এখন আপনাকে কথা বলাতে হবে? দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের কিছুটা তাড়া আছে," এ্যারন বলল।

ইকবাল অন্য দিকে ফিরল কিন্তু কিছু বলল না।

"তাহলে আর কি," এ্যারন হতাশ চোখে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে ফিরে চিৎকার করে বলল, "এখানে একটা ছ্যাক'শ' লাগবে।"

ইকবালের চোখ একটু কেঁপে উঠলেও সে নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টাটা করল কোনো ধরনের রি-অ্যাকশন না দেখাতে। এই রুমটার বাইরে একটা বড় হলরুম টাইপের রুম। আর পাশে এক রকম আরেকটা রুম। সে রুমে আব্বাসীকে বেঁধে রাখা হয়েছে। দরজায়, হলরুমে লোকের অভাব নেই। পালানোর কোনো জায়গাই নেই।

জায়েদি দরজার পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে এ্যারন আর ইকবালকে দেখতে লাগল, নিঃশব্দে।

"আসলে," এ্যারন এক মুহূর্তের জন্য বাইরে গিয়ে শব্দ করে একটা বড় সাইজের কাঠের টেবিল টানতে টানতে ভিতরে ঢুকল, "যা বলছিলাম, আসলে টর্চার করা, মানে সাবজেক্টকে ব্যথা দেয়া খুবই সহজ। যে কেউ করতে পারে। পিটিয়ে, আঙ্গুল কেটে বা ইলেক্ট্রিক শক দিয়ে। একটা একটা করে হাড্ডি ভেঙ্গে। শরীরের সংবেদনশীল অঙ্গগুলোতে কিছু ঢুকিয়ে, অথবা সেখান থেকে কিছু বের করে। কত রকম অপশন একজন টর্চারারের সামনে যে খুলে যায় সেটা আসলে বলেও শেষ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আর্টটা লুকিয়ে আছে অন্য জায়গায়। কে কত তাড়াতাড়ি, কতটা ইফেক্টিভলি সাবজেক্টের মুখ খোলাতে

BanglaBook.org

পারে। সেটা হল সায়েন্স," এ্যারন টেবিলটার কোণায় বসে ইকবালের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল।

"অবশ্য আমি আপনার সাথে কি করব সেটা আপনাকে এখনো বলা হয় নি। একটা খুবই আনকনভেনশনাল মেথড। এতক্ষণ যেসব বিগ শট, শুনলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে টাইপ টর্চারের কথা বললাম মোটেই সেগুলোর মত নয়। আপনাকে এটাও তো মানতে হবে যে লোক টর্চার করছে তাকেও তো একটা মানসিক প্রেশারের মধ্যে থাকতে হয়। সবাই তো আর স্যাডিস্ট নয়। তবে আমার এই সিস্টেমটা খুবই প্রো-টর্চারার। আপনার মুখ খুলতে আধ মিনিটের বেশি লাগবে বলে আমার মনে হয় না।"

একটা ছেলে এসে ওকে একটা হ্যাক'শ দিয়ে গেল।

"থ্যাঙ্ক ইউ," এ্যারন নিতে নিতে বলল।

ছেলেটা নড করে চলে গেল। যাবার আগে কয়েদির দিকে এক নজর তাকাল।

ইকবালের মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেই সাথে একটা মুখ একটা অদ্ভুত দৃঢ়তাও দেখা যাচ্ছিল।

এ্যারন হ্যাক'শ টা হাতে নিয়ে নামল টেবিল থেকে। ইকবাল নিজের কপালে ঘাম অনুভব করল। ওর শরীর শক্ত হয়ে গেল। কিন্তু এ্যারন ওর ধারে কাছেও আসল না। ও নিচু হয়ে টেবিলটার একটা পায়ার কয়েক ইঞ্চি উপর থেকে কাটতে শুরু করল।

"কাজের কারণে আমাকে অনেক সময় অনেক জায়গায় যেতে হয়েছে। অনেক রকম লোকের সাথে মিশতে হয়েছে। মানুষ যে আসলে কতটা ক্রিয়েটিভ না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আপনি কখনও খেমার রোগের নাম শুনেছেন?" এ্যারন কাটতে কাটতেই কথা বলছিল, প্রশ্নটা করে একবার ইকবালের দিকে তাকাল। ইকবাল স্থির হয়ে বসেছিল। যেন ওর মনে হচ্ছিল ও যদি একটুও নড়ে ওঠে কোনো পাপ হয়ে যাবে। প্রথম পায়াটা হয়ে গেলে এ্যারন একইভাবে পাশেরটা কাটতে শুরু করল, "এরা ষোলশ শতকের একটা টেকনিক ব্যবহার করে যেটা খুবই ইফেকটিভ, ট্রিকটা হল, সাবজেক্টকে একটা হেলানোতলের সাথে বেধে দেওয়া হয়। এরপর মুখে একটা কাপড় জড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর শুধু ছোট্ট একটা কাজ। টর্চারারকে শুধু মুখের উপর পানি ঢালতে হবে। আর কিছু নয়। পানি যাতে গলা আর সাইনাস এড়িয়ে না যায় সেজন্য নাক আর চোখে কাপড় পেচানো হয় না। তো পানি ঢাললে যেটা হবে সেটা হল পানি সাবজেক্টের মানে আপনার, মুখ, গলা আর সাইনাসে ভরে যাবে, কিন্তু লাঙ্গস ভরবে না। কিন্তু আপনার মনে হবে আপনার পুরো আপার রেসপাইরেটরি সিস্টেম, সাইনাস থেকে ট্রেকিয়া পর্যন্ড় পানিতে ভরে গেছে। সহজ কথায় বলতে গেলে আপনার মনে হবে আপনি ডুবে যাচ্ছেন, আর সাথে সাথে আপনার গ্যাগ রিফ্লেক্স শুরু হয়ে যাবে, আপনি

BanglaBook.org

পাগলের মত কাশার চেষ্টা করবেন, আপনার পুরো শরীর কেঁপে উঠবে। আপনার লাঙ্গস থেকে যাবে খালি, আপনি আর বাতাস নিতে পারবেন না কারণ আপনার গলা, মুখ আর নাক পানিতে ভরা। আপনি জানেন একজন অ্যাভারেজ মানুষ কতক্ষণ এ অবস্থায় থাকতে পারে?"

টেবিল কাটা শেষ করে এ্যারন উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে তাকাল ইকবালের দিকে।

"বারো সেকেন্ড," এ্যারন বলল, "আমি অবশ্য একজন আর্মি ক্যাপ্টেনকে দেখেছিলাম পয়তালি-শ সেকেন্ড ছিল। কিন্তু আপনি তো আর আর্মি ক্যাপ্টেন নন।"

জায়েদি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে সাথে দুইজন লোক, কিছু দড়ি, একটা কাপড় আর বালতি ভরা পানি নিয়ে ভিতরে ঢুকল।

চারজন মিলে ইকবালকে টেবিলে শোয়াল। সে তারস্বরে চিৎকার করতে শুরু করল। জায়েদি কাপড়টা ঢুকিয়ে দিল ওর মুখের ভিতর। কিন্তু তাতেও ইকবাল দমে গেল না। চিৎকার চলতেই থাকল। মনে হল গলা দিয়ে রক্তই বের করে ফেলবে।

এ্যারন বালতি থেকে মগে করে পানি উঠিয়ে ঢালা শুরু করল ইকবালের মুখে। বলতে গেলে সাথে সাথেই শুরু হল গ্যাগ রিফ্লেক্স। ইকবাল খুব বাজে ভাবে নিজের শরীর বাঁকাতে লাগল, আর তার সাথে কাশি। পানির ওর নাকের মধ্যে ঢুকে গেলে অবর্ণনীয় ব্যথার সাথে মনের মধ্যে যোগ হল তীব্র আতংক আর ভয়ের অনুভুতি।

এ্যারন দশ সেকেন্ড পর কাপড়টা সরাল। লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে কিছুক্ষণ কাশল এবং নিঃশ্বাস নিল।

"গা..গা..গাজী...গাজী," কোনোভাবে বলল সে।

"কি?" এ্যারন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

জায়েদি নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরল। সব শেষ।

"ওকে," বলল ও এ্যারনকে, "আমি বুঝতে পেরেছি।"

সালমান আব্বাসী দুই সেটে, হাইয়েস্ট পয়ত্রিশ সেকেন্ডের ওয়াটার ট্রিটমেন্টের পর ইকবালের ইন্টেল কনফর্ম করল।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৬২

২৮ নভেম্বর, ১৯৭১
রামপাল, বাগেরহাট, বাংলাদেশ

"তো *গাজী* আসলে একটা সাবমেরিন?" এ্যারন জায়েদির দিকে তাকিয়ে বলল। ওরা দুজনে জায়গাটার অ্যাডমিন অফিসে বসে আছে। অফিসটা সালমান ব্যবহার করত। তারা পুরো অফিস আর সালমানের থাকার যায়গা সব কিছু সার্চ করেছে। কাজের কিছু পাওয়া যায় নি।

"হ্যাঁ," জায়েদি নড করল, "ইউএসএস ডায়াবে-া সামথিং, মে'বি এসএস-৪৩৯, আমি শিওর না।"

এ্যারন মাথা নাড়ল।

পিএনএস গাজী একটা টেঞ্চ ক্লাস ডিজেল ইলেক্ট্রিক সাবমেরিন। ১৯৬৪ সাথে পাকিস্ড়ান আর্মি ইউএস নেভির কাছ থেকে এটা লিজ নেয়। চার বছরের জন্য। কিন্তু নেগোশিয়েশন করে সময়টা আরো বাড়ানো হয়। ইউএস নেভীতে এটার নাম ছিল ইউএসএস ডায়াবে-া এসএস ৪৭৯ (৪৩৯ নয়)।

"তো তারা নিউক তিনটা একটা সাবমেরিনে লুকিয়ে রেখেছে," এ্যারন বলল, "দ্যাটস...ক্লেভার।"

জায়েদি সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। গম্ভীর মুখে। একটা মরিচীকার পিছনে পড়েছে। যেই একটু সামনে যায় সেই আরও দূরে সরে যাচ্ছে।

"আমাকে একটা ফোন কল করতে হবে," এ্যারন বলল।

"দেখছি," জায়েদি বেরিয়ে গেল।

ফোনের লাইন আগেই কেটে দেওয়া হয়েছে। সেটা জোড়া লাগালেই হবে। এই রুমের লাইন যে সিকিওর তা নিয়ে চিন্ড়া করার কিছু নেই। এই ফোনটাই সালমান ইউজ করত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফোন ঠিক হয়ে গেল।

এ্যারন নাম্বার ঘোরাল।

অপর পাশ থেকে এরিক রে'বার্ণের গলা শোনা গেল। "হ্যালো।"

"অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে, কিন্তু এখানে বোম সবগুলো নেই। তিনটা একটা ইউএস নেভি থেকে লিজ নেওয়া সাবমেরিনে।"

"তাহলে তোমাকে যেতে হবে সেখানে," রে'বার্ণ বললেন।

"ওয়াও," এ্যারন বলল।

"আমি যদি ওই সাবমেরিনের খোঁজ বেরও করতে পারি, আমি কোনোভাবেই তিনটা নিউক্লিয়ার বোমসহ সেটা দূর থেকে ডুবিয়ে দিতে পারি না। সেটা একেবারেই অসম্ভব। তো এটা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।"

BanglaBook.org

এ্যারন কিছু বলল না। ওখানে যেতেই হবে।

"তোমাকে ওখানে গিয়ে ইউরেনিয়াম বের করে আনতে হবে।"

"তার আগে তো জানতে হবে জিনিসটা কোথায়?"

"পয়তালি-শ মিনিট পরে ফোন কর," এরিক রে'বার্ণ ফোন নামিয়ে রাখলেন।

"সেতো বলছে ওখানে গিয়ে ইউরেনিয়াম এক্সট্রাক্ট করতে হবে," এ্যারন ফোন রেখে জায়েদির দিকে তাকাল।

"উনি কি খুঁজে বের করতে পারবেন সেটা কোথায়?" জায়েদি জিজ্ঞেস করল।

"বলল তো পয়তালি-শ মিনিট পর কল করতে।"

"লোকেশন বের করে ইন্ডিয়ানদের বললেই তো হয়। তারাই তো ডুবিয়ে দিতে পারে।"

"তুমি বঙ্গোপসাগরের মধ্যে তিনটা নিউক্লিয়ার বোম ব-াস্ট করাবে? কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছ?"

জায়েদি নড করল। "হুম।"

পয়তালি-শ মিনিট পর এ্যারন আবার ডায়াল করল। এবারে ওরা বেশ কিছুক্ষণ কথা বলল। তারপর ফোন রেখে জায়েদির দিকে ফিরল এ্যারন।

"ইন্টেল সঠিক," এ্যারন বলল, "পাকিস্তান নেভী গাজীকে কোনো একটা টপ সিক্রেট মিশনে পাঠিয়েছে। যেটুকু জানা গেছে সেটা হল নভেম্বরের সেকেন্ড উইকের শুরুর দিকে নেভীর অফিসারদের মধ্যে এর মিশন নিয়ে গুগোল শুরু হয়। আপাত দৃষ্টিতে বলা হয়েছে গাজীকে বঙ্গোপসাগরে পাঠানো হয়েছে ইন্ডিয়ান এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ডুবানোর জন্য।"

"পাগল নাকি!" জায়েদি বলল, "এটা তো রীতিমত অসম্ভব একটা মিশন। সবচেয়ে কাছের পোর্টটাই হল চিটাগং। কোনো সাপোর্টই তো পাবে না।"

"কমান্ডারও সেই কথাই বলেছিল এবং তাকে সরিয়ে দিয়ে দশ তারিখে তরুণ একজন লে. কমান্ডারকে কমান্ডার বানানো হয়েছে। জাফর মোহম্মদ খান। তাকে নাকি খুব টপ সিক্রেট কিছু ফাইল ধরিয়ে সাবমেরিনে পাঠানো হয়েছে, এবং তাকে অর্ডার দেয়া হয়েছে সাবমেরিনে না উঠে যেন সে ঐ ফাইল না খোলে। বাইরে সবাইকে বলা হয়েছে এটা একটা রিকোন্সিয়েসিস মিশন। কিন্তু বুঝতেই পারছ আসলে মিশনটা কি।"

"লোকেশন?"

"গাজীর শিডিউল অনুসারে গত পরশুদিন তাদের করাচী নেভাল ডকইয়ার্ডে ফেরত আসার কথা ছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ড় তারা এনএইচকিউ (নেভাল হেডকোয়ার্টাস)-এর পাঠানো কোনো ম্যাসেজেরই রিপ-াই দিচ্ছে না। একেবারে ডার্ক।"

BanglaBook.org

জায়েদি কিছু বলল না।

"আমাদের মনে হয় ওই ফাইলগুলোতে এইরকম ইন্সট্রাকশনই ছিল। কমান্ডারকে হয়তো অর্ডার দেয়া হয়েছে সব রকম কমিউনিকেশন অফ করে রাখতে। ইন্ডিয়ানরা একবার তাদের কোড ভেঙ্গেছে। কোনো রিস্ক নিতে চায় নি তারা। মেবি একটা নির্দিষ্ট তারিখে কোনো একটা নির্দিষ্ট স্পটে বোমগুলো নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। ইন্ডিয়ার সাথে একটা ফুল স্কেল ওয়্যার তো যেকোনো দিন শুর" হয়ে যাবে। মনে হয় তখনকার জন্য কোনো প-্যান করে রাখা হয়েছে।"

"তো এখন কি হবে? পাকিস্ড়ানিরাও তো জানে না গাজী কোথায়?"

এ্যারন হাসল। "কোল্ড ওয়্যারে থাকারও কিছু সুবিধা আছে। কম্পিটিশন করতে গিয়ে আমাদের টেকনোলজি অনেক ডেভলপ করে গেছে অন্যান্য দেশে তুলনায়। তো খুশির খবর হল, যেহেতু গাজী ইউএস সাবমেরিন ছিল, এনএসএ'র কাছে টেকনোলজি আছে সেটা ট্র্যাক করে বের করার।"

এতক্ষণ পরে জায়েদি একটু আশার আলো দেখতে পেল।

আধা ঘণ্টা পরে জায়েদি আর এ্যারন সমস্ড় ইউরেনিয়ামসহ নিজ নিজ টিম নিয়ে এলাকা ত্যাগ করল। ফ্যাসিলিটির চিফ সায়েন্টিস্ট এবং অফিসার-ইন-চার্জের কি হয়েছে তা কেউ জানে না।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৬৩

২৮ নভেম্বর, ১৯৭১
প্রেসিডেন্ট'স অফিস, ইসলামাবাদ, পাকিস্ড়ান

মুহম্মদ আকবর খানের এতটা লজ্জা লাগছিল যে তার মনে হল যদি কোনোভাবে মাটি খুঁড়ে তার মধ্যে সেধিয়ে যেতে পারতেন! কিন্তু অন্য অনেক ইচ্ছের মত সে ইচ্ছাটাও মনে হচ্ছে অপূর্ণই রয়ে যাবে, যদি না ইয়াহিয়া খান মদ্যপ অবস্থায় আকবর খান যা বলতে এসেছেন সেসব শুনে তাকে জ্যান্ড় মাটিতে পুঁতে ফেলার অর্ডার না দিয়ে বসেন।

মাতাল ইয়াহিয়া খানের সাথেই যে তাকে দেখা করতে হচ্ছে সে ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ ছিল না। প্রেসিডেন্ট এখন দিনের বেশির সময়ই মাতাল হয়ে থাকেন। আর এখন তো রাত।

ইয়াহিয়া খানকে অপারেশন বুদ্ধার চরম ব্যর্থতার কথা বুঝানোর জন্য আকবর খানকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো দুই-দুই, তিন-তিন বার করে বুঝিয়ে বলতে হচ্ছিল। ব্যাপারটা মারাত্মক কষ্টদায়ক। নিজের ব্যর্থতার কথা এতভাবে বারবার বলাটা খুবই বিব্রতকর। ব্যাপারটা এমন যেন কেউ তার এসএসসি পরীক্ষায় ফেল করে এসে তার বাবাকে রেজাল্টের খবর বলছে, আর তার বাবা কোনো কারণে সেটা শুনতে পাচ্ছে না, আর সেটা তাকে বারবার রিপিট করতে হচ্ছে।

তাও আবার আকবর খানের মত মানুষের। যার জীবনে ব্যর্থতা নেই বললেই চলে, যিনি ব্যর্থতায় মোটেই অভ্যস্ড় নন। অথচ আজকের এই একটা ব্যর্থতা এতদিনের সমস্ড় সফলতাকে ধুয়ে মুছে চকচকে করে দিচ্ছে।

ইয়াহিয়া কিচ্ছুক্ষণ হা করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কোনো কথা না বলে তড়াক করে চেয়ার থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এখন আবার কই গেল?

আকবর খানে চেয়ারে বসে উশখুশ করতে লাগলেন। কি করবেন কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। থাকবেন, যাবেন নাকি অপেক্ষা করবেন কোনো সিদ্ধান্ড় না নিতে পেরে স্থির হয়ে বসে থাকলেন।

মিনিট দুয়েক পর প্রেসিডেন্ট আবার ঝড়ের মত এসে ঘরে ঢুকে বসে পড়লেন চেয়ারে।

মুখ ভেজা। তাও ভালো অন্ড়ত সে জ্ঞানটুকু তো এসেছে।

তাকে একটু সোবার লাগছিল। কিন্তু চোখ তখনও লাল।

BanglaBook.org

"তো আমাদের কাছে এখন মাত্র তিনটা আছে?" ইয়াহিয়া বললেন।

আকবর নড করলেন।

"অন্ড়ত একটা কাজের কাজ তো করেছ," আকবর খেয়াল করলেন ইয়াহিয়া তাকে তুমি করে বলছেন।

"সালমানের আইডিয়া ছিল," আকবর খান বললেন।

"মরে গেছে?"

"তার বা ইকবালের বডি পাওয়া যায় নি। আমার মনে হয় না এত সহজে..."

"ওরা কি জানে আমাদের কাছে আরো তিনটা আছে, বা কোথায় আছে?" বাধা দিয়ে বললেন ইয়াহিয়া।

আকবর নড করলেন, "ইউরেনিয়ামের পরিমাণ দেখে হিসেব করে বুঝতে পারবে কয়টা বাকি আছে। আর সালমানকে বা ইকবালকে টর্চার করে জেনে নিতে পারে.."

"মাদা...চো..," বিড়বিড় করে মাথা একদিকে কাত করে বললেন ইয়াহিয়া। পুরোটা শোনা না গেলেও বুঝতে কষ্ট হল না।

আকবর খান মুখ শক্ত করে বললেন, "ওরা যে ধরা পড়েছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই.."

"তিনটা...মাত্র তিনটা বোম? কি করব আমি এই দিয়ে?"

"স্যার, আমি আগেও আপনাকে বলেছিলাম তিনটা বোমও একেবারে.."

"এই তুমি চুপ কর তো, চুপ কর," হাত উঁচু করে বিরক্ত গলায় বললেন ইয়াহিয়া, "তুমি তো কত কিছুই বলেছিলে।"

আকবর খান চুপ থাকলেন।

"গাজী কি কমিউনিকেশন বন্ধ করে দিয়েছে?"

আকবর নড করলেন।

"অসাধারণ, ওরা তো এতক্ষণে জেনেও গেছে গাজীর কথা, আর আমরা গাজীকে সতর্কও করতে পারছি না। বাল।"

"আমার মনে হয় তার দরকার হবে না," আকবর বললেন, "সালমান বা ইকবাল জানে না গাজী কোথায়। সালমান চেয়েই ছিল যেন তাকে জানানো না হয়, তাদের পক্ষে কোনোভাবেই জানা সম্ভব নয় গাজী কোথা.."

"তুমি কি ভাবো না ভাবো তাতে আমার কিছু যায় আসে না," ইয়াহিয়া খুব অপমানজনক কণ্ঠে বললেন, "চিন্ড্র করতে দাও আমাকে, বুড়োভাম কোথাকার।" শেষের উক্তিটা যথেষ্ট আস্ড়ে করে করা হলেও সেটা আকবরের কান পর্যন্ড় পৌঁছাতে সমস্যা হল না, ইয়াহিয়া হয়তো ভাবছিলেন তিনি সেটা মনে মনে বলেছেন। কান গরম হয়ে আকবরের।

"কাউকে পাঠাতে হবে ওদের সতর্ক করার জন্য," ইয়াহিয়া বিড়বিড় করে বললেন।

BanglaBook.org

আকবর জানতেন এখন কিছু বললে কেবল গালাগালই শুনতে হবে কিন্তু না বলেও উপায় নেই, "ইউথ ডিউ রেসপেক্ট মি. প্রেসিডেন্ট, যদি ওরা গাজীর কথা জেনে গিয়ে থাকে তবে ওরা এখন আমাদের খুব ভালো করে মনিটর করছে। ওরা ওয়েটই করছে কখন আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করি আর তারা লোকেশনটা জেনে যেতে পারে। আমাদের ছাড়া আর কোনো উপায়ই ওদের নেই গাজীকে খুঁজে বের করার। এখন আমাদের আর কিছু না করলেই ভালো হবে।"

"আকবর," ইয়াহিয়া বললেন, "এক সময় তোমার ভালো একটা ব্রেন ছিল। কিন্তু এখন বুড়ো হয়ে গেছো। আর দিন দিন একটা ছাগল হচ্ছো। পুরো অপারেশনটার একেবারে গুষ্টি উদ্ধার করে ছেড়ে দিয়েছ তুমি। প্রত্যেকটা সমস্যা তোমার আই.এস.আই থেকেই হয়েছে। অন্য কোনো যায়গা থেকে নয়। এখন দয়া করে নিজের মুখটা বন্ধ করে রাখো আর আমাকে চিন্ড্র করতে দাও। এর পরেরবার তখনই মুখ খুলবে যখন আমি তোমাকে কোনো প্রশ্ন করব।"

আকবর কিছু বললেন না।

"এনআই'র স্পেশাল ফোর্সের ওই ছেলেটাকে পাঠাও, ওই যে, যে পয়ষট্টিতে ইন্ডিয়ার আইএনএস তলওয়ারে হিট করেছিল...কি যেন নাম...কামা..কামাল.."

"জাহিদ আল-পাশা," আকবর খান বললেন।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৬৪

২৯ নভেম্বর, ১৯৭১
পিএনএস গাজী, বে অফ বেংগল

কমান্ডার জাফর মোহাম্মদ খান নিজের প্রাইভেট র‍ুমে ম্যাপটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন যখন তার ডেপুটি লে. কমান্ডার শাকিল সালেহ হন্ড়দন্ড় হয়ে সেখানে ঢুকল।

ইউএস মেড সাবমেরিনগুলোতে সকল ক্রু-মেম্বারদের জন্য পনের স্কয়ার ফিট যায়গা বরাদ্দ করা থাকে। বেড, রিডিং লাইট, একটা ভেন্টিলেশন ডাক্ট সব এরমধ্যেই। প্রাইভেসির জন্য পর্দার ব্যবস্থাও আছে। কেবল টপ অফিসারদের জন্য আলাদা প্রাইভেট র‍ুম থাকে। ঘুমানোর এবং কাজ করার জন্য। এগুলোকে বলে স্টেটাররুম।

"স্যার আপনার এটা দেখা দরকার," পরিস্থিতির আর্জেন্সী বোঝানোর জন্য কথাগুলো যত দ্র‍ুত মুখ থেকে বের করা যায় তত দ্র‍ুতই বের করল শাকিল সালেহ।

কমান্ডার জাফর দ্র‍ুত পায়ে কন্ট্রোল র‍ুমে এসে হাই পাওয়ারড বাইনোকুলারটাতে চোখ রাখলেন। যা দেখলেন সেটা ব্যক্ত করার জন্য বাংলায় একটা বেশ ভালো প্রবাদ আছে। চক্ষু চড়কগাছ। একটা সাদা রঙের স্পিড বোট এগিয়ে আসছিল তাদের দিকে। উপরে মাত্র একজন লোক। লোকটার হাতে একটা কালো বোর্ড ধরা। সেটার উপরে গ-ু দিয়ে আটকানো একটা সাদা কাগজ। বোঝাই যাচ্ছিল যে সে ওই কাগজের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাচ্ছিল। বোর্ড ব্যবহার করা হয়েছিল একারণে যাতে কাগজটা উড়ে না যায় তীব্র বাতাসে।

তর‍ুণ কমান্ডার বেশ অবাক হলেন। তার সমস্ড় কমিউনিকেশন ইক্যুপমেন্ট বন্ধ করা। কারও পক্ষেই তার পজিশন যানা সম্ভব না। *যদিনা*...যদিনা কেউ তার র‍ুটটা জেনে থাকে, অথবা জানানো হয়ে থাকে। এজন্যই বোটটায় কোনো গুলি না করার নির্দেশ দিলেন না তিনি। কাগজটা ভালো করে দেখলেন তিনি। প্রেসিডেনশিয়াল সীলটা ভালো মতই দেখা যাচ্ছে। ক্ল্যানডেস্টাইন অপারেশনের জন্য ব্যবহার করা এই বিশেষ সীলটা দেখার সৌভাগ্য তার হয়েছিল চৌদ্দই নভেম্বর। সাবমেরিনে ওঠার পর।

"আসতে দাও," আস্ড়ে করে বললেন তিনি।

BanglaBook.org

সাবমেরিন তখন পানির উপরেই ছিল। এই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়্যারের সাবমেরিনগুলোর সমস্যা হল এগুলো চলে খুব আস্তে আস্তে, আর পানির নিচে একটানা হাইয়েস্ট একদিনের বেশি থাকতে পারে না। গাজীর টপ স্পিড সারফেসে ২০.২৫ নট আর সাবমার্জড অবস্থায় মানে পানির নিচে মাত্র ৮.৭৫ নট। তার মানে এই নয় যে এই স্পিডে সে সবসময় চলতে পারে। একটানা সর্বোচ্চ একঘণ্টা এই স্পিডে চলতে পারবে। এমনিতে আরো আস্তে চালাতে হয়।

"হ্যাচ খুলে দাও," লে. কমান্ডার অর্ডার দিল।

কয়েক মিনিট পর জাফর খান একরাশ বিস্ময় নিয়ে এগিয়ে আসলেন কমন স্পেসে দাঁড়ানো কালো ডুবুরির পোষাক পরা আগন্তুকের দিকে।

তিনি কিছু বলার আগেই জায়েদি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, "মেজর ইফতেখার আলি খান, কোভার্ট অ্যাকশন ডিভিশন, আই.এস.আই," জায়েদি একটা আইডি এগিয়ে দিল জাফরের দিকে, "আপনি নিশ্চয় কমান্ডার জাফর, আমাকে আপনার ছবি দেখানো হয়েছে।"

আইডিতে চোখ বুলাতে বুলাতে নড করলেন কমান্ডার, "কিন্তু আরো কিছু এক্সপে- নেশনের দরকার হবে, মেজর।"

"আমার মনে হয় এতে কাজ হবে," জায়েদি বোর্ডে লাগানো ফটোকপি করা কাগজটার মেইন কপি পকেট থেকে বের করে দিল, যেখানে কমান্ডার জাফর খানকে ইয়াহিয়া খান তার সামনে দাঁড়ানো ইন্টেলিজেন্স অফিসারের সাথে 'সম্পূর্ণ সহযোগিতা' করতে নির্দেশ দিয়েছে, 'কোনো রকম প্রশ্ন না করে'।

"হুম," জাফর খান ঠান্ডা গলায় বললেন, "আমি কি করে জানব এটা ফেক নয়?"

"আমি আপনাকে আরো কিছু এক্সপে- নেশন দিতে পারি কিন্তু ফ্র্যাংকলি বলতে গেলে আমি জানি না আপনার কতটুকু জানার ক্লিয়ারেন্স আছে। আমরা কি একটু আলাদা কথা বলতে পারি," একটু দ্বিধান্বিত গলায় বলল জায়েদি, যাতে কথাগুলো জাফরকে অফেন্ড না করে।

জাফর বুঝতে পারছিলেন এটা কি রিলেটেড, কিন্তু এটা বুঝতে পারছিলেননা আসলে কি হয়েছে।

"কমান্ডার আমাদের হিট করা হয়েছে," কমান্ডারের প্রাইভেট রুমে আসলে জায়েদি বলল তাকে, "আমি জানি না আপনি পুরোপুরি অপারেশনটার ব্যাপারে জানেন কিনা, কিন্তু আপনি যা ক্যারি করছেন সেরকম আরো ছিল এবং সেগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। এখন শুধু আপনার কাছে যে কয়টা আছে সেগুলোই রয়েছে।"

"তো?" জাফর জিজ্ঞেস করল, "আপনি সেগুলো গার্ড দিতে এসেছেন?"

"না, না," জায়েদি হেসে বলল, "সেজন্য তো আপনিই আছেন। আসলে আমি একা নই। আমার সাথে দুজন সায়েন্টিস্ট আছে। তারা এখান থেকে

BanglaBook.org

সত্তর মাইল উত্তরে একটা ছোট্ট দ্বীপে অপেক্ষা করছে। সাথে একশ কেজির মত হাইলি এনরিচড ইউরেনিয়াম। এগুলো আমরা অ্যাটাকের আগে সরিয়ে ফেলতে পেরেছিলাম। আমি..মানে আমার কাজ হল ঐ সায়েন্টিস্টদের এখানে পৌঁছে দেওয়া। আর তারা আপনার কাছে যে বোমগুলো আছে সেগুলোকে আরো শক্তিশালি করার জন্য কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট করবে।"

"রিপে- স করবে?" জাফর জিজ্ঞাসা করল।

"ইউরেনিয়াম কেনা হয় দুই বারে," জায়েদি বলল, "আপনার এখানে যেগুলো আছে সেগুলো প্রথম ব্যাচের। প্রথম ব্যাচের ইউরেনিয়াম ওতটা এনরিচড ছিলনা। তবে দ্বিতীয় ব্যাচেরটা মানে আমাদের সাথে যেটা রয়েছে সেটা আরো বেশি এনরিচড।"

"আপনারা সেটা এখানেই করতে পারবেন?"

"সায়েন্টিস্টরা তো বলছে পারবে। আপনার অনেক ধরনের সাহায্যের দরকার হবে। অপারেশন বুদ্ধার সাফল্য এখন আপনার হাতে," এই নামটা বের করা হয়েছে ভুট্টোর কাছ থেকে। জায়েদির মনে হয়েছিল এই গোপন নামটা বললে কমান্ডারকে বিশ্বাস করাতে আরও সুবিধা হবে। তবে ও শিওর ছিল না জাফর আগে আদৌ নামটা শুনেছে কিনা।

কমান্ডার নড করলেন। নামটা শুনেছেন তিনি। এই একই কথাই তাকে বলা হয়েছিল তেরো তারিখ রাতে। সেবার শুনেছিল আর্মির চীফ অফ স্টাফের কাছ থেকে। তবে কোনো কাগজ কলমে নামটার উলে- খ নেই।

"ফরেনার?"

"হ্যাঁ, একটা ডাচ, নেদারল্যান্ডসে আমাদের বন্ধুর কন্টাক, আরেকটা আমেরিকান, ফ্রিল্যান্সার।"

"আমাদের বন্ধু?

জায়েদি হাসল।

"আসলে আমি জানি না আপনি কতটা জানেন," জায়েদি ভালো করে লোকটার মুখ লক্ষ্য করল। মধ্য ত্রিশের দয়ালু চেহারার একজন লোক। টাইপটা ধরতে সময় লাগল না ওর। বিশাল হৃদয়ের স্যাক্রিফাইস মাইন্ডেড লোক, সেজন্যই হয়তো মিশনটা নিতে রাজি হয়েছে। লোকটার পরিণতির কথা চিন্ড়া করে একটু খারাপই লাগল ওর, "আসলে আমি ছিলাম যখন ফ্যাসিলিটি হিট করা হয়। আমাকে সেখান থেকেই এখানে চলে আসতে হয়েছে। ঠিকমত ব্রিফিঙ্গের সুযোগ পাওয়া যায় নি," একটু থামল জায়েদি। তার এই কয়েক মিনিটের পারফর্মেন্সের উপর নির্ভর করছে পুরো মিশনের সাফল্য। "যাই হোক উই আর অ্যাট ওয়্যার, আমাদের বন্ধু মানে আব্দুল কাদির খান, পাকিস্ড়ানি, নেদারল্যান্ডসে পড়াশোনা করে। কখনো শুনেছেন এর নাম?"

"দুই একবার যে কানে আসে নি তা নয়।"

জায়েদি হাসল।

BanglaBook.org

"আপনি কিভাবে আমাদের খুঁজে পেলেন আর অন্যরা আপনার সাথে নেই কেন?"

এই প্রশ্নটার জন্যই অপেক্ষা করছিল সে। আর এটাও বুঝে গেল লোকটা পছন্দ করেছে তাকে। তা না হলে একবারে দুটো প্রশ্ন করতে না। সে চাচ্ছে এটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে। এই ইন্টারোগেশন ছাড়া তার পক্ষে কোনোভাবেই তথ্য যাচাই করার উপায় ছিল না।

"আমাকে আপনার রুট দেওয়া হয়েছে মৌখিক ভাবে, অন্য কাউকে ইনভল্ভ করার বা রুট ফ্যাক্স করার রিস্ক নেওয়া হয়নি। সিকিউর একটা ফোন লাইনে মাত্র পনের মিনিটে আমাকে সমস্ড় ইনফর্মেশন দেওয়া হয়। আমি আপনাদের খুঁজছি প্রায় এক দিন ধরে। পানির উপরে নিচে দুই জায়গাতেই। আমাকে যেই লোকেশনের কথা বলা হয়েছিল আমি এক্সেক্টলি আপনাদের সেখানে পাই নি। হতে পারে আমি কোনো ভুল টার্ণ নিয়েছি, অথবা আপনারা লাইন থেকে কিছুটা ড্রিফট করেছেন। আর বুঝতেই পারছেন, ওই সায়েন্টিস্টদের নিয়ে তো আমি সাগরে ঘুরে বেড়াতে পারি না। একে তারা ট্রেইন্ড নয়, আর তাছাড়া আমাদের সাথে জিনিসপত্র অনেক। আর আমরা এসেছি হেলিকপ্টারে। আর সেটা দিয়েও তো আপনাদের খোঁজা সম্ভব ছিল না।"

"আপনার টার্ণ ঠিকই আছে, আমরা ড্রিফট করেছি," হেসে বললেন কমান্ডার, "এখন অবশ্য আবার লাইনে ফেরত আসছি। মাঝখানে আমরা কিছু সন্দেহজনক শব্দ পাই কাছাকাছি। সেজন্যই কিছুটা সরে আসতে হয়।"

জায়েদি হাসল। ওরা সাবমেরিনটা পেয়েছে একটা ডিভাইসের সাহায্যে। ডিভাইসটা সাবমেরিনটা কোথায় আছে সেটার ফুল কোয়ার্ডিনেট দেখাতে পারে, সাথে কত গতিতে চলছে সেটাও। শুধু সমস্যা একটা, দেখাতে পারবে তখনই যখন সেটা ব্যাটারিতে চলবে, মানে সাবমার্জড অবস্থায়। পানির নিচে। তাই ওরা ওয়েট করছিল সাবমেরিনটার সারফেসে ওঠার জন্য। এতে করে গল্পটা বিশ্বাস করাতে সহজ হবে। কারণ যদি পানির নিচে গিয়ে যদি জায়েদি ওদের সামনে হাজির হত, আর গাজী যদি তাদের শিডিউলের আগে-পরে থাকত, কিংবা লাইন থেকে কিছুটা ড্রিফট করে যেত, যেমনটা করেছে, তাহলে কিভাবে খুঁজে পেল তার কোনো ভালো ব্যাখ্যা থাকত না।

"আমার মনে হয় আপনার সমস্ড় কৌতুহল আমি মেটাতে পেরেছি," হেসে বলল জায়েদি।

হেসে নড করলেন জাফর।

"আমি এখন যাব, আর একটা চপারে করে সবকিছু নিয়ে আবার ফিরে আসছি। আমাকে সায়েন্টিস্টরা জানিয়েছে তাদের সময় লাগবে পনের-বিশ ঘণ্টার মত। আপনি পি-জ আমাকে একটা ম্যাপে পয়েন্ট করে দিন যেখান থেকে পাইলট আমাদের পিক করতে পারবে।"

BanglaBook.org

"আপনারা থাকছেন না?"

"না, হাই কমান্ডের অন্য প-্যান আছে।"

"ওকে, এখানে," জাফর কিছু ক্যালকুলেশন করে ম্যাপে একটা জায়গা দেখিয়ে দিল, "বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা এই এলাকার পাঁচ মাইল রেডিয়াসের মধ্যে থাকব।"

"ওকে," জায়েদি কাগজটা নিতে নিতে বলল, "অনেক ধন্যবাদ। আর আমাদের.." পকেট থেকে আরেকটা কাগজ বের করল সে, "এই কাগজে স্পেসেফিকেশন দেওয়া আছে। এরকম একটা জায়গা লাগবে।"

জাফর কাগজটা নিয়ে দেখতে লাগল।

"ঘরটা পুরো এয়ারটাইট হতে হবে," জায়েদি বলল, "আমরা ফিরে আসতে আসতে ব্যবস্থা করে রাখা যাবে তো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," জাফর নড করল, "আমার এই র"মটাই সবচেয়ে বড় আর প্রাইভেট তো অবশ্যই। এখানেই সব ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। তবে অ্যাট এ টাইমে একটা একটা করে এনে কাজ করতে হবে। সব এক সাথে রাখার জায়গা হবে না।"

"অনেক ধন্যবাদ আপনার সাহায্যের জন্য," জায়েদি হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল।

জাফর হেসে হ্যান্ডশেক করলেন।

জায়েদি যেতে যেতে থেমে গেল, "ওহ ভালো কথা, আপনাদের কি কোনো গাইগার কাউন্টার দেওয়া হয়েছে রেডিয়েশন মাপার জন্য বা অন্যকিছু?"

"না, সেরকম কিছু দেওয়া হয় নি কেন?"

"দেওয়া হয় নি?" জায়েদি অনেকটা হতাশ হয়ে বলল, "না ভাবছিলাম বোমগুলো যখন শিফট করা হবে...আচ্ছা বাদ দেন, এমন কিছু না।"

আসলে থাকলেও কিছু হত না। গাইগার কাউন্টারকে বোকা বানানোর জন্য ড্রামে ভর্তি ইউরেনিয়ামের মত দেখতে ধাতব পিন্ডের সাথে রেডিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে। রেডিয়াম নিঃসন্দেহে রেডিও অ্যাক্টিভিটি দেখাবে কিন্তু...সেগুলো তো আর ইউরেনিয়াম নয়। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে তাহলে কেন চায়নায় সেকেন্ড শিপমেন্টে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়নি, এর কারণ হল সেসময় কেবল গাইগার কাউন্টার নয় আরও অ্যাডভান্সড টেস্ট করে ইউরেনিয়ামের কার্যকারিতা যাচাই করা হয়েছিল। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার তো আর এমনি এমনি দিয়ে দেবে না। সে সকল টেস্টিং এর সুবিধা এই সাবমেরিনে নেই। দেখাই যাচ্ছে সামান্য গাইগার কাউন্টারই এখানে দেওয়া হয় নি, কেন দেওয়া হয় নি সেও এক প্রশ্ন। তবে যাই হোক, এমনকি যদি এখানে অ্যাডভান্সড টেস্টিং ফ্যাসিলিটিও থেকেও থাকত তার সমাধানও রাখা হয়েছিল, যদিও সেটা হত অনেক বিপজ্জনক। রেডিয়াম লাগানো নকল

BanglaBook.org

ইউরেনিয়াম ছাড়াও ওরা চলি-শ কেজি আসল এনরিচড ইউরেনিয়াম রেখেছিল নিজেদের কাছে, ওই দ্বীপে। যদি তেমন কোনো টেস্টিং সুবিধা থেকে থাকত সেক্ষেত্রে ওদেরকে আসল ইউরেনিয়াম নিয়েই সাবমেরিনে ঢুকতে হত। এখন যেহেতু নেই, সুতরাং এই আসল ইউরেনিয়াম চলে যাবে কোনো সেফ জায়গায়, চপারে করে।

●●●

প্রায় এক ঘণ্টা পরে একটা চপার এসে ওদেরকে সাবমেরিনে নামিয়ে দিয়ে গেল।

জায়েদি প্রথমে নামল। সে নিচের ক্রুদের সাহায্যে ল্যাব ইক্যুপমেন্ট আর ইউরেনিয়াম ভর্তি এবং খালি অনেকগুলো এয়ারটাইট ড্রাম নামালো।

অন্ড়ত জাফর মনে করলেন সেখানে ইউরেনিয়াম রয়েছে।

এরপর জায়েদি ওদের সাথে কমান্ডারের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তৃতীয় জন ছিল ওয়াল্টার মাইলস। সে সিআইএ'র হয়ে আগেও বেশ কয়েকটা নিউক্লিয়ার প্রজেক্টে কাজ করেছে। আরো ভালো করে বলতে গেলে স্যাবোটাজ করার কাজে।

"টম স্টাইলস," জায়েদি প্রথমে এ্যারনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। এ্যারন একটা নার্ভাস হাসি দেখিয়ে হ্যান্ডশেক করল জাফরের সাথে। "এবং ভ্যান মর্টিশ, এই দুই সাহসী ব্যক্তি আমাদেরকে সাহায্য করছেন এই প্রজেক্টে..এবং অবশ্যই একটা মোটা অংকের টাকার জন্য।" শেষ পার্টটা জায়েদি বলল উর্দুতে। কমান্ডারের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপ দিল সে। ওয়াল্টার হ্যান্ডশেক করল জাফরের সাথে।

"এইগুলোই কি ইউরেনিয়াম?" জাফর ড্রামগুলোর দিকে আঙ্গুল দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

"জ্বী," জায়েদি বলল, "আর কিছু ল্যাবের জিনিশ পত্র।"

লে. কমান্ডার ওদেরকে নিয়ে গেল কমান্ডারের ঘরে। সেখানে সবকিছু পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। পিছনে তিনজন লোক ট্রলিতে করে জিনিসগুলো ভিতরে নিয়ে আসল। জায়েদি আরো কিছুক্ষণ কমান্ডারের কাছে থাকল। প-্যানটা কি ছিল জানার জন্য।

"তো, কমান্ডার আপনার অর্ডারগুলো আসলে কি ছিল?" জায়েদি গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আর আপনি জানতেন কতটুকু?"

"সত্যি বলতে কিছুই না," হেসে উত্তর দিলেন তিনি, "আমাকে ফাইলগুলো দিয়ে বলেছিল সাবমেরিনে ওঠার পরে পড়তে। এর আগে আমি জানতাম না এখানে এই জিনিস রয়েছে। আমাকে বলা হয়েছিল আমার রুট ধরে রাখতে, আর সমস্ড় কমিউনিকেশন বন্ধ রাখতে, ২ ডিসেম্বর পর্যন্ড়।"

"আর আপনার ডেস্টিনেশন?"

BanglaBook.org

"ভিশাখাপটনম।"

"আমি বুঝলাম না," জায়েদি অবাক হয়ে বলল, "আমি যতদূর জানি ইন্ডিয়ান এয়ারক্রাফটের থাকার কথা ওই এলাকার আশে পাশে। তিনটা নিউক নিয়ে আপনি সেটার সাথে যুদ্ধে জড়াবেন?" এতো বদ্ধ উন্মাদের কাজ!

"আমরা ওই বালটা ডুবিয়ে দিলেই তো সাগরে আমাদের কতৃত্ব স্থাপিত হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ কিন্তু যদি হেরে যান? আমরা তো সমস্ড় বোমগুলো হারাব। আর হেরে যাওয়া মানেই তো সেগুলো ব-াস্ট..."

"না, না," জাফর বাধা দিয়ে বললেন, "ওইগুলো মনে হয়ে আগেই সরিয়ে নেওয়া হবে। ঠিক কি ভাবে সে ব্যাপারে এখনও জানানো হয় নি। তবে আমাকে শুধু বলা হয়েছে দুই তারিখের আগ পর্যন্ড় কোনো রকম যুদ্ধে না জড়াতে এবং আগে আমাদের ওটা খুঁজে বের করে নজর রাখতে হবে। তারপর কমিউনিকেট করে জানাব, এই বোমগুলো সরানোর একটা ব্যবস্থা করে তারপর যে কোনো যুদ্ধ.."

জায়েদি নড করল। কি ছাতার প-্যান আল-াহই জানেন, এরেই বা কি না কি বুঝিয়ে দিয়েছে..

"আমার মনে হয় দুই-তিন তারিখের মধ্যে যুদ্ধ শুর" হয়ে যাবে," কমান্ডার বললেন।

"হ্যাঁ, আমিও তাই শুনছি," জায়েদি বলল, "কমান্ডার আমাকে যেতে হবে। আমাকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে পুরোটা সময় ওদের সাথে থাকতে। থ্যাংক্স এগেইন।"

"সিওর।"

"আমাদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করলে খুব ভালো হত, একবার ভিতরে ঢুকলে তো অনেকক্ষণ থাকতে হবে ভিতরে," জায়েদি বলল।

"আমি ব্যবস্থা করছি, আপনি ওনাদের ডাকুন।"

জায়েদি কমান্ডারের প্রাইভেট র"মে চলে আসল। সেখানে এ্যারন হ্যাজম্যাট স্যুটগুলো বের করছিল। ওয়াল্টার ঘরটা ঠিক মত এয়ারটাইট আছে কিনা দেখছিল। কাজ সে একাই করবে, বাকি দুজন শুধু স্যুট পরে বসে থাকবে। বাইরের লোকেদের সাথে যত কম কথা বলে পারা যায়। পনের থেকে বিশ ঘণ্টা দরকার হবে একা, অপ্রতুল ল্যাবে সবগুলো বোমের ফিশনেবল ম্যাটরিয়াল বের করে বদলে দিতে।

একটা ভালো দিক হল, এমনিতে এধরনের ল্যাবে ঢুকতে বা বের হতে দুটো দরজা পার হতে। একটা তো ল্যাবের মেইন দরজাই, আরেকটা হল বাইরের আরেকটা দরজা। এই দুই দরজার মাঝখানে ফাঁকাই থাকে, অথবা রেডিয়েশন শাওয়ারের ব্যবস্থা থাকে। পুরোটাই সেফটি ইস্যু, যাতে ল্যাবের ভিতর থেকে বিষাক্ত গ্যাস বাইরে না আসতে পারে, যদিও ইউরেনিয়ামের

BanglaBook.org

তুলনামূলকভাবে অনেক কম রেডিও অ্যাকটিভ। প-ুটোনিয়াম নিয়ে কাজ করা আরো মারাত্মক। একবার এক্সপোজ হয়ে গেলেই মৃত্যু নিশ্চিত। খুবই কষ্টদায়ক মৃত্যু। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে। ভালো দিকটা হল সাবমেরিনে এরকম দুই দরজার ব্যাপার স্যাপার নেই। সেজন্য একবার ওরা ভিতরে ঢুকে একটা বোম নিয়ে কাজ শুর" করলে, সেটা শেষ করে পুরো র"ম ডিসইনফেক্ট করার আগ পর্যন্ড় বের হবে না। খাওয়া দাওয়া সব বন্ধ।

কয়েক মিনিট পর একজন সৈন্য এসে ওদের ডেকে ডাইনিং-এ নিয়ে গেল। অন্য সৈন্যদের এটা খাওয়ার সময় নয়, সেজন্য সেখানে তেমন লোকজন ছিল না। তো তিনজন বসে খাওয়া শুর" করে দিল।

"না বলে পারা গেল না, এটা যদি আমার জীবনের শেষ খাওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা জেনে রাখো এটা আমার মোটেই ভালো লাগে নি," নান র"টির সাথে আরেকটু ডাল নিতে নিতে বলল ওয়াল্টার, "আমি দুনিয়া বাঁচানোর পর যে লোক আমার জীবনী লিখতে তোমাদের ইন্টারভিউ নিতে আসবে বলে দিও তাকে।"

"এটা তোমার জন্য একেবারে আদর্শ খাবার, ওয়াল, আমি তোমার ফাইল পড়েছি," এ্যারন বলল, "এশিয়ান খাবার তোমাকে কন্সটিপেটেড করে ফেলে। এরকম সিচুয়েশনে এর থেকে ভাল আর কি হতে পারে..!"

"ওয়ালের জীবনী লেখকের জন্য আরেকটি মূল্যবান তথ্য," জায়েদি আস্ড়ে করে বলল।

জায়েদির কথা শুনে হেসে দিল ওয়াল্টার। "সিরিয়াসলি? তোমরা আমার পায়খানারও রেকর্ড রাখো..?"

"তোমার কোনো ধারণাই নেই," এ্যারন আস্ড়ে করে বলল।

ওয়াল্টার মোটেই নার্ভাস ছিল না। এ ধরনের মিশনে সে আগেও এসেছে। কভার কোনোভাবে যদি সরে যায়, বাঁচার কোনো উপায়ই নেই। তাও তো এ মিশনটা আরো সেফ। কারণ যা করার করা হয়ে গেছে। কভার যখন স্ট্যাবলিশ করা হয়ে গেছে, আর সেটা বিশ্বাসও যখন করেছে এখন ভয় অনেক কম। কারণ এখান থেকে কেউ বাইরে কন্টাক করতে পারবে না। বলতে গেলে পুরো পৃথিবীর থেকে বিচ্ছিন্ন। ঠিক এই মিশনের আগেই সে রাশিয়ায় একটা ছোট নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটি স্যাবাটোজ করেছে। সেখানে তাকে যেসব পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তার তুলনায় এ জায়গাকে ডিজনি ল্যান্ড বলতে হয়।

"আমার হয়ে গেছে," এ্যারন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, "এখন কিছুটা বর্জ্য নিষ্কাশন করে নিতে হবে।"

"ওয়েট," জায়েদি হাত উঁচু করে বলল, "একটু বসো," আশেপাশে দেখে নিল ও।

দুজনে তাকাল ওর দিকে।

BanglaBook.org

জায়েদি সামনের দিকে ঝুঁকে এসে একেবারে গলা নামিয়ে বলল, "আমাদের একটা...একটা ট্রিগার বা ডেটোনেটর টাইপ কিছু দরকার," ও ঠিক বুঝতে পারছিল না কি ভাবে বলবে, "মানে যেটা বলতে চাচ্ছি...আমরা যদি ধরা পড়ে যাই...সেক্ষেত্রে এমন একটা কিছ...যাতে..বুঝতেই পারছ...বুম।"

"A fucking suicide NUCLEAR bomb!" ওয়াল্টার অনেক কষ্টে নিজের গলা নামিয়ে রাখল।

এ্যারন কিছু বলল না। জায়েদি বাংলাদেশের জন্য কয়েকশত বার মরে যেতে পারে। নিজের জীবন বলতে গেলে কোনো ফ্যাক্টই নয়। মাঝে মধ্যে তার মনে হয়েছে মরে গেলেই বোধ হয় ভালো। বেঁচে থাকলে সে কি করবে সে ব্যাপারে তার কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু অন্য দুজনের ব্যাপারে তো সেটা সত্য নয়। এরা যে এত সহজে এরকম একটা মিশনে রাজি হয়ে গেছে সেটা তো বলতে গেলে মিরাকেলই। আর এরজন্য ও এদের দুজনকে খুবই শ্রদ্ধা করে। সে এখন যেটা প্রস্ড়াব করছে সেটা যথেষ্ট লজিক্যাল, কিন্তু..

"ওয়েল," এ্যারন বলল, "ধরা পড়লে তো এমনিতেই মরব। মরার চাইতেও খারাপ। এইটুকু বলতে পারি ধরা পড়লে আমাদের সহজে মারবে না। জায়েদি সাহেবকে তো মমি বানিয়ে রেখে দেবে, আর আমাদের দুজনকে," ওয়াল্টারের দিকে তাকাল সে, "বছর বছর বিভিন্ন এজেন্সির কাছে লিজে দেবে। তো বুঝে দেখো.."

"হুম," ওয়াল্টার নড করল, "যদি তা-ই করতে চাও করা যাবে। খুব কঠিন নয়। আসলে সহজই। ইউরেনিয়াম ছাড়াও বড় মাপের একটা এক্সপে-াশন হবে। তবে ওই ঘরে এক সাথে দুটো বোম রাখতে হবে। যেটা করব সেটা হল, একটা বোম থেকে প্রথমে ইউরেনিয়াম সরিয়ে নেব। এক্সপে-াসিভ তো সেগুলোর ভিতরে এমনিতেই আছে। আমি শুধু একটা ডেটোনেটর বানিয়ে নেব, আর সেটা রাখব আমাদের হাতের কাছে.."

"এতে হবে না," এ্যারন বলল, "আমরা ধরা পড়ে গেলে এরা অবশ্যই বোম খুলে দেখার চেষ্টা করবে আমরা এটা নিয়ে কি করেছি। তো একটা ট্রিগার এমনভাবে রাখতে হবে যেন বোমগুলো কেউ পুনরায় খোলার চেষ্টা করলেই ব-াস্ট করে।"

ওয়াল্টার নড করল, "হ্যাঁ, সেটাও করা যায়, একটা পাতলা তার.."

ওকে মাঝপথেই থামিয়ে দিল এ্যারন, "করতে পারলেই হল। ধারাভাষ্য দিতে হবে না।"

বলেই উঠে বাথরুমের দিকে চলে গেল সে।

এত সহজে রাজি হয়ে যাবে জায়েদি চিন্ড়াও করেনি।

জায়েদি কিছুক্ষণ সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল। জাফরের ব্যাপারে একটু ভয়ে ছিল সে। সে নিজেও একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং টিচার। সম্ভববনা কম হলেও অন্য অফিসাররাও থাকতে পারে যারা নিউক্লিয়ার ডিভাইসের

BanglaBook.org

ব্যাপারে জ্ঞান রাখে। জায়েদির মুখের কথা আর তার দেখানো সমস্ড় এভিডেন্সই কিন্তু মৌখিকই, কেবল প্রেসিডেনসিয়াল সীল মারা একটা পেপার ছাড়া। আরেকটা ভয় যেটা থেকে যাচ্ছে যেটা নিয়ে কেউ কোনো কথা বলছে না সেটাও কিন্তু একটা সম্ভববনা, অন্য দলের কেউ কিন্তু চলে আসতে পারে এখানে। ওরা নির্ঘাত জানে যে সালমান আর ইকবালের কাছ থেকে ওরা বাকি বোমগুলোর পজিশন নিয়ে নিয়েছে। এটা হয়তো কখনো চিন্ড়া করবে না যে ওরা আসলেই একটা সাবমেরিন খুঁজে বের করে সেখানে চলে আসতে পারে। কিন্তু এটা তো ধারণা করতেই পারে কোনোভাবে সাবমেরিনটা দূর থেকে উড়িয়েও দেয়া যেতে পারে। সে ব্যাপারে সাবধান করার জন্যও কেউ এখানে চলে আসতে পারে। আর সেটা যদি আগামী পনের ঘণ্টার মধ্যে হয়..

অবশ্য সেই ব্যাপারটা খেয়াল রাখার জন্য ইন্ডিয়ানদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কাওয়ের সাথে না হলেও মাথুরের সাথে ওদের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। র-এর কারণেই বাংলাদেশের ভিতরে অপারেট করতে, পুরো দেশের নেটওয়ার্কগুলোর সাথে এত সহজে যোগাযোগ করতে পারা গেছে। বলতে গেলে তারা ছিল কমিউনিকেশন সিস্টেম। এখানে আসার আগে মাথুর ওদের আশ্বস্ড় করেছে র'এর অনেকগুলো ট্যাকটিক্যাল টিম যতগুলো পয়েন্ট থেকে সাবমেরিনটার কাছে আসা যায় সবগুলোর উপর নজর রাখবে।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৬৫

পোলিশ রেজিস্টেন্স হেডকোয়ার্টার, ক্র্যাকো, পোল্যান্ড
১৮ জানুয়ারি, ১৯৪৪

ওরা পাঁচজন যখন পোলিস হেডকোয়ার্টারে পৌঁছাল তখন আহত দুজনের অবস্থা খুবই শোচনীয়। জানটা কোনোভাবে টিকে আছে, দুজনেরই গুলি লেগেছে একেবারে বাজে জায়গায়। জোড়া তালি দিয়ে এতদূর নিয়ে আসা গেছে সেটা আসলে চরম সৌভাগ্য ছাড়া আর কিছু নয়।

হেডকোয়ার্টার বলে ওরা যা বলছিল যায়গাটা দেখলে আসলে সেরকম কিছুই মনে আসে না। একটা দোতালা বিল্ডিং। গুটি কয়েক রুম। সেখানে অল্প কিছু সেনা সদস্য। যখন ওরা এসে পৌঁছাল তখন লোকজন আরো কম। একটা টিম নাকি গেছে অপারেশনে।

ভিতরে ঢুকেই স্ট্যান চেঁচাল ডাক্তারের জন্য। দুজনকে তাড়াতাড়ি করে নিয়ে একটা রুমে নিয়ে যাওয়া হল। রুমটা দেখেই বোঝা যায় যতটুকু যা ডাক্তারি সেবা দিতে পারে সেটা এখানেই দেওয়া হয়।

রুমে খাট ছিল একটা। ফিলিপকে সেখানে শোয়াল স্যাম। ওদের সাথে যে দুজন পোলিশ সেনা এসেছিল সে অন্য আরেকজনকে সাথে করে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে আরেকটি খাট এনে জেমসকে শোয়ালো তাতে। অন্যজন গেছে কাউকে খুঁজতে। একটু পরই সে একজনকে সাথে করে নিয়ে ঘরে ঢুকে চিন্তিত মুখে স্ট্যান আর স্যামকে বাইরে ডেকে নিল।

"একটা সমস্যা হয়ে গেছে," পোলিশটা বলল।

"কি সমস্যা?" চিন্তিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল স্যাম।

"এই মুহূর্তে আমাদের কাছে এমন সার্জারি করতে পারার মত লোক আছে মাত্র একজন। আর যারা ছিল তারা একটু আগে অপারেশনে গেছে," পোলিশ ছেলেটা লজ্জিত গলায় বলল।

স্যাম ঢোক গিলল। এই দুজনের যে অবস্থা তাতে একজনের সার্জারি করতে করতেই অন্যজন মারা যাবে।

স্ট্যান কিছু বলতে পারা আগেই কঠোর স্যাম বলল, "জার্মানটাকে দিয়ে শুরু করতে বলল।"

স্ট্যান অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকালো স্যামের দিকে।

"কি বলছ তুমি?"

BanglaBook.org

"স্ট্যান তুমি ক্লিয়ারলি চিন্ড্র করতে পারছ না, পারার কথাও না..."

"ওই নাৎসি জানোয়ারটাকে বাঁচাতে আমার ভাইকে মরতে দেবে তুমি?" স্যামকে মাঝপথে থামিয়ে চিৎকার করে বলল স্ট্যান। তার চোখে ক্রোধ, অবিশ্বাস, দুঃখ আর বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হবার এক অদ্ভুত মিশ্রণ। পোলিশ ছেলেটা কি করবে বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইল।

"স্ট্যান," স্যাম ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, "দেখো, আমি এতদিন কোনো রকম কথা বলিনি। আমি দুইজনকে বের করাটাকেই মিশন হিসেবে মনে করেছি। কিন্তু..আমি জানি এটা কঠিন, কিন্তু আমরা জানতামই কাজটা কঠিন, কিন্তু এখন তো আমাদের মিশনটাকেই বড় করে দেখতে হবে..কত লোকের জীবন আমরা বাঁচতে পারে একবার চিন্ড্র..."

"আমার ভাই না থাকলে কোনো মিশনই থাকত না তোমার," স্যামকে মাঝপথে থামিয়ে চিৎকার করে বলল স্ট্যান, "ওই লন্ড্রিতেই ঢুকতে পারতে না তুমি। আর তুমি কত লোকের জীবন বাঁচানোর কথা বলছ? আমরা তো কেউ শিওর জানিই না যে আসলেও ওর কাছে সেরকম কিছু আছে কিনা। তার সম্পর্কে আমাদের যে সমস্ড় ইনফর্মেশন দেওয়া হয়েছে সবই তো মিথ্যা। এরকম একটা.. "

"তোমার ভাই আমার জায়গায় থাকলে সেও কিন্তু একই সিদ্ধান্ড় নিত, স্ট্যান," স্যাম আবার ওকে বোঝানোর চেষ্টা করল।

স্ট্যান ঘুরল পোলিশ ছেলেটার দিকে। যত সময় নষ্ট করছে ওর ভাই ততই দূরে সরে যাচ্ছে। "জেমসের অপারেশন শুর" কর," বলেই সে উলটো দিকে ফিরে হাঁটতে শুর" করল।

স্যাম নিজের মাজা থেকে একটা হ্যান্ডগান বের করে ধরল স্ট্যানের মাথায়। "স্ট্যান না," কঠোর গলায় বলল সে।

আশেপাশে যারা ছিল তারা এখন ঘুরে তাকিয়ে ওদের দিকে।

"কি করছ তোমরা," একজন পোলিশ বলল।

তীব্র ঘৃণা নিয়ে স্ট্যান তাকাল স্যামের দিকে। হাত দিয়ে গানটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর হাতে একটা হ্যান্ডকাফ পরিয়ে পাশের একটা পাইপের সাথে আটকে দিল স্যাম।

"স্যাম, ইউ সান অফ এ বিচ," চিৎকার করে উঠল স্যাম।

"আই অ্যাম সরি, স্ট্যান, আই রিয়েলি অ্যাম," স্যাম বলল, "কিন্তু তুমি ঠিক ভাবে চিন্ড্র করতে পারছ না।"

বলেই পোলিশ ছেলেটাকে নিয়ে ওখান থেকে চলে এল সে।

প্রায় সাথে সাথেই শুর" হয়ে গেল ম্যানুয়েল ফিলিপের সার্জারি। পুরোটা সময়ই বাইরের হলর"মে বসে হাত বাধা অবস্থায় চিৎকার করতে থাকল স্ট্যান।

BanglaBook.org

যখন ফিলিপের সার্জারি হচ্ছিল পাশের টেবিলে ডাক্তারের কাছ থেকে মুখে শুনে শুনে আরেকটা পোলিশ ছেলেকে নিয়ে নিজেই জেমসের সার্জারি শুরু করে দিয়েছিল স্যাম।

কিন্তু তারপরও ক্যাপ্টেন জেমস স্ট্যানফোর্ডকে বাঁচানো যায় নি। যেকোনো ডাক্তারের জন্যেও ক্রিটিকাল ছিল সার্জারিটা। সেখানে একজন মেডিক্যাল ট্রেনিংবিহীন লোক কি-ই বা করতে পারত।

স্যাম যখন স্ট্যানকে ওর ভাইয়ের মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছিল স্ট্যান শুধু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল স্যামের দিকে, কিছুই বলেনি।

দুদিন পর স্ট্যানিস স্ট্যানফোর্ডকে ছাড়া ম্যানুয়েল ফিলিপকে নিয়ে একাই আমেরিকার পথে রওনা হয়ে যায় এরিক *স্যামুয়েল* রে'বার্ণ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অ ধ্যা য় ৬৬

১ ডিসেম্বর, ১৯৭১
পিএনএস গাজী, বে অফ বেঙ্গল

পাঁচ ঘণ্টা হয়ে গেছে জায়েদি, এ্যারন আর ওয়াল্টার গাজী ছেড়ে চলে গেছে, কোনো রকম অনাকাঙ্খিত ঘটনা ছাড়াই। তবে কমান্ডার জাফর নিজের ঘরে আর যান নি। ওরা যাবার আগে বলে গেছে ঘরটা বন্ধ করে রাখতে, সেখানে রেডিওঅ্যাকটিভ রেজিডু থাকলেও থাকতে পারে, রিস্ক নেবার কি দরকার। যাইহোক সবকিছুই ঠিকঠাকভাবে চলছে। তারা আবার লাইনে ফিরে এসেছেন। তবে ইন্ডিয়ান এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারটার কোনো খোঁজ এখনো পাওয়া যায় নি। তারা ভিশাখাপটনমের কাছাকাছি চলে এসেছেন।

এসব ব্যাপারে চিন্তা করতে করতেই চোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল কমান্ডার জাফরের যখনই দরজায় জোরে কড়া নাড়ার শব্দে উঠে বসলেন তিনি।

"কি ব্যাপার?" খাটে বসেই বললেন তিনি।

"আরেকটা স্পিড বোট স্যার," বাইরে থেকেই চেঁচিয়ে বলল একজন ক্রু।

কি হচ্ছে এসব।

বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে আবারও কন্ট্রোল রুমের দিকে ছুটলেন তিনি।

কন্ট্রোল রুমে শাকিল সালেহ বাইনোকুলারে চোখ লাগিয়ে বসে ছিল।

"কি ব্যাপার?" এসেই জিজ্ঞেস করলেন জাফর। সাবমেরিন তখন সাবমার্জড অবস্থায় ছিল।

"আরেকটা স্পিড বোট ছিল স্যার," শাকিল বলল, "একটু আগে ডাইভ দিয়েছে। দেখে মনে হল ইনজুরড।"

"দেখি," শাকিলকে উঠিয়ে নিজে বসলেন, "এতো দেখি এদিকেই আসছে। লাইটস।" চিৎকার করে অর্ডার দিলেন তিনি। মুহূর্তের মধ্যে তাদের দিকে সাঁতরে আসতে থাকা ডাইভারের উপর বিশাল স্পট লাইটের আলো পড়ল। আলো দেখে থেমে গেল সে। তারপর নিজের মুখের থেকে মাস্কটা সরাল।

পাশা!

জাফরের মনে একসাথে অনেক রকম খেয়াল এলো। "হ্যাচ খোল। আসতে দাও," চিৎকার করে বললেন তিনি। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন জাহিদ আল পাশা খুব বাজে ভাবে ইনজুরড ছিল।

BanglaBook.org

কয়েকমিনিট পর দুইজন ক্রু মেম্বারের সাহায্যে জাহিদ আল পাশাকে আনা হল ঠিক সেই কমন স্পেসেই যেখানে একদিন আগে জায়েদির সাথে কথা বলেছিলেন তিনি।

লোকটা দাঁড়াতেই পারছিল না। যেকোনো সময় জ্ঞান হারাবে এমন অবস্থা।

"ওকে এক্ষুনি মেডিকেল রুমে নিয়ে যাও," জাফর বললেন আল পাশাকে ধরে রাখা সৈন্য দুইজনকে।

তারা ওকে ধরে অন্য দিকে নিতে গেলে তাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল পাশা।

"তোমা...তোমার সাথে কথা বলতে হবে..." কোনোভাবে শ্বাস টেনে বলল সে, "একা এক্ষুনি।"

জাফর আর জাহিদ আল পাশা ছোটবেলার বন্ধু। একেবারে স্কুল থেকে। তারা নেভিতেও জয়েন করে একসাথেই। পরবর্তীতে পয়ষট্টির যুদ্ধের পর থেকে কয়েকদিন আল পাশার নাম খুব ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তার কিছু পর থেকেই সে বলতে গেলে একেবারে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে আসে। শোনা যায় নেভাল ইন্টেলিজেন্সে কয়েকটি বড় বড় ব-্যাক অপসে কাজ করছিল সে। আর খ্যাতি কোনো স্পাইয়ের জন্যই সুবিধাজনক কিছু নয়।

জাফর ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে ধরলেন ওকে, "সরে যাও," পিছনে দাঁড়ানো সৈন্যদের দিকে ফিরে খেকিয়ে উঠল জাহিদ।

জাফর তাদের দিকে তাকিয়ে নড করলে তারা সরে গেল।

"কি হয়েছে তোমার? জাফর জিজ্ঞেস করলেন, "কে করেছে এগুলো?"

জাহিদ কোনোভাবে জাফরকে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার গায়ে বলতে গেলে কোনো শক্তিই ছিল না। শুধু মনের জোরে দুই পায়ে খাঁড়া ছিল সে। অনেক রক্ত হারিয়েছে সে।

"ইন্ডিয়ান," জাহিদ বলল, "বেশ্যা মাগীর বাচ্চা ইন্ডিয়ানরা..." বলতে বলতে একেবারে পাগলের মত হেসে দিল সে, "সবকয়টাকে মেরে ফেলেছি.."

"তোমার বিশ্রামের দরকার," জাফর চিন্তিত গলায় বললেন, "গুলিগুলো কি এখনও ভিতরে?"

জাহিদ উত্তর দিল না সেই প্রশ্নের। গুলিগুলো ছিল না ভিতরে। তিনটি গুলি লেগেছিল ওর গায়ে। একটা বাম কাঁধের পিছনের দিকে, একটা বাম থাইতে আর তৃতীয়টা বাম হাতে। তিনটেই বা দিকে। কারণ ও পানিতে লাফিয়ে পড়ার সময় ওই দিকটাই গুলির দিকে ছিল।

কাঁধেরটা ভিতরে ঢোকে নি। জাস্ট ছুঁয়ে গেছে। অন্য দুটো ভিতরে ছিল। কেবল একটা ছুরি দিয়ে গুলি দুটো বের করেছে সে।

র-এর তিনজন অফিসার যখন ওকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো শুরু করে তখন সে লাফিয়ে পড়ে সাগরে। নামার সময়ই দুটো গুলি খায়। ওর পরনে

BanglaBook.org

আগে থেকেই ডাইভারের ড্রেস ছিল আর সাথে একটা অক্সিজেন সিলিন্ডারও ছিল। এই একটা সুবিধা সে পেয়েছিল। লাফানোর পর সে বেশ গভীরে চলে যায়, কিন্তু আক্রমণকারীদের বোটের দিকে, তাদের থেকে দূরে নয়। অন্ধকারে ঐ লোকগুলো ভালো করে দেখতেও পাচ্ছিল না। আন্দাজে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক গুলি করার পর ওদের একজন ঝাঁপিয়ে পড়ে সাগরে ওকে খুঁজতে। তাকে ছুরি দিয়ে হত্যা করে সে। পানির নিচেই। অন্য দুজন তখন গুলি করতে পারছিল না এই ভয়ে যদি ওদের বন্ধুর গায়ে লাগে। ঐ লোকের মৃতদেহ আর্মর বানিয়ে আবার গোলাগুলি শুর— করে সে, এবং দুজনকেই মেরে ফেলে। আর এসময়ই তিন নাম্বার গুলিটা লাগে ওর কাঁধে। বুলেটগুলো বের করতেই হত। না হলে বাঁচার কোনো উপায়ই ছিল না।

সে আবারো নিজের অক্ষত স্পিড বোটটায় উঠে একটা ছোট্ট দ্বীপে আশ্রয় নিয়ে নিজের উপর ছোট্ট অপারেশনটা করে। এর মধ্যে পাঁচবার সে জ্ঞান হারায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ড় সে পেরেছে। যদিও সে জানে না সে আসলে পারেনি। একদিন দেরি করে ফেলেছে সে। এর জন্য শুধু যে তার সার্জারি দায়ি তা নয়। গাজী ড্রিফট করে যাওয়ার কারণে সেটা খুঁজে পেতেও সময় লেগে যায় তার।

"কেন?" জাফর জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমি...আমি আসছিলা... তোমাকে ওয়ার্ণ করতে," শ্বাস নিতে নিতে বলল সে, "ওরা জানে, ওরা জানে বোমগুলো এখানে। প্রেসিডেন্ট মনে করেন ওরা গাজী ডুবিয়ে দেবে।"

জাফরের মুখ মুহূর্তেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল। জাফর বুঝে ফেললেন কতবড় ভুল করে ফেলেছেন তিনি।

"ঐ আই.এস.আই অফিসার আর দুজন সায়েন্টিস্ট.." বিড়বিড় করে বললেন সে।

"ক..কি বল তুমি?" জাফরের দিকে তাকিয়ে বলল সে।

"তাদের কাছে প্রেসিডেনশিয়াল অর্ডার ছিল...আমি...আমি দেখাচ্ছি তোমাকে.."

"কি করেছে ওরা?" জাফরের কলার ঝাঁকিয়ে চিৎকার করে বলল জাহিদ।

"ওরা সাথে করে ইউরেনিয়াম নিয়ে এসেছিল.." জাফরের হঠাৎ মনে হল তিনি আসলে জানেন না সেগুলো কি ছিল... "বোমগুলোকে আরো পাওয়ারফুল বানাতে.."

জাফরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে জাহিদ দুই পা এগিয়ে গেল, তারপর থেমে গেল। "কোথায়?" চিৎকার করে বলল, "বোমগুলো কোথায়?"

"আছে সেগুলো," কমান্ডার বললেন, "আসো আমার সাথে।"

যাওয়ার পথে জাফর ওর সমস্ড় সৈন্যদের অর্ডার দিয়ে গেলেন সাবমেরিনের ভিতরে কোনো হোমিং ডিভাইস বা বোম প-ান্ট করে রাখা হয়েছে কিনা সার্চ করে দেখতে।

BanglaBook.org

সবাই ছড়িয়ে পড়ল পুরো সাবমেরিনে।

দশ মিনিট পর নিজের সুপিরিয়র অফিসারের অর্ডারে কোনো রকম হ্যাজম্যাট স্যুট ছাড়া, কেবল বড় সাইজের একটা বডি আর্মর গায়ে জড়িয়ে একজন অল্প বয়স্ক অনভিজ্ঞ টেকশিয়ান একটা বোম খুলতে শুর" করল।

একটা গ-াস ডোরের বাইরে দাঁড়িয়ে তার কাজ দেখতে লাগল কমান্ডার, লে. কমান্ডার এবং আহত এনআই অফিসার। তারা কি দেখতে চায়, বা কি দেখতে হবে সে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। হয়তো যদি একবার ঠা"া মাথায় ব্যাপারটা চিন্ড়া করে দেখার সময় তারা পেত তাহলে এমনটা করত না।

টেকনিশিয়ান যখন প্রথম স্ক্রুটা খুলেছে শাকিল তখন তার নার্ভাস হয়ে পড়া কমান্ডারের দিকে তাকিয়ে বলল, "স্যার আমার মনে হয় এটা করা ঠিক হচ্ছে না। তারা যা করার তাতো করেই ফেলেছে, এটা তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আমরা কেউ এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ নই, অভিজ্ঞ বললে ভুল হবে, আমরা কিছু জানিই না। আমার মনে হয় এগুলোকে আমাদের হস্টাইল ডিভাইস হিসেবেই ট্রিট করা.."

জাহিদ আল পাশা কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলতে গেল। কিন্তু সে শুর" করতে পারে নি।

এক ডিসেম্বর মধ্যরাতে ভিশাখাপটনমের কাছে সাবমার্জড অবস্থায় বিরানব্বই জন অফিসার-ক্রু-মেম্বার নিয়ে বিস্ফোরিত হয় পিএনএস গাজী। ইন্ডিয়ানরা অফিশিয়ালি দাবি করে এসেছে তাদের ডেস্ট্রয়ার আইএনএস রাজপুতের ছোড়া ডেপথ চার্জের আঘাতে বিস্ফোরিত হয়েছে সাবমেরিনটি। অন্যদিকে পাকিস্ড়ানিদের ভাষ্য অনুসারে মাইন পাততে গিয়ে একটা এক্সিডেন্টে গাজীর বিস্ফোরণ ঘটেছে। এমনকি গাজীর বিস্ফোরণের তারিখ নিয়েও আছে নানা বিতর্ক। আজকের দিন পর্যন্ড় ঐ হতভাগ্য মানুষদের ভাগ্যে আসলে ঠিক কি ঘটেছিল তা সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। রাশিয়ান এবং আমেরিকান সরকার ভারত সরকারকে সাবমেরিনটি সাগরের নিচ থেকে তুলে দেবার প্রস্ড়াব করলেও ভারত সরকার সে প্রস্ড়াবে কোনো সাড়া দেয়নি এবং আজও গাজীর ধ্বংসাবশেষ সাগরের তলদেশেই পড়ে আছে। উলে-খ্য, গাজী ভিতর থেকে 'ফেটে' গিয়েছিল এবং ভারতের তৎকালীন চীফ অফ স্টাফ অফ আর্মি'স ইস্টার্ন কমান্ড মেজর জেনারেল জেকব-ফার্জ-রাফায়েল জেকব তার বইতে গাজীর বিস্ফোরণকে 'দৈব ঘটনা' বলে উলে-খ করে বলেন যে সাবমেরিনটার ভাগ্যে যে আসলে কি ঘটেছিল তা তারা জানেন না।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৬৭

নিউ ইয়র্ক, ইউএসএ
১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বেনামে আসা, সীলবিহীন খামটার থেকে কাগজটা বের করে এক নজর দেখেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাসের সাথে সাথে দাঁতগুলোও বের হয়ে গেল মরিস ক্যাসপারের।

খুব বেশি কিছু না পেলেও ওর হাতে ধরা কাগজটাই আপাতত ওর বসকে খুশি করার জন্য যথেষ্ট। তুমি যদি কাজের জন্য একেবারে সঠিক লোকটাকে একবার চিনতে পারো তাহলেই কাজগুলো কতই না সহজ হয়ে যায়।

এই কাগজটা যার কাছ থেকে এসেছে সে লোক ওকে দুইচোখে দেখতে পারে না। সেদিন ও একটা অফিসের পার্কিং লটে তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। ঠিক যেভাবে কোনো বড়লোকের নাকি উঁচা বউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাস্টবিনের খাবার খুটটে থাকা নেড়ি কুকুরের দিকে তাকায় ঠিক সেভাবেই তাকিয়েছিল লোকটা তার দিকে।

"হুভারের কুত্তা এখানে কি শুঁকতে এসেছে?" এনএসএ'র এডিশনাল ডিরেক্টর স্ট্যানিস স্ট্যানফোর্ড নিজের গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তার দিকে না তাকিয়েই।

মরিশ ক্যাসপার একেবারে হান্ড্রেড পারসেন্ট শিওর ছিল না আসলেই এরিক রে'বার্ণের সাথে এই লোকের কোনো শত্রুতা ছিল কিনা। কিন্তু সে আর কোনোদিক দিয়েই কোনো সুবিধা করতে পারছিল না। চান্সটা নিতেই হত। এরা দুজন নিজেদের ক্যারিয়ার একেবারে একইসাথে একই মিশন দিয়ে শুরু করে। আর মিশনটাও ছিল সেরকম। মন্টেলুপিকের মত একটা লোম খাড়া করা গেস্টাপো প্রিজন থেকে একজন এসএস অফিসারকে ছাড়িয়ে আনে এরা। সেটাও আবার এক মাসেরও কম সময়ে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে আজ পর্যন্ত এদেরকে আর কখনও একসাথে দেখা যায় নি। আর এদের সম্পর্কটা যে বন্ধুত্বপূর্ণ নয় সেটা জানতেও খুব বেশি কষ্ট করতে হয় নি তার। কিন্তু শত্রুতার কারণ কি, বা কি ঘটেছিল ওই মিশনে সে ব্যাপারে কোনো ডিটেইলসই সে জানতে পারে নি, এক কথায় বলতে গেলে এরা দুজন ছাড়া কেউ জানে না, অন্তত এখানকার কেউ তো নয়ই। তো অন্য কোথাও কোনো

BanglaBook.org

সুবিধা করতে না পেরে অবশেষে স্ট্যানফোর্ডের কাছে আসারই সিদ্ধান্ত নেয় মরিস।

কয়েকদিন আগেই সে খবর পেয়েছে এরিক রে'বার্ণ একটি অত্যন্ত গোপন সফরে পাকিস্তান গেছে। ঝটিকা সফর। এরপর থেকেই তার উপর সন্দেহ।

"আপনি আমাকে সহ্য করতে পারেন না সেটা আমি খুব.."

"আমি তোমার বসকে সহ্য করতে পারি না। আর যদি মনে করো আমি তোমাকেও সহ্য করতে পারি না সেক্ষেত্রে বলতে হয় নিজের সম্পর্কে বেশ উঁচু ধারণা পোষণ কর তুমি। মানে বোঝাতে চাচ্ছি আমি তোমাকে মানুষের মধ্যেই গন্য করি না।" নিজের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখেননি তিনি।

"বুঝতে পারছি," বলেছিল মরিস, "তবে অনেক সময় অনেক বড় শত্রুও অনেক বড় উপকারে এসে যায়।"

"কি বলতে চাও?"

"এরিক রে'বার্ণ।"

মুখে কোনো রকম ভাব দেখায় নি স্ট্যানিস, এই শালার স্পাই গুলো এই রকমই। পাছার নিচে বোম ফাটালেও এমনভাবে তাকিয়ে থাকবে যেন কিছুই হয় নি।

"এরিক রে'বার্ণের ব্যাপারে কিছু তথ্য দরকার ছিল আমার," ওকে কিছু বলতে না দেখে মরিশই বলেছিল আবার।

"তোমার না হুভারের?"

মরিশ কিছু বলল না।

স্ট্যানিস কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থাকল। "কি জানতে চাও?"

"রিসেন্টলি সে কোনো.." কি শব্দ ব্যবহার করবে বুঝতে পারল না মরিশ, "উলে- খযোগ্য কাজ করেছে কি না বা করছে কিনা।"

"সে যা করে সবই উলে- খযোগ্য কাজ, তুমি কি জানতে চাও?"

"সাউথ এশিয়া?"

স্ট্যানিস সেই প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে গাড়িতে উঠে চলে গিয়েছিল সেদিন। প্রায় পাঁচদিন আগে। এই পাঁচদিন শান্তিতে ঘুমোতে পারেনি মরিশ। বুঝেই উঠতে পারছিল না সে ঠিক করেছে না ভুল করেছে। এমন কি হতে পারে এরিক আর স্ট্যানিস আসলে একসাথে কাজ করছে? ঝগড়া বিবাদ সব লোক দেখানো?

যাইহোক এতদিন এত দুশ্চিন্তায় কাটানো দিনগুলোর পর অবশেষে কাজের জিনিসটা পেয়ে গেছে সে।

বেডরুমে গিয়ে রেডি হতে শুরু করল মরিস ক্যাসপার।

একটি ফ্লাইট ধরতে হবে তাকে।

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৬৮

১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১
ডিরেক্টর'স অফিস, এফবিআই এইচ-কিউ, ওয়াশিংটন ডিসি, ইউএসএ

ডিরেক্টর হুভার বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারে একজন এজেন্টের সাথে মিটিং করছিলেন, তখনই ফোনটা বেজে উঠল।

"ইয়েস," গমগমে গলায় বললেন তিনি।

"সে এসেছে," মিস গ্যান্ডি বললেন, "আর্জেন্ট বলছে।"

"দুই মিনিট," হুভার বললেন, "আপনি জানবেন কখন।"

দুমিনিটের মধ্যে মিটিংটা শেষ করে ফেললেন হুভার। এজেন্টটা বের হয়ে যাবার কয়েক মুহূর্ত পরেই ঢুকল মরিস ক্যাসপার।

হুভার বললেন, "আশা করি ভালো কিছু আনতে পেরেছেন আপনি।"

ক্যাসপার নার্ভাসভাবে হাসল।

"আমি শিওর না এটা ওই লোকেদের সাথে সম্পর্কিত কিছু কিনা, কিন্তু আমার মনে হয় আপনার জানা উচিৎ এরিক রে'বার্ণ একটা পাকিস্তানি সাবমেরিনের পজিশন বের করার চেষ্টা করছিল। যেটা ডুবে গেছে।"

"কেন?" হুভার অবাক হলেন।

"সেটা এখনো জানা যায় নি," ক্যাসপার বলল, "কিন্তু তার ওটার ব্যাপারে গুতাগুতি করার ঠিক দুদিন পরেই ওটা উড়ে গেছে। আর সে কয়েকদিন আগে ইসলামাবাদেও গিয়েছিল। গোপনে।"

"আপনার সোর্স কত ভাল?"

"কোনো ভুল নেই।"

জে এডগার গভীরভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করলেন। আসল ব্যাপারটা ধরার চেষ্টা করছেন। সিআইএ'র রহস্যময় ডেপুটি ডিরেক্টর প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে কেন?

"টাকার জন্য হতে পারে কি?" হুভার জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি বলতে পারছি না, স্যার," ক্যাসপার বলল, "রে'বার্ণ যদি তার টাকা ঢাকার চেষ্টা করে তবে সেটা খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভবই।"

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। এই লোক রীতিমত কিংবদন্তির পর্যায়ে

BanglaBook.org

আর একই সাথে সবসময়ে স্পটলাইট থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলে। দেশের দশ জন ক্ষমতাবান লোকের মধ্যে একজন সে অথচ তাকে কেউ চেনে না বললেই চলে। এই লোক চাইলেই ডিরেক্টর হয়ে যেতে পারত, কিন্তু না সে বেছে বেছে এই পোস্টটাই রেখে দিল। এই ধরনের লোক খুব ডেঞ্জারাস। এদেরকে কন্ট্রোল করা যায় না। আনকন্ট্রোলেবল লোকজন হুভারের পছন্দ নয়।

এখন কথা হল নিক্সনকে কি এখনই জানাবেন? আর এই কি সেই লোক? হতেও পারে। এরিক রে'বার্ণের ক্ষমতা এবং রিসোর্স দুটোই আছে।

"তার হয়ে কাজ করে কে?" হুভার জিজ্ঞেস করলেন।

"সরি?" ক্যাসপার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারল না।

"মানে আপনি যেমন আমার হয়ে কাজ করছেন তেমন তারও কেউ থাকার কথা।"

"কোনো ধারণাই নেই," ক্যাসপার বলল, "সত্যি বলতে এই যে দুটো তথ্য দিতে পেরেছি সেদুটোও বলতে গেলে লাকি টিপ। আপনি তো জানেনই উনি যথেষ্ট প্রাইভেট পার্সন।"

"আর এই প্রাইভেট পার্সনই একই মাসে দুইবার নিজেকে এক্সপোজ করে ফেলল। কেন? নিশ্চয় বড় কিছু হচ্ছে," হুভার নিজের কপাল ঘষতে লাগলেন।

ক্যাসপার নড করল।

"আমি তাকে আন্ডার সার্ভিলেন্স রাখতে চাই," এফবিআই ডিরেক্টর বললেন, "খুব সাবধান। আপনি পারবেন তো?"

মরিস ভালো করেই চিনত এই টোনটা। ডিরেক্টর যখনই কোনো অসম্ভব কাজ ধরিয়ে দিতেন তখনই এই লাইনটা ব্যবহার করেন। মানে তুমি করলে কর না করলে নাই। আমার লোকের অভাব নেই। আর প্রতিবারই ক্যাসপারের একই উত্তর হয়।

"ইয়েস স্যার।"

হুভার হাসলেন।

"খুবই কেয়ারফুল থাকতে হবে," বললেন তিনি, "কোনো লোককে ইনভল্ভ করার আগে ভালো করে চিন্ড্রা করে নেবেন। আমার কাছে তার উপর একটা ফাইল আছে। অন্যগুলোর মত মোটা নয়, হয়তো আপনি মোটা বানাতে পারবেন। আপনি রাতে এসে নিয়ে যাবেন। আগে তার মোটিভটা খোঁজার চেষ্টা করুন।"

"ইয়েস স্যার।"

BanglaBook.org

অ ধ্যা য় ৬৯

১৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১
ওয়াশিংটন ডিসি, ইউএসএ

এরিক রে'বার্ণ অন্ধকারের মধ্যেই বসে ছিলেন। পুরো ঘরে কোনো আলোই নেই। কোনো এক অদ্ভুত কারণে তার খারাপ লাগছিল না। তাছাড়া গরমও প্রচ ন্ড। তিনি ড্রয়িং রুমের সোফাটার একেবারে ঠিক মাঝখানে পায়ের উপর পা তুলে বসে আছেন, দরজার দিকে মুখ করে, শূন্য দৃষ্টিতে।

বাড়িটা খুবই সাজানো গোছানো। বাইরে থেকে কেউ আন্দাজ করতে পারবে না একজন ব্যাচেলর লোক এই বাসায় থাকে।

রে'বার্ণ ঘামছিলেন, কিন্তু তারপরেও গায়ের কালো কোটটা খুললেন না, এমনকি হাতের লেদারের গ-াভস কিংবা মাথার গোল হ্যাটটাও যেমন ছিল তেমনই থাকল। রে'বার্ণ এখনও শূন্যের দিকে তাকানো। একের পর এক অবজেক্টিভ, গোল; ট্যাক্টিস এবং স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে যাচ্ছেন মাথার মধ্যে। ঐ মুহূর্তে ওই সোফাটায় বসে, যদি একটু নাটকীয় ভাবে বললে বলতে হয়, নিজের দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করছিলেন তিনি। আর যখন আমেরিকার ভাগ্য নির্ধারিত হয় সেই সাথে সারা দুনিয়ার ভাগ্যেও পরিবর্তন আসে। দেশের সাথে সাথে নির্ধারিত হচ্ছিল আরো কিছু মানুষের ভাগ্য। কিছু অত্যন্ড় ক্ষমতাবান মানুষের ভাগ্য। তৈরি করছিলেন তাদের উত্থান-পতনের রাস্ড়া।

যদিও তার এই মুহূর্তের প-্যানগুলো, কয়েক সপ্তাহ আগে তার অ্যাসোসিয়েটদের সাথে বসে করা প-্যানগুলোর থেকে অনেক আলাদা। আসলে তার অ্যাসোসিয়েটরা ঘটনার ঘুরে যাওয়া মোড়গুলো সম্পর্কে এখনো অবগত নন।

একজন বাইরের দর্শকের কাছে ইনকগনিটাসের কার্যক্রম দেখলে মনে হতে পারে, সবকাজ তো একজনই করে। সব ক্ষমতা একজনেরই হাতে। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়। অন্যদের ভিন্ন ভিন্ন রিসোর্সের জোরেই একজনের এত ক্ষমতা। এই ক্ষমতা এরিক রে'বার্ণের একার নয়। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। ইনকগনিটাস পাকিস্ড়ানে কদিন আগে যে অপারেশনটা চালাল তার একদিনের খরচ চালানোর ক্ষমতাও রে'বার্ণের নেই।

BanglaBook.org

তার মানে আবার এটা ভেবে নেবার কারণ নেই যে অন্যরা কেবল এটিএম মেশিন ছাড়া আর কিছু নন। এদের প্রত্যেকেরই জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট বা ডিওডি বা হোয়াইট হাউজ কিংবা প্রেসে রয়েছে অপরিসীম প্রভাব। এই পার্টিকুলার অপারেশনটা প্রধানত ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির প্রভাবে চলেছে মানে এটা মনে করলে ভুল হবে যে সবগুলো এভাবেই চলে। যেকোনো একজন মেম্বারের অনুপস্থিতি পুরো ইনকগনিটাসের ফাংশন বন্ধ করে দিতে পারে।

অনুপস্থিতির কথা এজন্য বলা হচ্ছে কারণ এরিক রে'বার্ণ এক্সপোজ হয়ে গেছেন। পৃথিবীকে একটি ভয়াবহ নিউক্লিয়ার ওয়্যারের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেকে তিনি এক্সপোজ করে ফেলেছেন। জে এডগার জেনে গেছে তার কথা। কোনো স্টেপ না নিলে হয়তো পুরো ইনকগনিটাসই উন্মুক্ত হয়ে যেতে পারে।

তার পক্ষে এখন আর কোনোভাবেই ইউনাইটেড স্টেটসে থাকা সম্ভব নয়। সারা দুনিয়ায় তার বন্ধুর অভাব নেই অবশ্য, শত্রুরও নেই। তার কাছে যে তথ্যের ভান্ডার আছে তাতে যেকোনো মিডল ইস্টার্ন দেশে গিয়ে থাকতে তার কোনো কষ্ট হবে না। ইউরোপের দিকে আবার সিআইএ'র নেটওয়ার্ক অনেক বেশি স্ট্রং, কোল্ড ওয়্যার.. কোল্ড ফাকিং ওয়্যার...ওখানে থেকেই অপারেট করতে হবে তাকে। এই দেশকে আর পৃথিবীকে আরো কিছুদিন হিপোক্রেসি সহ্য করতে হবে...কিছু করার নেই...দরজায় শব্দ হলে তার চিন্তায় বাধা পড়ল।

মরিস ক্যাসপার দরজা খুলে নিজের ঘরে ঢুকল। কিন্তু সে কিছু করতে পারার আগেই সোফার পাশের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে নিজের উপস্থিতির জানান দিলেন এরিক রে'বার্ণ। যেমন একদিন জায়েদি রাকেশ মেহরাকে জানিয়েছিল যে বাড়িতে একা নয় সে।

মরিস দেখল লোকটাকে। নাক উঁচু করে ওর সোফায় আসন গেড়ে বসে আছে। পায়ের উপর পা তোলা। গরমের মধ্যে গায়ের মধ্যে ওভারকোট, গ-্যাভস, হ্যাট পরে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। নিজের অস্ত্রটা বের করবে নাকি ভাবল সে। এসেছে যখন প্রস্তুতি নিজেই মনে হয় এসেছে। আপাতত কিছু না করারই সিদ্ধান্ত নিল সে।

"এজেন্ট ক্যাসপার," রে'বার্ণ বসে থেকেই নিজের ডান হাত তুলে অভ্যর্থনা জানানোর মত করে ডাকলেন তাকে, "আসুন, বসুন।"

মরিস ক্যাসপার আস্তে করে হেঁটে এসে বসল এরিক রে'বার্ণের সামনে সোফাটায়।

"যাক, দেখে ভালো লাগল যে আপনি সঠিক সিদ্ধান্তটাই নিয়েছেন। এতে করে আমরা একে অপরকে ভালো করে জানার কিছুটা সুযোগ পাব," সামান্য হেসে বললেন রে'বার্ণ।

মরিস বসে আসে পাশে তাকাল।

BanglaBook.org

"আপনি দেখতে পাবেন না তাকে," রে'বার্ণ বলল, "আশেপাশের দিকে মন না দিয়ে আসুন আমরা কাজের কথা বলি।"

"আমি কি করেছি যে.."

"মি. ক্যাসপার," একটু টেনে হতাশার সুরে বললেন রে'বার্ণ, "এসব বলে সময় নষ্ট করার কোনো দরকার আছে বলেন? আপনার মত একজন ব্যস্ত মানুষ..কেন শুধু শুধু মিটিংটা লম্বা করছেন?"

ক্যাসপার চুপ থাকল।

"আমি শুধু এতটুকুই জানতে চাই হুভার সাহেবকে আপনি ঠিক কি কি বলেছেন?"

"আর আমি সেটা বলব কেন?"

"কারণ আপনি যদি না বলেন তাহলে আমি দশ তলা বিল্ডিংয়ের উপর থেকে আপনাকে নিচে ছুড়ে ফেলে দেব," ফ্ল্যাট গলায় বললেন রে'বার্ণ।

"সে তো আপনি এমনিতেও করতে পারেন.."

"আহ হ্যাঁ, সেটা যে পারি না তা নয়," রে'বার্ণ আস্তে করে বলে পাশের থেকে টেবিল ল্যাম্পটা উঠিয়ে নিলেন। ক্যাসপার আরো সতর্ক হয়ে উঠল, "আপনি দেখছি এই নতুন মডেলের লাইটগুলো ব্যবহার করছেন, আমার স্টাডিতেও একটা আছে। কিন্তু আমি জানি না, এই মডেলের সমস্যা নাকি বাল্ব গুলোর সমস্যা, খালি ফিউজ হতেই থাকে। খুবই বিরক্তিকর। এই দুইরাত আগে আমি একটা পুরোনো থ্রিলার নভেল পড়ছিলাম হঠাৎ করেই বাতি নিভে গেল। আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না ব্যাপারটা কতটা বিরক্তিকর। আপনারটা কি এমন সমস্যা করে?"

"না, আমারটা খুব ভালো কাজ করে।"

"তাহলে ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক হবে যে এত ভালো একটা ল্যাম্প আমার বন্ধু আপনার পিছন দিয়ে ঢোকাবে," আবারও সেই একই পে-ইন গলায় বললেন তিনি, "মরিস আপনি হাফ স্মার্ট, মূল্যবোধহীন একজন মানুষ। আপনি যে কি করেন সে ব্যাপারে আপনার কোনো ধারণাই নেই। আপনার বোঝার কোনো ক্ষমতাই নেই যে আপনি যা করেন সেই কাজগুলো কি ভাবে আপনাকে বা আপনার আশেপাশের লোকেদের এফেক্ট করে। আপনি মনে করেন আপনি অনেক চালাক, আর সাথে সাথে এটাও মনে করেন আপনি যেটা করছেন সেটা দেশের ভালোর জন্য, ঠিক আপনার এমপে-ায়ারের মত। কিন্তু আসলে কি তাই? আমি শেষবারের মত জিজ্ঞেস করছি, কি বলেছেন আপনি হুভারকে?" ল্যাম্পটা নামিয়ে রাখলেন তিনি।

ক্যাসপার চুপ করে থাকল।

"একটা কাজ যদি সহজে হত আজকাল।"

ক্যাসপার বুঝেও উঠতে পারল না কি হল। রেবার্ণে হাতটা একটু নড়ল আর একটা ছোট ধারালো ছুরি উড়ে এসে ওর বাম কাঁধের মাংসের মধ্যে গেথে গেল।

BanglaBook.org

ক্যাসপার চিৎকার করে উঠল।

"এটা আরো সহজে হতে পারত," রে'বার্ণ বললেন, "আপনি এখন আঘাত পেয়েছেন, আমি বুঝতে পেরেছি আপনি বিশ্বাসী লোক। এবার যদি আপনি যদি মুখ না খোলেন তাহলে আমার ফ্রেন্ড এসে তার কাজ শুর" করবে, বিশ্বাস কর"ন সে কিন্তু এতটা জেন্টেল হবে না।"

ক্যাসপার তখনও চুপ থাকল। রে'বার্ণ মরিসকে পার করে ওর ডান দিকে তাকালে পিছন থেকে একটা ছায়ামূর্তি এসে একহাত দিয়ে শক্ত করে তার গলা আটকে ধরল এবং অন্যহাত দিয়ে কাঁধে গেথে থাকা ছুরিটা ঘোরাতে লাগল। ক্যাসপারের মনে হল ও জানটা কাঁধ থেকে বেরিয়ে যাবে। সে চোখের সামনে ধোঁয়াটে দেখলে লাগল। তার সমস্ড় শরীর ঘেমে গেল।

এ্যারন যখন ছুরি মোচড়াচ্ছিল রে'বার্ণ নিজের মুখ বন্ধ রাখলেন না, "আপনি দেখতে পারেন এ্যারন আসলে রীতিমত একজন মাস্টার," বলল সে, "পনের শতকের মাঝামাঝির দিকে, স্পেনে একজন ক্রাউন প্রিন্স ছিল। খুবই বিকৃত মানসিকতার স্যাডিস্ট একজন লোক। তার শখ ছিল লোকজনকে টর্চার হতে দেখা। সে সারা দুনিয়া থেকে 'টর্চার আর্টিস্ট' কালেক্ট করে নিয়ে আসত, নিজের বিনোদনের জন্য। সে তাদের সেই নামেই ডাকত। বুঝতেই পারছেন তখন তো আর টিভি ছিল না সে-ই বা করবে। সে জন্যই এই ব্যবস্থা। সে যাইহোক, তার সবচেয়ে প্রিয় ছিল যার কাজ তার নাম ছিল ভ-াড। একজন জার্মান। আমার মনে হয় আমাদের এ্যারন ঐ ভ-াডকে একটা ভালো মানের টক্কর দিতে পারত, আপনার কি মনে হয়? খুবই দুঃখজনক কিভাবে মানুষ ভুল জায়গায় ভুল শতকে জন্ম নেয়।"

এ্যারন একনজর রে'বার্ণের দিকে তাকিয়ে হতাশ দৃষ্টিতে মাথা নাড়ল।

"আচ্ছা দেখা যাক এজেন্ট ক্যাসপার তার মত পাল্টেছেন কিনা," রে'বার্ণ বলল।

এ্যারন ওর হাত সরিয়ে নিল। মরিশ ক্যাসপার গোঙিয়ে উঠে বড় বড় নিঃশ্বাস নিল কতক্ষণ ধরে।

"আমি...আমি শুধু বলেছি...আপনি পাকিস্ড়ানে গিয়েছেন...আর...আর সাবমেরিনের লোকেশন...বের করেছেন..."

"আর?" রেবার্ণের জানার দরকার ছিল তিনি ছাড়া ইনকগনিটাসের অন্য কারও কথা এই লোক জানে কিনা।

"আর..আর কিচ্ছু না," বলল সে, "এইটুকুই..এইটুকুই জেনেছি।"

এরিক রে'বার্ণ কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকলেন, "আমি বিশ্বাস করি আপনার কথা," অবশেষে বলে উঠে বের হয়ে গেলেন তিনি।

নিচে নেমে একটা কালো এসইউভির প্যাসেঞ্জার সিটে এসে বসলেন। পাঁচ মিনিট পর এ্যারন মরিস ক্যাসপারের মৃতদেহসহ দ্র"ত পায়ে নেমে এসে সেটা রাখল পিছনের সিটে। তারপর নিজে এসে বসল ড্রাইভিং সিটে। হুভারকে এখনই জানতে দেওয়া যাবে না যে ক্যাসপার মারা গেছে। তাহলে

BanglaBook.org

আরেকজন রিক্রুট করে ফেলবে সে সাথে সাথে।

"সিরিয়াসলি?" রেবার্ণের দিকে তাকিয়ে বলল এ্যারন, "স্যাডিস্ট টর্চার আর্টিস্ট?"

"মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকে একটু বিনোদন দিতে আরকি। তুমি তো ভালোই কাজ করেছ।"

এ্যারন দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাড়ি চালাতে লাগল।

পরদিন সকালে একটা অখ্যাত নিউজপেপারে একটা অ্যাড ছাপান হল এই বলে যে প্রোডাকশন রিলেটেড সমস্যার জন্য একটা পার্টিকুলার ব্র্যান্ডের উড বার্নিশ ওয়েল সাময়িকভাবে মার্কেটে নেই। সমস্যার সমাধান হবার পর সকল ক্লাইয়েন্টদের সাথে আবারও যোগাযোগ করা হবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দ্য লা স্ট চ্যা প্টা র

২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ধানমন্ডির একটা বাসার ভিতর ঢুকছিল মিশকাত, মাহফুজ, আসরাফ, সাদী আর সঞ্জীব।

পুরো বাসাটা কয়েক ঘণ্টার আগ পর্যন্তও ছিল ধুলো বালি আর ভাঙ্গাচোরা ফার্নিচারে পরিপূর্ণ। এখন শুধু ভাঙ্গাচোরা ফার্নিচার।

বাসাটা ইমরান সালেহীন খানের। প্রায় বিশ বছর পর গতকাল সে আবার তার বাসায় ফেরত এসেছে।

দরজা খোলাই ছিল। ইমরানকে ওরা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল খাবার ঘরের সামনে। ওদের জন্য রান্না করছিল সে। রান্না প্রায় শেষের দিকেই।

ওদের দেখে বেরিয়ে এলো।

"যার যেখানে খুশি বসে পড়," ইমরান বলল।

মিশকাত একটা মিষ্টির বাক্স এগিয়ে দিল।

খাবার দাবার শেষ করে সবাই এক সাথে বসল গোল হয়ে। সবার মনের অনুভূতিটা আসলে ঠিক কেমন ছিল সেটা আসলে বলে যা লিখে প্রকাশ করার চেষ্টা করলে পাঠক বা শ্রোতা ভুল ইমপ্রেশনই পাবেন। তারপরও...

অদ্ভুত একটা মিশ্র অনুভূতি। এতগুলো বছর ধরে সবাই যেমন একটা দেশের স্বপ্ন দেখে এসেছে আজকে প্রথমবারের মত সেটা অনেক কাছে মনে হচ্ছিল। কিন্তু স্বপ্নগুলো যাদের সাথে এক সাথে দেখা হয়েছে, তারা অনেকেই কাছে নেই। *অনেকেই।*

প্রত্যেকটা ছেলের কথায় তাদের অনেক আশাবাদি মনে হল ইমরানের। তারা মনে করছিল সব সমস্যা শেষ। তারা নিজের দেশ পেয়েছে, এবং দেশটা সাজানোর ভারতের মত বন্ধু রাষ্ট্র পেয়েছে।

ইমরান চায় নি তাদের আশাটাকে দমিয়ে দিতে। কিন্তু তারপর সে চাইল এদেরকে বাস্তবতার সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দিতে।

"দেখো," ওদের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল সে, "বন্ধু মানুষ হয় দেশ বা রাষ্ট্র হয়না, আর চাইলেও হতে পারে না। এটা সত্যি ইন্দিরা গান্ধী আমাদের বাঙালিদের জন্য খুবই সহমর্মী। কিন্তু শুধুই সহমর্মীতার জন্য তারা যুদ্ধ করেছে? আর ইন্দিরা গান্ধী কি চিরকাল বেঁচে থাকবেন? না, একসময় অন্য কেউ ক্ষমতা নেবে, তোমাদের বুঝতে হবে, বাংলাদেশ কিন্তু ভারতের কাছে একটা ইনভেস্টমেন্ট ছাড়া কিছু নয়, যা থেকে কিন্তু তারা পূর্ণ প্রফিট

BanglaBook.org

উঠিয়ে নেবে। ব্যাপারটা এমন নয় যে মিশকাত নিঃস্বার্থভাবে বন্ধু হিসেবে সাদীর জান বাঁচাল, কোনোরকম প্রতিদানের আশা না করেই। যাইহোক যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হল খুব বেশি আশা না করাই ভালো, আর যত তাড়াতাড়ি ভাবছ সব ঠিক হয়ে যাবে, ওতটা তাড়াতাড়ি সব ঠিক নাও হয়ে পারে। আমার কথা শুনে মন খারাপ করো না। জাস্ট বলছি এমন কিছু আশা করো না যে যেটা ভেঙ্গে গেলে অনেক বেশি হতাশ হয়ে পড় কিংবা যেটা পূরণ হতে হতে জীবন পার হয়ে যায়।"

আনন্দের একটা দিনে এগুলো বলে কেমন জানি লাগল ওর। কিন্তু তারপরেও বলার দরকার ছিল। কারণ এই ছেলেরা যে কষ্ট করেছে, আর তারা এর যে প্রতিদান আশা করে যখন সেটা পাবে না তখন এরা কি করে বসবে সেটা এরা নিজেরাই জানে না।

ইমরানের কথা শুনে সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল।

"আপনি কি করবেন কিছু ঠিক করেছেন?" সাদী জিজ্ঞেস করল।

"না," বলল ইমরান সালেহীন খান।

যা করতে চেয়েছিল তা সে করে ফেলেছে, এখন সে কি করবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই তার নেই।

●●●

ইমরান সালেহীন যখন সিলিঙের দিকে তাকিয়ে নিজের জীবন নিয়ে কি করবে চিন্ড়া করছিল পৃথিবীর অন্যপ্রান্ড়ে এ্যারন বেটন তখন নিউ ইয়র্কে একটা এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে একটা পে ফোন বুথের ভিতর ঢুকল। পকেট থেকে একটা কয়েন বের করে ভিতরে ঢুকাচ্ছে সে।

নাম্বার ডায়াল করার সাথে সাথে দুই রিঙ্গের পরই ফোনটা রিসিভ করা হল।

"হ্যালো," ও পাশ থেকে একজনের গলা শোনা গেল।

"হেই, মার্ক," এ্যারন একটু হেসে বলল, "আমাদের একটা মিটিং করার দরকার।"

"উইজুয়াল পে- স, ঠিক তিন ঘণ্টা পর," বলেই ফোন রেখে দেওয়া হল।

BanglaBook.org

শে ষ ক থা

পাকিস্ড়ান ভেঙ্গে যাবার পর শেখ মুজিবর রহমান দশ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে ফিরে এসে দেশ চালানোর দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নেন। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে একটা মিলিটারি ক্যুতে তিনি সপরিবারে নিহত হন। তার পরিবারের মাত্র দুজন সদস্য জীবিত আছেন। তার দুই কন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা। শেখ হাসিনা বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি একাধিকবার বোমা হামলার স্বীকার হন।

জুলিফিকার আলী ভুট্টো হন পাকিস্ড়ানের প্রধানমন্ত্রী তবে প্রথমে প্রেসিডেন্ট হিসেবেই দায়িত্ব নেন। লিবিয়া এবং সৌদি আরবের সাহায্যে তিনি কাহুটায় প্রজেক্ট ৭০৬ শুরু করেন ১৯৭২ সালেই; এটিই পাকিস্ড়ানের অ্যাটম বোম বানানোর প্রজেক্ট এবং ধারণা করা হয় আজ পাকিস্ড়ান বিশ্বের সবচেয়ে হাইয়েস্ট গ্রোয়িং নিউক্লিয়ার আর্সেনালের অধিকারী। ১৯৭৭ সালে একটি মিলিটারী ক্যু'তে ভুট্টো ক্ষমতা হারান। ১৯৭৯ সালে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। তার কন্যা বেনজির ভুট্টোও পাকিস্ড়ানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তবে তিনিও বোমা হামলায় নিহত হন।

ইন্দিরা গান্ধীকে দুর্নীতি এবং নির্বাচনে অসদুপায় অবলম্বন করার অভিযোগে ১৯৭৫ সালে ক্ষমতা ছাড়তে হয়। এর আগে ইন্ডিয়া তাদের প্রথম নিউক্লিয়ার টেস্ট এক্সপে-াশন করে। এই অপারেশনের নাম তারা দিয়েছিল স্মাইলিং বুদ্ধা। ১৯৮০ সালে তিনি আবার ক্ষমতা ফিরে পান এবং ১৯৮৪ সালে নিজের বডিগার্ডের গুলিতে নিহত হন। পরবর্তীতে তার ছেলে রাজিব গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন এবং তিনিও বোমা হামলায় নিহত হন।

বাংলাদেশ এবং ভারত আজও বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে থাকলেও একটা বড় অংশের বাংলাদেশী জনগোষ্ঠী মনের মধ্যে তীব্র ভারত বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করে, সেটা টিভি সেটের সামনেই হোক কিংবা ক্রিকেট খেলার মাঠে। এর অনেকগুলো কারণের একটা হতে পারে বিগত পাঁচ বছরে ভারতীয় সীমান্ড় রক্ষী বাহিনির গুলিতে নিহত বাংলাদেশীর সংখ্যা ২৩৬। আর অন্য আরেকটি বড় কারণ হল, লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী নিজেদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পাশাপাশি পাকিস্ড়ানকে হারানোর যে গৌরব ভারতকে এনে দিয়েছে, তাতে অনেক ভারতীয়ই, বাঙালিদের বীরত্বটাকে একটু খাটো করে

BanglaBook.org

নিজেদের কৃতিত্বটাকে একটু বড় করে দেখে এবং দেখানোর চেষ্টা করে বলেই অনেক বাংলাদেশী মনে করে।

আর পাকিস্ড়ান আজও রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল হতে পারে নি। বিশ্ব দরবারে বিপজ্জনক জঙ্গী রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত পাকিস্ড়ান ১৯৭১ সালে তাদের কৃতকর্মের জন্য বাংলাদেশের কাছে অফিশিয়ালি ক্ষমা চাইতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে একাধিক বার।

আব্দুল কাদির খান ইউরেনকো থেকে ব-ু প্রিন্ট চুরে করে পাকিস্ড়ানে পালিয়ে এসে প্রজেক্ট ৭০৬তে কাজ করতে শুর“ করেন। যদিও পাকিস্ড়ানে তাকে অনেক সম্মানজনক উপাধি এবং পুরষ্কার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পাকিস্ড়ানের বাইরে তাকে ইতিহাসের কুখ্যাত নিউক্লিয়ার স্পাই হিসেবেই দেখা হয়। তার বির“দ্ধে অভিযোগ আছে যে তিনি এবং শ্রীলঙ্কান একজন বিজনেসম্যান মিলে নিউক্লিয়ার ওয়েপন তৈরির একটি ওয়ান স্টপ শপের মত তৈরি করেন এবং তার বিক্রি করা ইনফর্মেশন এবং ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করেই ইরান, লিবিয়া এবং নর্থ কোরিয়া নিজেদের অ্যাটমিক প্রোগ্রাম শুর“ করে। তার ব্যাপারে সিআইএ বলে যে তারা জানত তার কার্যকলাপের কথা কিন্তু তারা মাঝপথে তার 'ট্র্যাক' হারিয়ে ফেলেছিল। অনেকে বলে এই ব্রিলিয়ান্ট বিজ্ঞানীর মধ্যে এক অদ্ভুত ফিলোসফি কাজ করে এবং তিনি বিশ্বাস করেন নিউক্লিয়ার ওয়েপেন সবার থাকা উচিৎ। মে, ২০১১ সালে একটি পত্রিকায় দেয়া সাক্ষাতকারে খান বলেন, ১৯৭১ সালে যদি পাকিস্ড়ানের কাছে নিউক্লিয়ার বোম থাকত তবে পাকিস্ড়ানকে এতটা অসম্মানজনকভাবে নিজের অর্ধেকটা হারাতে হত না।

ইয়াহিয়া খান ১৯৭৯ সাল পর্যন্ড় গৃহবন্দি থাকেন। ১৯৮০ সালে মারা যান তিনি।

ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের ডিরেক্টর জন এডগার হুভার আকস্মিকভাবে হার্ট অ্যাটাকে মারা যান ১৯৭২ সালের ২ মে তে।

প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ১৯৭৪ সালে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির পর পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত এই প্রেসিডেন্টের এক্সপোজারের পিছনে ছিল ওয়াশিংটন পোষ্ট নিউজপেপারের দুজন রিপোর্টার এবং তাদের সোর্স, যাকে তারা ডিপ থ্রোট বলে সম্মোধন করতেন। ডিপ থ্রোটের আসল পরিচয় তারা কখনও উন্মোচন করেন নি। তবে ২০০৫ সালে এফবিআই'র সাবেক অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর *মার্ক ফেলট* নিজেকে ডিপ থ্রোট হিসেবে দাবি করেন এবং পরবর্তীতে দুই সাংবাদিক সেই তথ্য নিশ্চিত করেন। নিক্সন অফিসে থাকা সময়ের সমস্ড় মিটিং এবং ফোন কনভার্সেশনের রেকর্ড উন্মুক্ত করে দেওয়া হলে তাতে এক জায়গায় হেনরী

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কিসিঞ্জারকে বলতে শোনা যায় যে জন এডগার হুভার বেঁচে থাকলে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি কোনোদিন প্রকাশ পেত না।

প্যারিসের একটি ছোট ফ্ল্যাটে হঠাৎ একদিন একটা গ্যাস এক্সপে-াশন হয়। ফিরোজ আল শাহরিয়ার কায়েসকে সর্বশেষ প্যারিসেই দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বিস্ফোরণে মৃত ব্যক্তি কায়েসই কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি।

তিন মাস ধানমন্ডিতে নিজের বাসায় থাকার পর ইমরান সালেহীন খান অথবা সাঈদ খন্দকার জায়েদি হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যায়।